বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

চন্দ্রবংশাবতংশ

মহারাজ ৺গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ্ঞায়

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

এবং

পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

বাহাদুরের আদেশে

শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

আগরতলা,

বীরচন্দ্র লাইব্রারী হইতে প্রকাশিত।

১৩১৬ ত্রিপুরাব্দ।

অংগবতত্ত্ব—বর্দ্ধমান যন্ত্রে
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্ম্ম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ত্রিপুর রাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নানাবিধ যত্ন চলিয়া আসিতেছে। এ রাজ্যের রাজভাষা বাঙ্গালা। আবহমানকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য পরিচালিত হওয়ায়, এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের অনেক সুবিধা হইয়াছে, ইহা বঙ্গভাষারপক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। ত্রিপুরেশ্বরগণ বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করায় এই ভাষার উন্নতিলাভের সমধিক সুযোগ ঘটিয়াছিল।

ত্রিপুর সিংহাসনের ১০৪, সংখ্যক ভূপতি মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রযত্নে বাঙ্গালা ভাষায় "রাজমালা" লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ত্রিপুর রাজ্যের ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার পর বৈষ্ণব মহাজনদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, অদ্বৈতপ্রকাশ ও নানা ব্যক্তির লিখিত করচা ইত্যাদি চরিতাখ্যান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ বৈষ্ণব যুগের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। কিন্তু রাজত্বের ইতিহাস বা রাজনৈতিক আলোচনা রাজমালা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রিপুর রাজ্যের ন্যায় বঙ্গদেশের

অন্যান্য ভূপতিবৃন্দ যদি আপন আপন বংশের ইতিহাস সংগ্রহ পক্ষে যত্নবান হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস বর্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইত না।

ধর্ম্মমাণিক্য ১৩২৯ শকে (১৪০৭ খৃঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়া ৩২ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন কালে (১৪০৭ হইতে ১৪৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত) রাজমালা রচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। যে কালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেমরসাত্মক পদাবলীর সুমধুর ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ মুখরিত হইতেছিল, সেই সময় মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের আদেশে চন্তাই * দুর্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুঞ্জে রাজমালার রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পুত্র (১১৭ সংখ্যক ভূপতি) মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ্ঞায় বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দ মাণিক্য অতিশয় ধার্ম্মিক ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ভূপতি ছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মহাপুরুষের ধর্ম্মভাবের ছায়া অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও "বিসর্জ্জন" নাটক রচনা করিয়াছেন। আমরা গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুরের সম্পাদিত অনুবাদ গ্রন্থের কথা আলোচনা

* চন্তাই — চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক

করিবার পূর্ব্বে সেই মহাপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয় জীবনীর দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পরলোক গমনের পর, ১০৭০ ত্রিপুরাব্দের (১৫৮২ শক) ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রাজমালায় লিখিত আছে;—

"পনরশ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস তাতে।
ত্রয়োদশ দিন ছিল বুধবার যাতে॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইল রাজন।
গুণবতী মহারাণী বিখ্যাত ভুবন॥"

গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন প্রাপ্তিতে তদীয় কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কি উপায়ে ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিবেন, সর্ব্বদা সেই চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকিতেন। এক বৎসরের চেষ্টায় তিনি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। মহারাজ গোবিন্দ এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পারিষদগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহারাজকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু;—

"গোবিন্দমাণিক্য রাজা বলিল তখন।
ভাই সনে করি যুদ্ধ কিসের কারণ॥
আত্ম কলহ হইলে প্রজা নষ্ট হয়।
পাপেতে হইব স্থিতি বলিল নিশ্চয়॥
রাজত্ব করিল আমি বর্ষ পরিমাণ।
এখনি রাজত্ব দান তাহার বিধান॥"

মহারাজ রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া মহারাণী গুণবতী মহাদেবীকে সহ পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং রিয়াং নামক পার্ব্বত্য প্রজাগণের আবাস স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অবস্থানের পর তিনি রিয়াং দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক চট্টগ্রামে এবং তথা হইতে রসাঙ্গে (আরাকানে) গমন করিলেন। রসাঙ্গের রাজদরবারে তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই সময় রাজমহিষী, উজীব বিশ্বাস নারায়ণের তত্ত্বাবধানে, বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার বগাসাইর পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামস্থ কুণ্ড চৌধুরিগণের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। এদিকে নক্ষত্ররায় "ছত্রমাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

যে সময় নক্ষত্ররায় ভ্রাতার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালে আর এক ভ্রাতৃ-বিরোধজনিত নরশোণিতে সমগ্র ভারতভূমি রঞ্জিত হইতেছিল। মোগল সম্রাট সাহজাহানের জীবিত অবস্থায়ই তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণ পিতার ময়ূরাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় সদ্গুণাবলী দ্বারা প্রজারঞ্জন করিতেছিলেন। এই সময় আওরংজীব কুটচক্রী সেনাপতি মিরজুম্লার সাহায্যে কিরগাঁর যুদ্ধে * তাঁহাকে

---

* এই স্থান এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পরাজয় করেন। সুজা অনন্যোপায় হইয়া মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তথায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। আওরংজীব কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তিনি মুঙ্গের হইতে রাজমহলে, রাজমহল হইতে তণ্ডা নগরে, তণ্ডা হইতে ঢাকায় এবং ঢাকা হইতে রসাঙ্গে পলায়ন করেন। আরাকানের রাজ সভায় গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সুলতান সুজার সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইল এবং সেই রাজার আশ্রয়ে উভয়ে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় মহারাজ গোবিন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান সুজা তাঁহাকে আপন ব্যবহারের নিমচা তরবারি ও বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্য ৭ বৎসরকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগামী হইয়াছিলেন। রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"—উদয়পুরে নক্ষত্র নৃপ হইল তারপর।
ছত্রমাণিক্য রাজা তাহান আখ্যান।
সপ্তবর্ষ রাজত্ব ছিল করি পরিমাণ॥
উদয়পুরে ছত্র সাগর করিয়া খনন।
বসন্ত হইয়া রাজা হইল মরণ॥"

এই সময় গোবিন্দমাণিক্য আরাকান হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, ত্রিপুরার লোক যাইয়া তাঁহাকে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ জানাইল। তখন গোবিন্দ পুনর্ব্বার রাঙ্গামাটীয়া রাজধানীতে (উদয়পুরে) আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন (১৫৮৯ শকে)।

ছত্রমাণিক্যের পুত্র কুমার উৎসবরায় দেখিলেন, রাজ্যমধ্যে সর্ব্বদাই কাটাকাটি মারামারি হইতেছে; ইহার মধ্যে অবস্থান করা নিরাপদ নহে। তিনি মাসহরার পরিবর্ত্তে এইক্ষণকার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কাদবা, বেদরাবাদ ও আমিরাবাদ এই তিনটী সুবৃহৎ পরগণা বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা নগরীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থে চন্দ্রশেখর দেবতার মঠ নির্ম্মাণ ও একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে;—

"চট্টলেতে চন্দ্রশেখর মঠ নির্ম্মিয়া।
দেবালয়ে মহারাজ জলাশয় দিয়া॥"

ইত্যাদি।

আগরতলার রাজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত শ্রেণীমালা গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা;—

"চট্টলেতে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত উপরে।
মঠ নির্ম্মাইয়া শিব স্থাপে তদুপরে॥
পর্ব্বতের অধোভাগে সাগর খনিল।
গোবিন্দ সাগর নাম তাহার রাখিল॥"

গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চন্দ্রশেখরের মঠ ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার খনিত সাগর চন্দ্রনাথের মোহান্ত মহোদয়ের বাটীর সম্মুখে এখনও বিদ্যমান আছে।

মহারাজ গোবিন্দের আর একটী সমুজ্জ্বল কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিতে রাজমালার লেখক ভুলিয়াছেন। উদয়পুর হইতে মন্দিরের গাত্রচ্যুত একখণ্ড শিলালিপি আগরতলায় আনিয়া রাখা হইয়াছে। সেই প্রস্তরলিপি আলোচনায় জানা যায়, গোবিন্দমাণিক্য স্বীয় অনুজ জগন্নাথ দেবের সহযোগে এক 'প্রাসাদ' নির্ম্মাণ করাইয়া, মাতৃর স্বর্গ কামনায় ১৫৮৩ শকের কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন।[১] এই দেব মন্দিরটী অদ্যাপি উদয়পুরে বিদ্যমান আছে।

এতদ্ব্যতীত গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা জেলাস্থ ভিষ্ণাপরগণার অন্তর্গত বাতিসা গ্রাম ও উদয়পুর এই দুই স্থানে দুইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"গোবিন্দ সাগর নাম করিল খনন।
ত্রিপুরা উদয়পুরে করিছে শোভন॥"

শ্রেণীমালা গ্রন্থে বাতিসা গ্রামের দীর্ঘিকা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুণ্যবান অতি।
গোবিন্দ সাগর দিল বাতিসাতে ইতি॥"

কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রামাভিমুখীন যে সড়ক আছে, সেই সড়কের সংলগ্ন পূর্ব্ব পার্শ্বে (বৈদ্যের বাজারের সন্নিকটে) গোবিন্দ সাগর বিদ্যমান। এই দীঘির পাড়ে কিয়ৎকাল যাবৎ একটী ডাক বাংলা নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

[১] প্রাদাৎ প্রাসাদমত্যুচ্চং বিষ্ণবেহপি মনোহরং ॥—শিলালিপি।

গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী বাঁধ (গাঙ্গ আইল) মহারাজ গোবিন্দের অন্যতম কীর্ত্তি। পূর্ব্বে গোমতীর জল প্লাবনে মেহেরকুল পরগণার শস্যক্ষেত্র সমূহ বিনষ্ট হইত বলিয়া আবাদের অন্তরায় ঘটিতেছিল। গোবিন্দমাণিক্য "গাঙ্গ আইল" নির্ম্মাণ করাইয়া শস্যক্ষেত্রগুলি রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন; তদবধি মেহেরকুল পরগণা আবাদের সুবিধা হইয়াছিল। এই গাঙ্গ আইল অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া মহারাজের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

আরাকানে অবস্থান কালে সুলতান সুজা যে হীরকাঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাহা বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে সুজা বাদসার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ কুমিল্লা নগরীতে গোমতী নদীর তীরে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে তাহা "সা সুজার মসজিদ" নামে পরিচিত। সেখানে "সুজাগঞ্জ" নামে একটী গ্রামও সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজমালায় লিখিত আছে;—

"রসাঙ্গেতে হিরাঙ্গুরী বাদসা দিয়াছিল।
সে অঙ্গুরী মহারাজা বিক্রয় করিল॥
গোমতী নদীর কুলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বাদসার নামে মজিদ করিয়া॥
সুজা নামে একগঞ্জ রাজা বসাইল।
সুজাগঞ্জ নাম বলি তাহার রাখিল॥"

এতদ্ভিন্ন তীর্থযাত্রা, ভূমিদান, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্যের দ্বারা গোবিন্দমাণিক্য বিশেষ ধার্ম্মিক ও দয়ালু

বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিদানের অনেক তাম্রশাসন বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাগণকে গুরুতর কর ভারে পীড়িত করা তিনি অসঙ্গত মনে করিতেন,—"চারি আনা কাণি ভূমি করে রাজকর" রাজমালার এই বাক্যই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শাসন কালে রাজ্যময় সুখ শান্তি বিরাজিত ছিল।

গোবিন্দমাণিক্য কেবল ধার্ম্মিক এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন এমন নহে। ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে তিনি সাহিত্য সেবায়ও ব্রতী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের প্রযত্নেই বৃহন্নারদীয় পুরাণের বক্ষ্যমান বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে মহারাজ বাহাদুরের অনুমতির কথা বিষদভাবে বর্ণিত আছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"চন্দ্রবংশ অবতংস ত্রিপুর ভূপতি।
বিষ্ণু পরায়ণ ধর্ম্মশীল সাধুমতি॥
গোবিন্দমাণিক্য দেব ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মেতে পালিলা রাজ্য বিদিত সংসার

কহিলেন মহারাজ শুন বিপ্রগণ।
অকালে মরয়ে প্রজা পাপের কারণ॥
না করে বিষ্ণুর পূজা তুলসী পূজন।
না করে অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন।
না করে গুরুর পূজা সাধু সমাগম।
তীর্থ সেবা নাহি করে ধর্ম্মে বাসে ;
পুরাণের অর্থগুরু বুঝিতে সংশয়।
এহাতে উপায় এক মোর মনে লয়

বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণ বিশেষ।
এহাতে এসব কথা কহিছে বিশেষ॥
শুন সব বিপ্রগণ শ্লোক অনুসারে।
ভাষা পদবন্দি কর লোক বুঝিবারে॥

*   *   *

অল্প বুদ্ধি মেধাহীন প্রজা পাপাচারী।
অকালে মরয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি॥
শুনিয়া পুরাণ কথা হৈব সাধু অতি।
লোক উপকার হেতু করি যে প্রণতি॥
এমত আদেশ যদি করিল নৃপতি।
সাধুবাদে বিপ্র সবে দিলা অনুমতি॥
সুসম বিষম যত পুরাণের সার।
আরম্ভিলা ভাষারূপে করিতে প্রচার॥"

এই অনুবাদ কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল, গ্রন্থে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ নাই। দুই একটী ভণিতা দেখিলে আপাততঃ এইরূপ ভ্রম জন্মে যে, মহারাজ স্বয়ংই অনুবাদক ছিলেন, যথা ;—

(১) "কল্যাণমাণিক্য জেন তনয় প্রধান।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান॥
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার।
সর্ব্বলোকে বুঝিবারে করিল পয়ার॥"

(২) "শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য নৃপবর।
যার কীর্ত্তি ব্যাপিলেক দিগ দিগন্তর॥
লোক বুঝিবারে রাজা পয়ারের ছন্দ।
নারদীয় পুরাণ কৈল ভাষা পদবন্দ॥"

এই সকল ভণিতা পাঠ করিলে মহারাজ স্বয়ং আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ ধারণা হয় বটে, কিন্তু একটুকু

চিন্তা করিয়া দেখিলেই সে ধারণা মূলহীন বলিয়া বুঝা যায়। "শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান"—"যার কীর্ত্তি ব্যাপিলেক দিগ দিগন্তর" এইরূপ আপন প্রশংসাবাদ আপন হস্তে লিপি করা গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহারাজের অনুমতিমূলে গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় এরূপ ভণিতা প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ অধিকাংশ ভণিতায়ই রাজাজ্ঞায় গ্রন্থ রচিত হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে, যথা;—

(১) শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য [illegible]।
পুরাণের অর্থ সব লোকে বুঝিবারে॥
[illegible]।
[illegible] প্রবন্ধ [illegible] অনুমতি দিল॥

[illegible] অনেক ধন দান।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবান।
[illegible]
[illegible]

এইরূপ ভাবব্যঞ্জক ভণিতা আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কোন স্থলেই অনুবাদকের নামের উল্লেখ নাই। একটী ভণিতা আলোচনায় বুঝা যায়, গ্রন্থখানা এক জনের দ্বারা রচিত হয় নাই, কতিপয় পণ্ডিত একত্রিত হইয়া ইহার রচনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভণিতাটী এই;—

"শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাণিক্য নরেন্দ্রে
নারদীয় অর্থ সব লোকে বুঝিবারে॥
পাঁচালী করাইল রাজা অনুমতি দিয়া।
পণ্ডিত সকলে কেল পুরাণ দেখিয়া॥"

"পণ্ডিত সকলে কৈল" এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে, গ্রন্থখানি একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় রচিত হইয়াছে। রচয়িতৃগণের নামের উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহারা যে পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী ছিলেন বিশেষ মনোযোগের সহিত গ্রন্থের ভাষা আলোচনা করিলে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই একটী দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

(১) "পাইমু ঈশ্বর কবে নিত্যানন্দ ময়।"
(২) "সত্যবাদী হৈয়া কর পর উপকার।"
(৩) "এমত সাধুর বাক্য করিমু পালন।"
(৪) "হইমু তোমার পুত্র শুন মুনিবর।"
(৫) "আমি কৃষ্ণ হৈলে মুনি কির্ত্তি অপার।"

এবম্বিধ "পাইমু" "হৈয়া" "করিমু" "হইমু" "অপার" প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের আরও অনেক বাক্য ও পদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আর একটুকু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কবিগণ ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম কিম্বা নোয়াখালী জেলা নিবাসী ছিলেন। নিম্নলিখিত পদগুলির দ্বারা একথা সাব্যস্ত করা যাইতে পারে ;—

(১) "কৈতুকালে আমি সবে পাইব নির্ম্মল।"
(২) "সুবর্ণের পদ্ম জিনি পদযোগ জ্যোতি।"
(৩) "যতকাল শুতি ছিল হরি নিদ্রা ছলে।"

পূর্ব্বোক্ত জেলাত্রয়ের প্রাচীন কবিগণ তুমি স্থলে "তুক্ষি" আমি স্থলে "আক্ষি" কোন স্থলে "ক্ষোহ্ন" ইত্যাদি শব্দ

ব্যবহার করিতেন, এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। "আমি সবে পাইব," "তুমি সবে পাইব" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগও ঐ সকল জেলাবাসী প্রাচীন কবিগণের লেখায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে "কোহ্ন" শব্দের ব্যবহার আছে, "পদযুগ" স্থলে "পদযোগ" ব্যবহৃত হইয়াছে। শুইয়া স্থলে "শুতিয়া" বা "হুতিয়া" চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার সর্ব্বত্র এবং ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে "শুতি" শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে কবিগণকে পূর্ব্বোক্ত কোন জেলার অধিবাসী বলিয়া সাব্যস্ত করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। তবে, ত্রিপুরার রাজদরবারে সেকালে ত্রিপুরা জেলার লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। এজন্য গ্রন্থের লেখকগণ ত্রিপুরাবাসী ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত অনুর্ষ্ঠিত প্রীতাভোজের সময় নির্ণায়ক একটী পদ গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিত আছে, তাহা এই ;—

> "এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে।
> কার্ত্তিক মাসের পঞ্চ দিন অবসানে॥
> সেই দিনে সভা মধ্যে বসে মহারাজে।
> করিলা ধর্ম্মের চিন্তা ধর্ম্মের সমাজে॥"
>
> ইত্যাদি।

এক (১) নব (৯) বাণ (৫) চন্দ্র (১)। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মে দেখা যায় ১৫৯১ শকে কার্ত্তিক মাসের ৫ই তারিখ

রাত্রিতে গ্রন্থ রচনার আদেশ হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থ খানা প্রায় ২৫০ শত বৎসর কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

যে সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়, সে কালে বঙ্গ সাহিত্যের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই এই উন্নতির যুগ আরম্ভ হয়। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্নতির স্রোত সহস্র মুখে প্রধাবিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পরেও কিয়ৎকাল বৈষ্ণব কবিগণের কৃপায় বঙ্গভাষা নবশ্রী সম্পন্না ছিল। এই ভাষার ভাগ্যে বৈষ্ণব যুগের ন্যায় উন্নতির যুগ পূর্ব্বে আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার তিরোভাবের ১৬৬ বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তৎকালে বঙ্গদেশে অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়নের অত্যন্ত ঝোঁক পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থ রচনার অর্দ্ধ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে কাশীরাম দাস মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। কাশীরামের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থ রচনার অব্যবহিত কাল পরে জগতরাম রায়ের রামায়ণ এবং আরও অনেকগুলি অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দেড়শতাব্দীরও কিছু বেশীকাল মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ কার্য্যে বহুসংখ্যক কবি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই কালকে অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারের যুগ বলা যাইতে পারে। মাধবাচার্য্য ও কবি-

কঙ্কণমুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ইত্যাদি কয়েকখানি ব্যতীত এই কালে (অনুবাদ ছাড়া) অন্যবিধ গ্রন্থ বড় বেশী প্রচার হয় নাই। এই বৃহন্নারদীয় পুরাণের অনুবাদ প্রণয়ন পক্ষে সময়ের স্রোত বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কোনও কথা নাই; ইহা হিন্দু মাত্রেরই আদরের বস্তু; গ্রন্থের সমগ্রভাগ হরিকথা প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। বিশ্বাসী ভক্তের পক্ষে ইহা অমূল্যবস্তু স্বরূপ। এই গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিলে নিতান্ত পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তিরসের উদ্রেক হইবে। সাহিত্য সেবক এবং পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষেও ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। স্থূল কথা, সকল সম্প্রদায়ের নিকটই গ্রন্থ খানি আদর পাইবার যোগ্য।

এই অনুবাদ অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং ইহার সমগ্র ভাগের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সরস। স্থানে স্থানে অনুবাদকের ভাষার মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়। অনেকস্থল "মটো" রূপে ব্যবহারের উপযুক্ত। দুই একটী পদ এস্থলে দেখান যাইতেছে ;—

(১) "কর্ম্মফল দাতা এই ভারত ভুবন।
তাতে থাকি পাপ করে অতি মূঢ়জন॥
কাম ধেনু ছাড়ি সে যে মূর্খ দুরাচার।
অর্কক্ষীর চেষ্টা করে না জানিয়া সার॥"

(২) "প্রতিদিন ধর্ম্ম না করয়ে যেই নর।
ব্যর্থ দিন যায় না পূজয়ে গদাধর॥

শ্বাসয়ে যে জীবহীন কামারের ভাতি।
তেমন জীবনে জীয়ে সেই মূঢ়মতি ॥"

(৩) "সূর্য্য রশ্মি দিনে করে অন্ধকার নাশ।
শুভ অন্ধকার নাশে করিতে প্রকাশ ॥
সাধুজন উক্ত বাক্য রশ্মি পরকাশে।
অন্তরের অন্ধকার সকল বিনাশে ॥"

সমগ্র গ্রন্থই এবম্বিধ মূল্যবান কথায় পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব কবিগণকর্ত্তৃক এতদঞ্চলে প্রবর্ত্তিত মৈথিলী ভাষার প্রভাব এই গ্রন্থ রচনাকালেও দেশ মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। "জয়তু পরম পুণ্য দেবেশ ঈশ্বর," "নমস্ত পরমেশ্বর পরমাত্মা রূপ" ইত্যাদি পদ দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এই গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত বিবরণ আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুররাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সকলের গৃহেই ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি গৃহীত হইয়াছিল, যথা ;—

"বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার।
ভাষা পদবন্ধে আজ্ঞা করিল প্রচার ॥
পাঁচালী প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল।
মর্ত্যলোকে লেখাইতে তাকে আজ্ঞা দিল ॥
এহির পাঁচালী পুঁথি পড়ে যেই জন।
পুরাণের ফল সে যে পায় ততক্ষণ ॥
এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান।
জনে জনে লিখাইল পুঁথি একখান ॥"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালে একমাত্র উজীর বাড়ী ব্যতীত কোন গৃহেই এই গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে না। যে হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, তাহা পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার বাটীতে আরও অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই সংরক্ষণপ্রবৃত্তির জন্য উজীর পরিবার সাধারণের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা এই গ্রন্থের হস্তলিপি যত্নের সহিত রক্ষা না করিলে বোধ হয় গ্রন্থখানির অস্তিত্ব অনেক দিন পূর্ব্বেই লয় প্রাপ্ত হইত।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যত্ন ও চেষ্টার কথা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি এই হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহার মুদ্রণকার্য্যের ভার ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন। পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ইহার মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকাও তৎকর্ত্তৃক লিখিত হইবার কথা ছিল, তিনি কার্য্যান্তরে যাওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

মহারাজ বাহাদুর এই গ্রন্থের প্রচার দ্বারা কেবল যে ধর্ম্ম জগত ও সাহিত্য জগতের উপকার করিলেন এমন নহে। এই কার্য্যের দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তির উদ্ধার করিলেন

বলিয়াও তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অন্যান্য জীর্ণ হস্তলিপিগুলিও এরূপ ভাবে প্রচার দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়, ইতি।

রাজধানী আগরতলা,
২শে চৈত্র, ১৩১৪ ত্রিং, বাং

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

নমোগণেশায়।

বন্দনা।

নারায়ণ আদি দেব করিয়া প্রণতি,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবী সরস্বতী।
গণেশ প্রণাম করি বিঘ্ন বিনাশন,
পয়ার প্রবন্ধে করি ধর্ম্ম বিবরণ।

মুখবন্ধ।

উত্তম উদয়পুর নামে রাজধানী,
নানাগুণে গুণী পুরী স্বর্গহেন মানি।
সেই দিব্য পুরে চারি জাতি অবস্থান,
নানাগুণে প্রজাগণ গন্ধর্ব্ব সমান।

চন্দ্রবংশ-অবতংস ত্রিপুর নৃপতি,
বিষ্ণুপরায়ণ ধর্ম্মশীল সাধুমতি।
গোবিন্দমাণিক্য দেব ধর্ম্ম অবতার,
ধর্ম্মেতে পালিলা রাজ্য বিদিত সংসার
গজ বাজী স্বর্ণ মণি বস্ত্র আভরণে,
সফল বিবিধ দান দিল বিপ্রগণে।
শাস্ত্র অনুসারে রাজ্য করিয়া পালন,
স্বর্গ অঙ্গীকার কৈলা ভাবি নারায়ণ।
তাহান প্রকৃতি শুন সর্ব্বগুণধাম,
শ্রীযুত গোবিন্দদেব নৃপ অনুপাম।
ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য করয়ে পালন,
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা ধর্ম্মের কারণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বিষ্ণু পরায়ণ,
করিয়া অশেষ দান তোষে দ্বিজগণ।
ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ শ্রবণে শুদ্ধমতি,
কলিযুগে নাহি তান সমান নৃপতি।
প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা কুপিলে অনল,
যাহার প্রতাপে শত্রু যায় রসাতল।
তান অধিকারে নাহি দুর্ভিক্ষ মরক,
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ভয় জরাশোক।
কলিকালে সত্য ধর্ম্ম সেই অধিকার,
ধর্ম্ম বিনে আনমতি না লয় রাজার।

ধর্ম্ম না জানিয়া পাপ করে যেই নর,
শাস্ত্র দৃষ্টে দণ্ড তারে করে নৃপবর।
এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে, ॥ ১৫৯১
কার্ত্তিক মাসের পঞ্চদিন অবসানে।
সেই দিনে সভামধ্যে বসে মহারাজে,
করিলা ধর্ম্মের চিন্তা পণ্ডিত সমাজে

বৃহন্নারদীয় পুরাণের অনুবাদ করিবার জন্য আদেশ।

কহিলেন মহারাজে শুন বিপ্রগণ,
অকালে মরয়ে প্রজা পাপের কারণ।
না করে বিষ্ণুর পূজা তুলসী পূজন,
না করে অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন।
না করে গুরুর পূজা সাধু সমাগম,
তীর্থস্নান নাহি করে ধর্ম্মে বাসে শ্রম।
পুরাণের অর্থ গুরু বুঝিতে সংশয়,
এহাতে উপায় এক মোর মনে লয়।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণ বিশেষ,
তাহাতে এসব ধর্ম্ম কহিছে বিশেষ।
শুন সব বিপ্রগণ শ্লোক অনুসারে,
ভাষাপদবন্দ কর লোকে বুঝিবারে।
পরিহার মাগি এহি করি নিবেদন,
এহি অর্থে নিন্দা না করিবা সাধুজন।

অল্প বুদ্ধি মেধাহীন প্রজা পাপচারী,
অকালে মরয়ে সব ধর্ম্ম পরিহরি।
শুনিয়া পুরাণ কথা হৈব সাধু অতি,
লোক উপকার হেতু করিয়ে প্রণতি।
এমত আদেশ যদি করিল নৃপতি,
সাধুবাদে বিপ্র সবে দিলা অনুমতি।
সুসম বিষম যত পুরাণের সার,
আরম্ভিল ভাষারূপে করিতে প্রচার।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ বন্দনা।

বন্দোমহ বৃন্দাবনবাসী গদাধর,
লক্ষ্মীর আনন্দনিধি করুণা সাগর।
উপেন্দ্র তাহার নাম ভকত বৎসল,
অন্তর্য্যামী ভগবান ব্যাপিছে সকল।
যার অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর অবতার,
তিনগুণে ভিন্ন হৈল সাধিতে সংসার।

গণেশাদি দেব ভজে পরম নির্ম্মল,
এ বলিয়া স্থতমুনি বিবরে সকল।

নৈমিষারণ্যে মুনি সমাজ।

সৌনকাদি ব্রাহ্মবাদী মহা তপোধন,
নৈমিষ কাননে তপ করে মুনিগণ।
জিতেন্দ্রিয় নিরাহারী সত্য পরায়ণ,
মুক্তি হেতু পূজে তারা দেব নারায়ণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞানে তারা লোক হিতকারী,
অহঙ্কার আদি যত দোষ পরিহরি।
বিষ্ণুতে অর্পিছে মন ছাড়িয়া সংসার,
কৃষ্ণাজিন উত্তরীয় শিরে জটাভার।
ব্রহ্মচর্য্য করে ব্রহ্ম গাহে নিরন্তরে,
সর্ব্ব শাস্ত্র তত্ত্ব জানে সূর্য্যতেজ ধরে।
যজ্ঞে যজ্ঞপতি কেহো জ্ঞানে জ্ঞানপতি,
নারায়ণ পূজে কেহো করিয়া ভকতি।
এককালে তারা সবে সমাজ করিল,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কারণ চিন্তিল।
উর্দ্ধরেতা ঋষি তাতে ছাব্বিশ হাজার,
শিষ্য উপশিষ্য যত সংখ্যা নাহি তার।
তেজবন্ত তত্ত্বজ্ঞানী মুনি সভা করি,
রাগ দ্বেষ ছাড়ি সর্ব্ব লোক হিতকারী।

জিজ্ঞাসা করিতে তাঁরা ভাবিল মনেতে,
কত পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ আছে পৃথিবীতে।
পাপমতি মনুষ্যের কেমতে মুকতি,
কেমতে হরিতে হয় অচল ভকতি।
ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল হয় কোন মতে,
অন্যে অন্য প্রশ্ন তারা করিল সভাতে;
শৌনকে বুঝিল ভাব জিজ্ঞাসিব মোকে,
করযোড় করি তবে কহিল শৌনকে।

শৌনকের উপদেশ।

সিদ্ধাশ্রমে বৈসে সূত পৌরাণিক বর,
পূজয়ে বহুল যত্নে দেব দামোদর।
লোমহর্ষণের সুত সেই সর্ব্ব জ্ঞানী,
পুরাণ সংহিতা কহে ব্যাস শিষ্য মুনি।
যুগে যুগে অল্প ধর্ম্ম হৈব হেন জানি,
বেদব্যাস আপনে হইলা চক্রপাণি।
সর্ব্ব শাস্ত্র মুনি ব্যাসদেব নারায়ণ,
তান প্রিয়শিষ্য সেই সূত তপোধন।
অশেষ জানয়ে মুনি পুরাণের কথা,
তান সম আন জনে না জানে সর্ব্বথা।
পুরাণের অর্থ যেই জানে সেই শান্ত,
মোক্ষধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি জানয়ে নিতান্ত।

বেদের বেদাঙ্গ সব সার উদ্ধারিল,
জগতের হিত হেতু পুরাণে কহিল।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মুনি জ্ঞানের সাগর,
মহা তপোধন সূত ব্যাসের দোষর।
তাহাতে জিজ্ঞাসা করি চলহ সত্বর,
হেন উপদেশ দিল শৌনক মুনিবর।
শুনিয়া শৌনক বাক্য যত মুনিগণ,
সাধু বলি স্তুতি করি দিল আলিঙ্গন।

মুনিগণের সিদ্ধাশ্রমে গমন ও সূতের নিকট
জ্ঞানদানের প্রার্থনা।

তবে সেই সিদ্ধাশ্রমে গেলা মুনিগণ,
নানা মৃগ মুনিগণে শোভিত কানন।
ফলে পুষ্পে বিভূষিত তরুলতা বন,
নির্ম্মল সলিল তাতে অতিথি পূজন।
সেই স্থানে অনন্ত অচ্যুত নারায়ণ,
অগ্নিষ্টোমে পূজে তাহে সূত তপোধন।
লোমহর্ষণের পুত্র মুনির প্রধান,
দেখিলেক মুনিগণে সেই যজ্ঞ স্থান।
শাস্ত্র দৃষ্টে আতিথ্য করিলা মুনিবর,
ইচ্ছা করি রহিল যজ্ঞের অবসর।
যজ্ঞশেষে স্নান করি পৌরাণিক বর,
সুখে বসিলেন মুনি দয়ার সাগর।

নৈমিষ কাননবাসী যত মুনিগণ,
তান স্থানে জিজ্ঞাসিল জ্ঞানের কারণ।
যেমত উচিত দিল আতিথ্য বাঞ্ছিত,
জ্ঞানদানে আমাসব পূজিতে উচিত।
চন্দ্রামৃত পান করি জিয়ে দেবগণে,
জ্ঞানামৃত পান করি তোমার বদনে।
জগত স্বরূপ যেই জগত আধার,
যা হতে জন্মিছে সব জগত সংসার।
যাতে প্রকাশিত এহি সকল ভুবন,
অন্তকালে সেই হরি প্রলয় কারণ।
কিরূপে প্রসন্ন হয় সেই নারায়ণ,
কেমতে তাহান পূজা করে নরগণ।
কোন্ বর্ণে করিবেক কেমন আচার,
কেমতে করিব লোকে অতিথি সৎকার।
কেমত ধর্ম্মের ফল মোক্ষের কারণ,
ভক্তি হোতে কিবা পায়, ভক্তি বা কেমন
কহ বাপু সূত তুমি এ সব বিষয়,
আমা সবের দূর হৌক অশেষ সংশয়।
তোমার মুখের বাক্য সুধা মনোহর,
শুনিয়া না হয় তুষ্ট কেমত পামর।
রোমহর্ষণের সুতে এ সব শুনিয়া,
কহিতে লাগিল তবে ঋষি সম্বোধিয়া।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ পাঠের ফল কীর্ত্তন।

যে সকল জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মের কারণ,
তুমি সবের ইষ্ট কহি শুন দিয়া মন।
নারদে কহিল সনৎকুমারের স্থান,
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণ।
বেদ অর্থ সমুদিত পাপ বিনাশন,
দুঃস্বপ্ন নাশন দুষ্টগ্রহ নিবারণ।
ভক্তি মুক্তি ফল দাতা পুণ্যের কারণ,
নারায়ণ কথা যত কল্যাণ সাধন।
মহাপাপী আদি করি যত পাপিগণ,
নারদী পুরাণ (১) তার নিস্তার কারণ।
মূলাঋক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিথি পৌর্ণমাসী,
যমুনাতে স্নান করি থাকি উপবাসী।
মথুরাতে বিষ্ণু পূজে পবিত্র হইয়া,
সেই ফল পায় কহি শুন মন দিয়া।
অযুত জন্মের পাপ সকল নাশিয়া,
তার পাছে কুলকোটি একত্র হইয়া।
ব্রহ্মপদ পায় সেই স্থানে মুক্ত হয়,
ভক্তিয়ে পঠিলে দশ অধ্যায় নিশ্চয়।
এহি সব ফল হয় অচ্যুত স্তবনে,
শুনিতে উচিত আছে যত স্তবগণে।

(১) মূলে "প্রবল" আছে

তাহোতে অধিক শ্রেষ্ঠ পবিত্র উত্তম,
দুঃস্বপ্ন নাশন পুণ্য হয় অনুপম্।
এক শ্লোক কিবা অর্দ্ধ পঠে শ্রদ্ধাগতি,
উপবাস কষ্ট হোতে তাহার মুকতি।
সন্তজনে পঠিবেক পরম গোপনে,
সভামধ্যে পুণ্যক্ষেত্রে বিষ্ণুর ভবনে।
ব্রহ্ম দ্বেষে দম্ভাচারে যার থাকে মন,
লোভের যাজন্ন বৃত্তি যাহার জীবন।
এমত জনেত না কহিব এহি কথা,
সত্য বাক্য কহি এহি জানিয় সর্ব্বথা।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়ে যেই জন,
বিষ্ণুভক্তি গুরুভক্তি করে অনুক্ষণ।
সেই জনে পঠিবেক মোক্ষের কারণ,
উত্তম পুরাণ এহি শুন মুনিগণ।
সর্ব্ব দেবময় হরি জানিয় নিশ্চয়,
স্মরণে যতেক দুঃখ সব দূর হয়।
ভকত বৎসল হরি দেব নারায়ণ,
কেবল ভক্তিয়ে হয় তাঁহান তোষণ।
অনায়াসে যাঁর নাম স্মরণ কীর্ত্তনে,
নিষ্পাপ হইয়া যায় বিষ্ণুর ভবনে।
সংসার সাগর ঘোর গহন কানন,
তাঁহাতে আনন্দ রূপ শ্রীমধুসূদন।

তাহানে স্মরিলে সর্ব্বপাপ নাশ হয়,
সেই ক্ষণে মুনিগণ জানিয় নিশ্চয়।
পুরাণ শুনিয়া পুণ্য হরিতে অর্পিব,
শুনিলে পঠিলে সর্ব্বপাপ দূর হৈব।
পুরাণ শ্রবণে যার ভক্তিযুক্তমতি,
সর্ব্বশাস্ত্র জানে তবে কৃত কৃত্য অতি।
পুরাণ শ্রবণে ভক্তি না হয়ে অন্যথা,
সর্ব্বহিত যেই জন কহে ধর্ম্মকথা।
এমত অক্ষর যেই তপ পুণ্য হয়,
সফল জানিয় দ্বিজ কহি এ নিশ্চয়।
নিত্যপাপ রত নিদ্রা কলহেত মতি,
পুরাণের অর্থ মিথ্যা বোলে যে কুমতি
তাহার অর্জ্জিত পুণ্য সব হয় নাশ,
অন্তকালে তার হয় নরকেত বাস।
যাবত ব্রহ্মায় সৃষ্টি করেন সকল,
তাবত দহয়ে তারে নরক আনল।
বড়ই আশ্চর্য্য কহি শুন মুনিগণ,
আদ্য পুণ্য হেতু অন্ত পাপের নাশন।
নারায়ণ অর্থ বাদ এহি অষ্টাক্ষর,
চারি চারি অক্ষরেত অর্থের অন্তর।
পুরাণের অর্থ মিথ্যা বোলে যেই নরে,
ঘোরতর নরকেত পচিব অন্তরে।

অনায়াসে পুণ্য ইচ্ছা করে যেই জন,
ভক্তিয়ে করিব সে যে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ শ্রবণে যার মতি অতিশয়,
নিশ্চয় তাহার পূর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়।
পুরাণ থাকিতে পাপপাশে বন্দি হৈয়া,
অন্য গীত গাহে লোকে পুরাণ ছাড়িয়া।
সাধুসঙ্গ দেব পূজা পর উপদেশ,
ধর্ম্মকথা কহে যেই মনুষ্য বিশেষ।
বিষ্ণুলোকে যায় সেই হইলে নির্যাণ,
সাযুজ্য পাইয়া হয় অচ্যুত সমান।
এতেক কারণে আমি কহি বার বার,
নারদী পুরাণ শুন মুক্তি হৈব যার।
যাহার স্মরণে হয় জন্ম জরাক্ষয়,
সর্ব্বদোষ নাশ হয় বিষ্ণুতুল্য হয়।
শ্রেষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠ হরি বরদ অপার,
নিজতেজে দিপ্তিবন্ত সকল সংসার।
বাঞ্ছিত ফলের দাতা আদি নারায়ণ,
যাহারে স্মরিলে হয় মোক্ষের কারণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন-রূপে অবতরি,
সৃষ্টি স্থিতি সংহার করয়ে যেই হরি।
সেই আদিদেব হরি পরেশ পরম,
অন্তরে ভাবিলে মুক্তি হয় অনুপম।

নাম জাতি আদি যাঁর নাই পরিমাণ,
সর্ব্বত্র ব্যাপক হরি পরম প্রধান।
অপ্রকাশ সেই হরি বেদান্ত গোচর,
সকল পুরাণ বেদে স্তবে নিরন্তর।
মুক্তি যদি ইচ্ছা কর শুন মুনিগণ,
সেই হরি পূজা কর হৈয়া একমন
পরম রহস্য এহি অর্থের সাধন,
যাহার স্মরণে হয় মুক্তির কারণ।

পুরাণ শ্রবণের স্থান
ও পাত্র।

শ্রদ্ধাযুক্ত ধর্ম্মশীল বাঞ্ছয়ে মুকতি,
রাগহীন বুদ্ধিমন্ত অতিশয় যতি।
এ মত জনের স্থানে কহিব যতনে,
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যদেশে দেবতা ভবনে।
সভামধ্যে পুণ্য তীর্থে করিব প্রচার,
সন্ধ্যাকালে না কহিব শুন ব্যবহার।
উচ্ছিষ্ট দেশেত যদি করয়ে প্রকাশ,
চন্দ্র তারা যতকাল নরকেত বাস।
ভক্তিহীন দম্ভশীল অতি মূঢ়মতি,
পৈশুন্যে শুনয়ে যেবা শুন তার গতি।
অক্ষয় নরকে হয় তাহার বসতি,
চন্দ্র তারা যতকাল শুন মহামতি।

ধর্ম্মকথা মধ্যে যেবা অন্য কথা কয়,
নরকে বসতি তার জানিয় নিশ্চয়।
পুরাণ পঠয়ে যেবা পুরাণ শুনয়,
শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ চিত্ত সেই ত নিশ্চয়।
অশুদ্ধ যাহার চিত্ত কিছুহি না জানে,
না হইব অন্য চিত্ত পুরাণ শ্রবণে।
অন্য চিত্তে যেবা শুনে স্বাদের কারণ,
কিবা ইহলোকে তার সুখের সাধন।
এতেক কারণে নরে একচিত্ত হৈয়া,
পান করে হরি কথা অমৃত জানিয়া।
না জানে বিষয় সুখ অন্য চিত্ত জন,
কিমতে হইব তার যোগের সাধন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সব ছাড়িয়া,
করিব হরিরে চিন্তা একচিত্ত হৈয়া।
অনায়াসে করে যেবা বিষ্ণুরে স্মরণ,
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় তুষ্ট নারায়ণ।
যাহার পরম ভক্তি প্রভু পীতাম্বর,
তাহার সকল জন্ম পৃথিবী ভিতর।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারির কারণ,
এহি সকলের হেতু হরির ভজন।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক তারিবারে রাজা করিলেক মতি।

বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে,
প্রথম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে প্রথমাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুনিয়া সূতের কথা যত মুনিগণে,
প্রণতিয়ে পুনি জিজ্ঞাসিলা সূত স্থানে।

সূত স্থানে মুনিগণের প্রশ্ন ও সূতের উত্তর।

সনত্ কুমারের স্থানে ধর্ম্মের কথন,
দেব-ঋষি নারদে কহিলা কি কারণ।
কেমতে মিলিলা দুই পুণ্য তপোধন,
কোন্ ক্ষেত্রে আছিলেক তারা দুই জন।
যেই কথা কহিলা নারদ মুনিবর,
সেই সব কথা কহ দয়ার সাগর।
ঋষি সব কথা শুনি সূত দয়াবন্ত,
কহিতে লাগিল তবে সে সব বৃত্তান্ত।
শুন কহি ঋষি সব পুণ্যের কথন,
সনকাদি পঞ্চজন ব্রহ্মার নন্দন।
ধর্ম্মবন্ত শুদ্ধমতি বড়ই পণ্ডিত,
অহঙ্কার মায়ামোহ লোভ বিবর্জিত।

ঊর্দ্ধরেতা পঞ্চজন নাম কহি তার,
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার।
ঋভু সনাতন এহি পঞ্চ তপোধন,
বিষ্ণুভক্ত মহাব্রহ্মধ্যান পরায়ণ।
সহস্র সূর্য্যের তেজ অঙ্গে ধরে অতি,
সত্যের সন্ধান করে বাঞ্ছয়ে মুকতি।
এক কালে সেই সব ব্রহ্মার কুমার,
মেরু শৃঙ্গে গেল ব্রহ্মসভা দেখিবার।
সেই স্থানে মহানদী গঙ্গা পুণ্যধাম,
বিষ্ণুর পদেতে জন্ম সীতা হেন নাম।
দেখিলেন গঙ্গা নদী পুণ্য অবতার,
উদ্যম করিল তাতে স্নান করিবার।
হেনকালে আইল নারদ তপোধন,
রাম নারায়ণ হরি করিতে কীর্ত্তন।
অচ্যুত অনন্ত গদাধর নারায়ণ,
কৃষ্ণ বিষ্ণু বাসুদেব জয় জনার্দ্দন।
যজ্ঞের প্রধান হরি তুমি যজ্ঞপতি,
তোমার চরণে করি অশেষ প্রণতি।
কমল লোচন হরি লক্ষ্মীর ঈশ্বর,
কেশব গঙ্গার পিতা দেব দামোদর।
ক্ষীরোদ শয়নে তুমি দেবের ঈশ্বর,
তোমার চরণে করি প্রণতি বিস্তর।

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন মুরারি,
কৃষ্ণ বিষ্ণু অনিরুদ্ধ অজ নরহরি।
বিশ্বরূপ তুমি আমা করহ পালন,
সর্ব্বভয় হোতে রক্ষা কর অনুক্ষণ।
নারায়ণ নাম মুনি করি উচ্চারণ,
পবিত্র করিলা মুনি অখিল ভুবন।
সংসার পাবনী গঙ্গা করিয়া স্তবন,
আইলা নারদ মুনি যথা মুনিগণ।
নারদ দেখিয়া শনকাদি মুনিবরে,
যেমত উচিত পূজা করিল সত্বরে।
তার পাছে নারদেহ করিলা প্রণতি,
একত্রে বসিল তবে সর্ব্ব মহামতি।
মনোরম গঙ্গাতীরে কৃতকৃত্য হৈয়া,
নারদে করিলা স্তুতি বিষ্ণু উদ্দেশিয়া।
তার পাছে সভামধ্যে হরি পরায়ণ,
সনৎকুমার মুনি মহাতপোধন।
নারদেরে জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রণতি,
সব জ্ঞান মুনি শ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
অখিল জগত হেতু দেব নারায়ণ,
পদেত জন্মিল গঙ্গা লোকের পাবন।
সেই দেব জগন্নাথ কিরূপে জানিব,
ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল কিরূপে পাইব।

জ্ঞানের উপায় আর তপস্যা লক্ষণ
কিরূপে প্রসন্ন হয় দেব জনার্দ্দন।
অতিথির সেবা লোকে কিরূপে করিব
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেমতে পাইব।
এহি সব গুহ্য কথা ভক্তির কারণ,
অনুগ্রহ যদি থাকে কহ তপোধন।
এ সব কথন যদি নারদে শুনিল,
ভক্তিভাবে নারায়ণ স্তবিতে লাগিল।

নারদের বিষ্ণু স্তব।

পরম ঈশ্বর হরি করি নমস্কার,
শ্রেষ্ঠ হোতে শ্রেষ্ঠ তুমি গুণের অপার।
উত্তম নিবাস প্রভু অতি গুহ্যতর,
পরম নির্গুণ শুদ্ধ অজ্ঞান অজর।
স্বরূপ যাহার ধর্ম্ম অধর্ম্ম আকৃতি,
অবিদ্যা যাহার রূপ বিদ্যা সাধুমতি।
সংসার যাহার রূপ তাকে নমস্কার,
মায়াহীন মায়াযুক্ত প্রকাশিত যাঁর।
যোগী যোগেশ্বর যোগ যোগের বিষয়,
তারে নমস্কার করি হেন মতি হয়।
জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানের প্রচার,
জ্ঞানেশ্বর দিবা তুমি করি নমস্কার।

করিলে যাহার ধ্যান পাপ নষ্ট হয়,
ধ্যানের ঈশ্বর ধ্যান ধ্যানের বিষয়।
শুদ্ধ বুদ্ধি আত্মা তুমি করিয়ে প্রণাম,
যাকে স্তুতি করি দেবে সাধে সর্ব্বকাম।
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি ব্রহ্মা আদি দেববরে,
সিদ্ধ যক্ষ নাগগণে যাকে ইচ্ছা করে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করে স্তবন করিয়া,
তারে নমস্কার করি ভক্তি আচরিয়া।
যার নাম সংকীর্ত্তনে পুণ্য অনুপম,
যেবা করে স্বপনেহ নাহি দেখে যম।
অদ্যাপি না জানে যারে ব্রহ্মা পদ্মাসনে,
তারে নমস্কার করি হৈয়া একমনে।
ব্রহ্মারূপে করে দেবে সংসার সৃজন,
বিষ্ণুরূপে সেই হরি করয়ে পালন।
অন্তকালে নাশ করি করায়ে নির্ব্বাণ,
হেন রুদ্ররূপ অজ করিয়ে প্রণাম।
যার নাম সংকীর্ত্তন করি গজপতি,
কূর্ম্মের * বন্ধন পদ পাইল মুকতি।
পরকালে বিষ্ণুপদ দেখে সাধুজন,
হেন বিষ্ণুপদ আমি করিয়ে স্মরণ।

* "মূলে কুম্ভীর' আছে। গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে মনে করিয়া কুম্ভীর স্থলে কচ্ছপ করা গেল

শিব যেবা ভাবে তাঁর তুমি শিবরূপ,
হরি যেই ভাবে তার তুমি সে স্বরূপ।
যার যে সঙ্কল্প তাহা করহ পুরণ,
শ্রেষ্ঠ হোতে শ্রেষ্ঠ তুমি লইনু স্মরণ।
কেশীর অন্তক যেই নরকের বৈরী,
দুই হাতে ধরিলেন গোবর্দ্ধন গিরি।
ভূমিভার নাশ হেতু দেহ অদ্ভুত,
প্রণাম করিয়ে দেব বসুদেব সুত।
প্রহ্লাদ রাখিলা বিদারিয়া দৈত্যপতি,
হেন নরসিংহ দেব করিয়ে প্রণতি।
দুই পদে আচ্ছাদিয়া অশেষ ভুবন,
ছলিয়া বলিরে ভূমি করিলা গ্রহণ।
দেবতা করিলা রক্ষা ধরি অবতার,
এহেন বামন দেব করি নমস্কার।
কার্ত্তবীর্য্য অপরাধে একবিংশ বার,
মারিলা ক্ষত্রিয় যেই তারে নমস্কার।
চারিরূপে অবতার হৈয়া পৃথিবীত,
আবৃত হুইয়া প্রভু কপি সমুদিত।
অশেষ রাক্ষস সৈন্য করিলা সংহার,
ভজি দশরথ সুত রাম অবতার।
হলধর রূপে যত পৃথিবীর ভার,
ধরিয়া মুশল হল করিলা সংহার।

সেই দেব বলরাম ভজি নিরন্তর,
খণ্ডায় অশেষ দুঃখ দয়ার সাগর।
সেই দেব মহাদেব সংহার কারণ,
যোগী সবে আপনাতে করয়ে ভাবন।
আত্মারূপ সেই দেব পরম কারণ,
ঈশান পরম রূপ করিয়ে ভজন।
যুগ অন্তে তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তেত লইয়া,
অসংখ্য পাপিষ্ঠ সব নাশন করিয়া।
সত্যের আদিতে ধর্ম্ম করিলা প্রচার,
বার বার সেই দেব করি নমস্কার।
এমত অনেক রূপ ধরিলেন হরি,
কোটি বৎসরেহ সংখ্যা করিতে না পারি
না জানে যাহার নাম মহিমা অপার,
মনু মুনীশ্বরেহ না জানে যার সার।
শুন মুনিগণ আমি কহিয়ে তোমাতে,
অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি হৈয়া ভজিব কেমতে।
অনায়াসে যার নাম করিয়া কীর্ত্তন,
অজামিলে দিব্য স্থানে করিল গমন।
কোন্‌রূপে তান নাম করয়ে স্মরণ,
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা করয়ে কীর্ত্তন।
শুদ্ধ হৈয়া পাপী জনে লভয়ে মুকতি,
কেমতে স্তবিব আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।

আপনাতে আত্মা হেন দেখে যোগিগণ,
জ্ঞানরূপ নারায়ণ লইনু স্মরণ।
সেই স্থানে পরিপূর্ণ সাংখ্যের সম্মতি,
জ্ঞানরূপ সেই দেব করিয়ে প্রণতি।
অজ্ঞান সকলে জানে দেব নারায়ণ,
পাষাণ আদি প্রতিমাতে থাকে অনুক্ষণ
সকল ব্যাপক হরি গুণের অপার,
উত্তম পুরুষ সে যে করি নমস্কার।
কর্ম্ম ভ.। ধার রূপ জ্ঞান রূপধর,
কামনা বিষয় হরি ভজি নিরন্তর।
সর্ব্বসার শান্ত হরি দেখেন সংসার,
ভাবময় বন্দোম সহস্র শির যার।
যেবা হৈছে যেবা হৈব জঙ্গম স্থাবর,
দশাঙ্গুল ব্যাপিয়াছে ভজি নিরন্তর।
সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম প্রভু অজর অমর,
জন্মহীন মহত্ত্বের অতি মহত্তর।
গুহ্যের পরম গুহ্য সর্ব্ব তত্ত্ব সার,
বার বার তান পদে করি নমস্কার।
প্রণাম স্মরণ পূজা যেবা করে অতি,
একমন হৈয়া যেবা করয়ে যে স্তুতি।
ভক্তিভাবে যেবা করে নারায়ণ ধ্যান,
অবশ্য করেন তারে নিজ পদ দান।

উত্তম পুরুষ সে যে দেব নারায়ণ,
প্রণাম করিয়ে আমি তাহান চরণ।
নারদের স্তব শুনি যত মুনিগণ,
মহাহর্ষে জলে পূর্ণ হইল নয়ন।
হস্ত যোড় করি তবে হৈয়া একমতি,
ঋষিগণে নারদেরে করিলেন্ত স্তুতি।
এহি স্তুতি পঠে যেবা প্রভাত সময়,
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায়।
নারদেরে এহি বর দিয়া মুনিগণ,
করিলা সকলে হরি নাম উচ্চারণ।
তার পাছে নারদেহ স্তবন করিল,
হৃষ্ট হৈয়া মুনিগণ একত্রে বসিল।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
পাপী তরাইতে রাজা করিলেন মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে,
দ্বিতীয় অধ্যায় ভাষা করিল যতনে।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে দ্বিতীয়াধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্বরূপ কথন।

নারদে কহেন শুন ব্রহ্মার নন্দন,
জন্মহীন অবিনাশী দেব নারায়ণ।
সংসার ব্যাপিয়া নিজ তেজ প্রকাশিত,
নিরঞ্জন রূপ হরি জগতের হিত।
সৃষ্টিকালে মহাবিষ্ণু জগত স্বরূপ,
তিনগুণে ভিন্ন হৈয়া হৈল তিনরূপ।
দক্ষিণাঙ্গ হোতে ব্রহ্মা করিল সৃজন,
প্রজাপতি যার নাম সৃষ্টির কারণ।
মধ্য অঙ্গ হোতে রুদ্র সংহার কারণ,
ঈশান পরম উগ্র করিলা সৃজন।
বাম অঙ্গ হোতে বিষ্ণু করিলা সৃজন,
আদেশ করিলা তাঙ্কে করিতে পালন।
সৃষ্টিকালে যেই দেব হৈলা তিনরূপ,
কেহো বোলে সেই দেব ঈশান স্বরূপ।

কেহো বোলে বিষ্ণু, কেহো বোলে প্রজাপতি,
জগতের সৃষ্টি হেতু তাহান শকতি।
অভাব অবিদ্যা ভাব পরম মুকতি,
পরম প্রকৃতি সে যে বিদ্যা শুদ্ধমতি।
মহাবিষ্ণু ভিন্ন বিশ্ব বোলে যে কুমতি,
অবিদ্যা তাহার নাম অসাধু প্রকৃতি।
নষ্ট হেতু ভেদ জ্ঞান অভেদ ভাবন,
সকলেত বিষ্ণু বুদ্ধি বিদ্যার লক্ষণ।
ভিন্ন যেবা বোলে মহামায়ার ভাবন,
পরম বন্ধন হেতু সংসার কারণ।
অভেদ বুদ্ধিয়ে যদি দেখে ভগবতী,
কদাচিৎ নহে তার সংসারে বসতি।
স্থাবর জঙ্গম যত সকল সংসার,
বিষ্ণু অংশ হোতে সব হইল প্রচার।
স্থাবর জঙ্গম যত বিষ্ণু ভিন্ন নহে,
অবিদ্যা কারণে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি হয়ে।
ঘটাকাশ গৃহাকাশ ভিন্ন দরশন,
উপাধিয়ে ভিন্ন ভিন্ন একহি গগন।
সকল ব্যাপক হরি অখিলের পতি,
তেমত জানিয় সেই তাহান শকতি।
অগ্নির যে আছে শক্তি দহন কারণ,
যাতে অগ্নি তাতে শক্তি শুন মহাজন।

সেই শক্তি উমা, কেহো বোলেন ভারতী,
ভদ্রকালী দুর্গা লক্ষ্মী অম্বিকা পার্ব্বতী।
চণ্ডী মাহেশ্বরী কেহো বোলয়ে ব্রহ্মাণী,
কৌমারী বৈষ্ণবী বোলে বারাহী ইন্দ্রাণী।
কেহো বোলে বিদ্যা সেই অবিদ্যা প্রকৃতি,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ হেতু সেই বিষ্ণু শক্তি।
যাহার স্বরূপ ব্যক্ত অব্যক্ত অপার,
সেই শক্তি এহি সব ব্যাপিছে সংসার।
প্রকৃতি পুরুষ কাল তিন রূপধর,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ হেতু এক দেববর।
ব্রহ্মারূপে যেই দেবে করয়ে সৃজন,
তাহান অধিক শ্রেষ্ঠ সেই নারায়ণ।
পরম পুরুষ হরি যেবা স্মরে নিত্য,
তাহার প্রধান নাহি আর সত্ত চিত্ত।
গুণহীন পরিপূর্ণ শুদ্ধ সনাতন,
যোগী সবে যারে করে সদায় চিন্তন।
কালরুদ্র রূপধর সকলের হিত,
পরমাত্মা পরানন্দ দোষ বিবর্জ্জিত।
সত্ত চিত্ত যার সে যে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
আনন্দ স্বরূপ সে যে হরিভক্তিময়।
দেহধারী বোলে যেবা সে যে মূর্খ অতি,
আমি হেন অহঙ্কারী সে বড় কুমতি।

দিব্য দীপ্তিময় বাক্য মন অগোচর,
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যার নাম সেই দেববর।
তিনরূপে ভিন্ন হৈয়া দেব নারায়ণ,
তিনরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
অযুত অযুত অংশ যার ব্রহ্মা আদি,
সকল ব্যাপক সে যে অচ্যুত অনাদি।
যার নাভিপদ্মে জন্ম ব্রহ্মা প্রজাপতি,
আনন্দ স্বরূপ সে যে আত্মা শ্রেষ্ঠ অতি।
অন্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জনবর,
সকল যাহার রূপ পরম ঈশ্বর।
ভিন্ন বা অভিন্ন রূপ জগত ব্যাপিয়া,
আছয়ে পরম বিষ্ণু সকল ধরিয়া।
যার শক্তি মহামায়া চৈতন্য কারিণী,
সংসারে উৎপত্তি হেতু প্রকৃতি রূপিণী।
সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণু সৃষ্টির কারণে,
প্রকৃতি পুরুষ কাল হইল আপনে।
তত্ত্বজ্ঞানী যোগীসবে দেখে ব্রহ্মরূপ,
সেই সে পরম শুদ্ধ বিষ্ণুর স্বরূপ।
ধ্যান আদি চিন্তারূপ জ্ঞানের গোচর,
কালরূপী নিত্য শুদ্ধ দেব মহেশ্বর।
গুণরূপী গুণের আধার নিরঞ্জন,
জগতের আদি কর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।

জগৎস্থষ্টি।

সকলের আদি গুরু পুরুষ প্রধান,
প্রকৃতিতে লীন যদি হৈল ভগবান।
তাহাতে জন্মিল বুদ্ধি তবে অহঙ্কার,
অহঙ্কার হোতে পঞ্চ তন্মাত্র প্রচার।
তাহাতে জন্মিল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রধান,
জগতের হেতু পঞ্চ-ভূত অধিষ্ঠান।
বায়ু অগ্নি জল ভূমি আকাশ জন্মিল,
এহি পঞ্চ-ভূত নাম প্রকাশ হইল।
ভিন্ন ভিন্ন শরীরেত এ সব লক্ষণ,
এহিরূপে করিলেন জগত স্থজন।
প্রথমে করিলা স্থষ্টি বৃক্ষ লতাগণ,
বুদ্ধিহীন অন্ধকার তাহার লক্ষণ।
পশুপক্ষিগণ স্থজিলেক তার শেষে,
এহিসব অসাধন জানিয় বিশেষে।
দেবতা সকল স্থষ্টি করিল যতনে,
মনুষ্য স্থজিলা তবে শেষে পদ্মাসনে।
তার শেষে দক্ষ আদি মানস কুমার,
করিলা অশেষ স্থষ্টি ব্যাপিল সংসার।
ভূলোক যে ভুবলোক, স্বর্লোক উপর
মহ জন তপ সত্য সপ্তস্বর্গবর।

অতল বিতল তল * সুতল বিশেষ,
তলাতল মহাতল রসাতল শেষ।
সপ্ত পাতালের নাম কহিল সম্প্রতি,
অধ অধ ক্রমে এহি সকলের স্থিতি।
নির্ম্মাণ করিয়া তবে এহি অবস্থান,
রক্ষাহেতু তবে নাথ করিলা নির্ম্মাণ।
কুলাচল নদী সৃষ্টি স্থানে স্থানে কৈলা,
বসতি করিতে লোক সুস্থান করিলা।
এহিরূপে নানা জন্তু করিয়া উৎপত্তি,
জীবন উপায় তবে দিল প্রজাপতি।
ক্ষিতি মধ্যে জন্ম হৈলা সুমেরু অচল,
বসতি করয়ে তাতে দেবতা সকল।
পৃথিবীর অন্তে লোকালোক গিরিবর,
পৃথিবীর মধ্যে সপ্ত সৃজিল সাগর।
পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ সৃজিলা সকল,
দেবতা সমান নর নদী কুলাচল।
জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, সাল্মলী, পুষ্কর,
শাকদ্বীপ, নাম এহি সপ্তদ্বীপবর।
লবণসমুদ্র, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি,
তার শেষ ক্ষীর, তার শেষে জলনিধি।

---

*, মূলে "আর আছে।"

সপ্তদ্বীপ সমুদ্রের এহি পরিমাণ,
দ্বীপ সব আবরিয়া সমুদ্রের স্থান।
সমুদ্র পর্ব্বত দ্বীপ পরিসর যত,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে তত।
লোকালোক অবধি সমুদ্র দ্বীপ স্থিতি,
তাহার বিশেষ কহি শুন মহামতি।

ভারতবর্ষ প্রশংসা।

হিমালয় দক্ষিণ ক্ষীরসমুদ্র উত্তর,
ভারত বরিব এহি কর্ম্মহেতুবর।
তাহাতে ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়া বিশেষ,
ফল ভোগ করে সব ভূমিতে অশেষ।
শুভাশুভ যত কর্ম্ম করে এহিস্থল,
সেই কর্ম্ম নষ্ট নহে বিনে হৈলে ফল।
অদ্যাপি ভারতভূমে যত দেবগণে,
সঞ্চয় করিতে পুণ্য ইচ্ছা করে মনে।
জন্ম ইচ্ছা করে তারা—আমরা সকলে,
জন্ম হৈব কবে জানি ভারত ভূতলে।
শ্রেষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠপদ মহাপুণ্য ফল,
কোহ্নু কালে আমি সবে পাইব নির্ম্মল।
জ্ঞান যোগ তপস্যায় দেব নারায়ণ,
পূজিয়া পাইব কবে অনন্ত শয়ন।

ভক্তি জ্ঞানে কিবা কর্ম্ম জ্ঞানের বিষয়,
পাইমু ঈশ্বর কবে নিত্যানন্দময়।
জন্মিয়া ভারতভূমে বিষ্ণু পূজাপর,
তাহার সমান নাহি সূর্য্যতেজধর।
বিষ্ণুভক্তি প্রিয় যেবা লয় হরি নাম,
শুনে যেই নরে তারে আমার প্রণাম।
হরিপূজা করে যেবা হরিভক্তি মতি,
হরি ভক্তি করে তারে আমার প্রণতি।
বাসুদেব নারায়ণ জপে কৃষ্ণরাম,
হিংসাশূন্য শান্ত, তারে আমার প্রণাম।
নীলকণ্ঠ শিব যেবা শঙ্কর জপয়,
সর্ব্বপ্রাণী হিত তারে আমার প্রণয়।
গুরুভক্তি শিবধ্যান আশ্রম আচার,
শান্ত হৈয়া করে যেই তারে নমস্কার।
ব্রাহ্মণের হিত করে হিংসা বিবর্জ্জিত,
বেদ অনুসারে কর্ম্ম করে একচিত্ত।
শিব-নারায়ণ করে অভেদ ভাবন,
তারে নমস্কার করি হৈয়া একমন।
পরিগ্রহ জিন যেবা গো ব্রাহ্মণ হিত,
ব্রহ্মচারিশ্রেষ্ঠ পরনিন্দা বিবর্জ্জিত।
সত্যবাদী হৈয়া করে পর উপকার,
চুরি আদি দোষহীন তারে নমস্কার।

তড়াগ, আরাম, যেবা করয়ে উদ্যান,
তার সঙ্গে থাকে যেবা হয় বুদ্ধিমান।
যাহার সতত মতি পুরাণ শ্রবণে,
নমস্কার করি আমি তাহান চরণে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যেবা শ্রদ্ধাযুক্তমতি,
করয়ে ভারতভূমে তাহারে প্রণতি।
যত সব ধর্ম্ম মধ্যে এক না করিয়া,
আপনার উপকার না করে চিন্তিয়া
সেই বড় মূঢ়মতি অতি দুরাচার,
তার সম অচেতন নাহিক সংসার।
ভারতে জন্মিয়া যার পুণ্যে নাহি মন,
অমৃত ছাড়িয়া বিষ করে অন্বেষণ।
বেদ অনুসারে ধর্ম্ম না করে যে নর,
সেই আত্মঘাতী মূঢ় পাতকী বর্ব্বর।
কর্ম্মভূমি পাইয়া ধর্ম্ম না করে যে জন,
সেই মূঢ় হতে আর কেবা অচেতন।
কর্ম্মফল দাতা এহি ভারত ভুবন,
তাতে থাকি পাপ করে অতি মূর্খজন।
কামধেনু ছাড়ি সে যে মূর্খ দুরাচার,
অর্কক্ষীর চেষ্টা করে না জানিয়া সার।
ভারত ভূমির হেন প্রসংশা করয়,
ব্রহ্মা আদি দেবে নিজ পদক্ষয় ভয়।

সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা পুণ্যের কারণ,
দেবের দুর্ল্লভ এহি ভারত ভুবন।
এহি পুণ্য স্থলে ধর্ম্ম করে যেই জনে,
তাহার সদৃশ নাহি এ তিন ভুবনে।
ভারতে লভিয়া জন্ম ধর্ম্ম যে বাঞ্ছয়,
পরলোকে ফলহেতু করে পুণ্যচয়
সর্ব্বকর্ম্ম সাঙ্গ হয় বিষ্ণুতে অর্পিলে,
অক্ষয় মুকতি পায় বিষ্ণু আরাধিলে।
স্বর্গ ফলভোগ যেবা না করে বাঞ্ছন,
বিষ্ণুপ্রীতে করে কর্ম্ম বিষ্ণুতে অর্পণ।
ব্রহ্মলোক আদি যদি পায় কর্ম্মফলে,
পুনর্ব্বার জন্ম হয় এহি ভূমিতলে।
ব্রহ্মলোক আদি স্থান না করে বাঞ্ছন,
মুক্তিমাত্র ইচ্ছা করে শুন মুনিগণ।
বিষ্ণুপ্রীতে কর্ম্ম করে বেদ অনুসারে,
কামনা ছাড়িয়া করে আশ্রম আচারে।
এহিরূপে যেই নরে করে ধর্ম্মচয়,
বিষ্ণুপদ পায় সে যে জানিয় নিশ্চয়।
আশ্রম আচার হীন যেই মূঢ়জন,
বিধি অনুসারে কর্ম্ম করে অকারণ।
কামনা বিহীন কিবা কামনাতে মতি,
পতিত বোলয়ে তারে পণ্ডিত সম্মতি।

ব্রহ্মতেজে বাড়ে সদাচারী বিপ্রবর,
ইহলোকে পরলোকে পুণ্যবন্ত নর।
তাহারে সন্তুষ্ট বিষ্ণু দেব নারায়ণ,
সত্য সত্য কহি আমি শুন মুনিগণ।
বাসুদেব ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান তপোময়,
তাতে ভিন্ন নহে কেহ জানিয় নিশ্চয়।
স্থাবর জঙ্গম যত বাসুদেব ময়,
ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যত জানিয় নিশ্চয়।
সিদ্ধ যক্ষ দেবাসুর ব্রহ্মা উমাপতি,
ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যত তাহান প্রকৃতি।
যার ভিন্ন নহে কেহ সংসার ভিতর,
যাহাতে নাহিক সূক্ষ্ম নাহি মহত্তর।
সকল ব্যাপক সেই অখিল ঈশ্বর,
তান পদে নমস্কার করি নিরন্তর।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
পুরাণের অর্থ ভাষা কৈল মহামতি।
বৃহন্নারদীয় নাম প্রধান পুরাণ,
তৃতীয় অধ্যায় ভাষা হৈল সমাধান।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে তৃতীয় অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

দেবঋষি সর্ব্বজ্ঞ নারদ মুনিবর,
সনকাদি সম্বোধিয়া দিলেন্ত উত্তর।

নারদের ধর্ম্ম উপদেশ।

শুন কহি তুমি সব ব্রহ্মার নন্দন,
যেই ক্রমে হয় সব ধর্ম্মের কারণ।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ধর্ম্ম করে যেই নর,
মনোরথ ফল পায় তুষ্ট দামোদর।
শ্রদ্ধায় করিব ভক্তি আর যত কর্ম্ম,
শ্রদ্ধা বিনে সিদ্ধি নহে যত ধর্ম্ম কর্ম্ম।
জন্তুর চেষ্টার যেন প্রকাশ সাধন,
সকল সিদ্ধির তেন ভক্তি সে কারণ।
যেমত সকল লোকে জল সে জীবন,
তেমত সিদ্ধির ভক্তি শুন বিবরণ।
পৃথিবী আশ্রয়ে যেন জীয়ে জন্তুগণ,
তেমত ভক্তিয়ে কার্য্য করয়ে সাধন।
শ্রদ্ধায় লভয়ে ধর্ম্ম আর অর্থকাম,
শ্রদ্ধায় লভয়ে মুক্তি হরি গুণধাম।

বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ তপ দান করি,
ভক্তিহীন জনে মুনি না তুষিল হরি।
কোটি কোটি সুমেরু-প্রমাণ স্বর্ণ দানে,
ব্যর্থ অর্থ নাশ করে ভক্তিহীন জনে।
ভক্তিহীন যেই জন শরীর শোষয়,
সকল বিফল তার বৃথা তনুক্ষয়। (১)
অল্পমাত্র ধর্ম্ম করে শ্রদ্ধাযুক্ত জনে,
সেই মহাপুণ্যবন্ত নিত্য ত্রিভুবনে।
দশ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করি,
সকল বিফল হয় ভক্তি পরিহরি।
হরিভক্তি কামধেনু থাকিতে সংসারে,
সংসার গরল পান করি মূঢ় মরে।
অজ্ঞান স্বরূপ মোহ আর অন্ধকারে,
মগ্ন হৈয়া মূঢ় লোকে নানা পাপ করে।
সংসার অসার সব শুনহ সনক,
হরিভক্তি জনসঙ্গ মুক্তির সাধক।
হিংসাযুক্ত মনে দান করে যেই নর,
সে সব বিফল তার হরি দূরতর।
পরে জিজ্ঞাসিলে ধর্ম্ম কহে মিথ্যা করি,
ভক্তিহীন ধর্ম্মহীন দূরে তার হরি।

(১) মূলে আছে,—ভক্তিহীন যেই যজ্ঞ ভস্মে তণ্ডুলই।

বেদেত নিশ্চয় ধর্ম্ম বেদ নারায়ণ,
তাতে শ্রদ্ধাহীন তার দূরে জনার্দ্দন।
প্রতিদিন ধর্ম্ম না করয়ে যেই নর,
ব্যর্থ দিন যায় না পূজয়ে গদাধর।
শ্বাসয়ে যে জীবহীন কামারের ভাতি,
তেমত জীবনে জীয়ে সেই মূঢ়মতি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষ্ণু সনাতন,
শ্রদ্ধাবিনে সিদ্ধি নহে শুন মুনিগণ।
নিজাচার না ছাড়িয়া হরিভক্তি করে,
অন্তকালে সেই জন যায় বিষ্ণুপুরে।
বেদোচিত ধর্ম্ম করে আশ্রম উচিত,
হরিভক্ত জন যায় বৈকুণ্ঠ পুরীত।
আচারে জন্ময়ে ধর্ম্ম তার প্রভু হরি,
নিজাচার যুক্ত জন যায় স্বর্গপুরী।
বেদাঙ্গ পারগ দ্বিজ সদাচার হীন,
ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সে যে পতিত প্রবীণ।
হরিতে করয়ে ভক্তি হরি ধ্যান করে,
নিজাচার হীন সেহ পতিত সংসারে।
হরিভক্ত শিবভক্ত বেদ অধ্যাপন,
পবিত্র না হয় নিজাচার হীন জন।
পুনঃ তীর্থ সেবা করে পুণ্যক্ষেত্রে গতি,
নানাবিধ যজ্ঞ করে হরির পীরিতি।

আশ্রম উচিত যদি না করে আচার,
ভ্রষ্টাচারী সেই জন শুন তত্ত্ব সার।
এতেক আচার মূলে স্বর্গ ভোগ সুখ,
আচারেতে মোক্ষ পায় নাহি কোন দুখ।
যতেক আচার আর যোগ কর্ম্মচয়,
সবের অধিক ভক্তি জানিয় নিশ্চয়।
ভক্তিয়ে পূজিলে বিষ্ণু বাঞ্ছা ফলদ্দাতা,
অতএব সকলের ভক্তি জ্ঞান মাতা।
মায়ের আশ্রয় করি জীয়ে সর্ব্বজন,
তেমত জানিয় ভক্তি মুক্তির কারণ।
আচারে থাকিয়া যেবা হরিপরায়ণ,
তিন লোকে তার সম নাহি পুণ্যজন।
ভক্তিয়ে সাধয়ে কর্ম্ম কর্ম্মে তুষ্ট হরি,
হরি হেন দিব্য জ্ঞান জ্ঞানে ভবতরি।
সাধু সঙ্গে থাকি ভক্তি জন্ময়ে নিশ্চয়,
যদি থাকে জন্মান্তরে পুণ্যের সঞ্চয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়ি সাধুজন
বর্ণাশ্রম আচারে ভজয়ে জনার্দ্দন।
লোকেরে শিখায় সাধু ধর্ম্ম উপদেশ,
পাপিষ্ঠ না লয় সাধু সঙ্গের বিশেষ।
যদি জন্মান্তরে পুণ্য থাকে উপার্জিত,
তবে হয় সাধুসঙ্গ জানিয় নিশ্চিত।

পূর্ব্বের অর্জ্জিত পাপ নাশ হয় যার,
সেই সে পরম ভক্ত জানিয় সংসার।
সূর্য্যরশ্মি দিনে করে অন্ধকার নাশ,
গূঢ় অন্ধকার কভু না করে প্রকাশ।
সাধুজন শুদ্ধবাক্যে রশ্মি পরকাশে,
অন্তরের অন্ধকার সকল বিনাশে।
হরিভক্তজন লোক দুর্ল্লভ সংসারে,
সে সবের সঙ্গে শান্তি লভয়ে অপরে।

সনৎকুমারের প্রশ্নে নারদের
নারায়ণ মার্কণ্ডেয় সংবাদ
কথন।

এতেক শুনিয়া তবে সনৎকুমার,
জিজ্ঞাসিলা নারদেরে পুনি ধর্ম্মসার।
কোন্ চিহ্ন বৈষ্ণবের কিবা ধর্ম্ম করে,
পরকালে কোন্ গতি কহ মুনিবরে।
চক্রপাণি দেবদেব পরম কারণ,
বৈষ্ণবের কোন্ গতি দেন নারায়ণ।
তান বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিবর,
কহিতে লাগিল কথা মুনির গোচর।
অতি গুহ্য কথা কহি শুন মহামুনি,
সংশয় হইব দূর যেই কথা শুনি।

মার্কণ্ডেয় মহামুনি বুদ্ধির সাগর,
তান স্থানে কহিলেন দেব গদাধর।
জ্যোতি-রূপ যেই বিষ্ণু দেব নারায়ণ,
জগত যাহার রূপ শিব পদ্মাসন।
প্রলয় কালেতে প্রভু দেব গদাধর,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যার লোমের ভিতর।
অনন্ত স্বরূপ বটপত্রে নারায়ণ,
সর্ব্বভূত সংহারিয়া জলেতে শয়ন।
চরণ অঙ্গুলী অগ্রে গঙ্গার প্রভব,
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিয়া সূক্ষ্মরূপ অনুভব।
একার্ণবে শুইয়া হরি শক্তির সহিত,
মার্কণ্ডেয় দেখিলা আপনা সন্নিহিত।
তান ঠাই কহিলা সকল বিবরণ,
ভকত বৎসল হরি প্রভু জনার্দ্দন।
এতেক শুনিয়া সৌনকাদি মুনিগণে,
আশ্চর্য্য জানিয়া জিজ্ঞাসিলা সূতস্থানে।
কহ কহ সূতমুনি তুমি মতিমন্ত,
বিস্তারিয়া কহ মুনি সে সব বৃত্তান্ত।
মহাঘোর প্রলয়েত নষ্ট চরাচর,
এক মাত্র অবশিষ্ট দেব দামোদর।
মুনিরে রাখিলা কেনে সকল গ্রাসিয়া,
কৌতুক বাড়িল বড় ইকথা শুনিয়া।

বিস্তারিয়া কই যদি হয় গুহ্যতর,
দয়ার সাগর তুমি সংসার গোচর।
হরিকীর্ত্তি সুধাপান আলস্য ছাড়িয়া,
সূতে বোলে মুনিগণ কর (১) মনদিয়া
আছিলেক পূর্ব্বকালে মৃকণ্ডু ব্রাহ্মণ,
শালগ্রাম ক্ষেত্রে করে হরি আরাধন।
সহস্র দশেক যুগ দেব পরিমাণে,
করিলেক মহাতপ নারায়ণ ধ্যানে।
আহার ছাড়িয়া তবে সেই তপোধন,
আপনার প্রাণ যেন দেখে ত্রিভুবন।
বিষয় বাসনা ছাড়ি প্রাণী হিতকারী,
করিলা আশ্চর্য্য তপ ধ্যানে ভাবি হরি
দেখিয়া মুনির তবে তপ অতিশয়,
ইন্দ্র আদি দেবগণে পাইল বড় ভয়।
ক্ষীরনিধি সমুদ্রের উত্তরেতে গিয়া,
নারায়ণ স্তুতিলেক সকলে মিলিয়া।

দেবগণ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তুতি।

অক্ষয় অনন্ত তুমি প্রভু নারায়ণ,
যে তোমা স্মরণ করে করহ পালন।

---

(১) মূলে "শুন" আছে।

মৃকণ্ডুর তপতেজ সহিতে না পারি,
প্রণমোহ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম-ধারী।
সর্ব্বলোকময় তুমি ব্রহ্মাণ্ড কারণ,
প্রণাম করিয়ে জয় জয় নারায়ণ।
সর্ব্বসাক্ষী দেবের ঈশ্বর জগন্নাথ,
ধ্যান গম্য ধ্যান হেতু ধ্যানেত সাক্ষাৎ।
পরম পুরুষ মধু কেশী নাশকারী,
চৈতন্য প্রকাশ আদি দেবরূপ ধারী।
আদি শুদ্ধ গুণহীন নমো গুণময়,
নীরূপ স্বরূপ বহুরূপ ধর্ম্মচয়।
নমহ ব্রহ্মণ্য দেব গবা হিতকারী,
ব্রাহ্মণ জগত হিত গোবিন্দ মুরারি।
নমো নমো কৃষ্ণদেব ব্রহ্মা আদিরূপ,
সূর্য্যাদি হিরণ্যগর্ভ যাহার স্বরূপ।
দেবরূপে যজ্ঞ তুমি করহ ভোজন,
পিতৃরূপে শ্রাদ্ধসব করহ গ্রহণ।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যানন্দ সুতেজ প্রকাশ,
বার বার প্রণমোহ পীড়া কর নাশ।
এহিরূপ স্তুতি শুনি কমলার নাথ,
শঙ্খ চক্র গদাধর হইল সাক্ষাৎ।
প্রফুল্ল পদ্মের তুল্য প্রকাশ লোচন,
কোটী সূর্য্য তেজ অঙ্গ বিবিধ ভূষণ।

শ্রীবৎস শোভিত (১) বক্ষে পীতবস্ত্র ধারী,
কাঞ্চনের যজ্ঞসূত্র শান্ত মূর্ত্তি হরি।
সুবর্ণের পদ্ম জিনি পদযোগ জ্যোতি,
মুনিগণে নিত্য যাকে করয়ে ভকতি।
দেবগণে সাক্ষাতে দেখিয়া দামোদর,
চরণ যুগলে ভক্তি করিল বিস্তর।
গভীর মেঘের শব্দ সুস্বর জিনিয়া,
গোবিন্দে বলিলা দেবগণ সম্বোধিয়া।

দেবগণের প্রতি নারায়ণের
অভয় দান।

জানি মৃকণ্ডুর তপে হইছ দুঃখিত,
অন্য পীড়া না করয়ে যে জন পণ্ডিত।
সম্পত্তি বিপত্তি কালে সম সাধুজন,
পরের না করে পীড়া অতি শুদ্ধমন।
নিরন্তর যার থাকে বিষয় পীরিত,
আত্মা রক্ষা নাহি করে পরের যে হিত।
ত্রিবিধ উৎপাত হয় শক্রয়ে বাধয়,
করিতে পরের পীড়া উচিত না হয়।
কায় মনোবাক্যে যেবা পর পীড়া করে,
আপনার পাপে তারে ক্ষণেকে সংহরে। (২)

(১) মূলে ঐ স্থলে "অঙ্গে" এই কথাটী বেশি আছে।
(২) "সংহরে" স্থলে আধুনিক বাঙ্গালায় "সংহারে" ব্যবহার হয়।

লোভ মোহ পাপমতি দরিদ্র নির্ধন,
সাধ্বস নিয়ত নিত্য মায়া বিমোহন।
দুষ্টসঙ্গে সঙ্গী যেবা সদা মনুদুঃখী,
যার মনে শঙ্কা নাহি সেই বড় সুখী।
সর্ব্বপ্রাণী হিতরত সদা শঙ্কা হীন,
এহি সবে মোক্ষপদ চিন্তে রাত্রি দিন।
ইহলোকে পরলোকে সাধু সে নির্ভয়,
দেবগণ চলি যাও আপনা আলয়।
আমি সে রক্ষক, ভয় কর কি কারণ,
এ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল নারায়ণ।
অভয় পাইয়া দেবগণ তুষ্ট হৈলা,
যার যেই নিজাশ্রমে দেবগণ গেলা।
তবে মনে ভাবিয়া গোবিন্দ জনার্দ্দন,
তুষ্ট হৈয়া মৃকণ্ডুরে দিলা দরশন।
সমাধিতে দেখি মুনি দেব গদাধর,
মনে মনে প্রফুল্ল হইলা মুনিবর।
অতসী কুসুম শ্যাম সস্মিত বদন,
দিব্যরূপ দেখি হৈল বিস্মিত ব্রাহ্মণ।
শেষে চক্ষু মেলি হরি দেখিল সাক্ষাৎ,
প্রসন্ন বদন শান্ত দেব জগন্নাথ।
রোমাঞ্চ শরীর বিপ্র প্রসন্ন বদন,
আনন্দ সলিলে পূর্ণ হইল লোচন।

দণ্ডবৎ হৈয়া বিপ্র পড়িল ভূমিত,
অশ্রুজলে হরিপদ হইল ভূষিত।

মৃকণ্ডুকৃত বিষ্ণুস্তব।

স্তবিতে লাগিল দ্বিজে চরণে ধরিয়া,
রোমাঞ্চিত কলেবর প্রফুল্ল হইয়া।
যেই নাম জাতি আদি কর্ম্ম বিবর্জ্জিত,
শব্দ আদি দোষ হীন রূপ বিরহিত।
বহুরূপ হয় প্রভু নিরঞ্জন পর,
ভজহুঁ পরম পুণ্য দেবের ঈশ্বর।
পূজনীয় পূজ্য তুমি দেব জনার্দ্দন,
তোমার চরণে নিত্য রহুক যে মন।
ছাড়িছে বিষয় আশা যেই দোষহীন,
হৃদয়ে দেখয়ে হরি সে যে রাত্রি দিন।
সংসারের সুখ আশা যেই জনে তেজে,
পরম পবিত্র মন সেই তোমা ভজে।
যে তোমা স্মরণ করে পীড়া কর নাশ,
নিত্য রক্ষা করি কর জ্ঞানের প্রকাশ।
পূজনীয় তোমাপদে মাগি পরিত্রাণ,
ভক্তোম ঈশ্বর মোরে দেয় দিব্য স্থান।
নমহুঁ অনন্ত দর্শ শত মূর্ত্তিধর,
নমহুঁ সহস্র শির দেব গদাধর।

নমহুঁ সহস্র উরু সহস্র চরণ,
নমহুঁ সহস্র বাহু সহস্র লোচন।
নমহুঁ সহস্র নাম প্রভু সনাতন,
দশ শত কোটী যুগধারী নারায়ণ।
পরম পণ্ডিত মুনি জটা চিরধারী,
এহি রূপে স্তুতি করি তুষিলেক হরি।
স্তুতি শুনি মহাবিষ্ণু দেবের ঈশ্বর,
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব দামোদর।
দীর্ঘ চারি ভুজে প্রভু দিয়া আলিঙ্গন,
বর মাগ বিপ্র হেন বলিল বচন।
তপস্যায় স্তবে বড় করিলা পীরিত,
বর মাগ যেই তোমা মনের বাঞ্ছিত।
নারায়ণে হেন যদি মুনিরে বলিলা,
মৃকণ্ডুয়ে প্রভুস্থানে কহিতে লাগিলা।
কৃতার্থ হইল আমি শুন দয়াময়,
তোমা দরশনে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
ব্রহ্মায় না দেখে যারে আর যোগিগণে,
সে তোমা দেখিলুঁ অন্য বর কি কারণে।
যাহারে না দেখে ভক্তে আর শান্ত জনে,
দেখিলুম সেই প্রভু বর কি কারণে।
বেদে নাহি (১) দেখে যারে আর দেবগণে,
হেন ব্রহ্ম দেখিলুম বর কি কারণে।

(১) মূলে "না" আছে।

কর্ম্মিষ্ঠ দীক্ষিত জনে না দেখে যাহারে,
হেন প্রভু দেখিলুম কি করিব বরে।
স্তুতি শুনি মহাবিষ্ণু দেবের ঈশ্বর,
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব দামোদর।
পুনি দীর্ঘ ভুজে প্রভু দিয়া আলিঙ্গন,
বর মাগ পুনি বোলে দেব নারায়ণ।
তপস্যায় স্তবে বড় পাইছি পীরিত,
বর মাগ বিপ্র তুমি মনের বাঞ্ছিত।
নারায়ণে এত যদি মুনিরে বলিলা,
মৃকণ্ডুয়ে পুনি তবে কহিতে লাগিলা।
কৃতার্থ হইল আমি শুন দয়াময়,
তোমা দরশনে সব পাপ নষ্ট হয়।
যার নাম স্মরিয়া যে মহাপাপী নর,
বৈকুণ্ঠেতে চলি যায় হৈয়া পীতাম্বর।
এত যদি স্তুতি কৈলা সেই দ্বিজবর,
তুষ্ট হৈয়া ভগবানে দিলেন্ত উত্তর।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তুমি কৈলা সত্যবাণী,
বিফল দর্শন নহে শুনহ কাহিনী।
বহুল কুটুম্ব পায় বিষ্ণুভক্ত জন,
এমত সাধুর বাক্য করিমু পালন।
হইমু তোমার পুত্র শুন মুনিবর,
দীর্ঘজীবি গুণযুক্ত পরম সুন্দর।

যেই কুলে আমা জন্ম সেই মুক্ত পায়,
আমি তুষ্ট হৈলে মুনি কিসের অপায়।
আম্মাতে পরম ভক্তি আমা যজ্ঞ করে,
আমা নাম স্মরে আমা ধ্যায় যেই নরে।
আমা লাগি করে কর্ম্ম আমা পরায়ণ,
তার কুলে জন্মি আমি শুন তপোধন।
সকল মঙ্গল তার বাড়য়ে নির্ভরে,
নিশ্চয় কহিল এহি শুন মুনিবরে।
তোমা তপে প্রীত আমি হইল অপার,
অগ্রণী হইব পুত্র জন্মিয়া তোমার।
দ্বিজ শিরে নিজহস্ত দিয়া ভগবান,
পরশিয়া সর্ব্ব অঙ্গ হৈলা অন্তর্দ্ধান।
হরিরে প্রণাম করি ঘরে গেল মুনি,
বৃহন্নারদীর চারি অধ্যায় কাহিনী।
তত্ত্বজ্ঞানী মৃকণ্ডু কে মহাঋষিবর,
আপনার তপে যেন সূর্য্য তেজধর।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে চতুর্থ অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায় সূতে আনন্দিত হৈয়া,
কহিতে লাগিল তবে মুনি সম্বোধিয়া।
বর পাইয়া মৃকণ্ডুয়ে বিষ্ণু পূজাকরে,
মার্কণ্ডেয় নাম পুত্র হৈল তার ঘরে।
তত্ত্বজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মহাঋষিবর,
আপনার তপে হৈল সূর্য্য তেজধর।
জ্ঞানবন্ত শান্তমন সর্ব্ব তত্ত্ব জানে,
তপ করে তুষ্ট মোরে হৌক ভগবানে।
আরাধিল জগন্নাথ দেব নারায়ণ,
বর পাইল পুরাণ করিতে বিবরণ।
এতেকে মুনিরে লোকে বোলে নারায়ণ,
চিরঞ্জীবি মহা ভক্ত হরি পরায়ণ।
এতেকে মুনিরে হরি রাখি অবশেষ,
সংসার প্রলয় করি দেখায় বিশেষ।
মৃকণ্ডুর পুত্র মুনি বিষ্ণু পরায়ণ,
প্রলয় কালেত জলে করয়ে ভাসন।

শুষ্ক পত্র সম যেন ছিল মহাজলে,
যতকাল শুতি (১) ছিল হরি নিদ্রাছলে।
কালের প্রমাণ কহি শুন আমা হতে,
নিমেষের পঞ্চদশ কাষ্ঠা পরিমিতে।
তিরিশ কাষ্ঠায় কলা কাল বিবরণ,
মন দিয়া শুন তুমি ব্রহ্মার নন্দন।
তিরিশ কলায় ক্ষণ দণ্ড এক হয়,
দুই দণ্ড পরিমাণে মুহূর্ত্ত নির্ণয়।
তাহার তিরিশে এক দিন পরিমাণ,
দিনের তিরিশে মাস দুই পক্ষ জান।
দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়,
তিন ঋতু হৈলে এক অয়ন নিশ্চয়।
অয়নের দুই মিলি বৎসর নির্ণয়,
উত্তরে দেবের দিন শেষে রাত্রি হয়।
মনুষ্যের মাসে পিতৃ লোকে এক দিন,
তাতে অমাবস্যা শ্রাদ্ধ না করিব হীন।
দ্বাদশ হাজার বর্ষ দেব পরিমাণে,
দেবতার একযুগ বিদিত ভুবনে।
দুই ত সহস্র যুগ হৈলে দেবতার,
মনুষ্যের ব্রহ্মকল্প পরিমাণ সার।

---

(১) শুতি—শুইয়া।

দেব মানে এক সপ্ততি যুগে মন্বন্তর,
চৌদ্দ গুণে এহি মানে ব্রহ্মার বাসর।
যত পরিমাণ দিন রাত্রি তত কাল,
নাশ হয় ত্রিভুবন বহুল বিশাল।
মনুষ্যের পরিমাণে শুন যেই হয়,
হাজারের চারি যুগে দিনের নির্ণয়।
এহি দিনে মাসে বর্ষে ব্রহ্মার কথন,
দ্বিপরার্দ্ধ এহি মানে ব্রহ্মার জীবন।
বিষ্ণুর দিবস এহি শুন তপোধন,
এহি পরিমাণে বিষ্ণু জলেতে শয়ন।
অতি জীর্ণ পত্র যেন মৃকণ্ডু তনয়,
সেই কালে ঘোর জলে বিষ্ণু ধ্যানময়।
জলে থাকি ধ্যান করে হরি সন্নিধানে,
আছিলেক মার্কণ্ডেয় হরি দরশনে।
তার পাছে যোগ নিদ্রা ছাড়ি জনার্দ্দন,
ব্রহ্মারূপে চরাচর করিল সৃজন।
মহাবিষ্ণু আমি মার্কণ্ডেয় সন্নিকট,
জল সংহারিলা তবে করিয়া প্রকট।
বিস্ময় হইয়া মার্কণ্ডেয় মুনিবর,
হরির চরণ বন্দে স্তবিয়া বিস্তর।
শিরেতে অঞ্জলি বান্ধি মৃকণ্ডু নন্দন,
শ্রেষ্ঠ বাক্যে স্তব করে দেব নারায়ণ।

মার্কণ্ডেয় কৃত স্তব।

প্রণমহুঁ নারায়ণ সহস্রেক শির,
একহি আনন্দে যেই ধরিছে শরীর।
প্রণমহুঁ অনাময় দেব নারায়ণ,
বাসুদেব অনাধার দেব জনার্দ্দন।
সর্ব্বলোক বৈসে যাতে যাতে তত্ত্বজ্ঞান,
মায়ায় না ভেদে যারে নমো ভগবান।
অমিয় শরীর নিত্য আনন্দ শরীর,
তর্কের গোচর নহে নমোহুঁ শরীর।
অক্ষরের পর ব্রহ্ম সত্য বিশ্বরূপ,
বিশ্বের সম্ভব যাতে সর্ব্ব তত্ত্বরূপ।
প্রণমহুঁ শান্ত মূর্ত্তি দেব জনার্দ্দন,
সকল নির্গুণ শান্ত মায়ার কারণ।
অধিক উত্তমরূপ নমো নারায়ণ,
পরম প্রকাশ প্রভু পবিত্র কথন।
নমহুঁ সকল রূপ প্রভু জনার্দ্দন,
পুরাণ পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞানের ভাজন।
রূপ নাহি বহুরূপ নমো নারায়ণ,
আনন্দ চেতন রূপ পরম কারণ।
যেই ভগবানে বিশ্ব করিল সৃজন,
নমহুঁ সকল রূপী দেব নারায়ণ।

পরম আনন্দ প্রভু ভকত বৎসল,
প্রণমহুঁ আদি হরি দেব মহাবল।
করুণা সাগর প্রভু ত্রাণ কর মোরে,
এহিরূপে নানাবিধ স্তবে মুনিবরে।

মার্কণ্ডেয়ের প্রতি ভগবানের উপদেশ।

প্রীতি হৈয়া বলিলেক দেব গদাধর,
লোকেতে বৈষ্ণব যত শুন মুনিবর।
তাকে আমি তুষ্ট হই যেবা ভক্তি করে,
আপনার রূপ আমি থুই অগোচরে।
সর্ব্বতত্ত্ব দেখি আমি ভক্তের শরীরে,
তোমাতে কহিল আমি শুন মুনিবরে।
মার্কণ্ডেয় বোলে প্রভু শুন দয়াময়,
কোন কর্ম্ম লক্ষণে বা ভাগবত হয়।
তাহাকে শুনিতে প্রভু মন কুতূহল,
কৃপাকরি কহ হরি না করিয় ছল।
ভগবানে বোলে মুনি বৈষ্ণব লক্ষণ,
শুন সাবধান হৈয়া কহি বিবরণ।
বৈষ্ণব প্রভাব কোটী বৎসরের মাঝে,
বলিতে না পারি আমি বিশেষ বিধানে।

সর্ব্ব জন্তু হিতকারী হিংসা বিবর্জ্জিত,
বৈষ্ণব উত্তম সে যে জানিয় নিশ্চিত।
না করে পরের পীড়া কায় বাক্য মনে,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জান ত্রিভুবনে।
শুদ্ধমতি হৈয়া যেবা শুনে ধর্ম্ম কথা,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিবা সর্ব্বথা।
ঈশ্বর গঙ্গার রূপ, পিতা মাতা জানে,
ভক্তি ভাবে সেবা করে যেই ভাগ্যবানে।
বৈষ্ণব উত্তম সে যে জানিয় নিশ্চয়,
তোমাতে কহিয়ে শুন মৃকণ্ডু তনয়।
দেব পূজা করে যেই ভক্তি পুরঃসরে,
পরে পূজা করে দেখি আনন্দ অন্তরে।
সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ যেবা পূজে নিরন্তর,
পর নিন্দা না করে সে বৈষ্ণবের বর।
সকলেরে হিতবাক্য বলে যেই নর,
পরগুণে প্রীতি (১) যার সেই মহত্তর।
নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া অতিথি সেবা করে,
বেদের করয়ে অর্থ রাম নাম স্মরে।
মহাত্মা শিবের নাম লয় নিরন্তর,
রুদ্রাক্ষে ভূষিত অঙ্গ বৈষ্ণবের বর।

(১) মূলে "প্রীত" আছে।

বিবিধ দক্ষিণা দিয়া শিব যজ্ঞ করে,
হরিরে তোষয়ে যজ্ঞে রামকৃষ্ণ স্মরে।
শিবেরে বিষ্ণুরে যেবা একভাব করে,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় সংসারে।
দেবতা অগ্নির কার্য্য করে নিরন্তরে,
ধ্যান করে সদাশিব মন্ত্র পঞ্চাক্ষরে।
জানিয়া শাস্ত্রের অর্থ কহে যেই নর,
নানা গুণে যুক্ত সে যে ভাগবত বর।
অন্নজল দান যেবা করে নিরন্তর,
একাদশী ব্রত করে বৈষ্ণবের বর।
গোদান কন্যাদান করে যেই জন,
আমা লাগি করে সেহ আমা পরায়ণ।
আমাতে অর্পিয়া মন যেবা পূজা করে,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় সংসারে।
আপনার প্রাণ যেন সর্ব্ব ভূতে জানে,
শত্রু মিত্র ভাব যেই নাহি রাখে মনে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বোলে যেই সত্যবাক্য তর,
সাধু সেবা করে যেই সেই শ্রেষ্ঠ নর।
পুরাণের কথা যেই নরে কহে শুনে,
আমাকে পাওয়ে সে যে বৈষ্ণব লক্ষণে
গোব্রাহ্মণ সেবা যেই করে নিরন্তর,
তীর্থ সেবা করে সে যে ভাগবত বর।

পর সুখ দেখি যেবা হরষিত মন,
হরি নাম লয় সদা হরি পরায়ণ।
জলাশয় রক্ষা করে বৃক্ষারোপ করে,
নানাবিধ কূপ খনে হরি গৃহ করে।
গায়ত্রী সতত জপে যেই দ্বিজবর,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে শুন মুনিবর।
হরিনাম শুনি যার হরষিত মন,
রোমাঞ্চ শরীর যার সেই সাধুজন।
তুলসীর বন দেখি করে নমস্কার,
তুলসীর গন্ধ পাইয়া সন্তোষ অপার।
তুলসীর কাষ্ঠ চিহ্ন কর্ণেতে করয়,
মস্তকে তুলসী মূল মৃত্তিকা ধরয়।
পরম বৈষ্ণব এহি জানিয় সকল,
তাহারে সন্তুষ্ট আমি শুন মহাবল।
শান্ত গুণবন্ত যেবা করে পুণ্যচয়,
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় নিশ্চয়।
সংক্ষেপে কহিল এহি বৈষ্ণব লক্ষণ,
কোটী বৎসরেহ নহে সকল কথন।
এতেক জানিয়া হও ধর্ম্ম পরায়ণ,
সাধুশীল সর্ব্বভূত হিতের কারণ।
যোগান্ত অবধি ধর্ম্ম কর আরম্ভর,
আমার স্বরূপ ধ্যান কর বারেবার।

এহি রূপে হইবেক মুকতি তোমার,
তোমার সমান ঋষি কভু নাহি আর।
মৃকণ্ডু পুত্রেরে এহি দিয়া বরদান,
ততক্ষণে নারায়ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান।
তবে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভকতি করিয়া,
করিলা বিবিধ যজ্ঞ হরিরে ভাবিয়া।
শালগ্রাম ক্ষেত্রে তপ করিলা বিশেষ,
পাপ বিনাশিয়া মুক্তি পাইল অশেষ।
সর্ব্বলোক হিত করে বিষ্ণুর পূজন,
হেন মতে সাধে তবে মনের বাঞ্ছন।
নারদে কহেন শুন ব্রহ্মার নন্দন,
বিষ্ণু ভক্তি মহিমার কহিলুঁ লক্ষণ।
আর কিবা মনে ইচ্ছা কর শুনিবার,
বিবেচিয়া কহি শুন সনৎকুমার।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোকে বুঝিবারে ভাষা করিল সম্প্রতি
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে,
পঞ্চম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চম অধ্যায়।

—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাস শিষ্য মহামুনি সূত তপোধন,
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
শুনি বিষ্ণুভক্তি কথা হরিষ অপার,
নারদেত জিজ্ঞাসিলা সনৎকুমার।

সনৎকুমারের নারদের নিকট
প্রধান তীর্থ জিজ্ঞাসা।

ক্ষেত্রের প্রধান ক্ষেত্র কেবা তীর্থ বর,
তত্ত্ব কহ দেবঋষি দয়ার সাগর।
নারদে কহিল মুনি শুন দিয়া মন,
গুহ্যের পরম গুহ্য সম্পদ কারণ।
দুঃস্বপ্ন নাশিয়া পুণ্য সর্ব্বপাপ হরে,
দুষ্টগ্রহ নিবারয়ে পড়িলে শুনিলে।
অণুক্ষণ তুমি সবে শুনিতে উচিত,
শুনিলে হরিতে হয় ভক্তি সমুদিত।
শুক্ল কৃষ্ণ জল মিলি পুণ্য তীর্থ বর,
ব্রহ্মা আদি দেবগণে সেবে নিরন্তর।

শুন মুনিগণ পুণ্য করিয়া বাহুন,
এক মনে যেই তীর্থ সেবে অনুক্ষণ।
বিষ্ণু পদে জন্ম গঙ্গা পুণ্য অনুপম,
সূর্য্য সুতা যমুনার মিলন উত্তম।
গঙ্গার স্মরণে সর্ব্বপাপ দুঃখ নাশ,
উপদ্রব নষ্ট হয় পুণ্যের প্রকাশ।
সমুদ্র পর্য্যন্ত যত পুণ্য ক্ষেত্রচয়,
তাহতে অধিক পুণ্য প্রয়াগ নিশ্চয়।
যেই ক্ষেত্রে যজ্ঞ ব্রহ্মা করিলা বিশেষ,
মুনি সকলেহ যজ্ঞ করিলা অশেষ।
সকল তীর্থের স্নানে যত পুণ্য হয়,
গঙ্গাজল বিন্দু সেক ষোল ভাগ নয়।
বহুশত যোজনের থাকিয়া অন্তর,
গঙ্গা গঙ্গা হেন বাণী বোলে যেই নর।
সর্ব্বপাপ হোতে হেন জনের মুকতি,
কি কহিব গঙ্গাতীরে যাহার বসতি।
বিষ্ণুপদে জন্ম হৈল গঙ্গা ভগবতী,
শিবের সমীপে নিত্য যাহার বসতি।
অতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণে সেবা করে যার,
তান সম পুণ্য নদী কেবা আছে আর।
যাহার বালুকা শিরে ধরিয়া সত্বর,
তিন নেত্রধারী শিব হৈল গঙ্গাধর।

যাতে স্নান হয় পাপী জনের দুর্ল্লভ,
যাতে স্নানে বিষ্ণুপদ অত্যন্ত সুলভ।
যাতে স্নান করি পাপী পাপ বিনাশিয়া
বিষ্ণুপদ পায় সে যে মুকতি হইয়া।
যাতে স্নান করি যত পিতৃ মাতৃ কুল,
উদ্ধারিয়া বিষ্ণুপদ লভয়ে অতুল।
গঙ্গার স্মরণ যেবা করে অনুক্ষণ,
সকল তীর্থের স্নান করে সেই জন।
পুণ্যক্ষেত্র যত আছে পৃথিবী ভিতর,
তাহাতে বসতি করে যেই সাধু নর।
গঙ্গা স্নান করি থাকে যেই সাধু জনে,
পাপিষ্ঠেহ স্বর্গ পায় গঙ্গা দরশনে।

গঙ্গামৃত্তিকা মাহাত্ম্য।

দেব ঋষি কহেন সনকে সম্বোধিয়া,
গঙ্গা মৃত্তিকার ফল শুন মন দিয়া।
গঙ্গার মৃত্তিকা যেবা শিরে ধরে নর,
ততক্ষণে হয় সে যে জটাভার ধর।
গঙ্গা মৃত্তিকায় করে শরীর লেপন,
শিবের স্বরূপ হয় সেই সাধুজন।
গঙ্গা মৃত্তিকার চিহ্ন মস্তকেত দিয়া,
পাপিষ্ঠেহ স্বর্গ পায় পাপ বিনাশিয়া

হরি ভক্ত পদ আর তুলসীর মূল,
তাহার মৃত্তিকা গঙ্গা মৃত্তিকার তুল।
এতেকে মৃত্তিকা চিহ্ন করে যেই নর,
ততক্ষণে হয় সে যে বিষ্ণুরূপধর।
হরি গঙ্গা তুলসীরে যে করে ভকতি,
ধর্ম্ম কথা কহে যেবা তাহাকে ভকতি।
ধর্ম্মকথকের পদ তুলসীর মূল,
এহার মৃত্তিকা গঙ্গা মৃত্তিকার তুল।
এহি মৃত্তিকাতে হয় যাহার ভকতি,
পাপ বিনাশিয়া সে যে হয়েত মুকতি।

আসীৎ ক্ষিতৌ ভূপতিচক্রবর্ত্তী ভূদেবদেবার্চ্চনশুদ্ধবুদ্ধিঃ,
কল্যাণমাণিক্য ইতি ক্ষিতীশো ভূপালসিংহঃ কিল রাজপূজ্য
তস্যৈবাশেষপুণ্যৈর্বিবিধনৃপকুলৈরাত্মজত্বেন জাতঃ,
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিপকুলমণীরাজমান্যোঽতিবীরঃ।
মত্স্যেহংশক্লাবতারো ভুবনজনপতের্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ,
পাপিষ্ঠত্রাণহেতোর্বিহিতজনগণে জ্ঞানদানেন তেষাং।
ভো ভো মানুষ্যাঃ শৃণুধ্বং নিরবধি তুলসীং সাদরং পূজয়ধ্বং,
সর্ব্বেষাং মুক্তিদাত্রীং নিজগৃহসুলভাং কল্পবৃক্ষস্য তুল্যাং।
উপাস্যং বো বক্ষ্যেহস্য ভুবনজনপতিঃ পূজনীয়োঽস্তি বিষ্ণুঃ
বিদিত্বৈতানুপায়ান্ ব্রজতপরপদং সোঽয়মিত্যাদিদেশ॥

কোন কালে যাইব আমি গঙ্গা সন্নিধান,
কবে বা করিব আমি গঙ্গাজল পান।

হেন অনুতাপ যেবা করে অনুক্ষণ,
পরম মুকতি পায় সেই সাধুজন।
শতেক বৎসরে যদি গঙ্গার মহিমা,
গোবিন্দেহ না পারেন করিবারে সীমা।
মহামায়া শক্তি বড় আশ্চর্য্য কারণ,
শীঘ্রগতি সকলেরে করে সম্মোহন।
থাকিতে গঙ্গার নাম পাতকী সকল,
নরকে বসতি করে হইয়া বিকল।
সংসার বন্ধন মোক্ষ বাঞ্ছে যেই জন,
সেই জনে করিবেক গঙ্গার স্মরণ।
তুলসী ভকতি আর গঙ্গারে ভকতি,
হরি ভক্তি যেবা করে সেই সাধুমতি।
একবার গঙ্গা হেন করিয়া স্মরণ,
পাপ বিনাশিয়া যায় বিষ্ণুর ভবন।
তিন যোজনের পথ থাকিয়া অন্তর,
গঙ্গাতে যাইব হেন ভাবে যেই নর।
গমন করয়ে কিবা এমত ভাবিয়া,
বিষ্ণুলোক পায় সে যে পাপ বিনাশিয়া।
সেই গঙ্গা পুণ্য নদী করিয়া প্রবেশ,
বৈশাখ মাসেত পাপ খণ্ডায় অশেষ।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা ভদ্রাবতী,
কালিন্দী বাহুদা রেবা গঙ্গা সরস্বতী।

তাম্রপর্ণী বেত্রবতী শতদ্রু প্রভাস,
এহি সব তীর্থে করে অনুক্ষণ বাস।
যেই পুণ্য তিথি শাস্ত্রে করিছে নির্ণয়,
সেই তিথি স্নান কৈলে হয় পুণ্যচয়।
যেন সর্ব্বগত হরি দেব নারায়ণ,
যে মত বিষ্ণুর পদ অখিল কারণ।
তেন সর্ব্ব তীর্থময়ী সংসার তারিণী,
অশেষ পুণ্যের হেতু পাপ বিনাশিনী।
জগত জননী গঙ্গা জানিয় নিশ্চয়,
স্নান পান পরশনে সংসার তরয়।
হেন গঙ্গা ভূমিতে থাকিতে অকারণ,
সেবা না করয়ে লোক বড় অচেতন।
তীর্থের উত্তম তীর্থ ক্ষেত্র অনুপাম,
সর্ব্বদেবে নিষেবিত বারাণসী নাম।
প্রয়াগ তাহোতে শ্রেষ্ঠ শুন মহামতি,
যার দরশনে হয় বিষ্ণুলোকে গতি।
মাঘ মাসে গঙ্গাজলে স্নান পান করি,
পবিত্র হইয়া লোক যায় স্বর্গপুরী।
যেই জনে নিত্য স্নান করয়ে গঙ্গাতে,
তাহার মহিমা শিবে না পারে কহিতে।
যেই হরি সেই শিব জানিয় নিশ্চয়,
বিভেদ করিলে পাপ হয় অতিশয়।

অনাদিনিধন হরি শঙ্করস্বরূপী,
অজ্ঞানসাগরে ডুবি ভেদ করে পাপী।
যেই দেব জগতের পরম ঈশ্বর,
সংহার করন্ত অন্তে রুদ্র রূপধর।
সেই রুদ্র স্থিতিকালে কারণ স্বরূপ,
অখিল পালন করে সেই বিষ্ণুরূপ।
ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকালে করেন সৃজন,
অন্তকালে সেই হরি সংহার কারণ।
হরি হর ব্রহ্মাভেদ করে যে কুমতি,
চন্দ্র তারা যতকাল নরকে বসতি।
এক রূপ সেবা দেখে ব্রহ্মা হরি হর;
মুক্তপদ পায় সে যে শাস্ত্রের নির্ভর।
সর্ব্বজ্ঞ অনাদি বিভু জগত কারণ,
নিত্য সন্নিহিত থাকে দেব জনার্দ্দন।
কাশী বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় অতি,
তাহানে দেখিলে হয় পরম মুকতি।
মৃত্তিকা পাষাণ দারু মূর্ত্তি বিরচন,
শিবের বিষ্ণুর কিবা পটের লিখন।
তুলসী কানন যথা পদ্মের কানন,
পুরাণ পাঠের সন্নিহিতে নারায়ণ।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া যেবা পঠয়ে পুরাণ,
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কহে সে বড় প্রধান।

আপনার কার্য্যে কিবা পরের কারণ,
সমান দেখয়ে যেই সেই নারায়ণ।
কায়মন বাক্যে যেবা (১) পূজয়ে শঙ্কর,
তার সন্নিহিত নিত্য দেব দামোদর।
সংহিতা পুরাণ নিত্য পঠে যেই জনে,
তার সন্নিহিতে থাকে দেব নারায়ণে।
তারে ভক্তি করে যেই মনুষ্য সকল,
প্রতি দিন হয় তার গঙ্গা স্নান ফল।
পুরাণ শ্রবণ ভক্তি তুল্য গঙ্গা স্নান,
পুরাণ শ্রবণ তীর্থ প্রয়াগ সমান।
ধর্ম্ম কথা পুরাণ কহিয়া বারে বার,
সংসারেত মগ্ন জন করয়ে উদ্ধার।
পরম ধার্ম্মিক সে যে শুন মুনিগণ,
নিশ্চয় জানিয় সে যে দেব নারায়ণ।
গঙ্গার সমান তীর্থ নাহিক সংসার,
মায়ের সমান কেহ গুরু নাহি আর।
ত্রিভুবনে দেব নাহি বিষ্ণুর সমান,
গুরুর সমান তত্ত্ব কেহ নহে আন।
সকল মন্ত্রের মধ্যে প্রণব প্রধান,
দেবতার মধ্যে নাহি আত্মার সমান।

(১) মূলে "বিষ্ণু" আছে।

ধনের প্রধান যেন বিদ্যা অতি ধন,
তীর্থের প্রধান গঙ্গা শুন মুনিগণ।
সকল বর্ণের মধ্যে দ্বিজ যেন বড়,
নক্ষত্রের মধ্যে যেন চন্দ্র শশধর।
সমুদ্রের মধ্যে যেন দুগ্ধের সাগর,
তীর্থ মধ্যে নাহি আর গঙ্গা সমসর।
শান্তির সমান নাহি বান্ধব সসার,
সত্যের সমান নাহি তপস্যা অপার।
মোক্ষের সমান নাহি লাভ অতিশয়,
গঙ্গা সম নদী নাহি জানিয় নিশ্চয়।
পাপবন দাবানল গঙ্গা হেন নাম,
ভব ব্যাধি নাশ হেতু গঙ্গা পুণ্যধাম।
গায়ত্রী জাহ্নবী সেবা করিব যতনে,
সর্ব্বপাপ নাশ হেতু পুণ্যের কারণে।
এহি দুই পুণ্যে নাহি যাহার ভকতি,
জানিয় পাতকী সে যে অতি মূঢ়মতি।
লোকের বেদের মাতা গায়ত্রী জাহ্নবী,
সর্ব্বপাপ নাশ হয় যার পদ সেবি।
গঙ্গাস্নান করে যেই গায়ত্রী জপয়,
বিষ্ণু ভক্তি করে যেই সেই মুক্ত হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলের সাধন,
সর্ব্বলোক হিতকারী বিদিত ভুবন।

গায়ত্রী জাহ্নবী দুই দুর্লভ সংসার,
তুলসী ভকতি করে হরি ভক্তি আর।
বড়ই আশ্চর্য্য গঙ্গা করিলে স্মরণ,
সর্ব্বপাপ নাশ হয় শুন মুনিগণ।
গঙ্গা দরশনে বিষ্ণু লোকেতে বসতি,
গঙ্গাজল পানে হয়ে সারূপ্য মুকতি ॥
গঙ্গা স্নান করি লোকে বিষ্ণুপদে যায়,
স্নান পান পরশনে মোক্ষপদ পায়।
স্মরণ করয়ে যেই গঙ্গা হেন নাম,
হরিয়ে সাধয়ে তার ধর্ম্ম অর্থ কাম।
কণামাত্র গঙ্গাজল অতি পাপী জন,
সিক্ত হৈয়া সর্ব্বপাপ হয় বিনাশন।
বিষ্ণুর পরম পদ পায় সেই নর,
পুনর্ব্বার জন্ম নহে শুন মুনিবর।
যার বিন্দু অভিষেকে সগর সন্ততি,
ছাড়িয়া রাক্ষস ভাব লভিল মুকতি।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক তরাইতে রাজা করিলেন্ত মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
লোকে বুঝিবারে ভাষা করিল প্রচার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ষষ্ঠাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

গঙ্গামাহাত্ম্যে

সগর বংশোদ্ধার কথন।

সৌনকাদি ঋষি সবে করিয়া যতন,
সূত সম্বোধিয়া তবে বলিল বচন।
সগরের কুলে কেবা রাক্ষস হইয়া,
গঙ্গাজলে মুক্ত হৈল কিসের লাগিয়া
সগর কাহার নাম কোথাতে জনম,
কোন্ কুলে জন্মিলেক সগর উত্তম।
কোন্ রূপে করিলেক সিক্ত গঙ্গাজল,
বিস্তারিয়া কহ মুনি বৃত্তান্ত সকল।
ঋষি বাক্য শুনি কহে সূত তপোধন,
পূর্ব্ব কথা কহি আমি শুন মুনিগণ।
সনৎকুমারের স্থানে নারদে কহিল,
গঙ্গার মহিমা শুনি পাপ বিনাশিল।
ধন্য ধন্য তুমি সব কৃতার্থ নিশ্চয়,
গঙ্গার প্রভাব শুনিবারে শ্রদ্ধা হয়।
পাপী সকলের গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্রবণে,
অনন্ত দুর্ল্লভ হেন কহে মুনিগণে।
শুন মুনিগণ কহি সগর সন্ততি,
গঙ্গাজলে সেকে হৈল যেরূপে মুকতি।

সূর্য্যবংশে বাহুরাজা বৃকের তনয়,
ধর্ম্ম অনুসারে মহী ভুঞ্জে ধর্ম্মময়।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রাণিগণ,
নিজ বৃত্তি ক্রমে সব করন্ত পালন।
করিয়া বিবিধ যজ্ঞ দেবতা সকল,
অতি তুষ্ট করিয়া পাইল যজ্ঞ ফল।
স্বর্ণ রত্ন অন্ন আদি দিয়া দ্বিজগণ,
সপ্ত দ্বীপেশ্বর রাজা করিলা তোষণ।
নীতি শাস্ত্র বিশারদ রাজা মহামতি,
শত্রুগণ জিনি সুখে করন্ত বসতি।
তান রাজ্যে প্রজাগণ অতি হৃষ্ট মন,
উত্তম চন্দনে করে শরীর লেপন।
বরিষণ বিনে তাতে ফল পুষ্প হয়,
ইন্দ্রদেবে যোগ্য কালে বর্ষণ করয়।
পাপ নাহি করে তাতে যত ঋষিগণ,
সর্ব্বকাল তপ করে হৈয়া একমন।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ রাজা মহামতি,
বৎসর সহস্র নব পালিলেক ক্ষিতি।
এক কালে জন্মিলেক তান অহঙ্কার,
সম্পত্তি নাশের হেতু অসূয়া অপার।
আপনারে আপনে বাখানে নিরন্তর,
আমি সে লোকের শাস্তি আমি মহাবল।

করিয়াছি যজ্ঞ আমি বিবিধ বিধানে,
আমা সম রাজা কেবা আছে ত্রিভুবনে।
আমি বিচক্ষণ রাজা শক্র অনুপাম
জিনিয়া করিছি যজ্ঞ বিশ্বজিত নাম।
বেদাঙ্গ বেদের তত্ত্ব জানি অতিশয়,
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বের অজয়।
অতুল ঐশ্বর্য্য আছে প্রতাপ অপার,
আমা হোতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছে এ সংসার।
এহি রূপে অহঙ্কার রাজার জন্মিল,
সম্পদ নাশের হেতু কুমতি হইল।
যাতে অহঙ্কার তাতে কাম ক্রোধচয়,
তাহার বিনাশ হয় জানিয় নিশ্চয়।
প্রভুত্ব যৌবন আর ধন অবিবেক,
অনর্থের হেতু জান যদি থাকে এক।
একঠাই এহি চারি থাকয়ে যাহার,
অবিলম্বে সর্ব্ব কার্য্য নষ্ট হয় তার।
অসূয়া জন্ময়ে লোকপীড়ার কারণ,
সকল সম্পদ আর শরীর নাশন।
অবিবেকী জনের সম্পদ হয় নাশ,
শরত কালেতে নদী যেন হয় হ্রাস।
হিংসাযুক্ত মনুষ্যের সম্পদ আকুল,
তুষ অগ্নি পবনের যোগ সমতুল।

অসূয়া যাহার থাকে আর দম্ভাচার,
সকল বৈভব তার হয়েত সংহার।
ইহলোকে পরলোকে দুঃখ নিরন্তর,
সুখ লেশ নাহি তার শুন মুনিবর।
অসূয়া যাহার থাকে নিষ্ঠুর বচন,
বান্ধব তনয় পত্নী তার শত্রুগণ।
পরের সম্পদ দেখি অসূয়া করয়,
নিজ সম্পদের ছেদে কুঠার নিশ্চয়।
মাৎসর্য্য করয়ে যেবা হিংসন করয়,
এহা হোতে আপনার হিত নাশ হয়।
মিত্র পুত্র গৃহ ক্ষেত্র যশ ধান্য ধন,
এহি সকলের নাশ অসূয়া কারণ।
হেন অহঙ্কার যদি হইল রাজার,
তার পাছে হৈল তার বিপত্তি অপার।
সংসার বিপক্ষ হৈল অসূয়া কারণ,
সম্পদ নাশের এহি হইল লক্ষণ।
কার্ত্তবীর্য্য তালজঙ্ঘ আদি মহাবল,
রাজ্যের কারণে শত্রু হইল সকল।
পরম ঈশ্বর হরি যার অনুকূল,
সৌভাগ্য বাড়য়ে তার সম্পদ অতুল।
সেই দেব নারায়ণ যাহারে বিমুখ,
সৌভাগ্য তাহার নাশ কিবা তার সুখ।

যতকাল কৃপা করে দেখ নারায়ণ,
ততকাল পুত্র পৌত্র গৃহ ধান্য ধন।
কটাক্ষ করেন যারে লক্ষ্মীর ঈশ্বর,
অবিবেকী অন্ধ কিবা সেই শ্রেষ্ঠ নর।
সৌভাগ্য যাহার নষ্ট হইব নিশ্চয়,
অসূয়াদি দুষ্টগুণ ক্রোধ তার হয়।
প্রাণী হিংসা করে যেই দুষ্ট মূঢ়তর,
হিংসা নিন্দা করে যেই বুদ্ধিহীন নর।
অশেষ কল্যাণ তারি হয় বিনাশন,
মাধব বিমুখ তারে শুন মুনিগণ।
অসূয়া যাহার চিত্তে থাকে অতিশয়,
সকল কল্যাণ নষ্ট তাহার নিশ্চয়।
অহঙ্কারে বিবেচনা হয় বিনাশন,
অবিবেকী হয় পুনি আপদ কারণ।
এতেক জানিয়া ছাড়িবেক অহঙ্কার,
অহঙ্কার হয় যার শীঘ্র নাশ তার।
যাতে অহঙ্কার তাতে অসূয়া নিশ্চয়,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ না কর সংশয়।
অসূয়া হইল যদি রাজার অন্তর,
তার পাছে শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ ঘোরতর।
এক মাস নিরন্তর সমরে যুঝিল,
কার্ত্তবীর্য্যে তালজঙ্ঘে তাকে পরাজিল।

বাহু রাজার বন গমন ও মৃত্যু।

পরাজিত হৈয়া রাজা ছাড়ি নিজ দেশ,
পত্নী সঙ্গে ঘোর বনে করিল প্রবেশ।
রাজ মহিষীর গর্ভ দেখিয়া লক্ষণ,
অতিশয় ভীত হৈয়া যত শত্রুগণ।
মন্ত্রণা করিয়া গর্ভ নাশের কারণ,
অলক্ষিতে করাইল গরল ভোজন।
গুর্ব্বিণী পত্নীর সঙ্গে রঙ্গে নরোত্তম,
বনেত ভ্রমিতে গেলা ঔর্ব্বের আশ্রম।
নিদাঘে তাপিত অতি মহিষী সহিত,
পদগতি করি দুঃখ পাইলা বিপরীত।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম পাইয়া অতিশয় তাপ,
আপনার নিজ কর্ম্ম করিলা বিলাপ।
এহিমত বহু দুঃখ হইল রাজার,
সরোবর দেখি তুষ্ট হইল অপার।
অসূয়া অরিষ্ট জানি রাজার অন্তর,
সরোবরে পক্ষী সবে গঞ্জিল বিস্তর।
সংসারের লীলা কিছু বুঝিতে না পারি,
এথাতে আইলা কেনে এহি পাপাচারী।
নিজ গৃহে পক্ষী সবে করিল গমন,
পরস্পর এহিমত বলিয়া বচন।

অসূয়া যে করে কর্ম্ম বড়ই বিষম,
বিনা সাধু সমাগমে নহে উপসম।
সরোবর স্নানে তার শ্রম হৈল দূর,
স্নান করি জলপান করিল প্রচুর।
বৃক্ষ মূলে বসিলেক ভার্য্যার সংহতি,
শ্রম দূর করিলেক বাহু নরপতি।
সে বাহু নৃপতি যদি বনে চলি গেল,
তাহান দেশের প্রজা বড় তুষ্ট হৈল।
গাহিতে লাগিল তারা রাজার অযশ,
দুষ্ট গুণাধিক ধিক দুর্য্যশ কর্কশ।
যাহারে প্রশংসা লোকে করে অতিশয়,
সেই জন গুণবন্ত জানিয় নিশ্চয়।
সর্ব্বলোকে সতত যাহারে নিন্দা করে,
প্রভু যদি হয় সেহ অকীর্ত্তি সংসারে।
অকীর্ত্তি সমান মৃত্যু নাহি ত্রিভুবন,
কীর্ত্তি সম মাতা নাহি শুন মুনিগণ।
বাহু রাজা বনে যদি গেলেন তখনে,
তান পরিজন শত্রু হৃষ্ট হৈল মনে।
নিন্দিত হইয়া সে যে বাহু নরপতি,
মৃত্যু কল্প হৈয়া বনে করন্ত বসতি।
আপনার যশ নষ্ট করে কোন জন,
অকীর্ত্তি সমান মৃত্যু নাহি ত্রিভুবন।

ক্রোধ সম শত্রু নাহি জানিয় নিশ্চয়,
নিন্দা সম পাপ নাহি মোহ সম ভয়।
হিংসার সমান নাহি পাতক অপার,
কাম সম অগ্নি আর নাহিক সংসার।
দুষ্ট সঙ্গ সম বিষ নাহি ত্রিভুবন,
রাগ সম নাহি আর পরম বন্ধন।
এমত বিলাপ রাজা করিয়া বিস্তর,
বৃদ্ধভাব ব্যাধি দুঃখে শরীর জর্জ্জর।
হেনমতে কত কাল থাকি তপোবন,
ব্যাধিযুক্ত হইয়া রাজা ত্যজিল জীবন।

রাজ পত্নীর অনুমরণে উদ্যোগ
ও ঔর্ব্ব মুনির উপদেশ।

গর্ব্ভবতী রাজপত্নী দুঃখ ভাবি অতি,
অনেক বিলাপ কৈল দেখি নিজপতি।
আনিয়া অনেক কাষ্ঠ রাজার বনিতা,
পতি সঙ্গে মরিবারে নিরমিলা চিতা।
কাষ্ঠের উপরে দেবী রাখিয়া যে পতি,
আপনেহ আরোহিতে করিলেক মতি।
তবে সেই বনে মুনি ঔর্ব্ব তপোধন,
এ সব জানিল মুনি সমাধি কারণ।
ভবিষ্যত বর্ত্তমান অতীত অশেষ,
জ্ঞানের দৃষ্টিয়ে মুনি দেখেন্ত বিশেষ।

তপোনিধি তেজবন্ত ঔর্ব্ব পুণ্যবান্,
রাজার মহিষী যথা গেল সেই স্থান।
অনুমরণের তার উদ্যম দেখিয়া,
কহিতে লাগিল মুনি ধর্ম্ম বিবেচিয়া।
রাজার মহিষী শুন আমার বচন,
না কর এ হেন কর্ম্ম শুন বিবরণ।
রাজ চক্রবর্ত্তী আছে তোমার উদর,
মারিব সকল শত্রু হৈব নরেশ্বর।
অনুমরণের যার অধিকার নাই,
তাহার নিশ্চয় কহি শুন তুমি আই।
অপত্য বালক যার স্তন পান করে,
না হইছে ঋতুবতী বিবাহ অন্তরে।
রজস্বলা গর্ভযুক্তা এহি চারিজন,
অনুমরণের হয় ভ্রূণ হত্যাগণ।
ব্রহ্মহত্যা আদি যত পাতক অপার,
মুনিগণে কহিয়াছে তাহার নিস্তার।
দাম্ভিক নিন্দুক ভ্রূণ হত্যা পাপী নর,
কদাপি নিস্তার নাহি এহি পাপিবর।
কৃতঘ্ন উপেক্ষা ধর্ম্ম মিত্রদ্রোহী জন,
বিশ্বাসঘাতক আর এহি পাপিগণ।
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল থাকয়ে আকাশে,
ততকাল থাকে সে যে নরকের বাসে।

এই জানি পাপ না করিয় পুণ্যবতী,
দুঃখ দূর তোমার হইব শীঘ্রগতি।
মুনির বচন শুনি সাধ্বী ধর্ম্মশীলা,
শোকে আর্ত্ত হৈয়া তবে কহিতে লাগিলা
শুন মহামুনি মুই পড়ম চরণে,
কি গতি হইব মোর কহত আপনে।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ঔর্ব্ব তপোধন,
পুনর্ব্বার তান স্থানে কহিলা বচন।
রাজার কুমারী তুমি না কান্দিয় আর,
তোমার হইব শীঘ্র সম্পদ অপার।
শোকে দহি সর্ব্ব অঙ্গ করহ অঙ্গার,
শোক ছাড়ি ক্রিয়া কর কাল ব্যবহার।
দরিদ্র শ্রীযুত কিবা মূর্খ জ্ঞানী নর,
এহি সকলেত মৃত্যু হয় সমোসর।
সমুদ্রে পর্ব্বতে কিবা কাননে নগরে,
আপনার নিজ কর্ম্ম ভোগ করে নরে।
কর্ম্ম ফলে সুখ দুঃখ পায় দেহিগণ,
কর্ম্ম হেতু সুখ দুঃখ দৈবের কারণ।
পূর্ব্বকালে যেই কর্ম্ম করি থাকে নর,
দৈববশে তার ফল ভুঞ্জে নিরন্তর।
বাল্যকালে গর্ভে কিবা বার্দ্ধক্যে যৌবনে,
অবশ্য মরণ আছে যত প্রাণিগণে।

কর্ম্ম অনুসারে হরি করেন পালন,
হেন জানি পাপ করে মূঢ় অচেতন।
এহি জানি শোক ছাড়ি স্থির কর মন,
পতি কর্ম্ম কর শুন আমার বচন।
এহি দেহ মহাদুঃখ ব্যাধিয়ে পীড়িত,
সুখ ভোগ ক্লেশ কর্ম্ম পাশে নিয়ন্ত্রিত।
মুনির বচন শুনি শোক ছাড়ি সতী,
মুনিরে বন্দিয়া তবে করিয়া প্রণতি।
নিশ্চয় কহিলা মুনি হিতের কারণ,
পরহিত বাঞ্ছে যেবা সেই সাধুজন।
পরের কারণে যেন বৃক্ষে ফল ধরে,
শুন মুনিবর ভোগ আপনে না করে।
পর দুঃখ দেখি যেবা করে নিবারণ,
ধর্ম্ম কথা কহে যেবা সেই নারায়ণ।
পর সুখে সুখী, পর দুঃখে দুখী হয়,
সেইজন নারায়ণ জানিয় নিশ্চয়।
অতি শান্ত লোক পর দুঃখ বিনাশন,
ধর্ম্ম কথা কহে পর হিতের কারণ।
শান্তজন দরশনে দুঃখ নষ্ট হয়,
সূর্য্যে যেন দূর করে অন্ধকার চয়।
এহি স্তুতি করি মুনিবাক্য অনুসারে,
পতি কর্ম্ম করিলেক সরোবর পারে।

মৃত দেহ দেখিলেক যদি মুনিবর,
সেই রাজা হৈল কোটী রথের ঈশ্বর।
দেব ইন্দ্র তুল্য রথ করি আরোহণ,
পরম বিষ্ণুর পদে করিল গমন।
পুণ্যজন দরশনে যত পাপী নর,
পরম মুকতি পায় শুন মুনিবর।
মৃত দেহ কিবা ভস্ম কিবা ধূম তার,
দেখিলে মুকতি হয় কি কহিমু আর।
তবে সাধ্বী পতি কর্ম্ম করিয়া সকল,
মুনির আশ্রমে গেলা হইয়া বিকল।
মুনি সেবা করিয়া রহিলা সেই বন,
এহিরূপে রহিলেক শুন মুনিগণ।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
পাপী সব তরাইতে করিলেন মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে,
সপ্তম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে সপ্তম অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অষ্টম অধ্যায়।

সগরের জন্ম।

পুনর্ব্বার কহিলেন সূত তপোধন,
সগরের জন্ম কহি শুন মুনিগণ।
রাজার মাহিষী অতি সুচরিতমতি,
করন্ত মুনির সেবা করিয়া ভকতি।
গৃহের শুশ্রূষা আদি করি যত কর্ম্ম,
সাধ্বী সত্যপরায়ণা করিলেক ধর্ম্ম।
বহুকাল এহি মতে মুনি সেবা কৈল,
গরল সহিতে তবে পুত্র প্রসবিল।
শুভক্ষণে পুণ্য কালে জন্মিল কুমার,
মুনি সেবা হতে পাপ খণ্ডিল অপার।
বড়ই আশ্চর্য্য দেখ সাধু সমাগম,
সাধু সঙ্গে কিবা বিষ নহে উপসম।
সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সুখ হয় অনুক্ষণ,
লভয়ে অশেষ পুণ্য শুন মুনিগণ।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কিবা করি পাপচয়,
সাধু সেবা করে যদি সর্ব্ব নষ্ট হয়।

সাধু সঙ্গে থাকি পূজ্য হয় মূর্খ জন,
পুষ্পসমে তৃণ যেন শিরের ভূষণ।
পরম সম্পত্তি পায় সাধুর সংহতি,
ইহলোকে পরলোকে সাধু পূজ্য অতি।
সাধু গুণ সীমা কেবা পারে কহিবার,
সাধু সঙ্গে নষ্ট হয় পাতক অপার।
গর্ব্ভেতে থাকিতে বিষ তেজ হৈল ক্ষয়,
সাধু সমাগম হেতু জানিয় নিশ্চয়।
গরল সহিতে পুত্র দেখি মুনিবর,
জাত কর্ম্ম করি নাম রাখিলা সগর।
তপের প্রভাব হেতু ঔর্ব্ব তপোধন,
মধু ক্ষীর দিয়া শিশু করিল পালন।
করিলেক চূড়া আদি কর্ম্ম সমুদিত,
সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল রাজার উচিত।
বলবন্ত সমর্থ যে দেখিয়া সগর,
অস্ত্র শিখাইল মুনি মন্ত্রণা বিস্তর।
মুনি হোতে সর্ব্বশাস্ত্র সগরে জানিল,
বলবন্ত গুণবন্ত ধনুর্দ্ধর হৈল।
ধর্ম্মশীল শুচি শান্ত রাজার কুমার,
মুনির যে সেবা নিত্য করন্ত অপার।
কুশ পুষ্প ফল মূল সমিধ আনিয়া,
তুষিলা মুনিরে বড় ভকতি করিয়া।

এক দিন রাজগুণ দেখি অনুপাম,
মাতৃ স্থানে জিজ্ঞাসিলা করিয়া প্রণাম।

সগরের মাতৃ স্থানে পিতৃ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।

করিয়া অঞ্জলিপুট বিনয় বিশেষ,
জানিবারে ইচ্ছা করি বৃত্তান্ত অশেষ।
কহ মাতঃ বাপ মোর গেল কোন স্থান,
কোথাতে বসতি কিবা কি নাম তাহান।
কহ মাতঃ বিশেষিয়া বাপ কোন জন,
বাপ যার নাহি থাকে বিফল জীবন।
অতি দুঃখী পিতা যদি থাকে বর্ত্তমান,
জানিয় তাহার পুত্র কুবের সমান।
মাতা পিতা নাহি যার কিবা সুখ তার,
নিরন্তর মনে দুঃখ সকল অসার।
ধর্ম্মহীন মূর্খ যেন হয় দুষ্টমতি,
ইহলোকে দুঃখ সে যে নরকে বসতি।
মাতা পিতা হীন মূর্খ বিবেক রহিত,
ঋণবন্ত হয় যেবা পুত্র বিবর্জ্জিত।
এহি সকলের জন্ম হয় অকারণ,
নিবেদন করি মাতা তোমার চরণ।

চন্দ্র হীন রাত্রি পদ্ম হীন সরোবর,
পতি হীন নারী তেন পিতৃ হীন নর।
ধর্ম্ম হীন নর শুদ্ধি হীন তপোধন,
শিশু হীন গৃহ তেন পিতৃ হীন জন।
হরি ভক্তি হীন ধর্ম্ম যেমত বিফল, (১)
পিতৃ হীন জনের জন্ম তেমত বিফল। (২)
বেদ পাঠ বিনে যেন ব্রাহ্মণ নিন্দিত,
গৃহস্থ নিন্দিত যেন অতিথি বর্জ্জিত।
দান শূন্য দ্রব্য যেন অকারণ সব,
পিতৃ হীন জনের জীবন অসম্ভব।
যেন সভ্য হীন সভা অসভ্য ভাষণ,
দয়া হীন তপ তেন পিতৃ হীন জন।
গুণ হীন নারী, জল হীন সরোবর,
তেমত জানিয় মাতঃ পিতৃ হীন নর।
অবিদ্যা লোকের যেন অশাস্ত্র লক্ষণ,
অতি দুঃখী লঘু তেন পিতৃ হীন জন।
এতেক কহিল যদি সগর কুমার,
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেবী করে হাহাকার
কহিতে লাগিল দেবী পুত্র সম্বোধিয়া,
আদ্যপূর্ব্ব সকল কহিল বিবেচিয়া।

(১) (২) মূলে "সকল" আছে।

যেন মতে শত্রুয়ে রাজারে খেদাইল,
যেনমতে বাহু রাজা বনেত আইল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত দেবী কহিল সকল,
এতেক শুনিয়া ক্রুদ্ধ হৈল মহাবল।
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু হইল অপার,
মায়ের কথন শুনি সগর কুমার।
সেই কালে করিলেক প্রতিজ্ঞা বিশেষ,
মারিমু সকল শত্রু জিনিয়া অশেষ।

সগরের শত্রু সংহারার্থ গমন।

মুনিরে প্রণাম কৈলা ভক্তিযুক্ত হইয়া,
তার পাছে জননীরে প্রণাম করিয়া।
লইয়া মুনির আজ্ঞা সগর কুমার,
শীঘ্র চলিলেক শত্রু করিতে সংহার।
ঔর্ব্বাশ্রম হৈতে গেল বশিষ্ঠ আশ্রম,
সত্যবাদী শুচি শান্ত সগর উত্তম।
নিজ কুলগুরু নিজ বংশ পুরোহিত,
মহাঋষি বশিষ্ঠ যে জগত পূজিত।
তাহানে প্রণাম করি সকল কহিল,
জ্ঞান দৃষ্টি হোতে সব মুনিয়ে জানিল।
আগ্নেয় বারুণ ঐন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র সকল,
খড়্গ ধনু আদি করি যত অস্ত্রবর।

মহাঋষি বশিষ্ঠে সকল শিখাইল,
অস্ত্র শিখি সগর বহুল হৃষ্ট হৈল।
তবে মুনি আজ্ঞা দিল জিনিতে সংসার,
আশীর্ব্বাদ করিলেন সন্তোষ অপার।
ততক্ষণে বশিষ্ঠেরে করিয়া প্রণতি,
চলিলা সগর বীর অতি হৃষ্টমতি।
উতরিলা গিয়া যদি আপনার দেশে,
শত্রু সবে আসি তানে বেড়িল বিশেষে।
একহি ধনুয়ে তবে যত শত্রুগণ,
পুত্র পৌত্র সহিতে করিল বিনাশন।
মরিয়া পাইল কেহ স্বর্গেত বসতি,
বাণ অগ্নি তাপে কেহো হৈল অধোগতি।
কাহার খশিল কেশ কেহ অচেতন,
বল্মীক ভিতরে কেহ করিল গমন।
কেহ দন্তে তৃণ লৈয়া করন্ত কাকুতি,
জলে প্রবেশিল কেহ ভয়যুক্ত মতি।
শক রাজা আদি তবে যবন রাজন,
বশিষ্ঠ শরণে গেলা প্রাণের কারণ।
সকল জিনিল বীর করি সন্বিধান,
দূতে জানাইল শত্রু গেল গুরুস্থান।
এতেক শুনিল যদি বাহুর নন্দন,
বশিষ্ঠ আশ্রমে তবে করিল গমন।

সগর আইল শুনি মুনি মহামতি,
ততক্ষণে করিলেন বিবেচন অতি।
শরণ লইছে যেই পরিত্রাণ তার,
চিন্তিলেক সগরের অভিমত আর।
কাহার সকল শির করিল মুণ্ডন,
কাছাহীন বস্ত্র করাইল পরিধান।
কারো শিরে এক পার্শ্বে রাখিল চিকুর,
বশিষ্ঠে শত্রুরে শাস্তি করিল প্রচুর।
এতেক দেখিয়া তবে বাহুর নন্দন,
বশিষ্ঠেরে বলিলেন হাসিতে বচন।

বশিষ্ঠ ও সগরের উক্তি
প্রত্যুক্তি।

এহি পাপী সব গুরু রাখ কি কারণ,
সর্ব্বথা মারিমু মুই এহি দুষ্টগণ।
ধর্ম্মদ্বেষী দেখি যেবা উপেক্ষা করয়,
ধর্ম্মনাশ হয় (১) তার নাহিক সংশয়।
সকলের পীড়া করে যেই দুষ্ট নর,
দুর্ব্বল হইলে সে যে হয় সাধুবর।
থাকয়ে করিয়া মায়া পাপিষ্ঠ সকল,
বশ থাকে যাবত যে তাবত প্রবল।

(১) মূলে "ধর্ম্মনাশ-হেতু" আছে।

শত্রু দাসভাব সর্প সাধুভাব আর,
বেশ্যার পীরিতি শঙ্কা বিষয় অপার।
যেই দন্তে খলে করে পূর্ব্ব উপহাস,
পরাজয়ে সেই দন্তে ভ্রুকুটী প্রকাশ।
যে জিহ্বায় কটু বলে দুর্জ্জন সকলে,
পরাজয় কালে সে যে সাধু বাক্য বোলে
নীতিশাস্ত্র বিশারদ হয় যেই জন,
আপনার হিত বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ।
সেই জনে না করিব ক্ষণের বিশ্বাস,
সাধুভাবে থাকে কিবা, কিবা হয় দাস।
প্রণত দুর্জ্জনে না করিবেক বিশ্বাস,
প্রবৃদ্ধ হইলে পুনি করে সর্ব্বনাশ।
দুর্জ্জনে প্রণতি যদি করে অতিশয়,
বঞ্চক মিত্রের সঙ্গে প্রীতি না জুয়ায়।
অন্য জন সঙ্গে যার ভার্য্যার বিলাস,
অবিলম্বে হয় এহি সবের বিনাশ।
এহি সকলের রক্ষা নহে সাধু ধর্ম্ম,
গোরূপ ধরিয়া তারা করে ব্যাঘ্র কর্ম্ম।
আজ্ঞা কর মারি শত্রু না কর প্রমাদ,
করি এ পৃথিবী ভোগ তোমার প্রসাদ।
সগরের বাক্য শুনি মুনি তপোধন,
দুই হস্তে পরশিয়া বলিলা বচন।

সাধু সাধু রাজপুত্র কহিলা নিশ্চয়,
আমার বচনে ক্রোধ ছাড় মহাশয়।
তোমার প্রতিজ্ঞা আমি করিতে সফল,
শান্তিরূপে বধ করি রাখিছি সকল।
মৃত জন মারিবারে না হয় উচিত,
এহি সব নিজকর্ম্ম পাশে নিয়ন্ত্রিত।
নিজ পাপে মরিয়াছে এহি পাপিগণ,
অস্ত্রের প্রহারে তার বধ অকারণ।
পাপ জন্য শরীরের পাপে নাশ হয়,
অভেদ্য অচ্ছেদ্য আত্মা জানিয় নিশ্চয়।
নিজ কর্ম্ম ফল হেতু জন্তুর প্রকাশ,
দৈব মূলে কর্ম্মাধীনে উৎপত্তি বিনাশ।
সাধুর রক্ষিতা হরি জগত ঈশ্বর,
দুষ্ট নিবারণ হেতু সেই দেববর।
যাহার রক্ষিতা হরি দেব নারায়ণ,
তারে কিবা করিবারে পারে পাপী জন
পাপে জন্মে পাপে বাড়ে শরীর অধম,
নষ্ট করিবারে কেনে করহ উদ্যম।
পরম নির্ম্মল আত্মা শরীর ভিতর,
দেহধারী অবিনাশী শুন নৃপবর।
পাপ জন্য শরীরের বিনাশ করিয়া,
কোন কীর্ত্তি হইবেক চাহ বিবেচিয়া।

এ সব জানিয়া রাজা শান্ত কর মন,
এহি সকলের হিংসা না কর রাজন।
গুরুর বচন শুনি বাহুর নন্দন,
ক্রোধ ছাড়ি শান্ত হৈল হরষিত মন।
তা দেখিয়া মহামুনি হৈল হৃষ্টমন,
হস্ত দিয়া করিলেক তানে পরশন।

সগরের রাজ্যাভিষেক।

তবেত বশিষ্ঠমুনি কুল পুরোহিত,
সঙ্গে লৈয়া মুনিসব সম্ভার সহিত।
শুভক্ষণ করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর
রাজ্য অভিষেক তানে করিল সত্বর।
তাহান মহিষী দুই রাজার দুহিতা,
কেশিনী সুমতি নাম সতী পতিব্রতা।
কেশিনী কাশ্যপ রাজসুতা সুবদনী,
বিদর্ভ রাজার কণ্যা সুমতি মালিনী।
সগরের রাজ্যলাভ দেখি ঔর্ব্বমুনি,
সম্ভাষিয়া রাজারে বনেত গেল পুনি।
এহিরূপে রাজ্যভোগ করে নরপতি,
বহুকাল গেল তবু না হৈল সন্ততি।
রাজার মহিষী দুই গিয়া তপোবন,
করিলা ঔর্ব্বের সেবা পুত্রের কারণ।

পরম সমাধি করি ঔর্ব্ব তপোধন,
কেশিনীরে সুমতিরে বলিলা বচন।
এক জনে ইচ্ছা কর একই তনয়,
বংশের প্রধান বীর বুদ্ধি অতিশয়।
আর এক জনে বাঞ্ছা কর ছয় অযুত,
যার যেই ইচ্ছা হয় বাঞ্ছা কর সুত।
কেশিনী বলিলা মোর একহি কুমার,
সুমতি বলিলা ছয় অযুত আমার।
কেশিনী লভিলা তবে এক পুত্রবর,
অসমঞ্জা নাম তার পরম সুন্দর।
ষাইট সহস্র পুত্র লভিলা সুমতি,
পুত্র লভি দুই জন হৃষ্ট হৈলা অতি।
তবে বাল্য ভাবে অসমঞ্জস কুমার,
বেদের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করন্ত অপার।
তান কর্ম্ম দেখি তবে সুমতি তনয়,
দুর্ব্বৃত্ত হইল সব অতি তমোময়।
সেই কর্ম্ম দেখি তবে সগর রাজন,
বাল্য ভাবে কর্ম্ম করে হেন লয় মন।
দুর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গ করে যেই জন,
সেই দোষ থালি তার হয় ততক্ষণ।
যেন লৌহ সঙ্গে অগ্নি করয়ে তাড়না,
তেহেন দুর্জ্জনসঙ্গে পাওএ যন্ত্রণা।

হেনমতে কতকাল যদি গঞ্জি গেল,
অসমঞ্জসের তবে এক পুত্র হৈল।
শুদ্ধবুদ্ধি লোকহিত সর্ব্বধর্ম্ম জান,
পিতামহ হিতকারী নাম অংশুমান।
বলবন্ত তেজবন্ত মহাধনুর্দ্ধর,
সর্ব্বশাস্ত্র পড়িলেক পরম সুন্দর।

সগর তনয়গণের অত্যাচার।

তবে সেই কালে সগরের পুত্রগণ,
সর্ব্বলোক উপদ্রব করে অনুক্ষণ।
বেদ অনুসারে ধর্ম্ম করে যেই নর,
তার ধর্ম্ম নষ্ট করে দুর্ব্বৃত্ত পামর।
ব্রাহ্মণে করয়ে ঘৃত অগ্নিতে হবন,
দেবগণে নিবারিয়া করয়ে ভোজন।
যজ্ঞভাগ করে দেবগণে নিবারিয়া,
অপার অধর্ম্ম করে অতি মত্ত হৈয়া।
স্বর্গ হতে রম্ভা আদি অপ্সরা ধরিয়া,
কেশে ধরি বলাৎকারে আনেন্ত হরিয়া
পারিজাত পুষ্পে করে শরীর ভূষণ,
মত্ত হৈয়া মদ্যপান করে অনুক্ষণ।
উত্তম লোকের ধন হরণ করয়,
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করে পাপী অতিশয়।

বাপের সহিতে যুদ্ধ করয়ে বাপুন,
এহি সব মহাপাপ করে অনুক্ষণ।
এতেক দেখিয়া তবে যত দেবগণ,
চিন্তিলেক তা সবার নাশের কারণ।
নিশ্চয় করিয়া গেলা পাতাল অন্তর,
দেখিলা কপিল মুনি বিষ্ণুর দোসর।
পরম আনন্দে মুনি করে হরি ধ্যান,
তেজবন্ত কেবা আছে তাহান সমান।
তাহানে প্রণাম কৈলা যত দেবগণ,
স্তবন (১) করিলা তবে হৈয়া একমন।
রাগ দ্বেষহীন তুমি তপস্যা সাগর,
তুমি জিষ্ণু তুমি বিষ্ণু নর রূপধর।
বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানবন্ত ভকত বৎসল,
সংসার স্বরূপ বনে তুমি দাবানল।
কাম আদি দোষহীন তুমি মহাজ্ঞান,
তোমাকে প্রণাম করি (২) কর পরিত্রাণ
সগর তনয় হোতে পাই বড় ভয়,
তাহা হোতে পরিত্রাণ কর দয়াময়।

---

(১) মূলে "স্তনাম" আছে।
(২) মূলে "করি" কথাটী নাই, ছন্দ পূরণ জন্য সন্নিবিষ্ট হইল।

কপিল মুনির উপদেশ।

দেবগণে স্তুতি যদি মুনিরে করিল,
সর্ব্বজ্ঞানী মহামুনি প্রসন্ন হইল।
যথোচিত পূজন করিয়া তপোধন,
দেবগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
যাহার সকল নষ্ট হইব অপার,
করয়ে লোকের পীড়া সেই দুরাচার।
বিনি অপরাধে করে লোকের পীড়ন,
তাহার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবন।
কায় মনবাক্যে পীড়া লোকের করয়,
অতি শীঘ্র তার নাশ জানিয় নিশ্চয়।
সে সবের তেজ আয়ু সন্তান সহিত,
অবিলম্বে নষ্ট হৈব হয় বিপরীত।
সেই জনে লোক পীড়া করে অতিশয়,
ধর্ম্মের সম্মত এহি জানিয় নিশ্চয়।
অল্পদিন মধ্যে হৈবে তাহার বিনাশ,
দুঃখ ছাড়ি স্বর্গে যাও না কর প্রয়াস।
মুনির বচন শুনি যত দেবগণ,
প্রণাম করিয়া গেল আপনা ভবন।

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

তাহার পশ্চাতে তবে সগর নৃপতি,
পুণ্যনিধি বশিষ্ঠাদি মুনির সংহতি।

আরম্ভ করিলা যজ্ঞ অশ্বমেধ নাম,
যেই যজ্ঞ হোতে সর্ব্ব ধর্ম্ম অর্থ কাম।
আপনা কুমার সব অতি দুরাচার,
নিযুক্ত করিলা তারে অশ্ব রাখিবার।
মন্ত্রণা করিয়া তবে দেবের ঈশ্বর,
অলক্ষিতে সেই অশ্ব হরিল সত্বর।
পাতালে রাখিল নিয়া সঙ্গোপনে অতি,
কপিল মুনির আছে যথাতে বসতি।
ঘোড়া না দেখিয়া যত সগর নন্দন,
স্বর্গ আদি সর্ব্ব স্থান করন্ত ভ্রমণ।
বিচারি চাহিয়া যত পৃথিবী মণ্ডল,
মন্ত্রণা করিল যাইবারে রসাতল।
একেক যোজন করি এক এক জন,
পাতালে যাইতে মহী খনিল তখন।
খনিত মৃত্তিকা কত আপনে ভক্ষিল,
সমুদ্রের তীরে কত ক্ষেপণ করিল।
খনিয়া পৃথিবী যত সগর নন্দন,
ঘোড়া বিচারিতে গেল পাতাল ভুবন।
সেই স্থানে দেখিল কপিল মুনিবর,
হরি ধ্যানে রত কোটী সূর্য্য তেজধর।
তাহান নিকটে ঘোড়া দেখিয়া তখন,
অতি মত্ত সগরের দুষ্ট পুত্রগণ।

মুনি কাছে ঘোড়া দেখি মহাক্রুদ্ধ হৈল,
বন্ধন করিতে তানে উদ্যম করিল।

কপিলের অপমান ও সগর পুত্রগণের বিনাশ।

কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর,
এহি মতে তারা সবে বোলে পরস্পর :
সাধুমতি হৈছ তুমি ঘোটক হরিয়া,
ধ্যান কর নিরন্তর কপট করিয়া।
পরের জীবন ভাব কিবা পরধন,
এত বলি হাস্য করে সেই পাপিগণ।
যে সকল খলে করে নিত্য আড়ম্বর,
অতি শীঘ্র নাশ তার শুন মুনিবর।
সেই দুষ্ট পাপী সবে এতেক বলিল,
কপিলের জ্ঞানের গোচর না হৈল।
তাহার পশ্চাতে যত সগর নন্দন,
দুষ্ট বুদ্ধি ক্রোধময় আসন্ন মরণ।
মুনির শরীরে করিলেক পদাঘাত,
কেহ কেহ করিলেক হস্তের আঘাত।
সমাধি ভঙ্গের শেষে মহা তপোধন,
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দুষ্ট উগ্রগণ।
তবে সেই মহাপাপিগণ সম্বোধিয়া,
মহাঋষি বলিলেন মহাক্রোধ হইয়া।

ঐশ্বর্য্য মদেত মত্ত কিবা কামী নর,
ক্ষুধায় পীড়িত কিবা অহঙ্কৃতবর।
তে কারণে ইসবের বিবেক না হয়,
এহার ঐশ্বর্য্য বড় মোর মনে লয়।
শঙ্খ পদ্ম আদি নিধি আছয়ে কারণ,
সেই নিধি ভোগ করে এহি দুষ্টগণ।
বহু ধন থাকে যার সেহি মত্ত নর,
কি আর কহিব সে যে উর্জ্জস্বলবর।
সাধুজন পীড়া করে যেই দুষ্ট জন,
অতি শীঘ্র হয় পুনি তার বিনাশন।
নদীর তীরের যত তরু লতাগণ,
শীঘ্রগতি তার যেন হয় নিপাতন।
যাতে লক্ষ্মী সরস্বতী যৌবন অপার,
সেই মূঢ় অতিমত্ত কি কহিব আর।
কি কহিব কনকের মহিমা অতুল,
যার নামে মত্ত হয় ধুস্তুরের ফুল।
খলের সম্পদে লোক হয় বিনাশন,
ভুজঙ্গের দুগ্ধ আর অগ্নির পবন।
ধনবন্ত যেই নর মত্ত সর্ব্বক্ষণ,
দেখিলেও নাহি দেখে মদে মত্ত মন।
আপনার হিত যদি বাঞ্ছন করয়,
সর্ব্বত্রে তাহার দৃষ্টি থাকিব নিশ্চয়।

এতেক বলিয়া ক্রোধ হৈল মুনিবর,
চক্ষু হতে অগ্নি সৃষ্টি করিল সত্বর।
সেই অগ্নি তাপে যত সগর কুমার,
ততক্ষণে দহিয়া করিল ভস্মাকার।
পাতাল নিবাসী সবে দেখিয়া অনল,
অকাল প্রলয় হেন বলেন্ত সকল।
সেই অগ্নি তাপে সর্প রাক্ষস অশেষ,
সহিতে না পারি জলে করিল প্রবেশ।
সাধুজনে যদি করে কোপ অতিশয়,
সহিতে না পারে কেহ জানিয় নিশ্চয়।

সগরের পুত্রনাশ শ্রবণ।

তবে ত নারদ মুনি গিয়া যজ্ঞ স্থল,
সগরেত এ বৃত্তান্ত কহিল সকল।
এ সব শুনিল যদি ধার্ম্মিক সগর,
হৃষ্ট হৈয়া রাজা তবে বলিলা উত্তর।
নষ্ট হৈল পাপিসব দৈবের কারণ,
অধর্ম্ম করিছে তারা সবে অনুক্ষণ।
জনক জননী কিবা, কিবা পুত্রগণ,
অধর্ম্ম করিলে সেই হয় শত্রুজন।
লোকে পীড়া করে যেবা অধর্ম্ম অপার,
সেই জন শত্রু হয় জানিয় সংসার।

পুত্র নাশ হেতু শোক না হৈল রাজার,
দুষ্টের মরণে সাধু হরিষ অপার।
অপুত্র জনের নাহি যজ্ঞে অধিকার,
মুনির সহিতে রাজা করিল বিচার।
মহাবল শুদ্ধ বুদ্ধি পৌত্র অংশুমান,
তাহানে করিল রাজা নিজ পুত্র স্থান।
বীর্য্য পরাক্রম তান দেখিয়া অপার,
নিযুক্ত করিল তানে অশ্ব আনিবার।
সেই দ্বারে পাতালেত গেল অংশুমান,
বিষ্ণুর দোসর সেই মুনি যেই স্থান।
তেজবন্ত কপিলেরে দেখিয়া তখন,
প্রণাম করিলা তাসে পড়িয়া ভুবন।
মুনির পৃষ্ঠেত থাকি রাজার কুমার,
হস্ত যোড় করিলেক স্তবন অপার।
প্রণাম করিয়া পুনি রাজার তনয়,
মুনিরে কহিলা তবে করিয়া বিনয়।
দুষ্ট কর্ম্ম করিয়াছে মোরি পিতৃগণ,
সেই অপরাধ মোর ক্ষম তপোধন।
পর উপদেশ যেবা করে মহাজন,
দুষ্ট জনেরেহ দয়া করে সাধুজন।
চণ্ডালের গৃহ কিবা দেবতার স্থান,
সকলেত চন্দ্র দীপ্তি করেন সমান।

দুঃখ পাইলেহ, সাধু করে পরহিত,
দেবতার ভোগ চন্দ্রে করে প্রকাশিত।
ছেদন করয়ে কিবা, কিবা বিদারণ,
তথাপি আমোদ করে যেমত চন্দন।
শান্ত গুণ সদাচার শান্ত যেই জন,
সেই জনে উপকার করে সর্ব্বক্ষণ।
ব্রহ্মার সমান তুমি কর ব্রহ্ম ধ্যান,
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান।
তেজবন্ত তত্ত্বজ্ঞানী করুণাসাগর,
তোমারে প্রণতি আমি করি বারে বার।
স্তুতি শুনি মহাতুষ্ট হৈলা মুনিবর,
অংশুমান্ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
বর মাগ সাধু তুমি রাজার কুমার,
তোর স্তুতি শুনি আমি হরিষ অপার।
মুনির বচন শুনি বোলে অংশুমান্,
মোর পিতৃগণ মুনি কর পরিত্রাণ।
দয়া করি আজ্ঞা কর মুনি মহামতি,
তোমার প্রসাদে হৌক ব্রহ্মলোকে গতি।
তার বাক্য শুনিয়া কপিল তপোধন,
অংশুমান্ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
শুন শুন অংশুমান্, বচন আমার,
যেমত তোমার পিতৃগণের নিস্তার।

করিয়া তোমার পৌত্রে তপস্যা অপার,
গঙ্গা আনি করিবেক সকল উদ্ধার।
গঙ্গাজল সেকে তারা পাপ বিনাশিয়া,
ব্রহ্মলোক পাইবেক মুকতি হইয়া।
তোমার হইব শুন সম্পদ অপার,
পাপ মাত্র না করিবা ধর্ম্ম কর সার।
অশ্ব লৈয়া যাও তুমি পিতামহ স্থান,
আর কেহ না জন্মিব তোমার সমান।
মুনিরে প্রণাম করি বীর অংশুমান্,
ঘোড়া লৈয়া সত্বরে আইল যজ্ঞ স্থান।
পিতামহ স্থানে সব বৃত্তান্ত কহিল,
আপনা কুশল হেন নিবেদন কৈল।
সেই অংশুমান্ পুত্র দিলীপ রাজন,
তান পুত্র ভগীরথ উদ্ধার কারণ।
আনিলেক মহাপুণ্য গঙ্গা ভগবতী,
সেই বংশে জন্মিলেক সুদাস নৃপতি।
তার পুত্র জন্মিলেক মিত্রসহ নাম,
পরম ধার্ম্মিক রাজা গুণে অনুপাম।
বশিষ্ঠের ব্রহ্মশাপে সুদাস নৃপতি,
রাক্ষস হইয়া হৈল অতি দুষ্টমতি।
তার শেষে পুনর্ব্বার সেই নরপতি,
গঙ্গাজল বিন্দু সেকে লভিল মুকতি।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নৃপবর,
যার কীর্ত্তি ব্যাপিলেক দিগ দিগন্তর।
লোকে বুঝিবারে রাজা পয়ারের ছন্দ,
নারদী পুরাণ কৈল ভাষা পদবন্দ।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে অষ্টম অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

নবম অধ্যায়।

সৌনকাদি ঋষি সবে এতেক শুনিয়া,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা সূত সম্বোধিয়া।
বশিষ্ঠের ব্রহ্মশাপ হৈল কি কারণ,
গঙ্গাজল বিন্দু সেকে কিরূপে মোচন।
আমি সকলের স্থানে এতেক সকল,
বিস্তারিয়া কহ তুমি পরম বৎসল।
যেবা শুনে যেবা কহে গঙ্গার মহিমা,
যত পাপ নষ্ট হয় তার নাহি সীমা।
এতেক শুনিয়া তবে সূত তপোধন,
কহিতে লাগিল তবে সেসব কথন।

সুদাসের প্রতি বশিষ্ঠের অভিসম্পাত বিবরণ।

পূর্ব্বকালে আছিলেক সুদাস নৃপতি,
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞানী সাধু গুণবন্ত অতি।
পৃথিবী করন্ত ভোগ ধর্ম্ম অনুসারে,
পুত্র পৌত্র মিত্রযুক্ত ঐশ্বর্য্য অপারে।

সর্ব্ব অর্থে সেই রাজা সগর সমান,
পৃথিবীতে না আছিল সমান তাহান।
এইরূপে তিনদশ সহস্র বৎসর,
পৃথিবী করিল ভোগ সেই নৃপবর।
এক কালে হৈল তান মৃগয়াতে মতি,
বনেত গেলেন্ত তবে সৈন্যের সংহতি
মৃগয়া করিয়া রাজা তৃষ্ণায় পীড়িত,
রেবা নদী তীরে গেল মন্ত্রীর সহিত।
সেই স্থানে নরপতি নিত্যকর্ম্ম করি,
ভোজন করিল তথা শ্রম পরিহরি।
সৈন্যগণ সবে তথা করিল ভোজন,
এইরূপে এক রাত্রি আছিল রাজন।
প্রাতঃকালে কর্ম্ম করি প্রভাত উচিত,
বনেতে ভ্রমিয়া রাজা মন্ত্রীর সহিত।
সেই বন হোতে বনান্তরে চলি গেল,
পাত্র মিত্র সৈন্য সবে দেখা না পাইল।
তবে এক কৃষ্ণসার দেখে নৃপবর,
আকর্ণ পূরিয়া বাণ ধাইল সত্বর।
ততক্ষণে দেখিল দুই ব্যাঘ্রের আকার,
মহাসুখে বনমধ্যে করয়ে শৃঙ্গার।
কৃষ্ণসার ছাড়ি তবে গেলা নৃপবর,
যথাতে আছয়ে দুই ব্যাঘ্র রূপধর।

আকর্ণ পূরিয়া রাজা এড়িলেক বাণ,
এক ব্যাঘ্র মারিলেক সিংহের সমান।
সেই ব্যাঘ্র ভূমিতলে পড়িল সত্বর,
প্রলয় মেঘের শব্দ করি ভয়ঙ্কর।
তিনদশ প্রহরের পথ বিস্তারিত,
পড়িলেক তার দেহ অতি বিপরীত।
তার শেষে আর সেই ব্যাঘ্র রূপধর,
ক্রুদ্ধ হৈয়া করিলেক প্রতিজ্ঞা সত্বর।
এহার করিমু প্রতিকার সম্বিধান,
এ বলিয়া সেই ব্যাঘ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
তা শুনিয়া মহাভীত হৈল নৃপবর,
সৈন্যসব মিলি তথা আইল সত্বর।
মন্ত্রী স্থানে রাজা তবে বৃত্তান্ত কহিল,
সৈন্যের সহিতে রাজা পুরে প্রবেশিল
তবে সেই মহারাজা ধর্ম্ম অনুসারে,
করন্ত পৃথিবী ভোগ ভয়েত অপারে।
কত কাল ব্যাজে রাজা সর্ব্বগুণধাম,
আরম্ভ করিল যজ্ঞ অশ্বমেধ নাম।
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত,
যজ্ঞ করিলেন রাজা ভুবন বিদিত।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি তবে করিয়া সৎকার,
গেলেন্ত বশিষ্ঠ মুনি স্নান করিবার।

হেন কালে আইল তথা ব্যাঘ্ররূপধর,
মনস্তাপ পূর্ব্বে যারে দিছে নৃপবর।
আইল রাক্ষস সেই ভাবি প্রতীকার,
ভার্য্যাকে মারিল তার করিতে শৃঙ্গার
বশিষ্ঠ গেলেন যদি স্নান করিবার,
আইল বশিষ্ঠরূপে সেই দুরাচার।
আমার হইছে ইচ্ছা মাংস খাইবার,
কহিল এমত বাক্য রাজার গোচর।
এতেক কহিয়া তবে রাজার সাক্ষাত,
পাকশালা ঘরেত গেলেন্ত সহসাত।
ছাড়িয়া বশিষ্ঠ বেশ অতি শীঘ্রগতি,
পাক স্থানে অধিকারী হৈল দুষ্টমতি।
মনুষ্যের মাংস সে যে রন্ধন করিয়া,
রাজার সাক্ষাত শীঘ্র দিলেক আনিয়া
স্বর্ণের পাত্রেত মাংস থুইয়া তৎক্ষণ,
সেই পাত্র হস্তে করি রহিলা রাজন।
স্নান করি যাবত আইসন্ত মুনিবর,
মাংস হস্তে তাবত রহিছে নৃপবর।
বশিষ্ঠ আইল যদি রাজার গোচর,
বিনয় করিয়া মাংস দিল নৃপবর।
বিস্ময় হইল মাংস দেখি তপোধন,
জানিল মনুষ্য মাংস সমাধি কারণ।

মনেতে ভাবিল এই পাপিষ্ঠ পামর,
মনুষ্যের মাংস দিল আমার গোচর।
মনুষ্যের মাংস হয় রাক্ষসের ভক্ষ্য,
ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি তবে বলিল অশক্য।
আমারে মনুষ্য মাংস দিলা যে কারণ,
মনুষ্যের মাংস হৌক তোমার ভোজন।
এতেক শুনিয়া রাজা ভয়ে কম্পমান,
মনেত ভাবিলা কোন রূপে পরিত্রাণ।
মুনিরে বলিলা শাপ দিলা কি কারণ,
আজ্ঞা করিয়াছ তুমি শুন তপোধন।
রাজার বচন শুনি পরম বৎসল,
জ্ঞানদৃষ্টি হোতে মুনি জানিলা সকল।
তবে সেই মহারাজা ক্রোধ করি চিত্তে,
উদ্যম করিল তবে মুনিরে শাপিতে।
হস্তে জল করি রাজা বলিল বচন,
নিরর্থক শাপ দিলা বিনি বিবেচন।
আমিহ তোমারে শাপ দিবাম নিশ্চয়,
এ বলি হস্তেত জল লৈল মহাশয়।
হেনকালে তবে দময়ন্তী যার নাম,
রাজার মহিষী সাধ্বী গুণে অনুপাম।
নৃপতিরে সম্বোধিয়া বলিল উত্তর,
ক্রোধ ছাড়ি মোর বাক্য শুন নৃপবর।

যেইত তপস্যা তুমি করিলা নিশ্চয়,
তার প্রতিফল এহি নাহিক সংশয়।
গুরুরে হুঙ্কার শব্দ করে যেই নর,
বনে হয় সে যে ব্রহ্ম রাক্ষস সত্বর।
জিতেন্দ্রিয় গুরুভক্ত হয় যেই জন,
ব্রহ্মলোক পায় সে যে শাস্ত্রের কথন।
এতেক জানিয়া রাজা কোপ পরিহর,
না কর এমত কর্ম্ম মোর বাক্য ধর।
এমন বলিল যদি দময়ন্তী নারী,
সন্তুষ্ট হইল রাজা বিবেচনা করি।
কোন স্থানে জলক্ষেপ করিমু এক্ষণ,
এহি চিন্তা নৃপতিয়ে করে মনে মন।
যেই স্থানে জলক্ষেপ করিমু এক্ষণ,
সেই স্থান ভস্মরাশি হইব তক্ষণ।
মনে মনে মহারাজা এতেক ভাবিয়া,
নিজ পদ সেক কৈল সেই জল দিয়া।
সেই জল স্পর্শ মাত্র বিদিত সংসার,
কৃষ্ণবর্ণ দুই পদ হইল রাজার।
সেই কাল অবধি কল্মষপদ নাম,
লোকেত বিখ্যাত হৈল রাজা অনুপাম
তবে সেই মহারাজা হৈয়া হৃষ্টমতি,
মুনির চরণে ধরি করিলা প্রণতি।

হস্ত যোড় করি রাজা করিয়া বিনয়,
বশিষ্ঠেরে বলিলেক শুন দয়াময়।
অপরাধ না করিনু জ্ঞানের গোচর,
পরিত্রাণ কর মোরে কৃপার সাগর।
তবে মন দুঃখী হৈয়া মহামুনিবরে,
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তবে বলিল রাজারে।
আপনারে নিন্দা মুনি করিয়া অপার,
অবিবেকী মোর সম নাহিক সংসার।
বিবেচনা যার নাহি সেই মূঢ় নর,
আপদের স্থান সেই সেই পশুবর।
না জানিয়া এহি কর্ম্ম করিনু নৃপতি,
অবিবেক হেতু মোর পাপ হৈল অতি।
বিবেচনা যার থাকে সেই শ্রেষ্ঠ নর,
পরম নির্বৃতি পায় সর্ব্বজ্ঞানী নর।
বিবেচনা যার নাহি সেই পাপী জন,
অতি দুঃখ পায় সে যে অজ্ঞান কারণ।
আপনার এহিরূপ গঞ্জন করিয়া.
রাজারে বলিলা মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
থাকিব রাক্ষস ভাব দ্বাদশ বৎসর,
গঙ্গাজল সেকে হৈব দিব্য কলেবর।
ছাড়িয়া রাক্ষস ভাব দিব্য রূপধরি,
পৃথিবী কহিয়া ভোগ দুঃখ পরিহরি।

গঙ্গাজল সেকে পাপ নাশিয়া অপার,
রাজ্যভোগ শেষে মুক্তি হইব তোমার
এতেক বলিয়া তবে মহাঋষিবর,
আপনার নিজাশ্রমে গেলেন্ত সত্বর।

সৌদাসের রাক্ষস ভাব।

রাক্ষস হইল তবে সেই নরপতি,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ হইলেক অতি।
কৃষ্ণবর্ণ পদ দেখি ক্রোধ অনুক্ষণ,
এইরূপে ভ্রমে রাজা কাননে কারণ।
মৃগ পক্ষী সর্প যত মনুষ্য বানর,
ভক্ষণ করিয়া নিত্য ভরয়ে উদর।
অস্থি মজ্জা রক্ত কেশ শুষ্ক কলেবর,
বেষ্টিত হইল সেই স্থল ঘোরতর।
ছয় মাসে সেই স্থল এমত করিয়া,
অন্য বনে গেল তবে সত্বর হইয়া।
সেই বনে গিয়া তবে করিল ভক্ষণ,
পশু পক্ষী নর আদি যত জন্তুগণ।
নর্ম্মদার তীরে তবে করিল গমন,
সিদ্ধ যক্ষ তথাতে আছন্ত মুনিগণ।
সেই স্থানে গিয়া তবে রাক্ষস পামর,
তথাতে দেখিল এক মহাঋষিবর।

পত্নীর সহিতে মুনি করন্ত শৃঙ্গার,
আমোদে হইছে দুই হরিষ অপার।
এতেক দেখিয়া তবে সেই নিশাচর,
ক্ষুধায় পীড়িত দুষ্ট অতি ভয়ঙ্কর।
উপদ্রব জন্মাইয়া পাপিষ্ঠ পামরে,
মুনিরে ধরিতে তেন ধাইল সত্বরে।
যেন ব্যাঘ্রে ধরিলেক মৃগ শিশুবর,
মুনিরে ধরিল তেন পাপিষ্ঠ পামর।
এতেক দেখিয়া তবে মুনির ব্রাহ্মণী,
হস্ত যোড় করি তবে বলিল্লেক বাণী।
ভয়েত বিকল চিত্ত মনে দুঃখ অতি,
রাক্ষসেরে বলিলেন্ত করিয়া কাকুতি।

লাচাড়ি দীর্ঘছন্দ।

ক্ষত্রিয় প্রধান তুমি ভয়েত আকুল আমি
পতিপ্রাণ কর মোরে দান।
পূর্ণ কর মহামতি মোর মনোরথ অতি
তুমি রবিকুলের প্রধান।
মিত্রসহ নাম তুমি জন হীন বনে আমি
অনাথেরে কর পরিত্রাণ।
ছাড়িয়া রাক্ষস মতি বিবেচিয়া নরপতি
পতি দানে রাখ মোর প্রাণ।

শত্রুর নাশক তুমি নবীন বিধবা আমি
কিরূপে বঞ্চিমু ঘোর বন।
মাতা পিতা নহি জানি পতি প্রাণ হেন মানি
পতি বিনে না রহে জীবন।
শুন এক মোর বাণী তুমি রাজা সর্ব্বজ্ঞানী
নারীর যে রূপে রহে প্রাণ।
অপত্য বালক অতি বন্ধু বিনে নাহি গতি
কিরূপে হইব পরিত্রাণ।
তোমার দুহিতা আমি মোর পিতা হও তুমি
না মারিয় মোর প্রাণপতি।
প্রাণদান সম দান ত্রিভুবনে নাহি আন
প্রাণদান কর মহামতি।
এতেক বলিয়া নারী রাক্ষসের পায়ে ধরি
বহুল করন্ত বিলাপন।
মোরে পিতা হৈলা তুমি বার বার বলি আমি
স্বামি-দান দেও মহাজন।
এত শুনি নিশাচর পাপিষ্ঠ পামরবর
না দিলেক তাহাতে উত্তর।
ব্যাঘ্রে যেন মৃগ পাইয়া ভক্ষিল আনন্দ হৈয়া
রাক্ষসে ভক্ষিল দ্বিজবর।
তা দেখিয়া দ্বিজ নারী বহুল বিলাপ করি
শোকাকুলে ধরণী লোটায়।

মুই অনাথিনী নারী বনে হৈলু একেশ্বরী
কি মোর করিল বিধাতায়।
রাক্ষসে মারিল পতি মোর হৌক কোন গতি
লক্ষ্য নাহি মোর ত্রিভুবনে।
মুই মহাপাতকীরে কি করিলা গদাধরে
পরিত্রাণ না দেখি নয়নে।
কোথা গেলে গুণনিধি মোরে সে বঞ্চিলা বিধি
মোর প্রাণ অতি দৃঢ়তর।
তপস্যা করিয়া অতি তুমি হেন পাইলু পতি
তোমা লাগি বিদরে অন্তর।
যাইতে তোমার সনে হেন ছিল মোর মনে
না পারিলু শিশুর কারণ।
দিনি লক্ষো শিশুবর ঘোর বনে একেশ্বর
মুই বিনে তেজিবে জীবন।
বিলাপ করিয়া অতি মনে ভাবি নিজ পতি
রাক্ষসেরে দিল মহাশাপ।
সুরত কালেতে পতি যে কারণে দুষ্টমতি
মারিয়া করিলা অতি পাপ।
যে কালে করিবে রতি শুন শুন পাপমতি
সেই কালে মরণ তোমার।
এহি শাপ দিয়া সতী ক্রোধ মনে আছে অতি
আর শাপ দিলেক অপার।

রাক্ষসের ভাব হোতে কদাচিত কোনমতে
না হইব তোমার মোচন।
মারিলে আমার পতি অকারণে দুষ্টমতি
শাপ দিলু এতেক কারণ।
তার শেষে নিশাচর শুনি দুই শাপবর
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলিল বচন॥
এক অপরাধ আমি করিয়াছি তাতে তুমি
দুই শাপ দিলা অকারণ।
তোরে শাপ দিল আমি পিশাচ হইবা তুমি
পুত্রের সহিতে এইক্ষণ।
শাপ পাইয়া সেই সতী পিশাচ হইল মতি
উচ্চস্বরে করিল ক্রন্দন।
পিশাচ রাক্ষসবরে তার শেষে পরস্পরে
ক্রন্দন করিল দুই জন।
নর্ম্মদা নদীর তটে বটবৃক্ষ সন্নিকটে
তথা দুই করিল গমন।
গুরুরে অবজ্ঞা করি রাক্ষসের তনু ধরি
বটে রৈছে এক নিশাচর।
সেই বৃক্ষ সন্নিধানে পিশাচী রাক্ষস সনে
উত্তরিল তথাতে সত্বর।
তা দেখিয়া বটবাসী তাহার সাক্ষাতে আসি
ক্রোধ হৈয়া বলিল বচন।

আমার স্বরূপ ধর তুমি দুই ভয়ঙ্কর
কি কারণে এথা আগমন।
কার বা হইছে শাপ করিয়াছ কোন পাপ
বিবেচিয়া কহ দুই জন।
এতেক শুনিয়া যবে রাক্ষস পিশাচী তবে
কহিতে লাগিল বিবরণ।

সৌদাসের সহিত সোমদত্তের
কথোপকথন।

পয়ার।

এতেক শুনিয়া তবে সৌদাস নৃপতি,
কহিলেন সর্ব্বকথা যে আছিল নীতি।
আপনার, পিশাচের বৃত্তান্ত কহিয়া,
তার স্থানে জিজ্ঞাসিল আদর করিয়া।
কি কর্ম্ম করিছ পূর্ব্বে কি নাম তোমার,
বৃত্তান্ত সকল কহ সাক্ষাতে আমার।
হইলাম সখা আমি তোমার বিদিত,
বঞ্চনা না কর মিত্র কহ সমুদিত।
মিত্রের বঞ্চনা যেই পাপিষ্ঠে করয়,
কোটী কোটী যোগ সে যে নরকেত রয়।
সর্ব্বদুঃখ নাশ হেতু মিত্র দরশন,
কদাচিত না করিয় মিত্রেরে বঞ্চন।

এত শুনি বটবৃক্ষবাসী নিশাচর,
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল।
পূর্ব্বে আমি আছিলাম উত্তম ব্রাহ্মণ,
সোমদত্ত নাম আমি বিষ্ণু পরায়ণ।
মগধ দেশেত জন্ম অতি বলবান,
রূপে গুণে ধনে নাহি আমার সমান।
জানিল সকল শাস্ত্র বেদঅর্থ সার,
দৈব হেতু অহঙ্কার হইল আমার।
গুরুরে অবজ্ঞা করিলাম বহুতর,
সেই হেতু এতাদৃশ শুন নৃপবর।
সুখ মাত্র নাহি মোর ক্ষুধার কারণ,
হেনমতে বিপ্রগণ করিলু ভোজন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিত্য পাই মনস্তাপ,
অনুক্ষণ মাংস খাই করি মহাপাপ।
সকল লোকের আমি অতি ভয়ঙ্কর,
গুরু অবজ্ঞার ফল জানিল বিস্তর।
গুরুরে অবজ্ঞা করে সেই মূঢ় জনে,
নিশ্চয় রাক্ষস সে যে হয় ঘোরবনে।
এতেক শুনিয়া তবে সৌদাস নৃপতি,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা হৈয়া হৃষ্টমতি।
কোনজন গুরু কিবা গুরুর লক্ষণ,
অবজ্ঞা করিলা যারে সেবা কোনজন।

কহ মিত্র বিবেচিয়া বৃত্তান্ত সকল,
ই কথা শুনিতে মোর মন কুতূহল।
তবে সেই বট বৃক্ষবাসী নিশাচর,
কহিতে লাগিল কথা সৌদাস গোচর।
বিবিধ প্রকার গুরু শাস্ত্রের নিশ্চয়,
যেই পূজ্য সেই বন্দ্য শুন মহাশয়।
যেই সব গুরু হয় কহিনু নিশ্চিতে,
অন্যমন না হইয়া শুন সাবহিতে।
বেদ পড়াইল গুরু হয় সেই জন,
যে কহে বেদের অর্থ করি বিবেচন।
বুঝায় শাস্ত্রের অর্থ কহে ধর্ম্মকথা,
সর্ব্বকাল ধর্ম্ম কহে সে গুরু সর্ব্বথা।
নীতি শাস্ত্র অর্থ কহে ধর্ম্মের কারণ,
মন্ত্রের বেদের অর্থ করে বিবরণ।
কহিয়া ব্রতের সূক্ষ্ম যে জনে শিখায়,
ভয় হোতে রক্ষা করে সন্দেহ ঘুচায়।
অন্নদান দিয়া যেবা রাখয়ে জীবন,
ব্রাহ্মণেরে যজ্ঞসূত্র দেয় যেই জন।
অকার্য্যের নিবারক আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
শ্বশুর মাতুল খুড়া আর মাতা পিতা।
সংক্ষেপে কহিল এহি গুরুর লক্ষণ,
এ সবেরে করিবেক প্রণতি পূজন।

এতেক শুনিয়া তবে সৌদাস নৃপতি,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা বিশেষ ভারতী।
গুরুর স্বরূপ তুমি কহিলা বিস্তর,
এহি সকলের মধ্যে কেবা শ্রেষ্ঠতর।
কহ কহ কিবা এহি সকল সমান,
শুনিবারে শ্রদ্ধা বড় কহ মোর স্থান।
এত শুনি সোমদত্তে দিলেক উত্তর,
শুন মহামতে তুমি সাধু নৃপবর।
ধর্ম্মেত হইল মতি যে সব কারণ,
আমা সকলের শীঘ্র হইব মোচন।
রাক্ষসের ভাবে আছি ক্ষুধায় অপার,
তথাপি হইল ইচ্ছা গুরু জানিবার।
যত গুরু কহিয়াছি তোমার বিদিত,
পূজা যোগ্য এহি সব জানিয় নিশ্চিত।
তাহার বিশেষ কহি শুন নৃপবর,
সকল শাস্ত্রের তত্ত্ব অতি গুহ্যতর।
মন্ত্রের ব্যাখ্যান কর্ত্তা বেদ অধ্যাপক,
তাহার সমান পিতা ধর্ম্মের কথক।
এহি চারি হোতে শ্রেষ্ঠ আছে এক জন,
পুরাণের অর্থ যেবা করয়ে কথন।
দেব পূজাফল দেব পূজার বিধান,
ধর্ম্মের উপায় কহে করুণা নিদান।

বেদ শাস্ত্র মিলিত যে উত্তম পুরাণ,
তার বক্তা সম নাহি গুরুজন আন।
সংসার সাগর যেবা কহে তরিবার,
পুরাণ পঠয়ে জানে পুরাণের সার।
ই সকল সদগুরু জানিয় নিশ্চয়,
তোমাতে কহিল আমি শুন মহাশয়।
বেদ ব্যাস মহামুনি ধর্ম্ম অবতার,
বেদ শাস্ত্র করিলেন বিভাগ অপার।
পুরাণেতে সর্ব্বধর্ম্ম করিল গাথন,
পুরাণ বক্তার সম নাহি গুরুজন।
নীতি শাস্ত্র ব্যাকরণ ন্যায় দরশন,
ইহলোকে সুখ হেতু এহি শাস্ত্রগণ।
সর্ব্ব ধর্ম্মময় শাস্ত্র পুরাণ শ্রবণ,
ইহলোকে পরলোকে সুখের কারণ।
তর্ক শাস্ত্র শ্রেষ্ঠতর জানিয় নিশ্চয়,
যার হোতে নষ্ট হয় ধর্ম্মের সংশয়।
পুরাণ শুনয়ে যেবা ভক্তিভাবে অতি,
ধর্ম্মমতি হয় তবে বিষ্ণুতে ভকতি।
পুরাণ শ্রবণে ধর্ম্ম বুদ্ধি হয় স্থির,
ধর্ম্মে পাপ বিনাশিয়া নির্ম্মল শরীর।
পাপ নাশ হয় শুদ্ধ জ্ঞান অনুপাম,
জ্ঞান হোতে মনুষ্যের সাধে সর্ব্বকাম।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারির কারণ,
নিশ্চয় জানিয় রাজা পুরাণ শ্রবণ।

সোমদত্তের রাক্ষসত্ব লাভের কারণ।

যে কারণে মুই হৈলু রাক্ষস সত্বর,
সেই কথা কহি আমি শুন নৃপবর।
পূর্ব্বেত গৌতম মুনি মুই পাপী স্থানে,
ধর্ম্মকথা কহিলেন করুণা বিধানে।
গঙ্গাতীরে সেই কথা সকল শুনিয়া,
সেই অনুসারে ধর্ম্ম করিলু জানিয়া।
এক কালে আরম্ভিছি শিবের পূজন,
এহি কালে আইলেন সেই তপোধন।
পূজা ছাড়ি না করিলু তাহ্নে নমস্কার,
এহি হেতু মহাপাপ হইল আমার।
ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম দেখি তপোধন,
শান্ত চিত্ত হইলেন সন্তুষ্ট বদন।
আমার পূজিত সে যে শিব সনাতন,
এতেক জানিয়া শান্ত হৈল তপোধন।
রাক্ষস শরীর মোর হৈল সেই পাপে,
নিরন্তর শরীর দহয়ে অগ্নিতাপে। (১)

---

(১) মূলে "অগ্নির উত্তাপে" আছে।

জানিয়া করয়ে কিবা অজ্ঞান কারণ,
গুরু অবজ্ঞায় হয় সকল নাশন।
গুরুরে শুশ্রূষা যেবা করয়ে সাদরে,
অতুল সম্পদ পায় সেই শ্রেষ্ঠ নরে।
গুরু অবজ্ঞায় পাপ হইছে আমার,
সেই পাপঅগ্নি তাপে দহয়ে অপার।
ক্ষুধা অগ্নিতাপে মোর দহয়ে অন্তর,
মোক্ষ হৈব কবে জানি শুন নৃপবর।
এতেক কহিলা যদি সেই নিশাচর,
ধর্ম্ম আলাপনে পাপ হৈল দূরতর।

গর্গমুনির আগমন।

হেন কালে সেই স্থানে এক দ্বিজবর,
গঙ্গাজল হাতে করি আইল সত্বর।
কলিঙ্গ দেশেত জন্ম গর্গ হেন নাম,
পরম ধার্ম্মিক সে যে সর্ব্ব গুণধাম।
বিশ্বেশ্বর স্তুতি করে হরিষ অপার,
হরিনাম গাহে নিত্য সংসারের সার।
পিশাচী রাক্ষস দুই এহি তিন জন,
ব্রাহ্মণ দেখিয়া হৈল সন্তুষ্ট বদন।
আমাদের মুক্তি বুঝি হৈল উপস্থিত, (১)
এ বলিয়া গেল তারা দ্বিজ সন্নিহিত।

(১) মূলে আছে,—"পার না হইল মোর শ্বরে উপস্থিত।"

দূরেত রহিল শুনি হরি নাম গান,
যাইবারে না পারিল দ্বিজ সন্নিধান।
বিস্মিত হইয়া তবে বলিল বচন,
মহাপুণ্য ভাগ্যবন্ত তুমি তপোধন।
ভক্তি ভাবে আমি সবে করিয়ে প্রণাম,
মহাতেজবন্ত তুমি সর্ব্ব গুণধাম।
হরি নাম শুনিয়া হইলুঁ দূরতর,
আমি সবে খাইয়াছি কোটী দ্বিজবর।
হরি নামে রক্ষা তোমা করিল অপার,
হরি নাম সম নাহি ত্রিভুবনে আর।
কহিতে না পারি যার নামের মহিমা,
তাহান মহিমা পারে কেবা দিতে সীমা।
ভাগ্যবন্ত তুমি কর হরির কীর্ত্তন,
তোমার সমান নাহি আর তপোধন।
গঙ্গাজল আছে দেখি তোমার হস্তেত,
কিছু অভিষেক কর আমা মস্তকেত।
আমরা সকলে পাই অতি দিব্য স্থান,
গঙ্গাজল বিন্দুসেকে কর পরিত্রাণ।
হরি সেবা সেবা করে আপনা নিস্তার,
সকল পাপীরে সে যে করয়ে উদ্ধার।
পাপ বিনাশক আছে নারায়ণ নাম,
সেই নামে সাধুজনে পায় হরিধাম।

পাপ হোতে পরিত্রাণ চাহে যেই জন,
লোহার ভেলায় তার সমুদ্র তরণ।
শান্তের চরিত্র সব সুখের কারণ,
যেন চন্দ্রে সর্ব্বত্রে করয়ে প্রকাশন।
পৃথিবীতে আছে যত পুণ্য তীর্থচয়,
গঙ্গাজল কণাসম কেহ ত না হয়।
তুলসী পত্রের সনে সর্ষপের তুল,
গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে একবিংশকুল।
শুন মহা ভাগ্যবন্ত সর্ব্বশাস্ত্র জান,
গঙ্গাজল কণাসেকে কর পরিত্রাণ।
গঙ্গার মহিমা শুনি রাক্ষসের স্থান,
বিস্মিত হইল দ্বিজ করুণা নিধান।
এহি সকলের আছে গঙ্গাতে ভকতি
কি কহিমু ই সবের হয় হেন মতি।
এতেক চিন্তিয়া সেই দ্বিজ তপোধন,
হৃদয়েত করিলেক ধর্ম্ম বিবেচন।
সর্ব্বলোক হিতকারী হয় যেই নর,
পরম মুকতি পায় সেই শ্রেষ্ঠতর।
এ সব ভাবিয়া বিপ্রে কৃপাযুক্ত হৈয়া,
তুলসী পত্রেত কিছু গঙ্গাজল লৈয়া।
সর্ষপ প্রমাণ জলে সেই তপোধন,
রাক্ষস সবের অঙ্গে করিল সেচন।

গঙ্গাজলে সিক্ত হৈয়া সেই নিশাচর,
দেবতা সমান হৈল দিব্য কলেবর।
পুত্রসমে দ্বিজনারী ব্রহ্ম নিশাচর,
সেইক্ষণে হৈল কোটী সূর্য্য তেজধর।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধরি দুই জন,
বিপ্রেরে করিলা তবে অশেষ স্তবন।
উত্তম বিমানে তবে আরোহণ করি,
বিষ্ণুপুরে গেল,তারা বিষ্ণুরূপ ধরি।
তবেত কল্মাষ পাদ পূর্ব্বরূপ ধরি,
মনেত পাইল চিন্তা সংজ্ঞা পরিহরি।
রাজার দেখিয়া চিন্তা মনস্তাপ অতি,
আকাশে থাকিয়া তাহে কহিল ভারতী।
শুন ভাগ্যবন্ত দুঃখ না ভাবিয় আর,
রাজ্য ভোগ শেষে মোক্ষ হইব তোমার।
পুণ্য করি করে যেবা পাপ বিনাশন,
ভক্তি ভাবে যেবা পূজে দেব নারায়ণ।
সেই জনে বিষ্ণুপদে গমন করয়,
এহাতে সন্দেহ না করিয় মহাশয়।
গুরু পরায়ণ সর্ব্বলোক হিতকারী,
সে পায় পরম পদ বেদ অনুসারী।
ভারতীর হেন বাক্য শুনিয়া রাজন,
শান্ত হৈয়া স্মরিলেক গুরুর চরণ।

গঙ্গারে স্তবন করি সৌদাস নৃপতি,
স্তবিলেক বিশ্বেশ্বর করিয়া ভকতি।
ব্রাহ্মণেরে স্তব করি করিয়া বিনয়,
আপনার পূর্ব্বকথা কৈলা মহাশয়।
তাহার পশ্চাতে সেই সৌদাস রাজন,
দ্বিজরে প্রণাম করি করিলা গমন।
বারাণসী ক্ষেত্রে গেলা পুণ্যেত অপার,
তার সম পুণ্যক্ষেত্র নাহিক সংসার।
ছয় মাস সেই স্থানে আছিল রাজন,
করিলেক বিশ্বেশ্বর গঙ্গার পূজন।
এইরূপে মহারাজা পাপ বিনাশিয়া,
আপনার দেশে তবে গেল হৃষ্ট হৈয়া।
সর্ব্বজ্ঞানী মহাঋষি সূত তপোধন,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া বলিল বচন।
শুন শুন বিপ্রগণ গঙ্গার মহিমা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে যার দিতে নাহি সীমা।
শুনিয়া গঙ্গার নাম যত পাপিগণে,
পাপ বিনাশিয়া যায় বিষ্ণুর সদনে।
গঙ্গা গঙ্গা হেন বাক্য বোলে যেই জন,
অথবা করয়ে একবার উচ্চারণ।
তৎক্ষণে সেই জন পাপ বিনাশিয়া,
ব্রহ্মার সদনে যায় বিমানে চড়িয়া।

যেবা পড়ে যেবা শুনে অধ্যায় নবম,
গঙ্গাস্নান ফল তার হয় অনুপম।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক বুঝাইতে রাজা করিলেন মতি
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণ,
করাইল পাচালী লোকের পরিত্রাণ।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে নবম অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

দশম অধ্যায়।

সৌনকাদি ব্রহ্মবাদী যত ঋষিগণ,
সূত সম্বোধিয়া পুনি বলিল বচন।
বিষ্ণুপদে জন্ম যার গঙ্গা ভগবতী,
বিস্তারিয়া তান কথা কহ (১) মহামতি।
এত শুনি মহামুনি সূত তপোধন,
ঋষি সকলের স্থানে বলিল বচন।
শুন শুন ঋষিগণ উত্তম কাহিনী,
সনৎকুমারের স্থানে নারদের বাণী।
যেবা কহে যেবা শুনে সে নর সকল,
পাপ বিনাশিয়া পায় মুক্তি হেন ফল।
পূর্ব্বকালে আছিল কশ্যপ মুনিবর,
ইন্দ্র আদি দেবতার পিতা ধ্যানপর।
তান দুই ভার্য্যা ছিল দক্ষের দুহিতা,
দিতি ও অদিতি নাম দেবাসুর মাতা।
অসুরের মাতা দিতি বিদিত ভুবন,
অদিতি দেবের মাতা শুন মুনিগণ।

---

(১) মূলে "শুন" আছে।

দেবতা অসুর দুই অতি ঘোরতর,
যুদ্ধ করি জয় ইচ্ছা করে পরস্পর।
প্রহ্লাদের পুত্র ছিল নামে বিরোচন,
তার পুত্র বলি রাজা বিষ্ণু পরায়ণ।
অসুরের রাজা বলবন্ত অতিশয়,
সমস্ত পৃথিবী সে যে জিনিল নির্ভয়।

বলির স্বর্গ বিজয়।

পৃথিবী জিনিয়া বিরোচনের তনয়,
স্বর্গ জিনিবারে মন করিল নিশ্চয়।
কোটী লক্ষ অযুত আছিল গজবর,
এহি সংখ্যায় রথ আছিল প্রখর।
গজে গজে পঞ্চ শত আছিল পদাতি,
তার সংখ্যা করিবারে কাহার শকতি।
অমাত্য আছিল এক কোটী পরিমাণ,
তার মধ্যে কুম্ভ কর্ণ কুষ্মাণ্ড প্রধান।
শত পুত্র বলির আছিল বলবান,
সকলের জ্যেষ্ঠ বাণ বাপের সমান।
দেবতা জিনিতে বলি ভাবিল মনেত,
মহাসৈন্য সঙ্গে করি চলিল স্বর্গেত।
আকাশেত মেঘ হেন সৈন্য সুমুদিত,
ধ্বজচ্ছত্র হৈল তাতে বিদ্যুত শোভিত।

সিংহ পরাক্রম দৈত্যগণ সঙ্গে করি,
বেড়িল ইন্দ্রের পুরী দেবতার বৈরী।
এতেক দেখিয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ,
যুদ্ধ করিবারে ক্রোধে করিল গমন।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ হৈল ঘোরতর,
বাজিল তুমুল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।
ধনুর টঙ্কার শব্দ হৈল বিপরীত,
প্রলয় কালেত যেন মেঘের গর্জ্জিত।
দেবতারে দৈত্যে করে বাণ বরিষণ,
অসুরের বাণে আচ্ছাদিত দেবগণ।
মার মার হান হান কর বিদারণ,
বান্ধ বান্ধ হেন শব্দ আছিল ঘোষণ।
দেবের দুন্দুভি বাদ্য অতি ঘোরতর,
অসুরের সিংহনাদ অতি ভয়ঙ্কর।
রথের চিৎকার শব্দ বাণের ঝঙ্কার,
গজের বৃংহিত অশ্ব হ্রেষিত অপার।
ধনুর টঙ্কার শব্দে হৈল অতিশয়,
এহি শব্দে তিন লোক হৈল শব্দময়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ, বাণের অনলে,
অকাল প্রলয় হেন জানিল সকলে।
অসুরের সৈন্য শোভা করিল বিশেষ,
চঞ্চল ধবল ছত্র ধরিল অশেষ।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি মেঘের প্রবল,
বিদ্যুৎ সঞ্চরে যেন করে ঝলমল।
সেই মহাঘোর যুদ্ধ বিদিত সংসার,
অসুরে পর্ব্বত ক্ষেপ করিল অপার।
নারাচ ক্ষেপিয়া শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
কাটিল পর্ব্বত সব দেবের ঈশ্বর।
গজে গজ মারে কেহো রথে রথ মারে,
অশ্বে অশ্ব মারে দণ্ড দণ্ডের প্রহারে।
পরিঘ মারিয়া মুণ্ড করি খণ্ড খণ্ড,
রক্ত কর্দ্দমেত পেত্নী করে লণ্ড ভণ্ড।
হৃদয় বিদারি কারো নিধন করিল,
হত যত দৈত্য বিমান আরোহিল। (১)
দেব ভাব হৈয়া তবে অসুরেরগণ,
অসুরের সঙ্গে পুনি ফিরি করে রণ।
দেবতা সকলে তবে ধরি নিজবল,
অসুর সকল হানি করিল বিকল।
তবেত দৈত্যের সৈন্য হৈয়া একান্তর,
অস্ত্র বৃষ্টি করিলেক দেবের উপর।
দ্রুঘন পট্টিশ খড়্গ পরশু তোমর,
ভিন্দিপাল চক্রছুরী পরিঘ মুদ্গার।

(১) মূলে "হতাশয়" আছে।

কুন্তশূল অঙ্কুশ লাঙ্গল শতঘাতী,
শিলা শক্তি লৌহদণ্ড ভয়ঙ্কর অতি।
শূল আর ক্ষুদ্র অস্ত্র পরম দারুণ,
এমত অসংখ্য অস্ত্র বরিষে নিপুণ।
লৌহমুখ দণ্ড ক্ষুদ্র পট্টিশ কুঠার,
কুন্তচক্র পাশধনু নারাচ অপার।
রথ অশ্ব ঘোর হস্তী পদাতি বহুল,
সহস্র বৎসর যুদ্ধ আছিল অতুল।
পরাজয় হৈয়া তবে দেবতা সকল,
নররূপ ধরি গেল পৃথিবী মণ্ডল।
পলাইয়া গেল সব ভয়ের কারণ,
দৈত্যের কারণে শঙ্কাযুক্ত অনুক্ষণ।
ত্রিভুবন শাসে বলি ভাবে নারায়ণ,
অতুল ঐশ্বর্য্য বল বুদ্ধি বিচক্ষণ।
করয়ে বিবিধ যজ্ঞ হরি উদ্দেশিয়া,
ইন্দ্র চন্দ্র দিকপাল সকল জিনিয়া।
দেবতার তুষ্টি হেতু যজ্ঞ করে নব,
সেই যজ্ঞ ভোগ করে অসুর সকল।

অদিতির তপস্যা।

তবেত অদিতি দেবী দেবতার মাতা,
দেখিয়া পুত্রের দুঃখ পরম দুঃখিতা।

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য হেতু গেল হিমালয়,
মনে ইচ্ছা করিয়া দৈত্যের পরাজয়।
নারায়ণ মনে ভাবি অত্যন্ত দুষ্কর,
বিবিধ প্রকারে তপ করিলা বিস্তর।
বসিয়া তপস্যা কতকাল দাঁড়াইয়া,
কতকাল কৈলা এক চরণ তুলিয়া।
পদ অগ্রে দাঁড়াইয়া তপস্যা বিস্তর,
ফল শুষ্ক পত্র খাই করিলা দুষ্কর।
জল বায়ু ভক্ষণ করি তপস্যা অপার,
করিলেক তার শেষে তপ নিরাহার।
দেবতার পরিমাণে সহস্র বৎসর,
এহি রূপে করিলেক তপস্যা বিস্তর।
তবেত অসুর সব দৈত্যের প্রধান,
মায়া করি গেল তারা অদিতির স্থান।
দেব রূপ ধরি তাহ্নে বলিল বচন,
তপ করি কেনে কর শরীর শোষণ।
রাক্ষসে জানিলে দুঃখ পাইবা বিস্তর,
শরীর শোষণ তপ কর দুরন্তর।
শরীর নাশক তপ না হয় উচিত,
শরীর রাখিব যত্নে কহিছে পণ্ডিত।
কোন রূপে যদি করে শরীর নাশন,
আত্মঘাতী তারে বোলে যত মুনিগণ।

তপস্যা ছাড়িয়া মর্ত্তে চলে যাও ঘর,
আমা সকলের দুঃখী না কর অন্তর।
মাতা হীন হৈলে পায় দুঃখের সঙ্কুল,
জীবন মরণ তার জান সমতুল।
ভার্য্যায় বোলয়ে কটু মাতৃহীন জন,
অরণ্যে যাইব কিবা গৃহ তুল্য বন।
পশু পক্ষী সর্প আদি কিবা নরগণ,
মাতৃহীন হৈলে তুল্য মরণ জীবন।
দরিদ্র প্রবাসী কিবা রোগমুক্ত নর,
মাতৃ দরশনে হর্ষ লভয়ে সত্বর।
অন্ন জল পত্নী ধনে শ্রদ্ধাদূর হয়,
কদাচিত মাতৃ নহে অশ্রদ্ধা বিষয়।
যার গৃহে মাতা নাহি ধার্ম্মিক কুমার,
সাধ্বী ভার্য্যা নাহি যার জীবন অসার।
অরণ্যে যাইব সে যে এমত নিশ্চয়,
অরণ্য সমান গৃহ নাহিক সংশয়।
হরি ভক্তি হীন ধর্ম্ম ভোগহীন ধন,
ভার্য্যা হীন গৃহ তেন মাতৃহীন জন।
এই জানি না করিয় শরীর শোষণ,
আমা সকলেরে দুঃখ দেও কি কারণ।
এতেক বলিল যদি অসুর প্রধান,
তথাপি না হৈল ক্ষেমা অদিতির ধ্যান।

তা দেখিয়া দৈত্যগণ ক্রোধে অগ্নি সম,
অদিতিরে মারিবারে করিল উদ্যম।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি অরুণ লোচন,
দন্ত হোতে অগ্নি তারা করিল সৃজন।
শত যোজনের পথ বিস্তীর্ণ কানন,
সেই অগ্নি হোতে দগ্ধ হৈল ততক্ষণ।
অগ্নিতাপে দৈত্যগণ মরিল অশেষ,
অদিতির স্তন তাতে না হৈল বিশেষ।
অবশিষ্ট রহিলেক দেবতার মাতা,
সুদর্শন চক্রে বিষ্ণু তাহান রক্ষিতা।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরেশ্বরে,
নারদী পুরাণ লোকে বুঝিবার তরে।
আজ্ঞা অনুসারে করিলেক পদবন্দ,
দশম অধ্যায় হৈল পয়ারের ছন্দ।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে দশমাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

মুনিগণের প্রশ্ন ও সূতের উত্তর।

নৈমিষ কাননবাসী যত মুনিগণ,
সূত সম্বোধিয়া পুনি বলিল বচন।
যতেক কহিলা মুনি আশ্চর্য্য সকল,
অদিতি ছাড়িয়া দৈত্য দহিল অনল।
অদিতি রাখিল তথা কিসের কারণ,
উপদেশ কহ মুনি করি বিবরণ।
এতেক শুনিয়া তবে সূত মুনিবর,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
হরিধ্যান করে যেবা হরিতে ভকতি,
তার পীড়া করিবারে কাহার শকতি।
হরিধ্যান যুক্ত জন থাকে যেই স্থল,
সেই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতা সকল।
ভাগ্যবন্ত জনে দেখ হরি পূজা করে,
হরিধ্যান করে অনুক্ষণ হরি স্মরে।
শিব পূজা করে যেবা বিষ্ণু উপাসন,
সেই স্থলে বিষ্ণু লক্ষ্মী যত দেবগণ।
অনাবৃষ্টি ব্যাধি প্রেত পিশাচ তস্কর,
ডাকিনী কুষ্মাণ্ড আর রাক্ষস কিন্নর

গ্রহ বালগ্রহ আর যত ভয়ঙ্কর,
ভূত বেতালক রাজা পরপীড়া কর।
এহি সকলেহ পীড়া না পারে করিতে,
পূজা করিবারে শ্রদ্ধা যাহার মনেতে।
জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু ভক্ত থাকে যেই স্থল,
সেই স্থানে ভার্য্যা সঙ্গে দেবতা সকল।
যেই স্থানে যোগিগণে করয়ে বসতি,
সেই স্থানে সর্ব্ব তীর্থ দেবতার স্থিতি।
সেই স্থানে সম্পদের জানিয় আশ্রয়,
তপোবনে পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থ ময়।
যে হরি স্মরণে সর্ব্ব উপদ্রব নাশ,
পাপ বিনাশিয়া হয় পুণ্য পরকাশ।
হরির পূজন স্তুতি ধ্যানের মহিমা,
কেবা শক্তি ধরে তার কহিবারে সীমা।
অদিতি ছাড়িয়া যত রাক্ষস কানন,
অগ্নিয়ে দহিল বিষ্ণু ধ্যানের কারণ।

নরায়ণের আবির্ভাব ও অদিতি
কর্ত্তৃক স্তুতি।

তার শেষে কৃপাময় দেব দামোদর,
হইলেন অদিতির জ্ঞানের গোচর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি সমুদিত,
অল্প হাস্য দন্তেতে যে করে প্রকাশিত।

অদিতির অঙ্গ হস্তে করি পরশন,
কহিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণ।
দুষ্কর তপস্যা তুমি করিলা অপার,
মনস্কাম সিদ্ধি হৈল নিশ্চয় তোমার।
যেই ইচ্ছা কর মনে বোল সেই বর,
ভাগ্যবন্ত আছে কেবা তোমা সমোসর।
ভয় না পাইও মনে দৈত্যের কারণ,
হেন বাক্য কহিলেন দেব নারায়ণ।
তার শেষে নমস্কার করিয়া অদিতি,
সর্ব্বলোক সুখ হেতু করিলেন স্তুতি।
নমো নমো জনার্দ্দন দেব নারায়ণ,
তিন গুণ ভেদে তুমি সৃষ্টির কারণ।
দেবের ঈশ্বর তুমি ব্যাপিছ সকল,
বহুরূপ রূপহীন ভকত বৎসল।
গুণহীন গুণবন্ত তুমি গুণময়,
লোকের ঈশ্বর তুমি নাহিক সংশয়।
সকল স্বরূপ তুমি পরম মহান,
মঙ্গল স্বরূপ তুমি অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।
যার অবতার পূজা করে মুনিগণে,
সেই দেব নমস্কার করি এক মনে।
যাহারে না জানে বেদে না জানে পণ্ডিতে,
তানে নমস্কার করি হৈয়া এক চিত্তে।

মায়াহীন মায়াবন্ত জগত কারণ,
মায়ার বিচ্ছেদ হয় কৈলে দরশন।
তোমার চরণ সেবা করে সেই নর,
দিব্য স্থান পায় সে যে অতি শ্রেষ্ঠতর।
সংসারে বন্দিত তুমি করুণাসাগর,
যজ্ঞভুজ যজ্ঞফলদাতা যজ্ঞেশ্বর।
ভক্তি অনুসারে যেবা সঙ্গ বিবর্জ্জিত,
সর্ব্বক্ষণ থাক তুমি তার সন্নিহিত।
অজামিলে মুক্ত হৈল স্মরি যার নাম,
ভক্তি ভাবে করি আমি তাহানে প্রণাম।
শিব নারায়ণরূপ বিষ্ণুরূপ ধর,
হৃদয়কমলবাসী জ্ঞানের গোচর।
ব্রহ্মা আদি দেব আর যত মুনিগণ,
যার মায়া পাশে বদ্ধ এ তিন ভুবন।
জগতের গুরু হরি তিন লোক ধর,
মায়ার কারণে লোকে জানে গুরুতর।
প্রমাণের অগোচর স্বরূপ যাহার,
তাঁনে নমস্কার স্তুতি করি বারে বার।
যার মুখ হোতে হৈল ব্রাহ্মণ উৎপত্তি,
বাহু হোতে জন্মিলেক ক্ষত্রিয় নৃপতি।
ঊরুদেশ হোতে বৈশ্য পদে শূদ্রবব,
মনঁ হোতে চন্দ্র, চক্ষু হোতে দিবাকর।

ইন্দ্র অগ্নি জন্মিলেক বদনে তোমার,
কর্ণ হোতে বায়ু তবে জন্মিল সংসার।
সপ্তস্বর গত তুমি সর্ব্ব বেদময়,
ষড়ঙ্গ স্বরূপ তুমি নাহিক সংশয়।
অন্তক পবন তুমি ইন্দ্র চন্দ্র হর,
নির্ঋতি বরুণ তুমি অগ্নি দিবাকর।
পিশাচ রাক্ষস তুমি জঙ্গম স্থাবর,
দেব ঋষি সিদ্ধ তুমি গন্ধর্ব্ব সাগর।
জগত স্বরূপ তুমি জগত ঈশ্বর,
অনাথের নাথ তুমি বেদরূপ ধর।
এতেক করিলা স্তুতি দেবের জননী,
পরম হরিষে অশ্রু প্রক্ষালিত স্তনী।
অশেষ প্রণাম করি বলিল বচন,
অনুগ্রহ যদি থাকে আমার কারণ।
অকণ্টকে স্বর্গভোগ করে দেবগণ,
এমত আদেশ কর দেব নারায়ণ।
অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞানী পরম ঈশ্বর,
না হয় তোমার কিবা জ্ঞানের গোচর।
জগত স্বরূপ তুমি দেব দামোদর,
সম্মোহ জন্মাও কেনে দেব গদাধর।
তথাপি তোমার স্থানে মনের বাঞ্ছন,
পুত্রের কারণে আমি করি নিবেদন।

দেবতার মাতা আমি হই অকারণ,
দৈত্যের কারণে ভ্রমি পৃথিবী কানন।
দৈত্য সকলের বধ না করি বাঞ্ছন,
আমার তনয় হয় যত দৈত্যগণ।
তার বধ না করিয়া স্বর্গেতে বসতি,
দেবতারে আজ্ঞা কর এহি মোর মতি।

অদিতির প্রতি নারায়ণের বর দান।

ই কথা শুনিয়া তুষ্ট হৈল নারায়ণ,
আলিঙ্গন করি তাহ্নে বলিল বচন।
তুষ্ট হইলাম আমি তোমারে অপার,
সপত্নী পুত্রের হেন বাৎসল্য তোমার।
অবশ্য হইব আমি তোমার তনয়,
মনস্কাম সিদ্ধি হৈব তোমার নিশ্চয়।
যেই জনে পড়ে এহি তোমার স্তবন,
অতুল ঐশ্বর্য্য তার হয় পুত্র ধন।
পুত্র তুল্য দেখে যেবা পরের তনয়,
পুত্রশোক কদাচিত তাহার না হয়।
এতেক শুনিয়া দেবী হর্ষযুক্ত হৈল,
গোবিন্দ চরণে পুনি বহু স্তুতি কৈল।
কহিতে না পারি দেব মহিমা তোমার,
ব্রহ্মাণ্ড সহস্র কোটী রোমকূপে যার।

বেদে দেবগণে যার না জানে মহিমা,
কিরূপে দিবাম আমি তান গুণ সীমা।
সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম নিত্য প্রভু শ্রেষ্ঠতর,
কিরূপে করিব আমি জ্ঞানের গোচর।
মহাপাপী মুক্ত হয় যাহার স্মরণে,
কিরূপে মহিমা তান কহিমু বচনে।
এতেক শুনিয়া তবে দেব নারায়ণ,
অদিতিরে বর দিয়া বলিল বচন।
সত্য কহিলাহ তুমি নাহিক সংশয়,
তথাপিহ কহি শুন গুহ্য অতিশয়।
রাগ দ্বেষ ছাড়ি যার আমাতে ভকতি,
সেই সে জানয়ে আমা শুনহ অদিতি।
অসূয়া রহিত দম্ভহীন যেই নর,
পর উপকার করে শিব পূজা পর।
ধর্ম্ম কথা কহে শুনে আমাপরায়ণ,
সেই পুণ্য জনে আমা জানে অনুক্ষণ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিতে ভকতি,
সেই নারী ধরে আমা জানিতে শকতি।
মাতা পিতা গুরু ভক্তি অতিথি পূজন,
ব্রাহ্মণের হিত করে যেই মহাজন।
সত্য কথা কহে যেবা যতি সেবা মতি,
আশ্রম আচার করে পুণ্য তীর্থে গতি।

সাধু সঙ্গে থাকে করে লোক উপকার,
পর উপদেশ করে সংসারের সার।
যেই জনে পর দ্রব্য না করে হরণ,
যেই জনে পর দ্বারে না করে গমন।
আমার রক্ষণ করে তুলসী সেবন,
প্রতিগ্রহ নাহি করে গোধন রক্ষণ।
পরান্ন ভোজন না করয়ে যেই নর,
অন্ন জল দান করে সে যে শ্রেষ্ঠতর।
এহি সব জনে আমা জানয়ে নিশ্চয়,
তোমাতে কহিল আমি জানিয় নিশ্চয়।
পতিব্রতা সাধ্বী তুমি সর্ব্বলোক হিত,
তোমার তনয় হৈয়া সাধিমু বাঞ্ছিত।
এতেক কহিয়া হরি ভকত বৎসলে,
আপনার মালা দিল অদিতির গলে।
তার পাছে দিয়া যে অভয় বরদান,
ততক্ষণে নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
অদিতি সন্তুষ্ট হৈয়া হরি ভক্তি করি,
হরিরে প্রণাম করি গেল নিজ পুরী।

অদিতির গর্ভে নারায়ণের জন্ম।

কতকালে অদিতির হৈল পুত্রবর,
অমৃত কলস হস্তে শঙ্খ চক্রধর।

দক্ষিণ হস্তেত দধি নামেত বামন,
কোটী সূর্য্য তেজ ধরে কমল লোচন।
সর্ব্ব অলঙ্কার যুক্ত দিব্য কলেবর,
মুনিগণে স্তুতি করে পীতাম্বর ধর।
নারায়ণ আবির্ভাব এতেক জানিয়া,
সর্ব্ব দেবে স্তুতি করে প্রণাম করিয়া।

কশ্যপের স্তব।

দুই হস্ত যোড় করি করিয়া ভকতি,
কশ্যপেহ করিলেক নারায়ণ স্তুতি।
নমহুঁ অখিল হেতু অখিল পালক,
নমো দৈত্য বিনাশক দেবের নায়ক।
কাজল রঞ্জিত দেহ ভক্ত প্রিয়ঙ্কর,
দুষ্ট জন বিনাশক জগত ঈশ্বর।
কারণ বামন নমো নমো নারায়ণ,
হৃদয় কমলবাসী সমুদ্র শয়ন।
শঙ্খ চক্র ধনুর্দ্ধর অমিত বিক্রম,
পদ্মক সারঙ্গ ধারী পুরুষ উত্তম।
নমহুঁ অতুল তেজ পুণ্য কথাময়,
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু নাহিক সংশয়।
নমো যজ্ঞফলদাতা যজ্ঞাঙ্গ শোভিত,
কারণকারণ শাস্ত লোকের বাঞ্ছিত।

শব্দ আদি প্রমাণের তুমি অবিষয়,
দিবা সুখ ভোগদাতা ভক্ত মনোময়।
ভ্রম বিনাশক তুমি মন্দার ধারক,
হিরণ্যাক্ষ রবি যজ্ঞবরাহ সংজ্ঞক।
বামন স্বরূপ তুমি ক্ষত্রিয় অন্তক,
নন্দের প্রধান সুত রাবণ মর্দ্দক।
প্রনমহু সুখ দাতা কমলারমণ,
তোমার স্মরণে হয় দুঃখ বিনাশন।
তোমারে প্রণাম আমি করি বার বার,
নমো নমো নারায়ণ করহ উদ্ধার।
তিন সন্ধ্যা পঠে যেবা বামনের স্তুতি,
বল অর্থ তার হয় আরোগ্য সন্ততি।
তার পাছে নারায়ণ স্বরূপ বামন,
হর্ষ হৈয়া কশ্যপেরে বলিল বচন।
তুষ্ট হৈলুঁ শুন পিতা পরম পূজিত,
তোমার পরম সুখ হইব নিশ্চিত।
সাধিমু তোমার মনোরথ শীঘ্রগতি,
সাধু সাধু ভাগ্যবন্ত তুমি মহামতি।
অন্য জন্মে হৈয়া আমি তোমার তনয়,
যে তোমার অভীষ্ট মুই সাধিমু নিশ্চয়।
এ বোল বোলিয়া হরি স্বরূপ বামন,
রহিল কশ্যপ ঘরে হরষিত মন।

বলির যজ্ঞ।

তাহার পশ্চাত বলি সর্ব্ব গুণধাম,
আরম্ভ করিল যজ্ঞ দীর্ঘসত্র নাম।
সঙ্গে করি শুক্র আদি যত মুনিবর,
হৃষ্ট হৈয়া যজ্ঞ করে দৈত্যের ঈশ্বর।
লক্ষ্মী সঙ্গে যজ্ঞেত করিতে অধিষ্ঠান,
মুনিগণে গোবিন্দেরে করেন আহ্বান।
তবেত বামন রূপ ভকত বৎসল,
সত্বরে আইলা হরি সেই যজ্ঞ স্থল।
বলিল প্রত্যক্ষ হৈয়া দেব নারায়ণ,
যজ্ঞ ভোগ করিবারে গেল ততক্ষণ।
দুর্ব্বৃত্ত সুবৃত্ত কিবা, কিবা ভাগ্যবান,
ভক্তি যুক্ত হৈলে হরি তার সন্নিধান।
বামন দেখিয়া তবে যত মুনিগণ,
জ্ঞান দৃষ্টি হোতে জানিলেক নারায়ণ।
সকলে হইল তবে হরিষ অপার,
নারায়ণ দরশন হইল আমার।
এতেক জানিয়া শুক্র অতি সংগোপনে,
এহি কথা কহিলেন বলির যে কাণে।
তোমারে ছলিতে হরি দেব নারায়ণ,
অদিতির পুত্র হৈল নামেতে বামন।

তোমার যজ্ঞেত হরি আইল আপনে,
শুন দৈত্যেশ্বর কিছু না দিয় তাহানে।
আত্ম বুদ্ধি গুরু বুদ্ধি শুভের কারণ,
পর বুদ্ধি নারী বুদ্ধি সর্ব্ব বিনাশন।
শত্রুর করয়ে হিত হেন যেই জন,
তার বধ করিবেক কহে মুনিগণ।
সহায় হইলে নষ্ট যত শত্রুগণ,
তারা করিবেক কোন কার্য্যের সাধন।
এতেক শুনিয়া তবে দৈত্যের ঈশ্বর,
শুক্র সম্বোধিয়া তবে বলিল বচন।
হেন কথা না কহিয় আমার বিদিত,
সর্ব্বথা এ হেন কর্ম্ম না হয় উচিত।
গ্রহণ করয়ে যদি দেবের ঈশ্বর,
যজ্ঞের সার্থক মোর শুন গুরুবর।
বিষ্ণু উদ্দেশিয়া যজ্ঞ করে জ্ঞানী জন,
আপনে যজ্ঞেতে আইলা দেব নারায়ণ।
যজ্ঞ ভোগ করিবেন এতেক কারণ,
এহতে অধিক কিবা আছে ত্রিভুবনে।
বিষ্ণু উদ্দেশিয়া যদি কম্ম করে দান,
ভাগ্যবন্ত জন সে সে পায় পরিত্রাণ।
ভক্তি ভাবে সেবা করে হরির স্মরণ,
কোন রূপে যদি করে হরির পূজন।

পরম মুকতি পায় সেই শ্রেষ্ঠ নর,
সত্য সত্য হেন কহে যত মুনিবর।
দুষ্ট চিত্তে যদি করে হরির স্মরণ,
তথাপিহ সর্ব্ব পাপ হয় বিনাশন।
অনিচ্ছায় যদি অগ্নি স্পর্শন করয়,
তথাপিহ সেই অগ্নি সকল দহয়।
যাঁহার জিহ্বাতে থাকে হরি হেন নাম,
পুনি তার জন্ম নহে পায় বিষ্ণুধাম।
রাগ ছাড়ি [illegible] করে গোবিন্দের ধ্যান,
বিষ্ণুলোক পায় সে যে কহে জ্ঞানবান।
ব্রাহ্মণেরে দান করে অগ্নিতে আহুতি,
বিষ্ণু উদ্দেশে যেবা করয়ে সুমতি।
সেই কর্ম্মে নারায়ণ প্রসন্ন বদন,
এমত নিশ্চয় কহে যত মুনিগণ।
আমি যজ্ঞ করি বিষ্ণু প্রীতির কারণ,
সে হরি সাক্ষাতে যদি করে আগমন।
কৃতার্থ হইলুঁ মুই নাহিক সংশয়,
জনম সফল মোর জানিয় নিশ্চয়।

বামনরূপী নারায়ণের যজ্ঞগৃহে গমন।

হেন কালে যজ্ঞগৃহে গেলেন বামন,
বামন স্বরূপ সে যে দেব জনার্দ্দন।

ঋষি স্থানে কহিলেন সূত তপোধন,
বলির যজ্ঞের গৃহে গেলেন্ত বামন।
বিষ্ণুরে দিলেন অর্ঘ্য বলি মহামতি,
তনু পুলকিত হৈয়া করিলেন স্তুতি।
জনম সফল মোর সফল জীবন,
সফল হইল যজ্ঞে তোমা আগমন।
ভজিলুঁ চরণে কৃপা কর দয়াময়,
কৃতার্থ হইলুঁ আজি নাহিক সংশয়।
তোমার দর্শন প্রভু দুর্ল্লভ সংসারে,
অব্যর্থ অমৃত বৃষ্টি হৈল মোর ঘরে।
বড়ই আশ্চর্য্য নাথ তোমা আগমন,
মহোৎসব পূর্ণ (১) হৈল আমার ভবন।
এহি যজ্ঞ স্থানে আছে যত মুনিগণ,
দেখিয়া কৃতার্থ হৈল তোমার চরণ।
যত কাল ঋষি সবে তপস্যা করিল,
আজি তার ফল প্রভু সকল পাইল।
কৃতার্থ হইলুঁ প্রভু কৃতার্থ নিশ্চয়,
কৃতার্থ হইলুঁ মুই নাহিক সংশয়।
নমো নমো নারায়ণ জগত কারণ,
অসংখ্য প্রণাম করি তোমার চরণ।

---

(১) মূলে "পূর্ণ" কথাটা নাই।

পাইয়া তোমার আজ্ঞা মোর মনে লয়,
যে কার্য্যেত আজ্ঞা কর করিমু নিশ্চয়।
উৎসাহ হইল বড় তোমা দরশনে,
যেই কার্য্যে আজ্ঞা কর করিমু যতনে।
এতেক বলিল যদি দৈত্যের ঈশ্বর,
ঈষদ্ হাসিয়া হরি দিলেন্ত উত্তর।
তিন পদ পরিমাণ দেও ভূমি দান,
তপস্যা করিতে আমি রহি সেই স্থান।
কৃষ্ণবাক্য শুনি বলি দিলেন উত্তর,
রাজ্য না মাগিলা প্রভু কিসের অন্তর।
না চাহিলে গ্রাম কিবা নগর কাঞ্চন,
না মাগিলা অন্য দ্রব্য না মাগিলা ধন।
শুনিয়া বলির বাক্য বলিলেন হরি,
ধরিয়া কপট বেশ কার্য্য অনুসারী।
কালে রাজ্য ধন নষ্ট হৈব হেন জানি,
বৈরাগ্য জন্মাই তাহ্নে বলিলেন বাণী।
শুন দৈত্য রাজা কহি গুহ্য অনুপাম,
সঙ্গ বিহীনের রাজা রাজ্য কিবা কাম।
আমি সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী নারায়ণ,
আমাতে সকল স্থিতি ধন অকারণ।
রাগ দ্বেষ মায়াহীন শান্ত যেই জন,
নিত্যানন্দময় তার ধন অকারণ।

সর্ব্বভূতে আমা তুল্য দরশন যার,
আমা হতে ভিন্ন আর নাহিক সংসার।
সর্ব্বকাল শান্ত চিত্ত হয় যেই জন,
আমার স্বরূপ সে যে ধ্যান পরায়ণ।
পৃথিবীর ক্ষত্রি সবে লভয়ে মুকতি,
তোমার আজ্ঞায় লোকে শুন দৈত্যপতি।
পৃথিবীতে থাকি তপ করে মুণিগণ,
ষষ্ঠাংশ তোমার হয় শুনহ রাজন।
যত্ন করি ব্রাহ্মণেরে দিব ভূমি দান,
ভূমি দান ফল শুন কহি তোমা স্থান।

ভূমিদান ফল বর্ণন।

ভূমি দান ফল কেহো না পারে কহিতে,
ভূমি দান সম দান নাহি পৃথিবীতে।
পরম নির্ব্বাণ পায় করি ভূমি দান,
আর দান নাহি ভূমি দানের সমান।
শ্রোত্রিয় পণ্ডিত বিপ্র করিয়া পূজন,
অল্প মাত্র ভূমি দান করে যেই জন।
ব্রহ্মলোক পায় সে যে জানিয় নিশ্চিত,
পুনর্ব্বার জন্ম না লভয়ে পৃথিবীত।
ভূমিদাতা সর্ব্বদাতা শুন দৈত্য পতি
সর্ব্ব পাপ নাশ করি লভয়ে মুকতি।

পঞ্চ মহাপাপ করি হইয়া হতাশ,
দশ হস্ত ভূমি দিলে সেহ হয় নাশ।
সৎপাত্রেত ভূমি দান করে যেই জন,
সর্ব্ব দান ফল পায় শুনহ রাজন।
ভূমি দান সম দান নাহি ত্রিজগতে,
ভূমি দান ফল কেহ না পারে কহিতে।
বৃত্তি হীন অতি দীন (১) যেই দ্বিজবর,
ভক্তি ভাবে তারে ভূমি দেয় যেই নর।
যত ফল পায় সেই ভূমি দান করি,
শতেক বৎসর আমি কহিতে না পারি।
বিষ্ণুভক্ত বৃত্তি হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তারে ভূমি যেবা দেয় সেই নারায়ণ।
ইক্ষু যব তুলসী গুবাক যুক্ত করি,
যেই ভূমি দান করে সেই জন হরি।
বহুল কুটুম্ব থাকে বৃত্তিহীন জন,
তারে ভূমি দিলে মোক্ষ পায় ততক্ষণ।
বিষ্ণু পূজা করে যেবা ধার্ম্মিক প্রধান,
দ্রোণের চতুর্থভাগ দিলে ভূমিদান।
তিন দিন দিবা রাত্রি কৈলে গঙ্গাস্নান,
যেই ফল পায় সেই দানের সমান।

---

(১) মূলে "দৈন্য" আছে।

বৃত্তিহীন সদাচার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ,
দ্রোণ মাত্র ভূমি তারে দেয় যেই জন।
গঙ্গাতীরে অশ্বমেধ করি শতবার,
যেই ফল পায় সেই ফল হয় তার।
দরিদ্র দ্বিজেরে চারি দ্রোণ ভূমি দিয়া,
সেই ফল পায় তাহা শুন মনদিয়া।
সহস্রেক অশ্বমেধ শাস্ত্রের বিহিত,
বাজপেয় শত করি গঙ্গা সন্নিহিত।
যেই ফল পায় অতি শুদ্ধ ভাব নর,
সেই ফল হয় তার শুন দৈত্যেশ্বর।
ভূমিদান সমদান নাহি ত্রিভুবন,
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় মোক্ষের কারণ।
ইতিহাস কথা শুন দৈত্যকুলমণি,
ভূমিদান ফল পায় যেই কথা শুনি।

ভদ্রশীলের উপাখ্যান।

পূর্ব্বে এক দ্বিজ ছিল ধীর অনুপাম,
বৃত্তিহীন অতিদীন (১) ভদ্রশীল নাম।
বেদ শাস্ত্র পড়ি শুনি পরম পণ্ডিত,
পুরাণ শুনিয়া ধর্ম্ম জানিল নিশ্চিত।

(১) মূলে "দৈন্য" আছে।

ছয় ভার্য্যা ছিল তার অতি গুণবতী,
শ্রুতা সিন্ধু মালিনী কামিনী যশোমতী।
শোভা নামি এহি তার ছিল ছয় নারী,
বেয়াল্লিশ হইল পুত্র সাত সাত করি।
হইল অনেক পুত্র দুঃখের কারণ,
ক্ষুধায় ব্যাকুল নিত্য করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষুধাযুক্ত পুত্র সব দেখি ভদ্রমতি,
আপনেহ ক্ষুধাযুক্ত ব্যাকুলিত অতি।
ক্ষুধায় ব্যাকুল দেখে পুত্র পরিজন,
বিলাপ করন্ত বিপ্র অতি দুঃখ মন।

লাচাড়ি।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার ভাগ্যহীন জন্ম তার
ধিক জন্ম মান্য বিবর্জ্জিত।
যে জন্ম আচারহীন ধর্ম্মহীন ব্যর্থ দিন
ধিক জন্ম সুখ বিরহিত।
অতিথির সেবা বিনে জন্মলভে অকারণে
ধিক জন্ম বুদ্ধিহীন যার।
খ্যাতিহীন যেই জন জন্ম তার অকারণ
ধিক জন্ম দরিদ্র অপার।
বহু নারী পুত্র যার ধনহীন জন্ম তার
অকারণে বিধির ঘটন।

আপনার নিজ কর্ম্ম ভুগিতে হইল জন্ম
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
শুদ্ধ জ্ঞান জন্ম হয় সৌম্যমূর্ত্তি অতিশয়
গুণবন্ত পণ্ডিত অপার।
এহি সব জন যবে দারিদ্র্য সমুদ্রে ডুবে
সর্ব্বগুণ বিফল তাহার।
পুত্র পৌত্র আদি করি ছাড়ে তারে নিজ নারী
সহোদর আদি বন্ধুগণ।
শিষ্য দাস দাসীগণে ছাড়ে তারে ততক্ষণে
ধনহীন হয় যেই জন।
ভাগ্যবন্ত যেই নর চণ্ডাল বা দ্বিজবর
তাকে পূজা করে সর্ব্বজন।
দরিদ্র পুরুষ অতি লোকের নিন্দিত নীতি
মৃতবৎ সে যে অনুক্ষণ।
বড়ই আশ্চর্য্যতর ধনবন্ত যেই নর
নিষ্ঠুর বা কহে প্রিয়বাণী।
নির্গুণ বা গুণবান মূর্খ বা পণ্ডিত জ্ঞান
ভাগ্যবন্ত হেন তাকে জানি।
নিষ্ঠুর বা গুণহীন ধর্ম্মহীন প্রতি দিন
অতি মূঢ় হয় যেই জন।
তার যদি অতিশয় ধন থাকে সঞ্চয়
সেহ হয় পূজার ভাজন।

বড়ই আশ্চর্য্য হয় দরিদ্রতা দুঃখচয়
তাহাতে অধিক আশা দুখ।
আশা অভিভূত লোক সর্ব্বক্ষণ পায় শোক
কোন কালে নাহি তার সুখ।
আশার সেবক যে সকলের দাস সে (১)
ইহলোকে জানিয় নিশ্চয়।
আশাদাসী হয় যার সর্ব্বলোক দাস তার
এহি সত্য নাহিক সংশয়।
সাধুর অক্ষয় ধন মান্য হেন বোলে জন
আশা শত্রু করে মান্য নাশ।
ধিক ধিক জীবন জন্ম মোর অকারণ
দারিদ্র সমুদ্রে মোর বাস।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি শুনি দরিদ্র হইলে পুনি
মূর্খ হেন হয় সেই জন।
দরিদ্রতা মহাপাশে বন্দি হৈনু অনায়াসে
কোন জনে করিব মোচন।
বড়হি আশ্চর্য্য হয় দরিদ্রতা দুঃখচয়
এহাসম দুঃখ নাহি আর। (২)
তা হোতে অধিক ভার বহুপুত্র বহু দার
দুঃখ হেতু জনম আমার।

(১) মাঝে মাঝে দুই একটা শ্লোকে এরূপ ছন্দো দোষ ঘটিয়াছে।
(২) মূলে আছে;—"এহাসম নাহি মন দুঃখ।"

পয়ার।

এতেক বিলাপ করি দ্বিজ ভদ্রমতি,
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিল পুরাণ প্রভৃতি।
অন্ন সম্পত্তির হেতু ধর্ম্মের কারণ,
চিন্তা করিলেক বিপ্র হৈয়া একমন।
সকল দানের মধ্যে দিব্য ভূমিদান,
নিশ্চয় করিল বিপ্র দেখিয়া পুরাণ।
ধর্ম্মসাধি ভাগ্য পায় আর মনস্কাম,
দানের উত্তম দান ভূমিদান নাম।
যেই দান করি লোকে ইষ্টকাম পায়,
ভূমিদাতা গ্রাহী সেহ বিষ্ণুলোকে যায়।
এমত নিশ্চয় কৈল সেইত পণ্ডিত,
কৌশাম্ব নগরে গেল ভার্য্যার সহিত।
তথাতে স্থঘোষ নাম দ্বিজ ধনবান,
তার স্থানে মাগিল পঞ্চ হস্ত ভূমিদান।
ধার্ম্মিক স্থঘোষ দ্বিজ কুটুম্ব সহিত,
পূজা করি ব্রাহ্মণেরে করিল পিরীত।
তার পাছে হস্ত যোড় করি দ্বিজবরে,
কহিতে লাগিল ভদ্রশীলের গোচরে।
কৃতার্থ হইমু মুই শুন ভদ্রমতি,
সফল আমার জন্ম হইল সম্প্রতি।

কুল মোর পবিত্র হইল অতিশয়,
অনুগ্রহ আমারে করিলা মহাশয়।
নিশ্চয় আমার কুল পবিত্র হইল,
তোমা অনুগ্রহ হোতে শুন ভদ্রশীল।
ধর্ম্ম সুঘোষ হেন জানিয়া নিশ্চয়,
পূজা করিলেক ভদ্রশীলে অতিশয়।
তবেত সুঘোষ দ্বিজে জানিয়া প্রমাণ,
পঞ্চ হস্ত ভূমি তারে করিলেক দান।
পৃথিবী বৈষ্ণবী অতি পুণ্যের কারিণী,
বিষ্ণুর পালিতা ভূমি পরম পাবনী।
ভক্তি ভাবে ভূমি দান দেয় যেই জন,
তারে তুষ্ট হয় নিত্য দেব নারায়ণ।
এহি মন্ত্র পড়িয়া সুঘোষ মতিমান,
বিষ্ণু প্রীতি পূজা করি দিলা ভূমি দান।
সেই ভদ্রমতি বিপ্র বড়ই পণ্ডিত,
গ্রহণ করিয়া ভূমি হইলা পিরীত।
হরিভক্ত দ্বিজবর পণ্ডিত পাইয়া,
পঞ্চ হস্ত ভূমি তারে দিল উৎসর্গিয়া।
ভূমি দান ফলে সেই সুঘোষ ব্রাহ্মণ,
কোটী বংশ সমে গেল বিষ্ণুর ভবন।
ভদ্রমতি ব্রাহ্মণে পাইল যেই গতি,
তার কথা কহি এবে শুন মহামতি।

ঐশ্বর্য্য বাসনা হেতু মুক্তি না পাইল,
কুটুম্ব সহিতে যুগকোটী সুখে ছিল।
তার শেষে ভদ্রমতি ব্রহ্মার সদনে,
আছিল অযুত শত যুগ বন্ধু সনে।
তার শেষে ইন্দ্রপদ পাইয়া উত্তম,
পঞ্চকল্প করিলেক ভোগ অনুপম।
তার শেষে পৃথিবীতে হইলা নৃপতি,
অতুল ঐশ্বর্য্য হৈল উত্তম সন্ততি।
বিবিধ প্রকারে ভোগ করি সমুদিত,
বিষ্ণু পূজা করি করে কামনা রহিত।
জাতিস্মর ভদ্রমতি সর্ব্ব গুণবান,
বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণেরে দিলা ভূমি দান।
প্রসন্ন হইয়া হরি এতেক কারণে,
অতুল ঐশ্বর্য্য দিলা দেব নারায়ণে।
তার শেষে এক কোটী বংশের সহিত,
মুক্তিপদ দিলা হরি পরম বাঞ্ছিত।
শুন শুন দৈত্যেশ্বর ধর্ম্ম পরায়ণ,
তপস্যা করিতে চাহি মোক্ষের কারণ।
এহি হেতু মাগি আমি ভূমি তিন পাদ,
উৎসর্গিয়া দেও ভূমি না করি বিষাদ।
এতেক শুনিয়া বলি হৈল হৃষ্ট মন,
উৎসর্গিয়া দিতে ভূমি বসিলা তখন।

বামনের ভূমি দান দিবার কারণ,
জলপাত্র হাতে লৈল বলি মহাজন।
তত্ক্ষণে শুক্র তবে ভাবিয়া বিস্তর,
ভৃঙ্গারের ছিদ্র বন্ধ করিল সত্বর।
এ সব জানিয়া তবে দেব নারায়ণ,
বলি সম্বোধিয়া তবে বলিল বচন।
কুশ প্রবেশাই ছিদ্র করহ শোধন,
অভিমত হৈল বলি শুনিয়া বচন।
ছিদ্র মধ্যে করিলেক কুশেরে প্রবেশ,
সেই কুশা হইলেক ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ।
অব্যর্থ মহস্ত কোটি সূর্য্যের প্রকাশ,
ভার্গবের এক চক্ষু হইল বিনাশ।
তবে শুক্র স্থানে হরি করিলা আদেশ,
আজুকা অবধি তুমি এক চক্ষু শেষ।
তবেত সঙ্কল্প করি বলি গুণবান,
বামনেরে তিন পদ দিল ভূমি দান।
তবেত বামন রূপ হৈল বিশ্বম্ভর,
দুই পদে মহীতল ব্যাপিল সত্বর।
আর এক পদ ব্রহ্মাণ্ডেত তত্ক্ষণ,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অগ্রে অণ্ড করিল ভেদন।
সেই দ্বারে হরিপদ বাহিয়া সত্বর,
লোকের পাবন জল পড়িল বিস্তর।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া জলধারা অনুসারে,
ততক্ষণে পড়িলেক সুমেরু উপরে।
সেই জল সেকে ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
পবিত্র হইল আর যত তপোধন।
এ হেন দেখিয়া দেব আদি মুনিবর,
নারায়ণ স্তুতি সবে করিল বিস্তর।

স্তব।

নমস্ত পরমেশ্বর পরমাত্মা রূপ,
শ্রেষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠ তুমি অসংখ্য স্বরূপ।
অব্যাহত ক্রিয়া যক্ত তুমি সুখময়,
ব্রহ্মআত্মা ব্রহ্মবুদ্ধি তুমি সর্ব্বময়।
প্রমাণের অগোচর তুমি সনাতন,
সংসারের চক্ষু তুমি দেব নারায়ণ।
সংসার পালক তুমি সংসারের গতি,
সংসারের শিব তুমি করিয়ে প্রণতি।
এতেক শুনিয়া স্তুতি দেব দামোদর,
দেবরে অভয় বর দিলা গদাধর।
ইষদ্ হাসিয়া হরি কমল লোচন,
দেবগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
আপনার নিজ পদ পাইলা সকল,
এ ধলিয়া হাস্য করে দেব গদাধর।

বলিরে ছলিয়া তবে দেব নারায়ণ,
বসতির আজ্ঞা কৈলা পাতাল ভবন।
তার ভোগ কল্লিলেন ভকত বৎসল,
অন্তর্য্যামী নিরঞ্জন ব্যাপিছে সকল।
তবে সৌনকাদি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ,
সূত সম্বোধিয়া সবে বলিল বচন।
ঘোর ভয়ানক সর্প পাতাল ভবনে,
কিবা ভোগ কল্লিলেন দেব নারায়ণে।
এতেক শুনিয়া তবে সূত ঋষিবর,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
শুন মুনিগণ আমি কহি সেই কথা,
যে কর্ম্ম বলির ভক্ষ্য হয়ত সর্ব্বথা।
অনর্থক মন্ত্র সেবা করে না জানিয়া,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সেবা করে অশুচি হইয়া।
অপাত্রেত সেবা দান করে মূঢ় জন,
সেই ভোগ করিবেক দৈত্যের রাজন।
এ সব কর্ম্মের হয় অধঃপাত ফল,
বলিরে বলিলা তুমি যাও রসাতল।
দেবতারে করিলেক স্বর্গেত বসতি,
দেবতা সকলে পুনি করিলেক স্তুতি।
মুনি সকলেহ স্তুতি করিল বিস্তর,
গন্ধর্ব্বে উত্তম গীত গাহিল সত্বর।

পুনরপি নারায়ণ হইলা বামন,
আশ্চর্য্য দেখিলা তবে যত মুনিগণ।
সকল ব্যাপক হরি বামন হইয়া,
তপস্যা করিতে গেলা মোহ জন্মাইয়া।
এহিরূপে বিষ্ণুপদে গঙ্গার জনম,
যাহার স্মরণে পুণ্য হয় অনুপম।
শত যোজনের পথ থাকিয়া অন্তর,
গঙ্গা গঙ্গা হেন বাক্য বোলে যেই নর।
সর্ব্বপাপ হোতে মুক্ত হয় সেই ক্ষণ,
অনায়াসে বিষ্ণুপুরে করয়ে গমন।
দেবতার গৃহে কিবা আপনা ভবনে,
এহি অধ্যায় পঠে শুনে যেই সাধুজনে।
ভক্তিভাবে শুনে যেবা হৈয়া একমন,
অশ্বমেধ সহস্রেক কর্ত্তা সেই জন।
ব্যাখ্যান করয়ে যেবা হৈয়া সাবহিত,
পুনি তার জন্ম নহে জানিয় নিশ্চিত।
শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাণিক্য নৃপবর,
পরম বৈষ্ণব রাজা পৃথিবী ভিতর।
পুরাণের অর্থ লোকে বুঝিতে কারণ,
আজ্ঞায় করিল রাজা পাচালী রচন।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
সর্ব্বলোকে বুঝিবারে করিল প্রচার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে [illegible] অধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নৈমিষ কানন বাসী যত মুনিগণ,
সূত সম্বোধিয়া পুনি বলিলা বচন
দানপাত্র দানকাল প্রতিগ্রহ জন,
এহি সব বিবেচিয়া কহ মহাজন।

দানকর্ত্তা ও দানপাত্র।

ই কথা শুনিয়া তবে সূত মুনিবর,
ঋষি সব সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
শুন শুন মুনিগণ আমার বচন,
দানকর্ত্তা দানপাত্র হয় যেই জন।
সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান,
ব্রাহ্মণের হস্তে দিব যত যত দান।
ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নহে গ্রহণ উচিত,
দানের অপাত্র কহি শুন সমুদিত।
দম্ভাচারী দম্ভময় যেই জন হয়,
বেদ দেব ব্রাহ্মণের সে হিংসা করয়।
আশ্রম আচার হীন করে পরদার,
আর যেবা করে পর দ্রব্য অপহার।
অসূয়া যাহার যেবা নক্ষত্র পাঠক,
নিত্য ভিক্ষা করে যেবা অযাজ্য যাজক

মায়া যুক্ত ধূর্ত্ত যেবা লোকের হিংসক,
বঞ্চনা করয়ে যেবা বিশ্বাস ঘাতক।
নামের বিক্রয় করে বেদের বিক্রয়,
স্মৃতির বিক্রয় করে যেবা তমোময়।
ধর্ম্মের বিক্রয় করে পরের পীড়ন,
আপনার লোকে যারে করয়ে নিন্দন।
এহি আদি আছে যত অপাত্র সকল,
তাহারে করিলে দান হয়ত নিষ্ফল।
এহি সকলের হাতে দানের করণ,
কদাচিত না করিব বুদ্ধি মন্ত জন।
সন্ত কর্ম্ম করে যেবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্ম করে যেবা করে দেবতা পূজন।
বৃত্তিহীন হয় যার কুটুম্ব বিস্তর,
শ্রোত্রিয় দরিদ্র যেবা হয় দ্বিজবর।
এহি সকলেরে দান করিব যতনে,
দরিদ্রেরে দান দিবা মোক্ষের কারণে।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক তরিবারে রাজা করিলেন মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
আজ্ঞায় করিল রাজা প্রবন্ধ পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে দ্বাদশাধ্যায়ঃ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুনর্ব্বার ঋষি সবে তাকে জিজ্ঞাসিল,
পূর্ব্বে ভগীরথে গঙ্গা কেমতে আনিল।
গঙ্গার মহিমা রাজা জানিল কেমতে,
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তোমা হতে।
সূত মহামুনি যদি এ সব শুনিল,
মুনিগণ সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল।

ভগীরথোপাখ্যান।

সাধু সাধু তুমি সব অতি শুদ্ধমতি,
তেকারণে করিয়াছে গঙ্গাতে ভকতি।
গঙ্গার মহিমা শুনি ভাল গতি পায়,
তাহা বিবরিয়া কহি শুন সদাশয়।
পূর্ব্বে নারদেত সনৎকুমারে পুছিল,
এহি পুণ্য কথা সব নারদে কহিল।
এহি কথা শুনি সব পাপ হয় ক্ষয়,
ব্রহ্মবধ যেবা করে সেহ শুদ্ধ হয়।
যার উপদেশ পাইয়া রাজা ভগীরথে,
যেন মতে আনিলেক গঙ্গা পৃথিবীতে।

ভগীরথ মহারাজা দিলীপ নন্দন,
সপ্তদ্বীপ বসুমতী করিল শাসন।
সত্য পরায়ণ রাজা জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম,
নিরন্তর যজ্ঞ করে সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম।
চন্দ্রসম কান্তি ধরে রূপেত মদন,
ধৈর্য্যে হিমগিরি যেন অতি সুলক্ষণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সর্ব্বলোক হিত,
ঐশ্বর্য্যে অধিক রাজা জগত পূজিত।
অতিথি পূজয়ে রাজা পূজে গদাধর,
পরাক্রমে অতিশয় গুণের সাগর।
সর্ব্বগুণে অনুপাম রাজা পৃথিবীতে,
যমরাজা আসিলেক তাহ্নে সম্ভাষিতে।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া রাজা বিনয় করিয়া,
যমেরে প্রণাম কৈলা ভূমিতে পড়িয়া।
ভক্তিভাব করি তাহ্নে দিলেক আসন,
করযোড় করি রাজা বলিল বচন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত কিছু তোমার বিদিত,
তোমা আগমনে আমি হৈল হরষিত।
তুমি মহাভাগ আইলা মোর ভাগ্যবশে,
কি করিব উপকার দেবের মানুষে।
রাজার বচন শুনি রবির নন্দন,
করুণা হইয়া কহে মধুর বচন।

ধার্ম্মিক উত্তম তুমি জানে ত্রিভুবনে,
তোমা দেখিবারে আসিয়াছি তে কারণে।
ধর্ম্মপথে থাকি যেবা প্রাণিহিত করে,
গুণলোভে দেব আইসে তাকে দেখিবারে।
যশ নীতি যেই স্থানে বিনয় বৈভব,
শান্ত জন আইসে তথা আর দেব সব।
তুমি হেন জন নাহি সর্ব্বলোক হিত,
আমি সবে বাঞ্ছা করি তোমার পিরীত।
রহিলেক ধর্ম্ম রাজা এ সব বলিয়া,
পুনি ভগীরথে কহে প্রণতি করিয়া।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত কিছু তোমার বিদিত,
সমভাগ কর তুমি যার যে উচিত।
এক বর মাগি আমি প্রণতি করিয়া,
যতেক জিজ্ঞাসি তাহা কহ বিবরিয়া।
কতেক প্রকারে ধর্ম্ম কেবা ধর্ম্মবান,
কতেক নরক হয় কার কোন্ স্থান।
কারে দণ্ড কর তুমি কারে উপরোধ,
তোমা স্থানে মাগি আমি তাহার প্রবোধ।
এতেক শুনিয়া যমে সাধুবাদ করি,
কহিতে লাগিলা তবে সকল বিবরি।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম আর যার যেই গতি,
তার তত্ত্ব কহি আমি শুন নরপতি।

নানা ধর্ম্ম আছে স্বর্গভোগের সাধক,
পাপিষ্ঠের প্রতি তেন বহুল নরক।
দশ লক্ষ বৎসরেহ না পারি কহিতে,
সংক্ষেপে কতেক কহি শুন সাবহিতে।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিলে মহাপুণ্য হয়,
পণ্ডিত ব্রাহ্মণে পুনি পাইলে অক্ষয়।
কুটুম্ব বহুল থাকে আর গুণবন্ত,
তারে বৃত্তি দিলে ফল শুন মতিমন্ত।
জনকের জননীর কোটিকুল লৈয়া,
আকল্প বিষ্ণুর পুরে বসতি করিয়া।
নানা সুখ ভোগ করি তার অবসানে.
সে জনে নির্ব্বাণ পদ পায় ততক্ষণে।
পৃথিবীর ধূলি আর বরিষণ কণা,
যদি বা করিতে পারে তাহার গণনা।
বিপ্র স্থাপনের ফল না পারি কহিতে,
বিধাতা হ পুনি তারে না পারে গণিতে।
সর্ব্ব দেবময় বিপ্র আছয়ে ঘোষণা,
তারি বৃত্তি ফল কহিবেক কোন জনা।
নিরন্তর ব্রাহ্মণেরে সেবা করে চিত্ত,
সর্ব্ব যজ্ঞ তীর্থ ফল সে পায় নিশ্চিত।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দেও হেন সেবা বলে,
সেই তার ফল পায় জানিহ সংসারে।

বিশেষ বিশেষ সৎকার্য্যের
ফল কীর্ত্তন।

তড়াগ করায় কেহ আপনে বা করে,
তার ফল কি কহিব নিযুত বৎসরে।
পঞ্চকোটি কুল লৈয়া সে যে মহাজন,
আকল্প ভুঞ্জিয়া মুক্ত হয় ততক্ষণ।
শ্রান্ত হৈয়া জল যদি পথিকে পিয়য়,
তড়াগ কর্ত্তার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়।
কূপ করি এক দিন যেবা জল রাখে,
শতেক বৎসর সেহ স্বর্গ লোকে থাকে।
যে তার সহায় হয় আপনা শকতি,
সেহ তার ফল পায় যে দেয় যুকতি।
তড়াগ মৃত্তিকা যেবা তিল সম হরে,
পাপ কোটি ছাড়ি সেহ স্বর্গবাস করে।
বিষ্ণুর শিবের কিবা আর দেবস্থান,
কেহো বা করায় কেহো করয়ে নির্ম্মাণ।
তার পুণ্যফল কহি শুন সাবধানে,
মায়ের বাপের লক্ষ কোটি কুল সনে।
তিন কল্প বাস করি বিষ্ণুর ভবনে,
সেই স্থানে মুক্ত হয় তার অবসানে।
দেবতার স্থান যেবা মৃত্তিকায় করে,
তার পুণ্য ফল কহি শুন নৃপবরে।

মায়ের বাপের কোটি কুলের সংহতি,
তিনকল্প বিষ্ণুপুরে করয়ে বসতি।
ততক্ষণে মুক্ত হয় তার অবসানে,
তাহার দ্বিগুণ ফল কাষ্ঠগৃহ দানে।
তার তিনগুণ হয় ইটানে রচিলে,
চারিগুণ পাষাণের শুন মহীপালে।
ফটিকের দশগুণ হয়ত নিশ্চিত,
শতগুণ ফল হয় তাম্রের রচিত।
স্ুবর্ণে রচিলে কোটিগুণ ফল হয়,
তোমাতে কহিল আমি এ সব নিশ্চয়।
তড়াগ দেবতা গৃহ আরাম উদ্যান,
পুনি পরিষ্কার করে যেই ভাগ্যবান।
কর্ত্তার সমান ফল পায় সেই নরে,
বিষ্ণুর ভবনে সেহ সুখ ভোগ করে।
বিত্ত না লইয়া যেবা করে উপকার,
পৃথিবীতে কেবা আছে সমান তাহার।
আপনার শত কোটি কুলের সহিত,
নারায়ণ সঙ্গে বৈসে হৈয়া হরষিত।
বৈভবের অনুরূপ যদি করে কর্ম্ম,
তুষ্ট হয় নারায়ণ পায় বহু ধর্ম্ম।
ধনবন্তে শিলা দিয়া দেবতা ভবন,
দরিদ্রে বা মৃত্তিকায় করয়ে রচন।

ধনবন্ত নির্ধনের সম ফল হয়,
ধর্ম্মের এমত রূপ কহিল নিশ্চয়।
ধনবন্তে এক গ্রাম যদি করে দান,
নির্ধনের এক হস্ত তাহার সমান।
সধনের যেন মত তড়াগ খনন,
নির্ধনের তেন কূপ পুণ্যের কারণ।
যে করে আরাম আর প্রাণি-উপকার,
অন্তকালে যায় সে যে সদনে ব্রহ্মার।
এক বৃক্ষ রোপে যদি লোকের কারণে,
তিন কুল লৈয়া যায় ব্রহ্মার সদনে।
গরু আর ব্রাহ্মণ বা আর কোন্ জন,
ক্ষণমাত্র ছায়া যদি করয়ে সেবন।
সেই জনে সেই বৃক্ষ করয়ে রোপণ,
তার পুণ্য ফলে করে স্বর্গ আরোহণ।
পুষ্করিণী দেব গৃহ আর উপবন,
দান যেবা করে তারে পূজে নারায়ণ।
দেবের নিমিত্তে কিবা লোকের কারণ,
পুষ্প বন করে, তার শুন বিবরণ।
যত পুষ্পপত্র তত বৎসর গণনে,
স্বর্গবাস করে শত কোটি কুল সনে।
যেই জনে আবরিয়া রাখে উপবন,
দুই যুগ বৈসে সে যে ব্রহ্মার সদন।

কণ্টকে বা যদি কেহ আরাম আবরে,
সেহ পুনি যুগ শত স্বর্গবাস করে। (১)
আর ধর্ম্ম কহি রাজা শুন সাবধানে,
যত যত পুণ্য হয় তুলসী রোপণে।
মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ সপ্ত কোটি কুল,
পরম হরিষে সব করিয়া সঙ্কুল।
শতকল্প বৈসে সে যে যথা নারায়ণ,
যেই ভাগ্যবন্তে করে তুলসী রোপণ।
তুলসীর মৃত্তিকায় তিলক যে করে,
উত্তম নয়ন সে যে ললাটেত ধরে।
হিমকর কলা বসে শিরেত তাহার,
আপনে পার্ব্বতী বসে বাম অঙ্গে তার।
তুলসী মূলের তৃণ যত দূর করে,
তত পরিমাণ ব্রহ্ম বধ পাপ হরে।
অল্পমাত্র জল দিয়া গণ্ডূষ প্রমাণে,
তুলসীর সেক করে যেই ভাগ্যবানে।
তার পুণ্য ফল কহি শুন মহীপতি,
আচন্দ্র তারক বাস বিষ্ণুর সংহতি।
কোমল তুলসীদল ব্রাহ্মণেরে দিয়া,
বিষ্ণুপুরে যায় তিন কুল সঙ্গে লৈয়া।

(১) এই পংক্তিটী দুর্ব্বোধ। "যদি কোন ব্যক্তি কণ্টকদ্বারাও আবৃত করিয়া আরাম স্থান নির্দ্দেশ করে" এইরূপ অর্থ করিলে কতকটা বুঝা যায়

তুলসীর কাষ্ঠ কিবা পত্র কর্ণে ধরে,
পাতকের শক্তি তারে কি করিতে পারে
তুলসীর বৃক্ষ যদি কণ্টকে আবরে,
উত্তম প্রকারে কিবা বেড়য়ে তাহারে।
ভিন্নে ভিন্নে তার ফল শুনহ রাজন,
যত দিন রহে কণ্টকের আবরণ।
পরম হরিষ হৈয়া তিন কুল সনে,
তত যুগ বাস করে ব্রহ্মার সদনে।
তুলসীর বেড়া যদি করে ভাল রীতি,
তিন কুল সনে পায় সারূপ্য মুকতি।
তুলসীর দলে যেবা পূজে জনার্দ্দন,
ব্রহ্মলোক পায় পুনি নাহি আগমন।
তুলসীর পুরাণের যতেক মহিমা,
তাহার সমান নাহি দিবারে উপমা।
তুলসীর সেবা করে মুক্তির কারণ,
গোবিন্দ দেবের আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন।
নারায়ণ তুষ্ট হয় পাপ হয় ক্ষয়,
এমত তুলসী সেবা কেনে না করয়।
যজ্ঞ দান দেব পূজা যত ইতি কর্ম্ম,
নির্ধন পুরুষ হৈয়া কি করিব ধর্ম্ম।
তুলসীর তল ভূমি করিয়া লেপন,
অনায়াসে কর সবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

তুলসীর মৃত্তিকায় তিলক করিয়া,
ভবসিন্ধু সুখে তর হরষিত হৈয়া।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ দেব রাজার আজ্ঞায়,
তার পর কথা কহি শুন মহাশয়।
দ্বাদশী পূর্ণিমা দুই তিথির প্রধান,
দুগ্ধ দিয়া করাইব গোবিন্দেরে স্নান।
সহস্রেক দশগুণ কুলের সংহতি,
সেই পুণ্যে পায় হরি সাযুজ্য মুকতি।
প্রস্ত পরিমাণ দুগ্ধে কেশবের স্নানে,
এহি মত ফল পায় সেই ভাগ্যবানে।
দ্বাদশীয়ে ঘৃত স্নানে এহি পরিমাণে,
বিষ্ণুর সাযুজ্য পায় তিন কুল সনে।
এহি মত ফল পায় একাদশী দিনে,
পঞ্চামৃত সন্নিধানে কেশবের স্নানে।
একাদশী পৌর্ণমাসী দ্বাদশী পাইয়া,
নারিকেল জলে হরি স্নান করাইয়া।
শত জন্ম পাপ দূর করি হরষিতে,
বিষ্ণুপুরে বৈসে দুই কুলের সহিতে।
দুগ্ধে ইক্ষুরসে বিষ্ণু স্নান করাইয়া,
যত পুণ্য পায় তার শুন মন দিয়া।
দশগুণ সহস্রেক কুল সঙ্গে করি,
পরম হরিষে থাকে যথা বসে হরি।

করায় গোবিন্দ স্নান দিয়া গন্ধ জল,
কিবা পুষ্প জল দিয়া শুন তার ফল।
ভক্তি ভাবে এহি কর্ম্ম করে যেই নর,
স্বর্গে অধিকারী হয় শতেক বৎসর।
বস্ত্রের ছাকিয়া জলে কেশবের স্নানে,
পাপ ছাড়ি শতবর্ষ বৈসে স্বর্গ স্থানে।
সংক্রান্তিতে দুগ্ধ স্নান করাইয়া হরিরে,
একুশ পুরুষ লৈয়া বসে বিষ্ণুপুরে।
শুক্ল পক্ষ পাইয়া চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী,
একাদশী রবিবার দ্বাদশী পঞ্চমী।
পৌর্ণমাসী আর চন্দ্র সূর্য্য উপরাগ,
মন্বন্তরা যোগাদ্যার তিথির বিভাগ।
অর্দ্ধোদয় ব্যতীপাত যদি বা বৈধৃতি,
প্রেতপক্ষ ত্রয়োদশী মঘার সংস্থিতি।
পুষ্যা হস্তা সক্তা যদি রবির বাসরে,
রোহিণী পাইলে বুধবার শনিচরে।
অশ্বিনী পাইলে পুনি বুধ শনিবারে,
অনুরাধা যোগ কিবা বুধবারে ধরে।
রবি সোম বাসরেত যদি বা শ্রবণা,
বৃহস্পতিবারে কিবা হস্তার ঘটনা।
রেবতী নক্ষত্র যদি শুক্রের বাসরে,
এ সব কালেত কর্ম্ম ভাগ্যবন্তে করে।

দুগ্ধ দিয়া হরি হর স্নান করাইয়া,
সেই ফল পায় কহি শুন মন দিয়া।
পাপ বিমোচিত হৈয়া পাইয়া যজ্ঞফল,
একুশ পুরুষ সঙ্গে বিষ্ণুর বাসর।
আকল্প বসতি করি তার অবসানে,
যোগীর দুর্ল্লভ পায় পরম নির্ব্বাণে।
একে একে ঘৃত মধু দধি সন্নিধান,
এহিমত ফল পায় করাইয়া স্নান।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি সোমবারে পাইয়া,
দুগ্ধ দিয়া শঙ্করের স্নান করাইয়া।
নারিকেল জলে যদি সোমের বাসর,
সপ্তমী পাইয়া স্নান করায় শঙ্কর।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী অষ্টমীর লাভে,
ঘৃত মধু স্নান করাইয়া ভক্তিভাবে।
শিবপুরে গিয়া পায় সাযুজ্য মুকতি,
পুষ্প ফল জল স্নান শুন নরপতি।
শিব স্নান করাইয়া সোমের বাসরে,
এক শত কল্প সুখে স্বর্গবাস করে।
হরি হর স্নান তিল তৈলে করাইয়া,
সারূপ্য মুকতি পায় তিন কুল লৈয়া।
ইক্ষুরসে যেবা স্নান করায় শঙ্কর,
কৈলাসে তার সঙ্গী শুন নৃপবর

সাত কোটি কুল সঙ্গে পরিহরি শোক,
আকল্প বসতি করে শঙ্করের লোক।
উত্থান দ্বাদশী দিনে ঘৃত দুগ্ধ দিয়া,
শঙ্করের স্নান ফল কহি বিবরিয়া।
অযুত জন্মের পাপ ছাড়ি শিবপুরী,
হরষিতে যায় কোটিকুল সঙ্গে করি।
কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষে দ্বাদশীর দিনে,
ভক্তিভাবে দুগ্ধ দিব কেশবের স্নানে।
অযুত জন্মের যত পাপ পরিহরি,
মুক্তিপদ পায় কোটি কুল সঙ্গে করি।
কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী পাইয়া ভাগ্যবান,
মধু প্রস্থে করাইয়া গোবিন্দের স্নান।
শত কোটি কুল সঙ্গে মিশায় হরিতে,
সংক্ষেপে স্নানের ফল কহিনু তোমাতে।
মনোহর গন্ধপুষ্প দিয়া উপহার,
হরি হর পূজি পায় সারূপ্য অপার।
শিব নারায়ণ পূজে দিয়া পদ্মফুল,
বিষ্ণুপুরে যায় সে যে লৈয়া তিন কুল।
কেতকীয়ে বিষ্ণু পূজে ধুতুরায় হর,
সর্ব্বপাপ ছাড়ি বৈসে মেরুর উপর।
শিবেরে অর্কের ফুলে হরিরে চম্পকে,
পূজা করি যায় সুখে সেই সেই লোকে।

জাতি পুষ্পে শিব পূজে চম্পকে হরিরে,
পাপ ছাড়ি এক যোগ বসে বিষ্ণুপুরে।
কাকোলী কুসুম ফুলে বক ফুলে আর,
শিব আরাধিয়া পায় সারূপ্য অপার।
মনোরম প্রস্থ পুষ্প সমীপত্র দিয়া,
সর্ব্বকাম পায় হরি হর আরাধিয়া।
অপামার্গ পত্র দিয়া পূজিলে মহেশ,
শিবেত মিশায় চতুর্দ্দশীতে বিশেষ।
হরি হর পূজা করে সঘৃত গুগ্‌গুলে,
সর্ব্বপাপ হোতে মুক্ত হয় তার ফলে।
তিল তৈল দীপ দিলে শিব নারায়ণ,
তুষ্ট হৈয়া করে তার কামনা পূরণ।
ঘৃত দীপে পূজে যেবা শিব চক্রপাণি,
গঙ্গাস্নান ফল পায় পাপ নাশে পুনি।
তিলে কিবা ঘৃতে পাত্র পরিপূর্ণ করি,
মহাদীপ দানে আরাধিয়া হর হরি।
যত ফল পায় তাহা শুন এক মনে,
সকল পাতক নাশ করিয়া তখনে।
বহুল সম্পদ পাইয়া পরিহরি শোক,
একুশ পুরুষ লৈয়া যায় সেই লোক।
মিষ্ট অম্ল ফল মূল উপহার দিয়া,
ভকতি করিয়া হরি হর আরাধিয়া।

চল্লিশ পুরুষ লৈয়া পরম হরিষে,
হরি হর স্থানে যায় সেই পুণ্যবশে।
মিষ্ট দ্রব্য দিয়া করে বিপ্রেরে পূজন,
বিষ্ণুপদ পাইয়া তার নাহি আগমন।
অন্নদান ফল শুন দিলীপ নন্দন,
এহি দানে গর্ভবধ পাপ বিমোচন।
অন্নমূলে বল বীর্য্য অন্নমূলে প্রাণ,
অন্নদানে হয় প্রাণ দানের সমান।
প্রাণ দান যে করিল সে বা কিনা দিল,
অতএব অন্ন দিলে সর্ব্বদান কৈল।
অযুত বংশের সনে ব্রহ্মার সদন,
অন্নদান দিয়া সে যে করয়ে গমন।
সকল কামনা পূরে অন্নদান ফলে,
নরক না দেখে তার দশ শত কুলে।
মহাপাপ আদি করি যতেক পাতক,
অন্ন জল দানে হয় তাহার নাশক।
জলপান করি তুষ্ট হয় ততক্ষণ,
তে কারণে অন্ন হতে জল বিলক্ষণ।
ভক্তিভাবে অতিথিরে করে অন্ন দান,
মুক্তিপদ পায় সে যে পুরুষ প্রধান।
তৈল দিয়া অতিথির পাও চাপে যে,
গঙ্গাস্নান আদি তীর্থ ফল পায় সে।

ব্রাহ্মণেরে তৈল যেবা অভ্যঙ্গ করায়,
শত বৎসরের গঙ্গাস্নান ফল পায়।
রোগযুক্ত ব্রাহ্মণেরে যে করে পালন,
কোটী কুল লৈয়া যায় ব্রহ্মার ভবন।
যেই জনে পালে রোগযুক্ত এক জন,
তার মনোরথ পূরে দেব জনার্দ্দন।
সর্ব্বভাবে করে যেবা আত্মার সহিত,
সকল অভীষ্ট লাভ সকল বাঞ্ছিত।
ভক্তি করি ব্রাহ্মণেরে দিলে স্থান খানি,
সর্ব্ব দেব সনে তুষ্ট দেব চক্রপাণি।
ধেনু দান করে যদি পাইয়া বেদ রীত,
বৈকুণ্ঠেত যায় পুনি না আইসে ভূমিত।
ধেনু দান লৈয়া পুনি যদি করে দান,
আমি কি কহিব তার পুণ্যের বাখান।
যে করে কপিল দান বেদজ্ঞ বিপ্ররে,
পাপ ছাড়ি সে মিশায় শিবের শরীরে।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যদি মিলে ভাগ্যবশে,
তাহারে উভয় মুখি দেয় যে পুরুষে। (১)
তাহার পুণ্যের সংখ্যা কে করিতে পারে,
আমিহ কহিতে নারি শতেক বৎসরে।

---

(১) এই পংক্তিটী ক্ষেপক।

ভয়যুক্ত জনেরে যে দেয়ন্ত অভয়,
তার যত পুণ্য হয় শুন মহাশয়।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি এক দিগে করি,
ভীত পরিত্রাণী আর দিগে তুলা করি।
যজ্ঞ সব হোতে ভার হয় অতিশয়,
ভয় পরিত্রাণী (১) জন জানিয় নিশ্চয়।
ভয়যুক্ত বিপ্রেরে যে দেয়ন্ত অভয়,
শত বৎসরের গঙ্গা স্নান ফল হয়।
জানিয় এ সব কর্ম্ম ধর্ম্মের প্রধান,
যে করে অভয় দান সে যে ভাগ্যবান।
কুল সনে রুদ্র লোকেঁ যায় বস্ত্র দানে,
হেম দানে যায় পুনি বিষ্ণুর ভবনে।
কন্যা দানে যায় পুনি ব্রহ্মার সদন,
পণ্ডিত পাত্রেত দিলে অতি বিলক্ষণ।
অলঙ্কার দিয়া যদি কন্যা দান করে,
একশত কুল লৈয়া বৈসে ব্রহ্মপুরে।
আষাঢ়ী কার্ত্তিকী দুই পূর্ণিমা প্রধান,
তাহাতে শঙ্কর প্রীতে করি বৃষ দান।
সাত জন্ম পাপ ছাড়ি রুদ্র রূপ ধরি,
সত্তরী কুলের সঙ্গে যায় শিবপুরী।

(১) পরিত্রাতা।

যে করয়ে শিব প্রীতে মহিষ উৎসর্গ,
নরক না দেখে সে যে চলি যায় স্বর্গ।
তাম্বূলের দান ফল শুন বিশারদ,
বিষ্ণুর প্রসাদে তার অখিল সম্পদ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু দিয়া অনায়াসে,
দেবতার এক যুগ স্বর্গলোকে বসে।
চন্দ্রের ভবন পায় ইক্ষু দান করি,
গন্ধ পুষ্প ফল দানে যায় ব্রহ্মপুরী।
গুড় ইক্ষুরস দান করে যেই জন,
পাপ বিনাশিয়া যায় বিষ্ণুর ভবন।
বিদ্যাদান মহীদান আর গরুদান,
এহি তিন অতিশয় শাস্ত্রের বাখান।
তিলদানে হয় ঘোর নরক উদ্ধার,
তোমাতে কহিল আমি এহি তত্ত্বসার।
তাহাতে অধিক জান জ্ঞানদান যদি,
সাযুজ্য মুকতি পায় সেই দানে পুনি।
হিংসা কোপ মিথ্যা আদি ছাড়ে যেই জন,
সেহ মুক্তিপদ পায় শাস্ত্রেত ঘোষণ।
ব্রহ্মলোকেত সুখে বৈসে ধান্য দিলে,
উপপাতক ছাড়ে কাষ্ঠদান কৈলে।
ব্রহ্মাণ্ড কোটির দানে যে ফল যুয়ায়,
শিবলিঙ্গ দানে শুন সেই ফল পায়।

আপনে সাক্ষাতে শিলা রূপে ভগবান,
পৃথিবী সমান হয় শিলাচক্র দান।
পর দত্ত মঠে যদি দীপ দান করে,
গঙ্গাস্নান ফল যত পায় সেই নরে।
কাঞ্চনে জড়িত রত্ন করিয়া প্রদান,
মণিদানে পায় তবে পরম নির্ব্বাণ।
ধ্রুবলোক পায় যেবা হীরা দান করে,
প্রবালের দানে যায় অমর নগরে।
বৈদূর্য্য মণির দানে রুদ্রলোক পায়,
মুক্তা দান কৈলে পুনি সোমলোকে যায়।
পদ্মরাগ মণি দানে বৈদূর্য্য সমান,
সুখ ভোগ করে দিয়া অলঙ্কার দান।
দোলা দান করি চড়ে বিমান উপরে,
রুদ্রলোক পায় গরু তৃণ যে আহরে।
লবণের দানে পায় বরুণ ভবন,
তোমাতে কহিল এহি দান বিবরণ।
কাম ক্রোধ লোভ আদি আর পরনারী,
পর অপবাদ দোষ দূরে পরিহরি।
আশ্রম উচিত আর বর্ণের উচিত,
যার সেই কর্ম্ম হয় শাস্ত্রের কথিত।
সাধুর সঙ্গম পরহিত উপদেশ,
প্রাণী মাত্র হিতহেতু করুণা বিশেষ।

দেব গুরু বিপ্র সেবা যত সুচরিত্র,
এহি সব কর্ম্ম করে হইয়া পবিত্র।
না দেখে নরক কভু পায় মুক্তিপদ,
বেদের নিন্দিত কর্ম্ম ছাড়িলে সম্পদ।
দান না লইলে পুনি যাতনা না পায়,
নারায়ণ পূজা করি ব্রহ্মলোকে যায়।
বুদ্ধিহীন বিপ্র যদি মরে কোহ্ন স্থান,
তাহারে দহন করে পুরুষ প্রধান।
দশ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান,
সেই ফল খানি পায় শুন মতিমান।
পত্র পুষ্প জল দিয়া করিয়া যতন,
সেবাহীন শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন।
ভিন্নে ভিন্নে তার ফল শুন নৃপবর,
গণ্ডূষ প্রমাণ জলে স্নাপিয়া শঙ্কর।
আমি কি কহিব শিব সেবার কাহিনী,
লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় পুনি।
আরাধিলে শিবলিঙ্গ দিয়া পত্র ফুল,
কোটী অশ্বমেধ তার হয় সমতুল।
নানাবিধ ভক্ষ্যে মহাদেব আরাধিয়া,
সাযুজ্য মুকতি পায় না আইসে ফিরিয়া।
সেবাহীন বিষ্ণু যেবা করে আরাধন,
তার বিবরণ শুন দিলীপ নন্দন।

জলে স্নান করাইয়া পরিহরি শোক,
সত্তরী কুলের সঙ্গে যায় বিষ্ণুলোক।
আরাধন করে যদি দিয়া পত্র ফুল,
হরিলোক পায় লৈয়া দুই শত কুল।
ভক্ষ্য ভোজ্যে আরাধিয়া কমল লোচন,
কোটী কুল সঙ্গে হয় ভব বিমোচন।
শঙ্করের কিবা আর বিষ্ণুর আগার,
ভাঙ্গা টুটা যোড়াইয়া করে পরিষ্কার।
তিন কুল সঙ্গে করি পরিহরি ক্লেশ,
আকল্প বৈকুণ্ঠে বৈসে মুক্তি পায় শেষ।
দেবতার গৃহ সেবা করয়ে মার্জ্জন,
তার ফল মন দিয়া শুনহ রাজন।
যত ধূলিকণা হয় মার্জ্জনী শোধিত,
তত যুগ বসে সে যে বিষ্ণুর পুরীত।
বাসুদেব গৃহ কিবা গোচর্ম্ম প্রমাণ,
যে লেপে তাহার ফল শুন মতিমান।
যত ধূলি কণা তিতে করিতে লেপন,
ততেক জন্মের পাপ ছাড়ে ততক্ষণ।
গন্ধ জল দিয়া যদি দেবতার স্থান,
সিক্ত করে তার ফল শুন সাবধান।
সেকের কারণে যত ধূলি পায় ক্ষয়,
ততেক সহস্র কল্প বিষ্ণু সম হয়।

গৈরিক হিঙ্গুল আদি ধাতুর প্রকার,
কিবা মৃত্তিকায় দেব গৃহ পরিষ্কার।
তার ফলে দুই শত কুলের সংহতি,
এক যুগ বসে যথা বিষ্ণুর বসতি।
পিষ্টকের গুড়ি দিয়া চিত্র সন্নিধান,
দেব গৃহ চিত্র করে যেই ভাগ্যবান।
গুণ্ডিকার কণা সম যুগ পরিমাণে,
সহস্র বৎসর থাকে বিষ্ণুর সমানে।
স্বস্তিক মুলাকা যুক্ত করি সন্নিধান,
বিষ্ণুর গৃহেতে যদি করে দীপদান।
তাহার পুণ্যের সংখ্যা কে করিতে পারে,
আমিহ কহিতে নারি শতেক বৎসরে।
হরি হর গৃহ অধিষ্ঠিত দীপদানে,
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় প্রতিদিনে।
পূজিত শঙ্কর হরি নমস্কার করে,
শতেক বৎসর সেহ বৈসে বিষ্ণুপুরে।
তিন প্রদক্ষিণ যেবা করে গোবিন্দেরে,
সকল পাতক ছাড়ি ইন্দ্র পদ ধরে।
প্রদক্ষিণ করে যদি বিষ্ণুর অগ্রেতে,
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় সুনিশ্চিতে।
শিবের দক্ষিণ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া,
অর্দ্ধচন্দ্র প্রদক্ষিণ করিব ফিরিয়া।

এক প্রদক্ষিণে ব্রহ্মবধ পাপ ক্ষয়,
দুই প্রদক্ষিণে রাজ রাজেশ্বর হয়।
তিন প্রদক্ষিণ কৈলে পায় ইন্দ্রপদ,
শিবের প্রসাদে তার নাহিক আপদ।
নারায়ণ স্তুতি কৈলে পাপ বিমোচিত,
সকল সম্পদ হয় যার যে বাঞ্ছিত।
দেবের আলয় পাইয়া যদি নৃত্য করে,
হরিগুণ গাহে কিবা সুললিত স্বরে।
ভিন্ন ভিন্ন তার ফল শুন নৃপবর,
এক জন হয় ইন্দ্রগণের ঈশ্বর।
আর জন এক কল্প গন্ধর্ব্বের পতি,
অষ্ট কল্প সনে শেষে দোহান মুকতি।
মুখ বাদ্য করে যেবা দেবতার স্থানে,
সেই স্বর্গে চলি যায় উত্তম বিমানে।
মৃদঙ্গ ডিণ্ডিম ভেরী পটহ বিশাল,
ঢাক ঢোল পঞ্চশব্দী কাংস্য করতাল।
এতি সব বাদ্য তুষ্ট হয় চক্রপাণি,
তার ফলে পায় শত স্বর্গের কামিনী।
নিখিল সম্পদ পাইয়া পরম হরিষে,
সকল দেবের লোকে পঞ্চকল্প বৈসে।
দেবতার আগমত শঙ্খরব করি,
সকল সহিতে যৈসে পাপ পরিহরি।

কাঁশ করতাল আদি বাদ্য সন্নিধানে,
সকল পাতক নাশ করে ভাগ্যবানে।
বিমানে বিহরে শত কুল সঙ্গে করি,
গন্ধর্ব্বে গাহয়ে গীত নাচে বিদ্যাধরী।
বিষ্ণুর সহিতে বৈসে পরম হরিষে,
কত বা কহিব আমি পুণ্য সবিশেষে।
কিছুমাত্র কহিলাম পুণ্যের প্রকার,
কে করিতে পারে পুণ্য কথার বিস্তার।
নানারূপে নিরঞ্জনে যজ্ঞ ভোগ করে,
সকল ধর্ম্মের ফল হরিয়ে সে পূরে।
পুণ্য কর্ম্ম করি যদি স্মরে নারায়ণ,
তার ফল পায় আর দুঃখ বিমোচন।
যজ্ঞ দান আদি কর্ম্ম আর যত ফল,
একেশ্বর নিরঞ্জন ব্যাপিছে সকল।
এহি মত করে যদি মনেত ভাবনা,
নারায়ণে পূরে তার সকল কামনা।
কল্যাণ মাণিক্যের যে তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবান।
তান উপদেশ কথা শুন সাধুজন,
শক্তি অনুসারে সবে সেব নারায়ণ।
পাপ কর্ম্ম পরিহর আপনা শকতি,
তুষ্ট হৈয়া নারায়ণে দিব ভাল গতি।

বৃহন্নারদীয় ভাষা অপূর্ব্ব কথন,
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের হৈল বিবরণ

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ত্রয়োদশাধ্যায় ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পুনরপি ভগীরথ নৃপতির স্থানে,
নরকের পাপ যবে করে উপাখ্যানে।
পাপ নরকের কথা অতি ভয়ঙ্কর,
ধৈর্য্য অবলম্বি শুন না পাইয় ডর।
যে যে পাপীজন যে যে নরকেত যায়,
সে সকল কথা কহি শুন মহাশয়।

নরক বর্ণন।

তপনা বহ্নিকা কুম্ভ আর প্রমর্দ্দন,
কুম্ভীপাক নিরুচ্ছ্বাস অশিপত্র বন।
কালসূত্র আর মহারৌরব রৌরব,
নানাভক্ষ্য কূপ আর হিমের সম্ভব।
বৈতরণী মূত্রপান পুরীষের হ্রদ,
মোষের (১) দারুন জাতে পাপীর বিপদ।
শ্বভক্ষ্য নরক যাতে কাটয়ে কুক্কুরে,
তপ্ত শূল তপ্ত শিলা পাপীর অন্তরে।

(১) এই কথাটীর অর্থ বুঝা গেলনা।

শাল্মলীর বৃক্ষ আর শোণিত ভোজন,
শোণিতের কূপ আত্মমাংসের ভক্ষণ।
অগ্নি প্রবেশন শিলা অস্ত্র বৃষ্টি করে,
অগ্নিবৃষ্টি করে আর পাপীর উপরে।
তপ্ত লৌহ পিণ্ড ভক্ষ্য ক্ষার উষ্ণজল,
এ সব নরক ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ সকল।
হেট মাথা উর্দ্ধ পদ রৌদ্রেত শুকায়,
অতি উচ্চ হোতে আর ঠেলিয়া ফেলায়।
কীটের কামড় শিলাযন্ত্রের পীড়ন,
ক্ষার জল পান করি তাহাতে ভ্রমণ।
বিষ্ঠার লেপন গাও করাতে বিদারে,
পুরীষ ভুঞ্জয়ে আর শুক্র পান করে।
প্রত্যেক শরীর সন্ধি করয়ে দাহন,
মুষল প্রহার তপ্ত অঙ্গারে শয়ন।
নানাবিধ কাষ্ঠ যন্ত্রে প্রহারে পাপীরে,
গলে দড়ি দিয়া টানে খণ্ড খণ্ড করে।
ঠেলিয়া ভূমিতে পাড়ে তোলে আর বার,
পাপীর মুণ্ডেত করে গদার প্রহার।
গজ দন্তে বিন্ধে নানা সর্পে কামড়ায়,
দড়ি দিয়া বান্ধে নানা শূলেত চড়ায়।
ক্ষার জল পান আর ধূম পান করে,
ক্ষারজলে পাপিষ্ঠের নাক মুখ ভরে।

লবণ মুখেত ভরে ভোজন বিশেষ,
লবণাম্বু পরিপূর্ণ গর্ত্তেত বিশেষ।
হস্তের পদের শিরা আর অস্থি ছিঁড়ে,
নানান প্রকারে শিরা বান্ধি বান্ধি ভিঁড়ে।
শ্লেষা পিত্ত কাঁচা মাংস ভক্ষণ করায়,
বৃক্ষ হোতে ঠেলি ফেলে জলেত ডুবায়।
কণ্টকে শোয়ায় আর পাষাণে বহায়,
পিপীলিকা কামড়ায় বৃশ্চিকে বুলায়।
শৃগালে মহিষে আর ব্যাঘ্রে পীড়া করে,
শয়ন করায় আর কর্দ্দম উপরে।
নানাবিধ অস্ত্র পরে করায় শয়ন,
অতিরিক্ত কটু দ্রব্য করায় ভোজন।
অতি তপ্ত শিলা ভক্ষ্য উষ্ণ তৈল পান,
দশন উপাড়ে তপ্ত বালুকাতে স্নান।
সুতপ্ত লোহার শয্যা তাহাতে শয়ন,
অতি উষ্ণ অতি শীত জলের সেচন।
চক্ষু আর নখ সন্ধি সূচি দিয়া বিন্ধে,
মুন্ড সনে শিশ্ন মূলে লোহাভার বান্ধে।
এহি মত কোটি কোটি নরক তাহারে,
দশ শত বৎসরেহ নাহি কহিবারে।
এতেক যাতনা মধ্যে শুনহ রাজন,
সেই পাপে সেই ফল শুন বিবরণ।

পাপবিশেষের ফল।

ব্রহ্মবধ সুরা পান সুবর্ণ হরণ।
মহাপাপিযোগ গুরু পত্নীর গমন।
পঞ্চ মহাপাপ এহি শুন নৃপবর,
আর পাপ কহি ব্রহ্মবধের দোসর।
পংক্তিভেদী বৃথাপাকী ব্রাহ্মণনিন্দুক,
আজ্ঞাকারী এহি সব ব্রাহ্মণ ঘাতক।
ধন দিব বলি দ্বিজ করি সম্বোধন,
নাহি হেন বোলে শেষে হেন যেই জন।
গুরু পরিত্যাগ করে বেদের বিক্রয়,
গুরুরে যে হিংসা করে হৈয়া তমোময়।
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈয়া করয়ে গমন,
হেন গোধনেরে যেবা করে নিবারণ।
ভোজন স্নানের অর্থে করয়ে গমন,
এমত দ্বিজেরে যেবা করে নিবারণ।
না পঠিয়া শাস্ত্র কথা কহে যেই নর,
শুন শুন আর যেবা অহঙ্কার পর।
পাঠ বিনে ধর্ম্ম শাস্ত্র জ্যোতিষ ভাবিয়া,
প্রায়শ্চিত্ত কহে যেবা শাস্ত্র না জানিয়া।
ধনের ঐশ্বর্য্যে কিবা বিদ্যার কারণ,
দ্বিজেরে আক্ষেপ করে যেই মূঢ়জন।

আপনা প্রশংসা করে নিন্দয়ে পরেরে,
অসত্য বচন যেবা কহে নিরন্তরে।
এক উপদ্রব করে আরেরে সূচন,
দম্ভাচার করে প্রাণিবধপরায়ণ।
প্রতিগ্রহ করে নিত্য কহে অপমান,
এহি সব পাপ ব্রহ্মবধের সমান।
ব্রহ্মবধ সম পাপ আছে বহুতর,
সুরাপান সম পাপ শুন নরেশ্বর।
অনেকের অন্ন যেবা করয়ে ভোজন,
দৈবজ্ঞের অন্ন নিত্য করয়ে সেবন।
পতিতের অন্ন ভোগ করে যেই নরে,
দেবতার উপাসনা ত্যাগ যদি করে।
দেবালয় অন্ন যদি করয়ে ভোজন,
সুরাপী জনের নারী করয়ে সেবন।
শূদ্রে অভ্যর্থিলে যদি দ্বিজে অন্ন খায়,
সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত নরকেত যায়।
শূদ্র আজ্ঞা লভি বিপ্রে ভোজন করয়।
সুরাপান সম পাপ জানিয় নিশ্চয়।
সুরাপান সম পাপ আছয়ে বিস্তর,
সোণা চুরি পাপ কহি শুন নরেশ্বর।
পট্টবস্ত্র কস্তুরিকা কুন্দ ফল মূল,
রজত করিলে চুরি সোণা চুরি তুল।

গুবাক কর্পূর ক্ষীর চন্দন পিত্তল,
লোহা তামা ঘৃত মধু সুগন্ধি সকল।
এহি সব দ্রব্য আর রুদ্রাক্ষ হরণ,
এহি সব আদি সোণা চুরির তুলন।
স্বর্ণ চুরি সম পাপ এহি বিবরণ,
গুরুতল্প সম পাপ শুনহ রাজন।
পুত্রবধূ অভিগম ভগিনী গমন,
রজস্বলা গমন যে পরস্ত্রী গমন।
মদ্যপের নারী আর নারী হীন জাতি,
বয়স্যের পত্নী এহি সকলেত রতি।
ভ্রাতৃবধূ গমন বা বিধবা গমন,
অকালে কর্ম্মের ক্রিয়া কন্যার রমণ।
বেদ কার্য্য হীন পিতৃ কার্য্য নাহি করে,
পর নিন্দা আর পিতৃ যজ্ঞ ত্যাগ করে।
এহি সব গুরুতল্প সমান নিশ্চয়,
কহিলাম এহি আদি মহাপাপচয়।
এহি সকলের এক জনের সহিত,
সম্বন্ধ করিলে হয় তাহার তুলিত।
মুনি সবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিস্তার,
এহি পাপী সকলের করিছে নিস্তার।
সর্ব্ব পাপ তুল্য প্রায়শ্চিত্ত বিবর্জিত,
হেন পাপ কহি আমি শুনহ নিশ্চিত।

শূদ্রের পূজিত লিঙ্গ বিষ্ণুর প্রতিমা,
প্রণামে পাতক যত তার নাহি সীমা।
চন্দ্র তারা যত কাল এহি পাপিবর,
সকল যাতনা ভোগ করে নিরন্তর।
পতিত পূজিত লিঙ্গ করয়ে পূজন,
গোপের পূজিত লিঙ্গ করয়ে অর্চ্চন।
বেদ জ্ঞানী কিবা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ,
সেহো পুনি পায় মহানরকের পদ।
নারীর পূজিত লিঙ্গ বিষ্ণুর মূরতি,
তাহার প্রণামে মহানরকেত গতি।
প্রতিষ্ঠার শেষে লিঙ্গ কিবা বিষ্ণু মূর্ত্তি
স্পর্শ না করিব নারী আর শূদ্র জাতি।
স্ত্রী, শূদ্র, বিপ্র অনুপনীত যে আর,
স্পর্শন করিতে দেব নাহি অধিকার।
আশ্রম আচার হীন পূজিত মূরতি,
প্রণাম করিলে পাপ হয় শীঘ্রগতি।
শূদ্রের স্থাপিত লিঙ্গ বিষ্ণুর প্রতিমা,
নমস্কারে যত পাপ তার নাহি সীমা।
ব্রাহ্মণের হিংসা যেবা করে মূঢ়মতি,
কদাচিত নাহি তার পাপের মুকতি।
শূদ্রের পালক যেবা মিত্রের নাশক,
কৃতঘ্ন যে হয় আর বিশ্বাস ঘাতক।

বেদ নিন্দা গুরু নিন্দা শিব নিন্দাপর,
বিষ্ণু নিন্দা পরনিন্দা করে নিরন্তর।
আপদ কালেহ বৌদ্ধ আলয় প্রবেশ,
করিলে তাহার নাহি নিস্তার বিশেষ।
এহি আদি কহিলাম যত পাপচয়,
এহার নিস্তার নাহি শুন মহাশয়।
বেদ নিন্দা করে বৌদ্ধ মহাপাপী জন,
তার স্থানে না যাইব বেদ ভক্ত জন।
জানিয়া করিলে বৌদ্ধ আলয় প্রবেশ,
সত্য সত্য তার নাহি নিস্তার বিশেষ।
এহি সকলের হয় নরকে গমন,
পরিত্রাণ নাহি মহাপাপের কারণ।

পাপ বিশেষে নরক বিশেষ।

পাপ কহিলাম প্রায়শ্চিত্ত বিবর্জ্জিত,
তাহার নরক কহি শুন সাবহিত।
শত কোটি কল্প বংশ অযুত সংহতি,
এহি পরিমাণ করে নরকে বসতি।
তার শেষে কর্ম্ম বশে হয়ত স্থাবর,
তিন কল্প কৃমি হয় দুঃখ নিরন্তর।
পুরীষের কৃমি হয় তাহার অন্তরে,
ষাইট সহস্র শত ষাইট বৎসরে।

তার শেষে এক কল্প হয় সর্প জাতি,
তার শেষে পশু হয় অতি মূঢ়মতি।
তবেত সহস্র যুগ হয় ম্লেচ্ছগণ,
গোলক হয় ত ভবে কুণ্ড হেন জন।
তার শেষে হয় ভবে দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
দারিদ্র পীড়িত প্রতিগ্রহ পরায়ণ।
প্রতিগ্রহ হোতে পাপ হয়ত অপার,
এইপাপে কদাচিত না হয় নিস্তার।
তোমাতে কহিল এহি যাতনা বিস্তর,
মহাপাপ ফল কহি শুন নৃপবর।
এক এক যুগ করি যাতনা সকল,
পাপী হৈয়া ভোগ করে পৃথিবী মণ্ডল।
এইরূপে সপ্ত জন্ম লভি কষ্টতর,
দশ জন্ম হয় ভবে কুক্কুর শূকর।
পুরীষের কৃমি হয় তাহার অন্তর,
ইন্দুর হইয়া থাকে শতেক বৎসর।
তার শেষে কতকাল হয় সর্পজাতি,
দ্বাদশ জনম তার এইরূপ গতি।
তার শেষে কর্ম্মবশে সেই পাপী জন,
সহস্র জনম হয় মৃগ পশুগণ।
শতেক বৎসরে ভবে হয়ত স্থাবর,
তার শেষে হয় ভবে গো শরীর ধর।

চণ্ডাল হইয়া তার শেষে জন্ম হয়,
সপ্ত জন্ম এহিরূপে তাহার নির্ণয়।
তার শেষে হয় চণ্ডালাদি হীন জাতি,
ষোল জন্ম এহিরূপে তাহার বসতি।
তবে দুই জন্ম বৈশ্য ক্ষত্রিয় দুর্জ্জন,
বলবন্তে তার পীড়া করে অনুক্ষণ।
তার শেষে হয় সে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
ব্যাধিয়ে পীড়িত প্রতিগ্রহপরায়ণ।
প্রতিগ্রহ কৈলে তবে পাতক অপার,
নরকে বসতি হয় নাহিক নিস্তার।
অসূয়া যাহার থাকে অতি দুষ্টমতি,
দুই কল্প থাকে তার নরকে বসতি।
তার শেষে জন্মে সে যে চণ্ডাল হইয়া,
কোটী জন্ম ভোগ করে এ মত থাকিয়া।
গো ব্রাহ্মণ স্থানে সাধু জনে করে দান,
তাহারে নিবর্ত্ত করে যেই পাপবান।
কুক্কুর হইয়া জন্মে শতেক জনম,
তার শেষে হয় সে যে চণ্ডাল অধম।
তবে এক জন্ম পুরীষের কৃমি হয়,
তিন জন্ম হয় ব্যাঘ্র এহিত নিশ্চয়।
তার শেষে হয় তার নরকে গমন,
একুশ যুগ নরক ভোগ করে অনুক্ষণ।

পর নিন্দা করে কহে নিষ্ঠুর বচন,
দানের বিনাশ করে সে যে পাপী জন।
তাহার বদনে তপ্তময় পিণ্ড ধরে,
সূচি দিয়া তার চক্ষু পরিপূর্ণ করে।
ঊর্দ্ধপদ অধোমুখ করিয়া বিস্তার,
তাহারে তাড়না করে আমার কিঙ্কর।
এইরূপে ভোগ করে শতেক বৎসর,
তার শেষে মগ্ন হয় রক্তের ভিতর।
গলাতে পাষাণ বান্ধে দুঃখ বহুতর,
এইরূপে ভোগ করে শতেক বৎসর।
তার শেষে ভোগ করে হইয়া বিকল,
শতেক বৎসর ভোগী নরক সকল।
তার শেষে হয় তার আমিষ ভক্ষণ,
আর পাপ ফল কহি শুনহ রাজন।
পরদ্রব্য অপহার করে যেই নর,
তার হস্ত চূর্ণ করে আমার কিঙ্কর।
উদূখল মুষলেত হস্ত চূর্ণ করে,
তার শেষে তপ্ত শিলা সেই হস্তে ধরে।
তিন বর্ষ এইরূপে করিয়া তাড়ন,
সাত বর্ষ কালসূত্রে করয়ে ভেদন।
আপনার পূর্ব্ব কথা সূচন করয়,
অনল অগ্নির তাপে অনুক্ষণ দহয়।

পরধন গণনা করয়ে সেই জন,
তাহার নরক কহি শুনহ রাজন।
যত ধন গণনা করয়ে দুষ্টমতি,
তত যুগ লৌহ পিণ্ড খায় প্রতিনিতি।
লোহার সাড়াইস দিয়া দশন খসায়,
এক কল্প নিরুচ্ছ্বাস নরক ভোগায়।
পরনারী দেখি লোভ করে যেই নর,
তাহার নরক কহি শুন নরেশ্বর।
তপ্ত তাম্র নারী করি পরম যতনে,
সঙ্গম করায় বলে ধরি দূতগণে।
আপনার পূর্ব্ব কর্ম্ম করে বিলাপন,
উচ্চস্বরে নাদ করি করয়ে রমণ।
আপনার পূর্ব্ব কর্ম্ম নিন্দা করে অতি,
ক্রমে ক্রমে করে যত নরকে বসতি।
নিজ পতি ছাড়ি নারী ভজে অন্য জন,
তার যেই পাপ হয় শুনহ রাজন।
প্রতপ্ত লোহার শয্যা করিয়া রচন,
তপ্ত লৌহ পুরুষেত করায় গমন।
এহিরূপে এক কল্প যাতনা পাইয়া,
অগ্নিসম লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন দিয়া।
এহিরূপে থাকে সে যে সহস্র বৎসর,
ক্ষার জল স্নান করায়ন্ত নিরন্তর।

তার শেষে ক্ষার জল করায় ভোজন,
সকল নরকে তবে করায় গমন।
ক্ষত্রিয়াণী ব্রাহ্মণী বা গাভীর হরণ,
করিলে যে পাপ হয় শুনহ রাজন।
সকল যাতনা ভোগ করে নিরন্তর,
এহিরূপে পঞ্চ কল্প থাকে সেই নর।
সাধু নিন্দা শুনে যেবা সাদর করিয়া,
তার পাপ ফল কহি শুন মন দিয়া।
তপ্তলৌহ শলাকায় অতি ঘোরতর,
তার কর্ণভেদ করে আমার কিঙ্কর।
তপ্ত তৈলে সেই ছিদ্র করয়ে পূরণ,
তার শেষে কুম্ভীপাকে করায় গমন।
নাস্তিকের পাপ ফল শুনহ রাজন,
এক কোটী বর্ষ তার লবণ ভোজন।
এক কল্প পুরীষ ভোজন তার শেষে,
এক যুগ নরকে গমন তার শেষে।
তার অন্তে তপ্ত বালু করায় ভোজন,
আর পাপ ফল কহি শুনহ রাজন।
কোপ দৃষ্টি করি দ্বিজ দেখে সেই নর,
অতিশয় দুঃখ তার সেই পাপিবর।
তপ্ত সূচি সহস্রেক প্রবেশ করাইয়া,
তার চক্ষু ভেদ করে বহু দুঃখ দিয়া।

তার শেষে ক্ষার জলে করায় সেচন,
পশ্চাতে করাত দিয়া করে বিদারণ।
বিশ্বাস ঘাতক আর মর্য্যাদা নাশক,
আর যেবা হয় পর অন্নের ভক্ষক।
এহার নরক কহি শুন মহাজন,
কুক্কুরের মাংস নিত্য করায় ভোজন।
কুক্কুরেহ তার মাংস ভক্ষণ করয়,
এক এক যুগ সে যে নরকে বসয়।
প্রতিগ্রহ করে যেবা নক্ষত্র পাঠক,
দেবল অন্নের যেবা হয়ত ভক্ষক।
এহার নরক কহি শুন নৃপবর,
এক কল্প যাতনায় পায় দুঃখতর।
পুরীষ ভক্ষণ তবে করে অনুপম,
পৃথিবীতে হয় তবে চণ্ডাল জনম।
দারিদ্র ব্যাধিয়ে তবে করয়ে পীড়ন,
শত জন্ম এহিরূপে দুঃখ অনুক্ষণ।
মিথ্যা বাক্য যেবা কহে নিষ্ঠুর বচন,
আজ্ঞায় তাহার জিহ্বা করে উৎপাটন।
তার শেষে উষ্ণ তৈলে সেচন করায়,
কাল সূত্র দিয়া তবে সতত পীড়য়।
ক্ষার জলে স্নান মূত্র পুরীষ ভক্ষণ,
তার শেষে পৃথিবীতে হয় ম্লেচ্ছগণ

পরপীড়া করে যেবা অতি মূঢ়নর,
বৈতরণী নদী সে যে পায় গুরুতর।
পঞ্চ মহাযজ্ঞ ত্যাগ করে যেই জন,
নানাভক্ষ্য নরকেতে তাহার গমন।
দেবতার উপাসনা ছাড়ে যেই নর,
রৌরব নরকে বাস অতি ঘোরতর।
সাধু কর্ম্ম অনুষ্ঠান হীন যেই জন,
কৃমিভক্ষ্য হয় সে যে শুনহ রাজন।
এই চারি জনে এহি যাতনা সকল,
পাঁচ যুগ ভোগ করে হইয়া বিকল।
পৃথিবীতে হয় তবে পরের সেবক,
আর পাপ ফল কহি বিস্ময়বর্দ্ধক।
বিপ্রগ্রামে করে যেবা করের গ্রহণ,
চন্দ্রতারা সম কাল নরকে ভোজন।
বিপ্র গ্রামে করে যেবা অতিশয় কর,
নরকে বসতি তার অতি ঘোরতর।
সহস্র কুলের সঙ্গে কোটীকল্প মানে,
সমস্ত নরক ভোগ করে অনুক্ষণে।
দ্বিজের গ্রামেত কর লইবার তরে,
অনুমতি করে যেবা অতি মূঢ় নরে।
সেই জনে করিলেক পাপ ঘোরতর,
অযুতে অযুতে ব্রহ্মবধ নিরন্তর।

অতিথি বর্জ্জিত হয় সেই মূঢ়জন,
কুক্কুরের বিষ্ঠা সে যে করয়ে ভক্ষণ।
মহাঘোর কাল সূত্রে তাহার বসতি,
চারি যুগ এইরূপে থাকে পাপমতি।
অযোনি বিযোনি আর কিবা পশু যোনি,
তাহাতে শুক্রের ক্ষেপ করে যে অজ্ঞানী।
শুক্র ভক্ষ হয় তার এমত নিশ্চিত,
সকলে তাহার নিন্দা করে সমুদিত।
তার শেষে অস্থি কুম্ভ কূপের ভিতর,
দেবপরিমাণে থাকে সত্তরি বৎসর।
আপনে বা দিয়া থাকে কিবা অন্যজনে,
তার পাপ ফল কহি শুন মহাজনে।
সেই পাপী জনে কোটীকুলের সহিত,
দুর্গন্ধ মৃত্তিকা ভোগ করে বিপরীত।
কোটীকল্প করি এত নরকে গমন,
যাইট সহস্র বর্ষ পুরীষ ভোজন।
নিরর্থক করে যেবা ভূমির খনন,
তার পাপ ফল কহি শুনহ রাজন।
উষ্ণ কর্দ্দমেত হয় মজ্জন তাহার,
কুলকোটী যুক্ত হৈয়া থাকে চিরকাল।
তবে যুগ সহস্রেক পুরীষ ভিতর,
মগ্ন হৈয়া থাকে দুঃখ পায় নিরন্তর।

তার শেষে সমস্ত নরক ভোগ তার,
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের যাবত অধিকার।
তবে জন্ম লভি হয় লোকের নিন্দিত,
ব্রণ কুষ্ঠ আদি রোগে শরীর ভূষিত।
আশ্রম আচার ছাড়ি করে অন্যাচার,
বড়ই পাষণ্ড সে যে নিন্দিত সংসার।
তার সঙ্গে সঙ্গী যেবা সেহ সম হয়,
এই দুই মহাপাপী শাস্ত্রেতে নিশ্চয়।
শতকোটি জন্ম সে যে হাজার বিরতি,
সহস্র বংশের সনে নরকে বসতি।
তপ্ত শঙ্খ লিঙ্গ চিহ্ন শরীরেত যার,
চণ্ডাল কুলেতে কোটী জন্ম হয় তার।
তপ্ত শঙ্খ চিহ্ন যার শরীর সম্পাশ,
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র তার নরকেত বাস।
চক্র চিহ্ন শরীরেত থাকয়ে যাহার,
ব্রহ্মবধ পাপ হয় সঙ্গে থাকি তার।
চক্রচিহ্ন শরীরেত থাকে যেই নর,
নিত্য গঙ্গাস্নান করে অশ্বমেধ পর।
তথাপিহ তাকে দেখি সূর্য্যেরে দেখিব,
শতবার রুদ্র মন্ত্র যতনে জপিব।
এহি প্রায়শ্চিত্ত যে না করে মূঢ়মতি,
অন্তকালে হয় তার রৌরবে বসতি।

ব্রাহ্মণশরীর সব দেবের আশ্রয়,
তাকে তাপ দিলে হয় পাপ অতিশয়।
কিবা চক্র কিবা লিঙ্গ চিহ্ন অঙ্গে যার,
বেদ আদি কর্ম্মে তার নাহি অধিকার।
মূল্য লৈয়া বিদ্যা দান করে যেই জন,
কিবা মূল্য দিয়া বিদ্যা করয়ে গ্রহণ।
এক কল্প নরকেত করিয়া বসতি,
পৃথিবীতে জন্মে তবে হৈয়া ম্লেচ্ছ জাতি।
স্ত্রী শূদ্র সমীপে বেদ পড়িয়া নিশ্চয়,
কল্প কোটী সহস্র নরকে বাস হয়।
দেব দ্রব্য হরে কিবা হরে গুরুধন,
ব্রহ্মবধ অযুতের পাপী সেই জন।
অনাথ জনের ধন হিংসা করি হরে,
তার পাপ কহি আমি শুন নরেশ্বরে।
ঊর্দ্ধে বান্ধে দুই পদ স্তম্ভের সহিত,
অধে করে শির তার লক্ষ্য বিবর্জ্জিত।
এহি মত নিত্য সে যে করে ধূম পান,
ব্রহ্মার বৎসরে তার নাহি পরিত্রাণ।
দেবতার পুষ্প চুরি করে যেই জন,
ঘোর অগ্নি মধ্যে সে যে করে প্রবেশন।
দেবালয়ে জলে কিবা মল মূত্র ছাড়ে,
গর্ভপাত পাপ সে যে পায়ন্ত নির্ভরে।

দন্ত অস্থি কেশ নখ উচ্ছিষ্টে ফেলিয়া,
দেবালয়ে জলে পাপ শুন মন দিয়া।
মহাতীক্ষ্ণ অস্ত্র অঙ্গে ভেদ করে অতি,
উষ্ণ তৈল পান কুম্ভীপাকেত বসতি।
কিবা কাষ্ঠ কিবা তুষ ব্রাহ্মণের ধন,
তাহার হরণ করে হেন যেই জন।
তার পাপ ফল কহি শুন মহীপতি,
যত কাল চন্দ্র তারা নরকে বসতি।
সকল সম্পদ তার হয় বিনাশন,
ইহলোকে পরলোকে দুঃখের কারণ।
কূট সাক্ষী পাপ ফল শুনহ নৃপতি,
ইহলোকে নষ্ট হয় তাহার সন্ততি।
চৌদ্দ ইন্দ্র যত কাল নরকে বসয়,
আর পাপ ফল কহি শুন মহাশয়।
কামাতুর হয় কিবা কহে মিথ্যা বাণী,
জলৌকা সর্পের মুখে করয়ে পূরণী।
এহি রূপে থাকে সে যে ষাইট বৎসর,
ক্ষার জলে সে সাঁতার করে নিরন্তর।
আপনার মাংস ভক্ষ্য করয়ে বিশেষ,
ক্ষার কর্দ্দমেত তারে করায় প্রবেশ।
হস্তীয়ে করয়ে তবে তার নিপাতন,
তার শেষে নিপাতন করয়ে পবন।

অঙ্গ হীন হৈয়া তরে জন্মে ক্ষিতিতলে,
আর পাপ ফল কহি শুন কুতূহলে।
ঋতুকালে ভার্য্যা যেবা না করে গমন,
ব্রহ্মবধ পাপ তার নরকে গমন।
অনাচার করে যেবা সমর্থ হইয়া,
নিবর্ত্ত না করে যেবা তাহারে দেখিয়া।
সেই পাপ অর্দ্ধ ভাগী হয় সেই নর,
আর পাপফল কহি শুন নৃপবর।
পাপিষ্ঠের পাপ যেবা করয়ে গণন,
পাপ সত্য হৈলে হয় তাহার তুলন।
পাপ মিথ্যা হৈলে হয় দ্বিগুণ পাতক,
আর পাপ ফল শুন লোকের পালক।
অপাপী জনেত করে পাপ আরোপণ,
চন্দ্র তারা যত কাল নরকে গমন।
পাপিষ্ঠের পাপ যেবা কহে নিরন্তর,
ততক্ষণে হয় সে যে তাহার দোসর।
পাপিষ্ঠের অর্দ্ধেক পাপ হয় বিনাশন,
আর পাপ ফল কহি শুনহ রাজন।
যেই মূঢ়মতি করে কন্যার গমন,
নরকে তাহারে করে কুকুরে ভক্ষণ।
ধূমপান নরকেত তাহার বসতি,
ইন্দুর হইয়া তবে হয়েত উৎপত্তি।

ব্রতের আরম্ভ করি বিনে সমাপন,
ব্রত পরিত্যাগ করে যেই মূঢ়জন।
অসিপত্র নরকেত তাহার গমন,
পৃথিবীতে হয় তবে অঙ্গহীন জন।
ব্রতের আরম্ভ তবে করি থাকে নর,
তারে বিঘ্ন করে যেই পাপিষ্ঠ পামর।
শ্লেষ্মভক্ষ নরকেত তাহার বসতি,
নিরন্তর একবিংশ কুলের সংহতি।
বিবাদেত পক্ষপাত করে যেই জন,
ধর্ম্ম শিক্ষা করে তারে করে নিবারণ।
হেন জনে যদি করে প্রায়শ্চিত্ত সার,
তথাপিহ কদাচিত না হয় নিস্তার।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে যেই মূঢ়নর,
পিত্তপান করে সে যে শতেক বৎসর।
চণ্ডাল হইয়া তবে জন্মে সেই নর,
গোমাংস ভক্ষণ তবে করে নিরন্তর।
দ্বিজেরে অবজ্ঞা করে বোলে কুবচন,
ব্রহ্মবধ ফল পায় সেই মূঢ়জন।
শতেক নরক ভোগ করিয়া বিস্তর,
দশ জন্ম হয় তবে চণ্ডাল পামর।
দ্বিজেরে করিতে দান করে নিবারণ,
কোটী ব্রহ্মবধ ফল পায় সেই জন।

পরদ্রব্য অপহার করিয়া যে নরে,
সেই মূঢ়মতি অন্য স্থানে দান করে।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে বসতি,
যার দ্রব্য তার ফল শুন মহামতি।
অন্যায় করিয়া যেবা লৈয়া পরধন,
অন্য স্থানে দান করে সে যে মূঢ়জন।
নরকে বসতি তার হয়ত নিশ্চয়,
যার ধন তার ফল হয় অতিশয়।
দিব হেন বলি যেবা নাহি করে দান,
নানাভক্ষ্য নরকেত তার অবস্থান।
জাতি নিন্দা করে যেবা শুন মহামতি,
শিলাযন্ত্র নরকেত তাহার বসতি।
যেই মূঢ়জনে করে উদ্যান ছেদন,
এক বিংশ যুগ হয় কুক্কুর ভোজন।
তার শেষে কর্ম্মবশে যাতনা সকল,
নিরন্তর ভোগ করে হইয়া বিকল।
দেবালয় পুষ্পোদ্যান তড়াগ ভেদন,
যেবা করে তার পাপ শুনহ রাজন।
সেই জনে কোটী কোটী কুলের সহিত,
ছয় কোটী অযুতের কল্প পরিমিত।
একে একে ক্রমে ক্রমে যাতনা সকল,
নিরন্তর ভোগ করে হইয়া বিকল।

পুরীষের কৃমি তবে হয় সেই জন,
কোটী কল্প এহিরূপে থাকে অনুক্ষণ।
একইশ কল্প তবে হয়ত শূকর,
তার শেষে কৃমিভক্ষ্য হয় সেই নর।
একইশ যুগ এহি ভোগ অনুপম,
তার শেষে পৃথিবীতে চণ্ডাল জনম।
কোটী জন্ম এহিরূপে থাকে নিরন্তর,
আশ্চর্য্য পাতক কহি শুন নৃপবর।
গ্রাম নাশ করে যেবা মহাপাপিবরে,
তার পাপ কহিবারে কেবা শক্তিধরে।
কোটীশত বৃহস্পতি দেবতা সকলে,
কার শক্তি নাহি তার পাপ কহিবারে
দেবালয় গ্রাম যেবা করয়ে দহন,
ব্রহ্মার কাল তার নরকে গমন।
পাপ বলিবারে যেবা করে অনুমতি,
পাপীর অধিক তার নরকে বসতি।
কুণ্ড গোলকের অন্ন যেবা করে ভোজন,
আর যেবা করে গ্রাম অযাজ্য যাজন।
মহাপাতকীর তুল্য এহি চারি জন,
আর পাপ কহি শুন হৈয়া একমন।
সদা আজ্ঞাকারী যেবা নক্ষত্র পাঠক,
দেব পূজা করি খায় আপনা ঘাতক।

একবিংশ যুগ এহি সব পাপিবর,
সকল যাতনা ভোগ করে নিরন্তর।
তার শেষে পৃথিবীতে চণ্ডাল জনম,
সাত জন্ম এহিরূপে ভোগ অনুপম।
মিত্রদ্রোহ করে যেবা উচ্ছিষ্ট ভোজন,
চন্দ্র তারা সম তার নরকে গমন।
দেব পিতৃ যজ্ঞ ছাড়ে বেদ নিন্দা করে,
পাষণ্ড এহার নাম জানিয় সংসারে।
এহি আদি পাপ উপপাতক অপার,
কথা মাত্র কহিলাম সংক্ষেপে তাহার।
পাতক নরক আর ধর্ম্ম উপাখ্যান,
কহিবারে পারে কেবা বিনে ভগবান।
প্রায়শ্চিত্ত করে যদি হরি সন্নিধান,
ন্যূন অতিরিক্ত নহে হয় ফলবান।
তুলসী সৎসঙ্গ গঙ্গা হরির কীর্ত্তন,
অনসূয়া অহিংসায় পাপ বিনাশন।
বিষ্ণুতে অর্পিলে কর্ম্ম হয়ত সফল,
বিনি অর্পণায় হয় সকল বিফল।
মোক্ষ হেতু কামা কিবা যত কর্ম্ম করে,
সকল সার্থক হয় বিষ্ণুতে অর্পিলে।
বিষ্ণুতে পরম ভক্তি যাহার অন্তর,
সর্ব্বপাপ নষ্ট করে সেই শ্রেষ্ঠনর।

যেবা কোন কর্ম্ম করে করিয়া ভকতি,
সে কর্ম্ম সফল হয় শুন মহামতি।

দশবিধ ভক্তির লক্ষণ।

শুন শুন দশবিধ ভক্তির লক্ষণ,
পাপবন দহিবারে ভক্তি সে কারণ।
তামস রাজস আর সাত্ত্বিক ভকতি,
তাহার বিশেষ কহি শুন মহামতি।
পরের বিনাশ হেতু করে যেই জন,
শ্রদ্ধায় হরির পূজা খলের তুলন।
শুন শুন সেই ভক্তি তামস অধম,
কপটে হরির পূজা তামস মধ্যম।
বেশ্যায় করয়ে যেন পতি সম্ভাষণ,
তামস উত্তম কহি শুনহ রাজন।
পূজা-দেখি পূজা করে হইয়া মৎসর,
তামস উত্তম সেই শুন নৃপবর।
ধন ধান্য আদি যত করিয়া প্রার্থনা,
শ্রদ্ধায় হরির পূজা করে যেই জনা।
শুন শুন সেই ভক্তি রাজস অধম,
আর ভক্তি কহি শুন রাজস মধ্যম।
কীর্ত্তি উদ্দেশিয়া যেবা হরি পূজা করে,
রাজস মধ্যম সেই শুন নৃপবরে।

সালোক্য বাঞ্ছিয়া করে হরির পূজন,
রাজস উত্তম সেই শুনহ রাজন।
পাপ বিনাশের হেতু হরি পূজা করে,
সাত্বিক অধম সেই শুন নৃপবরে।
বিষ্ণুর পীরিতি হয় যে কথা:শ্রবণে,
তাহার শ্রবণ করে ভক্তিযুক্ত মনে।
শুন শুন সেই ভক্তি সাত্বিক মধ্যম,
আর ভক্তি কহি শুন সাত্বিক উত্তম।
বিধি অনুসারে যেবা পূজে ভগবান,
প্রণাম করয়ে যেবা দাসের সমান।
সাত্বিক উত্তম সে যে অতি শ্রেষ্ঠতর,
আর ভক্তি কহি আমি শুন নৃনবর।
বিষ্ণুর মহিমা অল্প শুনিয়া সত্বর,
আপনাতে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই নর।
সাত্বিক উত্তম সে যে শুন একমনে,
কহিলাম দশভক্তি তোমা সম্বোধনে।
এতেক ভক্তির মধ্যে সাত্বিক ভকতি,
শ্রেষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠ হয় শুন মহামতি।
বিষ্ণুর স্বরূপ আমি সকলের স্থান,
এহিরূপ দৃষ্টি যার সেই সে প্রধান।
সংসারের বিচ্ছেদে যাহার থাকে মতি,
আচারের অবিরোধে করিব ভকতি।

আচার ছাড়িয়া যদি ভক্তি মাত্র করে,
না হয় তাহারে তুষ্ট দেব দামোদরে।
সকল আগম শাস্ত্রে আচার প্রধান,
আচারে ধর্ম্মের বৃদ্ধি তুষ্ট ভগবান।
আচারের অবিরোধে ধর্ম্মের কারণ,
হরিভক্তি করিবেক অতি সাধুজন।
আচার বিহীন হৈয়া যত কর্ম্ম করে,
তার ফল না লয়েন দেব দামোদরে।
কহিলাম এহি সব তোমার বাঞ্ছিত,
সুখী হৈয়া নিত্য ধর্ম্ম কর সমুদিত।
যত্নে করিয়া কর হরির পূজন,
তান পূজা হোতে সর্ব্ব কামনা সাধন।
হরি হর পূজা কর একহি ভাবিয়া,
যেই বিষ্ণু সেই শিব এমত জানিয়া।
শিব বিষ্ণু ভেদ করে যেই মূঢ়জন,
সেহ করে কোটী কোটী ব্রাহ্মণ ঘাতন।
কোটী কোটী নরকেত তাহার বসতি,
তাহার নিস্তার নাহি শুন মহামতি।
শুন শুন মহারাজা আমার বচন,
পূর্ব্বে তোমার যত পিতা মহগণ।
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হইছে সকল,
নরকে বসতি করে হইয়া বিকল।

গঙ্গাজল সেকে কর তাহার উদ্ধার,
গঙ্গায় করেন নষ্ট পাতক অপার।
যার অস্থি দন্ত কিবা নখ ভস্ম কেশ,
গঙ্গাতে পড়িলে তার বৈকুণ্ঠে প্রবেশ।
যার অস্থি নখ দন্ত গঙ্গাতে ক্ষেপয়,
মহাপাপ বিনাশিয়া সেহ মুক্ত হয়।
শুন শুন মহারাজা অপূর্ব্ব কাহিনী,
সকলের শ্রেষ্ঠ গঙ্গা পাপ বিনাশিনী।
যার জলবিন্দু সেকে মুক্তিপদ হয়,
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় নাহিক সংশয়।
নারদে কহেন সনৎকুমারের স্থান,
এ বলিয়া ধর্ম্মরাজা হৈল অন্তর্দ্ধান।
এতেক শুনিয়া ভগীরথ নৃপবর,
তপস্যা করিতে বুদ্ধি ভাবিল অন্তর।
মন্ত্রীতে পৃথিবী রাজ্য করি সমর্পণ,
হিমালয়ে গেল রাজা তপের কারণ।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নৃপবরে,
পুরাণের অর্থ সব লোকে বুঝিবারে।
বৃহন্নারদীয় তবে ভাষা পদবন্ধ,
আজ্ঞায় করিল রাজা পয়ারের ছন্দ।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে চতুর্দ্দশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সৌনকাদি ঋষি সবে পরম হরিষে,
সূতস্থানে পুনি জিজ্ঞাসিলা সবিশেষে।
ভগীরথ মহারাজা হিমালয় গিয়া,
কোন কর্ম্ম করিলেন কহ বিস্তারিয়া।
কিরূপে আনিল গঙ্গা দিলীপনন্দন,
বিস্তারিয়া কহ সব সূত তপোধন।
সূত বলে কহি শুন অবধান করি,
মুনিবেশ হৈয়া রাজা জটাচীর ধরি।
হিমালয় গেল রাজা তপস্যা কারণ,
গোদাবরী তীরেত দেখিল তপোবন।

ভৃগুর আশ্রম বর্ণনা।

ভৃগুর আশ্রম সেই অতি অনুপম,
কৃষ্ণসার ছয় জাতি দেখিতে উত্তম।
বন হস্তিগণে শোভা করে নিরন্তর,
ভ্রমর ঝঙ্কার শব্দ অতি মনোহর।
শব্দ করে পক্ষী সবে অতি সুললিত,
গতি করে বরাহ সকল সমুদিত।

চামরী চামর বিজে ময়ূরে নাচয়,
হরিণ সকলে শোভা করে অতিশয়।
মুনিকন্যা সকলে আদরে দিয়া জল,
বাড়াইছে বৃক্ষ সব হইছে প্রবল।
আম্র শাল তাল গুয়া তমাল মণ্ডিত,
শিরীষ অর্জ্জুন নাগকেশর শোভিত।
হিন্তাল চম্পক প্লক্ষ ছোলঙ্গ ভূষিত,
পনস ডুম্বুর সমী পুন্নাগ বেষ্টিত।
মালতী যূথিকা কুন্দ অশ্বত্থ শোভিত,
প্রফুল্ল কুসুম যুত অশোক ভূষিত।
মুনিগণে বেদ শাস্ত্র পড়য়ে অশেষ,
সেই ত আশ্রমে রাজা করিল প্রবেশ।
বসিয়াছে মহামুনি অতি অনুপাম,
মুনিরে দেখিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
রাজারে আতিথ্য মুনি করিলা বিশেষ,
সম্মান করিয়া পূজা করিলা অশেষ।
আতিথ্য লভিয়া রাজা মুনি সন্নিধান,
বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসিলা ঋষিস্থান।

ভগীরথের প্রশ্ন ও মুনির উত্তর।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ তুমি বুদ্ধিমান,
কি কর্ম্ম করিলে তুষ্ট হয় ভগবান।

সর্ব্ব-ভূতময় হরি পরম কারণ,
কোন্ রূপে করিবেক তাহান পূজন।
অনুগ্রহ যদি থাকে আমাতে তোমার,
অশেষ কহিবা মুনি করিয়া বিস্তার।
শুনিয়া রাজার বাক্য ভৃগু মুনিবর,
কহিতে লাগিল তবে রাজার গোচর।
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তুমি বড়ই পণ্ডিত,
জানিছি তোমার যেই মনের বাঞ্ছিত।
নিজকুল উদ্ধারিতে হৈল তোমা মতি,
গঙ্গাজল সেকে তারা পাইব মুকতি।
উদ্ধারিবা নিজকুল নাহিক সংশয়,
নররূপধর তুমি হরি সে নিশ্চয়।
যে কর্ম্ম করিলে তুষ্ট হয় ভগবান,
বিস্তারিয়া কহি রাজা কর অবধান।
সত্য কথা কহ নিত্য হিংসা না করিবা,
সর্ব্বপ্রাণী হিত কর মিথ্যা না কহিবা।
দুর্জ্জনের সঙ্গ ছাড় ভজ সাধুজন,
দিবা রাত্রি পুণ্য কর স্মর নারায়ণ।
বিষ্ণু পূজা করি শান্তি পাইবা প্রধান,
অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপি লভিবা কল্যাণ।
শুনিয়া মুনির বাক্য জিজ্ঞাসিলা পুনি,
কারে সত্য বোলে বিবেচিয়া কহ মুনি।

সর্ব্বভূত হিত কিবা মিথ্যা বা কেমন,
সাধু বা কেমত জন কেমত দুর্জ্জন।
পুণ্যের লক্ষণ কিবা বিষ্ণুর পূজন,
শান্তি কার নাম কিবা বিষ্ণুর স্মরণ।
অষ্টাক্ষর মন্ত্র কিবা কহ মুনিবর,
সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি দয়ার সাগর।
পুত্র হেন যদি দয়া থাকয়ে আমারে,
বিস্তারিয়া কহ শ্রদ্ধা আছে শুনিবারে।
শুনিয়া রাজার বাক্য ভৃগু মহামুনি,
সাধু সাধু রাজা তুমি বলিলেক পুনি।
তোমার উত্তম বুদ্ধি তুমি মহাজন,
সে সকল কথা কহি শুন দিয়া মন।
যথার্থ কথন সত্য বোলয়ে পণ্ডিত,
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না করিব কদাচিত।
দেশ কাল বুঝি কথা করিব প্রকাশ,
আপনার ধর্ম্ম যেন না হয় বিনাশ।
এহি বাক্য সত্য হেন কহে সাধুজন,
সকল লোকের এহি সুখের কারণ।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শুন নরপতি,
সকল কল্যাণ যার অহিংসাতে মতি।
ধর্ম্মের সহায় হয় অধর্ম্ম নাশন,
সর্ব্বলোক হিত জান অহিংসা লক্ষণ।

যেই ইচ্ছা কহে ধর্ম্ম অধর্ম্ম না জানি,
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করে মিথ্যা সেই বাণী।
পর হিংসা করে নিত্য অতি মূর্খজন,
অকার্য্য করয়ে নিত্য কুকর্ম্মেত মন।
দুর্জ্জন তাহার নাম শুন নরপতি,
সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃত সেই দুষ্টমতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে বেদ পথ অনুসারি,
সেইজন সাধু সর্ব্বলোক হিতকারী।
বিষ্ণুপ্রীতে কর্ম্ম করে সবে প্রশংসয়,
আপনার মনে প্রীতি জন্মে অতিশয়।
পুণ্য হেন নাম তার শুনহ রাজন,
সাধুজনে অনুদিন করিবা সেবন।
সকল জগত বিষ্ণু বিষ্ণু সে কারণ,
আপনেত বিষ্ণুজ্ঞান বিষ্ণুর স্মরণ।
সর্ব্বদেব ময় বিষ্ণু পরম কারণ,
বিধিরূপে করিবেক বিষ্ণুর পূজন।
এমত যাহাঁর মনে হয়ত পিরীতি,
সাধুজনে বোলে তারে পরম ভকতি।
সর্ব্বভূতময় বিষ্ণু পূর্ণ সনাতন,
এমত অভেদ বুদ্ধি হয় যেই জন।
শত্রুমিত্র সম বুদ্ধি হয় যার মনে,
সকল ইন্দ্রিয় বশ করয়ে যতনে।

যে কিছু পাইলে তুষ্ট হয় অতিশয়,
শান্তি হেন নাম তার জানিয় নিশ্চয়।
তপস্যার সিদ্ধি হেতু করিল উপায়,
শরীরের যত পাপ সব নাশ যায়।
হেন অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাপের নাশন,
বিবেচিয়া কহি আমি শুনহ রাজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধন অতুল,
বিষ্ণু প্রিয়কর মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি মূল।
প্রণব পূর্ব্বেতে দিব "নম" শেষে দিব,
নারায়ণায় শব্দ শেষেতে বলিব।
এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বেদের যে সার,
যাহারে জপিয়া লোকে পায়ত্ত নিস্তার।
শঙ্খচক্রধর শান্ত মূর্ত্তি নারায়ণ,
অভয় স্বরূপ লক্ষ্মী বামাঙ্গ ভূষণ।
কিরীটি কুণ্ডল নানা ভূষণ ভূষিত,
সকল অভয়দাতা কৌস্তভ শোভিত।
শ্রীবৎস কৌস্তভ অঙ্গে পীতাম্বর ধর,
দেবতা অপ্সরে স্তুতি করে নিরন্তর।
এমত অনাদি দেব করিব ধেয়ান,
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলদাতা পুরুষ প্রধান।
আত্মামাত্র দেখে যেবা পরম ঈশ্বর,
সর্ব্বসিদ্ধি লভে সে যে শুন নরেশ্বর।

বাচ্য নারায়ণ মন্ত্র তাহান বাচক,
বাচ্য বাচকেত মিলি হৈব একাত্মক।
এমত অনাদি প্রভু সংসার কারক,
তেমত জানিও বিষ্ণু সংসার মোচক।
জগতের ধাতা কর্ম্মফলের কারণ,
অন্তর্যামী জ্ঞানরূপে পূর্ণ সনাতন।
যত জিজ্ঞাসিলা রাজা কহিল তোমাতে,
সিদ্ধি হৌক কার্য্য তুমি যাও তপস্যাতে।
সূত বলে মুনিগণ শুন মন দিয়া,
এমত বলিলা ভৃগু রাজা সম্বোধিয়া।
শুনিয়া মুনির বাক্য প্রীতি পাইল মনে,
তপস্যা করিতে গেলা হিমালয় বনে।

ভগীরথের তপস্যা।

নাগেশ্বর মহাক্ষেত্র দিব্য নদীবর,
তপস্যা করিলা তাতে বড়ই দুষ্কর।
তিন সন্ধ্যা স্নান কৈল অতিথি পূজিল,
ফল মূল খাইয়া রাজা নিত্য হোম কৈল
সর্ব্বভূতে হিত রাজা বিষ্ণুপরায়ণ,
পত্রে পুষ্পে ফলে জলে পূজে নারায়ণ।
এহিরূপে বহুকাল তপস্যা করিল,
জাতি দৈর্ঘ্যাবস্থ রাজা সকল ছাড়িল।

তার পাছে ধ্যানে ভাবি দেব নারায়ণ,
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভক্ষণ।
প্রাণায়াম কৈল রাজা বায়ু করি স্তম্ভ,
নিরুচ্ছ্বাস হৈয়া তপ করিল আরম্ভ।
ধ্যান কৈল নারায়ণ অনন্ত অব্যয়,
বাহ্য জ্ঞানহীন সব দেখে আত্মময়।
নিরুচ্ছ্বাস কৈল ষষ্টি সহস্র বৎসর,
নাসা হোতে ধূম হৈল অতি ভয়ঙ্কর।

দেবতাদিগের ভয় ও নারায়ণস্তুতি।

সেই ধূম দেখি তবে যত দেবগণ,
অধিকার যায় হেন চিন্তিলা তখন।
বিষ্ণুর নিকটে গেল হইয়া বিকল,
ক্ষীরোদ উত্তর তীরে দেবতা সকল।
অজ্ঞান নাশক দেব ভয় বিনাশন,
ইন্দ্র আদি দেবগণে করিলা স্তবন।
নমস্কার করি দেব দেবের ঈশ্বর,
যাহার স্মরণে দুঃখ হয় দূরতর।
স্বভাব পরম শুদ্ধ পরিপূর্ণময়,
জ্ঞানময় হেন বোলে যে তোমা জানয়।
আত্মা রূপ ধ্যায়ে তোমা যত যোগিগণ,
দেব কার্য্য হেতু কর শরীর গ্রহণ।

জগত স্বরূপ তুমি জগত ঈশ্বর,
নমস্কার করি তোমা দেব দামোদর।
যার নাম স্মরণে সকল পাপ নাশ,
মুরারি পরম বিষ্ণু তেজ পরকাশ।
সেই আদি পুরাণ পুরুষ অনুপাম,
পুরুষ উত্তম নম সিদ্ধেশ্বর কাম।
সূর্য্য আদি যার তেজ হয় ত প্রকাশ,
যাহার আজ্ঞায় সৃষ্টি করয়ে বিনাশ।
ত্রিদশ কারণ রূপ নাথ দয়াময়,
তোমারে প্রণাম করি দূর কর ভয়।
যাহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃজয় সংসার,
পবিত্র সকল লোক আজ্ঞায় যাহার।
পবিত্র দেবতা সব আর বিপ্রগণ,
সেই দেব পদে করি সতত বন্দন।
আদি মধ্য অন্ত নাই পরম ঈশ্বর,
অজ্ঞান তিমিরান্ধের হয় অগোচর।
সূক্ষ্মরূপ সদানন্দ পরম কারণ,
রূপময় শব্দময় দেব নারায়ণ।
অনন্ত ঈশ্বর পীতাম্বর জনার্দ্দন,
ব্রহ্মা আদি দেবে যারে করয়ে সেবন।
যজ্ঞকর্ত্তা যজ্ঞপ্রিয় পুরুষ প্রধান,
প্রণমহু তোমা পদে দেও ইষ্ট দান।

স্বস্বরূপ সদানন্দ অজ্ঞানীর দূর,
হেন দেবপদে করি প্রণতি প্রচুর।
ইন্দ্র আদি দেবে যদি করিলা স্তবন,
প্রত্যক্ষ হইলা তবে দেব নারায়ণ।
দেবগণে প্রত্যক্ষ দেখিয়া দামোদর,
রাজার বৃত্তান্ত সব করিলা গোচর।
এতেক শুনিয়া তবে হরি দয়াময়,
দেবগণ সম্ভাষিয়া দিলেন্ত অভয়।
ভগীরথে তপস্যা করয়ে যেই স্থান,
তথা গেলা নারায়ণ গুণের নিধান।

ভগীরথের প্রতি নারায়ণের উপদেশ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি করে,
প্রত্যক্ষ হইল হরি রাজার গোচরে।
সাক্ষাতে দেখিলা রাজা দেব দামোদর,
শরীর কান্তিয়ে দশদিক নিরমল।
অতসী কুসুম রূপ কর্ণেতে কুণ্ডল,
কমললোচন দিব্য কিরীট উজ্জ্বল।
দেবের সেবিত পদ অতি দিব্যাকর,
শ্রীবৎস কৌস্তভ অঙ্গে পীতাম্বর ধর।
হরি দেখি প্রণাম করিলা নরপতি,
দণ্ডবত ভূমিতলে পুলকিত অতি।

রোমাঞ্চ শরীর হৈল গদ গদ বাণী,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে পুনি পুনি।
তা দেখিয়া প্রসন্ন হইলা গদাধর,
সন্তুষ্ট বদনে তবে দিলেন্ত উত্তর।
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইব রাজন,
আসিব আমার লোকে তোর পিতৃগণ।
অন্য মূর্ত্তি আমার শঙ্কর উমাপতি,
তান পূজা কর তুমি যেমত শকতি।
অশেষ কল্যাণ তোমা দিব গঙ্গাধর,
আমিহ প্রত্যহ পূজা করি যে শঙ্কর।
শিব আরাধন কর করিয়া স্তবন,
স্তবপ্রিয় মহাদেব শুনহ রাজন।
সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা পুরুষ প্রধান,
তোমার বাঞ্ছিত শিবে করিব বিধান।
এহি বাক্য রাজারে বলিয়া ভগবান,
অচ্যুত অনন্ত-প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান হৈল যদি জগতের পতি,
তা দেখিয়া বিস্মিত হইল নরপতি।
কিবা সত্য স্বপ্ন বা দেখিলুঁ আচম্বিত,
এতেক বলিয়া রাজা হইল চিন্তিত।
সম্ভ্রান্ত হইয়া রাজা আছন্ত তপাত,
হেন কালে আকাশেত বাণী সহসাত।

চিন্তা পরিহর রাজা স্থিরকর মন,
সত্য এহি বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত ভক্তি ভাবে অতি,
শিবেরে স্তবন কর শুন নরপতি।
এতেক শুনিয়া রাজা রোমাঞ্চিত হইয়া,
স্তবন করিতে গেলা শিব উদ্দেশিয়া।

শিবস্তব।

প্রণমহুঁ শিব জগন্নাথ সুপ্রকাশ,
প্রণত জনের পীড়া শীঘ্র কর নাশ।
প্রণামের অগোচর সর্ব্বদেব ময়,
ঈশান প্রণবাত্মক দেব মৃত্যুঞ্জয়।
সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারী বিরূপ নয়ন,
ঊর্দ্ধরেতা বিশ্বরূপ করোম বন্দন।
আদি অন্ত মধ্য যার পরিমাণ নাই,
অব্যক্ত অক্ষয় শিব যোগীন্দ্র গোসাঞি।
পরম আনন্দ দেব পুষ্টি বিবর্দ্ধন,
লোকনাথ আদিদেব পরম কারণ।
নমো নীলকণ্ঠদেব নম পশুপতি,
নমো বিশ্বরূপদেব চৈতন্য প্রকৃতি।
নমো ত্রিলোকের নাথ পাপ বিনাশন,
নমো রুদ্র বরুণ কন্দর্প পঞ্চানন।

নমস্থ পিণাক পাণি নম শূলধর,
কুণ্ডলী ভূষণ নমো নমো ঘণ্টাকর।
নমো নম সর্ব্বপাপ বিনাশ কারণ,
নমো নমো গণাধিপ নমো নিরঞ্জন।
বন্দোম হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যের পতি,
গণেশ ঈশ্বর নমো নির্গুণ প্রকৃতি।
নমো গুণাত্মক নমো হিরণ্যের রেতা,
নমো বিশ্বরূপ নম সর্ব্বফল দাতা।
বন্দোম ধ্যানের সাক্ষী ধ্যানরূপ যার,
নম অহি ব্রহ্ম নম অগ্নি পরচার।
যে এহি আপন বিশ্ব করিল সৃজন,
স্থাবর জঙ্গম যত যার নিয়োজন।
যাহাতে সকল সৃষ্টি উতপন্ন হয়,
যেন অভ্র হোতে বৃষ্টি জল উপজয়।
স্ব প্রকাশ নিরঞ্জন পূর্ণ সনাতন,
জ্যোতীরূপ তত্ত্বজ্ঞানী সবের ভাবন।
নীলকণ্ঠ বিরূপাক্ষ সদাশিব গতি,
মৃত্যুঞ্জয় জটাধর দেব উমাপতি।
নমো জটাধারী নীলগ্রীব মহেশ্বর,
আমারে প্রসন্ন হও দেব গঙ্গাধর।
যা হৈতে পর্ব্বত নদী সমুদ্র জন্মিল,
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ অপ্সর হইল।

যা হৈতে সকল জন্তু চেষ্টা মাত্র ধরে,
সেই শিবে তুষ্ট হৈয়া শুভ দেও মোরে।
যার শুদ্ধ রূপ ধ্যান করে যোগিগণ,
সংসারের অন্তরাত্মা স্বরূপ লক্ষণ।
স্বতন্ত্র গুণের সন্নিধান এক সার,
সেই দেব নমস্কার করোঁ বারে বার।
ভগীরথ বিরচিত এহি স্তববর,
ত্রিসন্ধ্যা পড়িলে সর্ব্বফল পায় নর।
এহি স্তবে তুষ্ট হৈয়া গিরীশ শঙ্কর,
তপে তৃপ্ত নৃপতির হইল গোচর।
পঞ্চ বক্ত্র (১) দশভুজ অর্দ্ধচন্দ্র ধব,
নাগ যজ্ঞসূত্র ত্রিলোচন মহেশ্বর।
বিস্তারিত বক্ষস্থল অতি তেজবান,
সুরার্চ্চিত পদ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান।
দেখি গদ গদ চিত্ত হৈল নরপতি,
দণ্ডবত হৈয়া পদে করিল প্রণতি।
নমস্কার করি উচ্চ করিয়া বচন,
মহাদেব মহাদেব করিল কীর্ত্তন।

মহাদেবের বর দান।

দেখিয়া রাজার ভক্তি শঙ্করে বলিল,
যেই ইচ্ছা মাগ বর আমি তুষ্ট হৈল।

---

(১) মূলে, "বক্ক বক্র" আছে।

তপস্তায় তবে আমা করিলা পূজন,
নিষ্পাপ শরীর তোমা হইল রাজন।
ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অপার,
অন্তকালে মোক্ষ হৈব জন্ম নাহি আর।
এতেক বলিল যদি দেব ত্রিলোচন,
অঞ্জলি করিয়া রাজা বলিল বচন।
যদি বর দিতে ইচ্ছা হইল তোমার,
গঙ্গা দিয়া কর মোর কুলের উদ্ধার।
রাজার বচন শুনি দেব মহেশ্বর,
অনুগ্রহ ভাবে পুনি দিলেন্ত উত্তর।
দিলাম তোমারে গঙ্গা শুন নরপতি,
তোমার পুরুষ সবে পাওক মুকতি।
মোক্ষপদ তোমারে দিলাম নরেশ্বর,
এ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল শঙ্কর।
শিরের মুকুট হোতে হইয়া সৃজন,
ভগীরথ পথে গঙ্গা করিলা গমন।
সেই ত অবধি গঙ্গা মহাপুণ্য ধাম,
স্বর্গলোকে হৈল ভাগীরথী হেন নাম।
সগরের পুত্র সব অতি পূর্ব্বকালে,
যেই স্থানে ভস্ম হৈল মুনি কোপানলে।
সেই স্থানে আপ্লাবিলা গঙ্গা ভাগীরথী,
সগরসুতের ভস্ম যথা ছিল স্থিতি।

নরকে আছিল যত সগর কুমার,
পূর্ব্ব পাপ হৈাতে পাইল সকলে উদ্ধার
তবে যমে পূজা করি স্তুবিলা বিস্তর,
পূর্ব্বকালে করিল তাড়না বহুতর।
নিষ্পাপ হইল জানি সগর তনয়,
বন্দনা করিল যমে করিয়া বিনয়।
শুন রাজপুত্র সব আমার বচন,
করিলা নরক ভোগ পাপের কারণ।
তোমার কুলের ধ্বজ জন্মিল পণ্ডিত,
ভগীরথ নাম তার সর্ব্বলোক হিত।
দারুণ নরক যত সংখ্যা নাহি তার,
তাহা হৈাতে তুমি সবে করিল উদ্ধার।
উত্তম বিমান শীঘ্র কর আরোহণ,
চলি যাও দিব্য স্থানে বিষ্ণুর ভবন।
শুনিয়া যমের বাক্য আনন্দ হইল,
সগরের পুত্র সব বিষ্ণুলোকে গেল।
এমত প্রভাব সেই গঙ্গা ভাগীরথী,
বিষ্ণুপদ অগ্র হৈাতে যাহার উৎপত্তি।
সর্ব্বলোকে খ্যাতা গঙ্গা পরম পাবনী,
স্মরণ মাত্রে ত সর্ব্বপাপ বিনাশিনী।
মহাপুণ্য কথা এহি পাপ দূর যায়,
পড়িলে শুনিলে গঙ্গাস্নান ফল পায়।

এহিত পুণ্যের কথা যেই ভাগ্যবান,
দেবতা আলয়ে পড়ে হৈয়া সাবধান।
বিষ্ণুর সালোক্য মুক্তি পায় সেই জন,
যাবত ব্রহ্মার দিন শুন মুনিগণ।
কল্যাণমাণিক্য দেব তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
আজ্ঞায় করিল রাজা প্রবন্ধ পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চদশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রতবিধি।

ব্যাস শিষ্য সর্ব্বজ্ঞানী সূত মুনিবর,
সনকাদি সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
ব্রতের বিধান এবে শুন মুনিগণ,
যাহারে করিলে হরি প্রসন্ন বদন।
সুখ বৃদ্ধি পুণ্য বৃদ্ধি হয় সমুদিত,
অনায়াসে হয় পুনি বিষ্ণুর পিরীত।
যেবা কোন্‌রূপে করে হরির পূজন,
বিষ্ণুর পরম পদে করয়ে গমন।
মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
করিব বিষ্ণুর পূজা হৈয়া উপবাসী।
স্নান করিবেক দণ্ড ধারণের শেষ,
শুক্লবস্ত্র পরিধান করিব বিশেষ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি উপহার,
তুলসী চন্দন মাল্য অনেক সম্ভার।
কেশবায় বলি অন্তে নম পদ দিয়া,
করিবেক হরি পূজা ভকতি করিয়া।

দুই সের দুগ্ধে হরি করাইব স্নান,
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার করিবেক দান।
তিন কাল এহি রূপে করিব পূজন,
লক্ষ্মীর সহিতে হরি দেব নারায়ণ।
তার শেষে ঘৃতে তিলে অষ্টাহুতি দিব,
রাত্রি জাগরণে হরি সাক্ষাতে থাকিব।
প্রভাতে করিয়া কর্ম্ম প্রভাত উচিত,
পূর্ব্বরূপে করিবেক পূজা সমুদিত।
ঘৃতযুক্ত পরমান্ন করিবেক দান,
নারিকেল যুক্ত করি ব্রাহ্মণের স্থান।
বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারিয়া দান হৈলে শেষ,
বিপ্রেরে দক্ষিণা তবে দিবেক বিশেষ।
ভক্তি ভাবে করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন,
বন্ধুর সহিত তবে করিব ভোজন।
এহি রূপে পূজা করি দেব দামোদর,
পুণ্ডরীক যজ্ঞফল পায় সেই নর।
পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
মূল মন্ত্রে পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
দুগ্ধে স্নান করাইব পূর্ব্ব পরিমিত,
তিন কাল পূজিবেক লক্ষ্মীর সহিত।
গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ স্তব মনোরম,
নৃত্য গীত বাদ্য আর নৈবেদ্য উত্তম।

এহি রূপে পূজা করি ব্রাহ্মণের স্থান,
দক্ষিণা সহিতে দিব কৃশরাম (১) দান।
এহি মতে দান দিয়া দক্ষিণা সহিত,
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব সমুচিত।
বন্ধুগণ সঙ্গে তবে করিব পারণ,
তাহারে পরম তুষ্ট হয় নারায়ণ।
এহি রূপে পূজে যেবা দেব দামোদর,
তার হয় অগ্নিষ্টোম অষ্ট গুণ ফল।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
ভক্তি ভাবে পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
গোবিন্দায় পদ অন্তে নমঃ পদ দিয়া,
বিষ্ণু পূজা করিবেক যতন করিয়া।
প্রণবের শেষে নম তার অবশেষ,
মাধবায় পদ দিব জানিয়া বিশেষ।
এহি মন্ত্রে অষ্টবার করিব হবন,
বিধি অনুসারে অগ্নি করিয়া স্থাপন।
তার শেষে দুই সের দুগ্ধ পরিমাণ,
ভক্তি ভাবে করাইব মাধবের স্নান।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি উপহার,
এহি রূপে পূজিবেক করিয়া সম্ভার।

---

(১) তিলের খিচুড়ী।

সেই রাত্রি তথাতে করিব জাগরণ,
প্রভাতে করিব কর্ম্ম শুদ্ধির কারণ।
নিত্য ক্রিয়া করি পুনি বিষ্ণুরে পূজিব,
তিল দান করি তবে ব্রাহ্মণ তুষিব।
এহি মন্ত্র পড়ি দুই সের পরিমিত,
তিল দান দিব বস্ত্র দক্ষিণা সহিত।
তার শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
স্মরণ করিয়া হরি করিব পারণ।
এহি মতে ব্রত যদি করয়ে বিশেষ,
বাজপেয় শত ফল লভয়ে অশেষ।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
পূর্ব্বরূপে পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
গোবিন্দায় পদ শেষে নম পদ দিয়া,
করিবেক হরি পূজা ভকতি করিয়া।
স্নান করাইব দুগ্ধে পূর্ব্ব পরিমিত,
যজ্ঞ করিবেক তবে হৈয়া সাবহিত।
ঘৃত তিলে অষ্টোত্তর শতেক আহুতি,
বিষ্ণু উদ্দেশিয়া দিব করিয়া ভকতি।
তিন কাল করিবেক হরির পূজন,
জাগরণ করিবেক ভাবি নারায়ণ।
প্রভাতে করিব কৃত্য প্রভাত উচিত,
পুনিহ করিব পূজা হৈয়া সাবহিত।

ষোল সের ধান্য তবে ব্রাহ্মণের স্থান,
দক্ষিণা বস্ত্রের সঙ্গে করিবেক দান।
বিষ্ণুমন্ত্রে ধান্য দান করিয়া বিশেষ,
গোমেধ যজ্ঞের ফল লভয়ে অশেষ।
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পাইয়া,
বিষ্ণু পূজা করিবেক উপবাসী হৈয়া।
বিষ্ণবে পদের শেষে নম পদ দিয়া,
এহি মন্ত্রে পূজিবেক ভকতি করিয়া।
দুই দুই সের তবে করি পরিমাণ,
ঘৃত দুগ্ধে করাইব গোবিন্দের স্নান।
সেই রাত্রি তথাতে করিয়া জাগরণ,
প্রভাতে করিব কর্ম্ম শুদ্ধির সাধন।
পুনিহ করিব পূজা পূর্ব্ব মন্ত্র লৈয়া,
যজ্ঞ করিবেক তবে অগ্নি সঞ্চারিয়া।
মধু তিলে অষ্টোত্তর শতেক আহুতি,
বিষ্ণু উদ্দেশিয়া দিব করিয়া ভকতি।
ষোল সের তণ্ডুল যে করিবেক দান,
দক্ষিণা সহিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্থান।
পূর্ব্ব মন্ত্র পড়ি দান করিব তণ্ডুল,
তাহারে সন্তুষ্ট হরি হয়ত প্রচুর।
এহিরূপে যেবা পূজে দেবদামোদর,
তার হয় অগ্নিষ্টোম অষ্টগুণ ফল।

বৈশাখের শুক্ল পক্ষে দ্বাদশী পাইয়া,
ভক্তিভাবে পূজিবেক উপবাসী হৈয়া।
চারি ষোল সের দুগ্ধে করাইব স্নান,
তার শেষে করিবেক অগ্নি সন্বিধান।
নমস্তে মধুহা শেষে ইন্দ্রপদ দিয়া,
যজ্ঞ করিবেক তবে ভকতি করিয়া।
জাগরণ করিবেক বিষ্ণুর আলয়,
প্রাতঃকৃত্য করিবেক প্রভাত সময়।
তার শেষে পুনি পূজা করিব যতনে,
দুই সের ঘৃতদান করিব তখনে।
বিষ্ণু মন্ত্রে ঘৃত দিয়া করি আরাধন,
অশ্বমেধ যজ্ঞফল পায় সেই জন।
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
বিষ্ণু পূজা করিবেক থাকি উপবাসী।
ষোল সের দুগ্ধে বিষ্ণু করাইব স্নান,
ত্রিবিক্রম মন্ত্রে পূজিবেক ভগবান।
পরমান্নে অষ্টোত্তর শতেক আহুতি,
হরি উদ্দেশিয়া দিব করিয়া ভকতি।
সেই রাত্রি দেবালয়ে জাগিয়া থাকিব,
পর দিনে পুনি বিষ্ণু পূজন করিব।
বিষ্ণু মন্ত্রে দক্ষিণা সহিতে দ্বিজ স্থান,
বিংশতি পিষ্টক তবে করিবেক দান।

দান করি করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
তার শেষে করিবেক আপনে পারণ।
এহিরূপে পূজে যদি দেব দামোদর,
নরমেধ অষ্টগুণ ফল পায় নর।
আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
বামনেরে পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
দুই সের দুগ্ধে তবে করাইব স্নান,
তার শেষে করিবেক অগ্নি সন্নিধান।
নমস্তে পদের শেষে বামনায় দিয়া,
হোম করিবেক এহি মন্ত্র উচ্চারিয়া।
দূর্ব্বা দিয়া করিবেক ঘৃতের আহুতি,
ভক্তিভাবে করিবেক যেমত শকতি।
বিষ্ণু মন্ত্রে মধু অম্লফল যুক্ত করি,
দক্ষিণা সহিতে দিব শক্তি অনুসারি।
সেই রাত্রি সর্ব্বকাল করি জাগরণ,
পর দিনে পুনি পূজা করিব বামন।
সেই জনে এহি রূপ পূজন করয়,
অশ্বমেধ শত গুণ পুণ্য তার হয়।
শ্রাবণের শুক্ল পক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
শ্রীধর পূজিবে তবে হৈয়া উপবাসী।
নমস্তে পদের শেষে শ্রীধরায় দিয়া,
পূজিবেক মধু ক্ষীরে স্নান করাইয়া।

দধি যুক্ত ঘৃত তবে দিবেক আহুতি,
ভক্তিয়ে করিব যজ্ঞ যেমত শকতি।
বিষ্ণু মন্ত্রে ষোল সের দুগ্ধ দিব দান,
দক্ষিণা বস্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের স্থান।
স্বর্ণ কুণ্ডল দুই দিবেক দক্ষিণা,
শ্রেষ্ঠ অতি শ্রেষ্ঠ দ্বিজ করি বিবেচনা।
তার শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
বন্ধুর সহিত তবে করিব পারণ।
এহি মত পূজা করি দেব দামোদর,
অশ্বমেধ সহস্রেক ফল পায় নর।
ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
হৃষীকেশ পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
ঘৃতযুক্ত পরমান্নে যেমত শকতি,
হৃষীকেশ মন্ত্রে তবে দিবেক আহুতি।
জাগরণ আদি কর্ম্ম করিয়া সকল,
পুনি পূজিবেক হরি ভকত বৎসল।
বিষ্ণু মন্ত্রে ষোল সের গোধূম তণ্ডুল,
দ্বিজেরে করিব দান যার শুদ্ধ কুল।
তার শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
বন্ধুর সহিতে তবে করিব পারণ।
এহি ব্রতে নষ্ট হয় পাতক অশেষ,
ব্রহ্মমেধ যজ্ঞফল লভয়ে বিশেষ।

আশ্বিনের শুক্লপক্ষে পাইয়া দ্বাদশী,
পদ্মনাভ পূজিবেক হৈয়া উপবাসী।
স্নান করাইব দুগ্ধে পূর্ব্ব পরিমিত,
পূজা করিবেক যেন বিধান বোধিত।
যব ধান্য ঘৃত তবে করিব হবন,
পদ্মনাভ মন্ত্রে দ্বিজে করিয়া যতন।
সেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকিব,
প্রাতঃকালে নিত্য কর্ম্ম সকল করিব
পুনি পূজা করিবেক দেব ভগবান,
দ্বিজেরে করিব এক সের মধু দান।
বিষ্ণু মন্ত্রে মধুদান যে জনে করয়,
অশ্বমেধ সহস্রেক ফল তার হয়।
কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পাইয়া,
দামোদর পূজিবেক উপবাসী হৈয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত যোল সের পরিমিত,
স্নান করাইব হরি হৈয়া সাবহিত।
মধু তিলে অষ্টোত্তর শতেক আহুতি,
দামোদর মন্ত্রে দিব করিয়া ভকতি।
তিন কাল পূজিবেক দেব নারায়ণ,
বিষ্ণু গৃহে থাকিবেক করি জাগরণ।
পর দিনে পদ্মপুষ্পে করিয়া পূজন,
তার শেষে করিবেক অগ্নির স্থাপন।

ঘৃতে তিলে অষ্টোত্তর শতেক আহুতি,
দামোদর মন্ত্রে দিব করিয়া ভকতি।
বিষ্ণু মন্ত্রে পঞ্চামৃত যুক্ত অন্নদানে,
দক্ষিণা সহিতে দিব ব্রাহ্মণের স্থানে।
অন্ন শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
বন্ধুগণ সঙ্গে তবে করিব পারণ।
এহি মতে পূজে যেবা দেব দামোদর,
দুই সহস্র অশ্বমেধ ফল পায় নর।
দ্বাদশ দ্বাদশী ব্রত করি সাধুজন,
বিষ্ণুর পরম পদে করয়ে গমন।
এক মাস দুই মাস করে যেই জন,
তথাপিহ সেই ফল ভক্তির কারণ।

প্রতিষ্ঠাবিধি।

বৎসরেক করিয়া যে ব্রত আচরণ,
প্রতিষ্ঠা করিব তবে পুণ্যবন্ত জন।
মার্গশীর্ষে পৌর্ণমাসী পাইয়া বিশেষ,
স্নান করিবেক দন্ত ধাবনের শেষ।
শুক্ল মাল্য শুক্ল বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন,
এহি রূপে করিবেক শরীর ভূষণ।
কিঙ্কিণী চামর ঘণ্টা আদি অলঙ্কার,
গন্ধ মাল্য চন্দ্রাতপ ধ্বজের বিস্তার।

এহি রূপে করিবেক মণ্ডপ শোভন,
শুক্ল বস্ত্র দিয়া করিবেক আচ্ছাদন।
মণ্ডপে ত করিবেক প্রদীপ বিস্তর,
মণ্ডল সর্ব্বতো ভদ্র করিব সুন্দর।
তার শেষে পঞ্চরত্ন জল পূর্ণ করি,
দ্বাদশ কলস দিব মণ্ডল উপরি।
শুদ্ধ শুক্ল এক বস্ত্রে কলস সকল,
আচ্ছাদন করিবেক পরম নির্ম্মল।
প্রতিমা করিব লক্ষ্মী বিষ্ণু অনুপম,
সুবর্ণ রজত তাম্র শক্তি অনুক্রম।
ধর্ম্ম কার্য্যে করে যেবা ধনের গোপন,
তার নষ্ট হয় আয়ু সম্পদ জীবন।
কলস উপরে সেই প্রতিমা রাখিব,
পঞ্চামৃত দিয়া তবে স্নান করাইব।
কেশব মন্ত্রের তবে করি উচ্চারণ,
পাদ্য আদি উপচারে করিব পূজন।
তিন কাল এহি রূপে করি আরাধন,
পুরাণ শুনিয়া করিবেক জাগরণ।
প্রভাতে প্রভাত কর্ম্ম সকল করিয়া,
পুনিহ করিব পুজা উপচার দিয়া।
পুরাণ পঠিব তবে দেব সন্নিধান,
ব্রাহ্মণেরে করিবেক উপহার দান।

বিষ্ণু মন্ত্র পড়ি অন্ন দধিয়ে মিশ্রিত,
ঘৃত পরমান্ন দশ পিষ্টক সহিত।
দ্বাদশ ব্রাহ্মণ স্থানে করিবেক দান,
দক্ষিণা দিবেক তবে হৈয়া ভক্তিমান।
দুই হস্ত যোড় করি করিয়া ভকতি,
প্রার্থনা করিব তবে করিয়া বিনতি।
পুরুষ উত্তম নমো নমো বিশ্বম্ভর,
পূর্ণ ফল কর মোরে দেবের ঈশ্বর।
বিষ্ণু মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিয়া বিশেষ,
স্তুতি করিবেক আর প্রণাম অশেষ।
অঙ্গহীন যজ্ঞ কিবা তপস্যা সকল,
যাহার স্মরণে সেহ হয় পূর্ণ ফল।
ভক্তিভাবে করি আমি তাহানে প্রণতি,
পূর্ণ ফল কর মোরে দেব লক্ষ্মীপতি।
এইরূপে করিবেক প্রণতি বিস্তর,
ব্রতের সম্পূর্ণ ফল দিব দামোদর।
মণ্ডপের যত দ্রব্য প্রতিমা প্রভৃতি,
পুরোহিত স্থানে দিব করিয়া প্রণতি।
ভোজ্য দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণ তুষিব,
বন্ধুর সহিতে তবে ভোজন করিব।
থাকিব সাধুর সঙ্গে সন্ধ্যার অবধি,
স্মরণ করিব হরি দেব দয়া নিধি।

দ্বাদশীর ব্রত করে যেই সাধুজন,
তার সিদ্ধি হয় সব মনের বাঞ্ছন।
অন্তকালে সেই জনে পাপ বিনাশিয়া,
মুক্ত হয় একবিংশ কুল সঙ্গে লৈয়া।
যেবা শুনে কহে এই ব্রতের কথন,
বাজপেয় যজ্ঞ ফল পায় সেই জন।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নরেশ্বরে,
নারদীয় অর্থ সব লোকে বুঝিবারে।
পাঁচালী করাইল রাজা অনুমতি দিয়া,
পণ্ডিত সকলে কৈল পুরাণ দেখিয়া।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণ,
ষোল অধ্যায়ের ভাষা হৈল সমাধান।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ষোড়শাধ্যায়ঃ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পূর্ণিমা ব্রত।

পুনর্ব্বার কহিলেক সূত তপোধন,
আর এক ব্রত কহি শুন মুনিগণ।
সর্ব্বপাপ হরে দুঃখ হয় বিবর্জ্জিত,
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় বশ্যে করিতে উচিত।
শূদ্র আর সর্ব্বজাতি নারীয়ে করিব,
সর্ব্বব্রত কামনার ফল সে পাইব।
দুঃস্বপ্ন নাশন দুষ্ট গ্রহ নিবারণ,
পূর্ণিমার ব্রত লোকে করি বিবরণ।
ব্রতের বিধান কহি শুন দিয়া মন,
এহি ব্রতে কোটী কোটী পাপের নাশন
মার্গশীর্ষ মাসে শুভ পূর্ণিমা দিবসে,
দন্ত শুদ্ধি করি স্নান করিবেক শেষে।
শুক্ল বস্ত্র পরি মৌন ঘরেত আসিব,
হস্ত পদ পাখালিয়া বিষ্ণুরে স্মরিব।
নিজ দেবার্চ্চন করি সঙ্কল্প বিধানে,
লক্ষ্মী নারায়ণ পূজা করিব যতনে।

পাস্থ অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প দীপ আদি দিয়া,
নমো নারায়ণ বলি পূজিব জাগিয়া।
গীত বাস্থ নৃত্য আর পুরাণ শ্রবণে,
পবিত্র হইয়া স্তব করিব যতনে।
দেবের সমুখে চারি হস্ত পরিমাণ,
স্থাপন করিব অগ্নি যার যে বিধান।
পুরুষ সূক্তিয়ে হোম করিব ব্রাহ্মণ,
ঘৃত তিল চরু দিয়া স্মরি নারায়ণ।
এক কালে করে হোম কিবা তিন কালে,
পাপ রাশি নাশ হয় মুক্তি পরকালে।
প্রায়শ্চিত্ত হোম আদি করিব বিধানে,
হোম করি শান্তি সূক্ত পঠিব যতনে।
তার শেষে পুনর্ব্বার পূজিবেক হরি,
উপবাস সমর্পিব ভক্তি মনে ধরি।
পূর্ণিমা দিবসে হরি আজ্ঞায় তোমার,
ভক্তি ভাবে আছি আমি হৈয়া নিরাহার।
পর দিন পাইয়া মুক্তি করিমু ভোজন,
শরণ লইলুঁ কৃপা কর নারায়ণ।
তার পাছে শুক্ল পুষ্প তণ্ডুল সহিত,
চন্দ্রেরে দিবেক অর্ঘ্য ভক্তি সুস্থিহিত।
ক্ষীরোদ শয়নে জন্ম অত্রির নয়নে,
রোহিণী সহিতে অর্ঘ্য লও হৃষ্ট মনে।

এহি মন্ত্র পড়ি তবে চন্দ্র সম্বোধিয়া,
পূর্ব্ব মুখ হৈয়া অর্ঘ্য দিবেক চাহিয়া।
নমো শুক্ল দীপ্তি নমো নমো দ্বিজপতি,
লক্ষ্মী সহোদর নমো রোহিণীর পতি।
এহি মন্ত্রে চন্দ্রেরে যে স্তবন করিব,
পুরাণ শুনিয়া রাত্রি জাগিয়া থাকিব।
পাষণ্ড আলাপ না করিব কদাচিত,
জিতেন্দ্রিয় শুচি হৈয়া থাকিব রাত্রিত।
প্রাতঃকালে নিত্য কর্ম্ম করি সমাপন,
যথাশক্তি পূজিবেক দেব নারায়ণ।
তার শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন,
যথা শক্তি দক্ষিণা করিব নিবেদন।
বন্ধু ভৃত্য আদি যত সহিতে করিয়া,
ভোজন করিব ব্রতী মৌন আচরিয়া।
এহি মতে পৌষ আদি একাদশ মাসে,
করিবেক উপবাস পূর্ণিমা দিবসে।
প্রতিমাসে পূর্ণিমাতে পূজি নারায়ণ,
করিবেক কার্ত্তিক মাসেত সমাপন।

প্রতিষ্ঠাবিধি।

প্রতিষ্ঠার বিধি কহি কর অবধান,
মণ্ডপ করিব ষোল হস্ত পরিমাণ।

পুষ্প মালা চন্দ্রাতপ ধ্বজ বিরাজিত,
বহুল প্রদীপ ধূপ কিঙ্কিণী শোভিত।
দর্পণ চামর জলপূর্ণ ঘট তাতে,
করিব সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল মধ্যেতে।
জলপূর্ণ ঘট তার মধ্যে ত স্থাপিব,
শুক্ল বস্ত্রে সেই ঘট আচ্ছাদন দিব।
কিবা স্বর্ণ কিবা রৌপ্য কিবা তাম্রময়,
লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্ত্তি করিব নিশ্চয়।
পঞ্চামৃত গন্ধজলে করাইব স্নান,
সেই ঘট উপরে করিব অবস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য অন্ন দিয়া করিব পূজন,
জিতেন্দ্রিয় হৈয়া রাত্রি করিব জাগরণ।
প্রভাত সময়ে পুনি পূজিব বিষ্ণুরে,
দক্ষিণা সহিতে মূর্ত্তি দিব আচার্য্যেরে।
ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য দিব করিয়া ভকতি,
করিবেক তিন দান যে মত শকতি।
পুরুষসূক্ত তিন হোম করিব যতনে,
লক্ষ্মী নারায়ণ নাম ব্রত সন্নিধানে।
ভক্তি ভাবে এই ব্রত করে যেই নর,
পুত্র পৌত্র সঙ্গে সুখে থাকে নিরন্তর।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় হয় পুণ্যশ্লোক,
অন্তে পুরুষ সঙ্গে যায় বিষ্ণু লোক।

কল্যাণমাণিক্য দেব তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
আজ্ঞা অনুসারে রাজা করাইল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে সপ্তদশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ধ্বজ-আরোপণ ব্রত।

ব্যাস শিষ্য মহামুনি সূত তপোধন,
ঋষিগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
আর এক ব্রত কহি শুন দিয়া মন,
ধ্বজ আরোপণ নাম অতি বিলক্ষণ।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় বিষ্ণুর পিরীত,
দ্বিজ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নারীর উচিত।
বিষ্ণুগৃহ দ্বারে ধ্বজ করি আরোপণ,
সর্ব্বপাপ নাশ হয় শুন মুনিগণ।
ধ্বজ আরোপণ যেবা করে বিষ্ণুদ্বারে,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তাকে পূজা করে
বহুল কুটুম্ব থাকে বহু পরিজন,
বেদ শাস্ত্র জানে সে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ
সুবর্ণ সহস্র ভাঁর তারে দিলে দান,
ধ্বজ আরোপণ ফল তাহার সমান।
প্রতিদিন গঙ্গা স্নানে যত ফল হয়,
ধ্বজ আরোপণ ফল সেই ত নিশ্চয়।

স্বর্ণ (১) লিঙ্গ পূজা করে তুলসী পূজন,
তাহাতে অধিক ফল ধ্বজ আরোপণ।
সর্ব্বপাপ হরে সে যে ব্রতের প্রধান,
তার বিধি কহি আমি কর অবধান।
কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বাদশী দিবসে,
ধ্বজ আরোপিব নরে পরম হরিষে।
একাদশী তিথিতে হইব ব্রহ্মচারী,
জপিব বৈষ্ণব মন্ত্র নারায়ণ স্মরি।
ধৌত বস্ত্র পরি হৈব শুদ্ধ ভাব অতি,
দেবালয়ে শয়ন করিব সেই ব্রতী।
প্রভাত সময়ে স্নান করি সেই নরে,
নিত্য কর্ম্ম সমাপিয়া পূজিব বিষ্ণুরে।
চারিজন ব্রাহ্মণ সহিতে শুদ্ধ মতি,
স্বস্তি বাচনাদি কর্ম্ম করিব সম্প্রতি।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ তবে করি সমাপন,
গায়ত্রীয়ে ধ্বজ স্তম্ভ করিব প্রোক্ষণ।
সূর্য্য চন্দ্র গরুড় পূজিব সেই বাসে,
স্তম্ভে ধাতা বিধাতা পূজিব তার শেষে।
হরিদ্রা তণ্ডুল গন্ধ শুক্ল পুষ্প দিয়া,
পূজিব সকল দেব হরষিত হৈয়া।

---

(১) মূলে "শৃঙ্গ" আছে।

গোচর্ম্ম প্রমাণ ভূমি করিয়া লেপন,
বেদ অনুসারে অগ্নি করিব স্থাপন।
অষ্টোত্তর শত হোম করিব পায়সে,
ঘৃতে অষ্টোত্তর শত করিবেক শেষে।
প্রথমে পুরুষ সূক্ত জপি সেই স্থানে,
গরুড়েরে অষ্টাহুতি দিবেক বিধানে।
সোম সূক্ত পড়ি হোম করিবেক ব্রতী,
সূর্য্য মন্ত্র জপিবেক করিয়া ভকতি।
শান্তি সূক্ত পড়ি তবে শক্তি অনুরূপে,
রাত্রিতে জাগিব ব্রতী হরির সমীপে।
তার শেষে প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম করি,
পূর্ব্বমত উপচারে পূজিবেক হরি।
তার শেষে করিয়া মঙ্গল বাদ্য অতি,
পড়িয়া পুরুষসূক্ত যেমত শকতি।
নৃত্য গীত বাদ্য অতি করিয়া শোভন,
ধ্বজ নিয়া দেবালয়ে করিব পূরণ।
দেব দ্বারে শিখরে বা হৈয়া হরষিত,
সুস্থিরে স্থাপিব ধ্বজ স্তম্ভের সহিত।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিস্তর,
ভক্ষ্য ভোজ্য তাম্বূলে পূজিব গদাধর।
এহিরূপে দেব দ্বারে ধ্বজ আরোপিব,
স্তব পড়ি বিষ্ণু গৃহে প্রদক্ষিণ হৈব।

নমো বিশ্ব বিভানন নমো হৃষীকেশ,
নমস্তুঁ পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষ বিশেষ।
যাহাঁতে অখিল বিশ্ব হইল প্রচার,
যাহাঁতে রহিছে এহি অখিল সংসার।
প্রলয় কালে ত যাতে মিশাইব সব,
শরণ লইলুঁ কৃপা করহ মাধব।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার ভাব নাহি জানে,
অনুক্ষণ ভাবিয়া না দেখে যোগিগণে।
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি পরম কারণ,
তোমার চরণ মুই করোম বন্দন।
শূন্যে নাভি, স্বর্গে শির, ভূমি পদ যার,
জ্ঞানরূপী হরি তোমা পদে নমস্কার।
মুখ হোতে দ্বিজ বাহু হোতে ভূমিপাল,
উরু হোতে বৈশ্য পদ হোতে শূদ্র যার।
চক্ষুতে জন্মিল সূর্য্য প্রাণে ত পবন,
মন হোতে চন্দ্র যার মুখে হুতাশন।
মায়ার সঙ্গম হেতু পরম কারণ,
পুরুষ উত্তম তুমি বলে সর্ব্বজন।
নির্ব্বিকার নিরমল শুদ্ধ নিরঞ্জন,
অনন্ত অপরাজিত ক্ষীরোদ শয়ন।
নমো ভক্তি গম্য বিষ্ণু ভকত বৎসল,
তুমি আদি পঞ্চভূত আত্মা সুবিমল।

সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম অপ্রমেয় রূপ যার,
সেই আদি দেব পাদ করি নমস্কার।
যে পুনি পরম ব্রহ্ম সর্ব্বলোক ধাম,
পরম নির্গুণ সূক্ষ্ম অতি অনুপাম।
উত্তম পুরুষ প্রভু দেব নারায়ণ,
বারে বারে তার পদে করিয়ে বন্দন।
অবিকার শুদ্ধ অজ পরম ঈশ্বর,
কারণ কারণ যারে বোলে যোগিবর।
এক বিষ্ণু ভিন্ন ভিন্ন আত্মা রূপ ধরু,
নিত্যানন্দ ব্যাপক আত্মা অতি মহত্তর।
বিশ্বরূপী হৈয়া করে বিশ্বের ভোজন,
সেই দেব সর্ব্বভূত আত্মা নিরঞ্জন।
জগত ব্যাপক গুণহীন গুণবান,
প্রসন্ন হউক মোরে সেই ভগবান।
হৃদয়ে থাকয়ে নিত্য দেব গদাধর,
মায়ায় মোহিত জনে দেখে দূরতর।
জ্ঞানিলোকে সংসারে ত দেখে অনুক্ষণ,
প্রসন্ন হউক মোরে সেই নারায়ণ।
চারি মুখে ব্রহ্মা আর চারি বেদে মিলি,
পঞ্চমুখে শিবে তন্ত্র মন্ত্র অনুসারি।
শুনয়ে আচার্য্যে মিলি যার হোম করে,
প্রসন্ন হউক সেই নারায়ণ মোরে।

জ্ঞানবন্ত কর্ম্মবন্ত ভক্তিমন্ত নর,
তার মতি দাতা সেই পরম ঈশ্বর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা যেই সনাতন,
আমারে প্রসন্ন হউক সেই নারায়ণ।
জগতের হিতের কারণ মনে ধরি,
লীলায় শরীর ধরে যেই দেব হরি।
পূজন করয়ে নিত্য যেই দেবগণে,
প্রসন্ন হউক মোরে সেই নারায়ণে।
গুণাগুণ শূন্য যারে বোলে সাধুজন,
প্রসন্ন হউক মোরে প্রভু জনার্দ্দন।
পরেশ পরমানন্দ প্রভু পরাপর,
প্রসন্ন হউক মোরে সেই দামোদর।
এহি স্তব প্রতিদিন পড়ে যেই জন,
সর্ব্বপাপ নাশি যায় বিষ্ণুর ভবন।
এহি স্তব পড়ি ধ্বজ করি আরোপণ,
আচার্য্যেরে দিব তবে দক্ষিণা বসন।
ব্রাহ্মণেরে যে উচিত ভক্ষ্য ভোজ্য দিব,
পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গে পারণা করিব।
মৌনব্রত হৈয়া তবে করিব ভোজন,
পুরাণ প্রসঙ্গে স্মরিবেক নারায়ণ।
ধ্বজ আরোপণ কর্ম্ম করে যেই জন,
তার পুণ্য কথা কহি শুন মুনিগণ।

বায়ুয়ে ধ্বজের বস্ত্র যতেক চালায়,
ততেক তাহার সব পাপ দূরে যায়।
মহাপাপ করে কিবা সর্ব্ব পাপচয়,
বিষ্ণু গৃহে ধ্বজ দিলে সব দূর হয়।
যত দিন বিষ্ণুর গৃহে সেই ধ্বজ স্থিতি,
ততযোগ বিষ্ণু লোকে তাহার বসতি।
ধ্বজ দেখি প্রশংসা করয়ে যেই নর,
কোটী কোটী পাপ তার হয় দূরতর।
আরোপিত ধ্বজ বস্ত্র হইলে কম্পিত,
নিমিষে তাহার পাপ নাশয়ে ত্বরিত।
সূতে বোলে ঋষি সব কর অবধান,
পুণ্য ইতিহাস এক কহি তোমা স্থান।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় পুণ্যের কারণ,
সনৎকুমারের স্থানে নারদ কথন।

সুমতির উপাখ্যান।

সত্যযোগে ছিল রাজা নামেতে সুমতি,
চন্দ্র বংশে জন্ম তার সপ্তদ্বীপ পতি।
ধর্ম্মবন্ত সত্য বাদী উত্তম পণ্ডিত,
অতিথি পূজন সর্ব্ব সম্পত্তি ভূষিত।
নিত্য বিষ্ণু সেবা করে ধর্ম্মে পালে প্রজা,
বিষ্ণু ভক্ত জনেরে হরিষে করে পূজা।

সর্ব্ব আত্মা সম ভাবে পরম পণ্ডিত,
সাধুর পূজক শান্ত সর্ব্বলোক হিত।
রাজার মহিষী সাধ্বী সর্ব্বগুণে যুতা,
সত্যবতী নাম ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।
বিষ্ণু পূজা রত নিত্য তারা দুই জন,
জাতিস্মর হেতু করে দেবতা পূজন।
অন্নদান করে নিত্য করে জল দান,
দেব গৃহ পুষ্করিণী দিলা পুষ্পোদ্যান।
সেই রাজা পুণ্যবন্ত অতি শুদ্ধমন,
প্রতি দ্বাদশীতে করে ধ্বজ আরোপণ।
অবিরত বিষ্ণু ভক্ত দম্পতি সহিত,
দেবগণে স্তুতি যারে করিলেক নিত্য।
কীর্ত্তি ধর্ম্মবন্ত হেন তিন লোকে শুনি,
দেখিবারে আইল তারে বিভাণ্ডক মুনি
মুনিরে দেখিয়া তবে সুমতি নৃপতি,
অনেক করিল পূজা ভার্য্যার সংহতি।
পূজিত হইয়া মুনি বসিলা আসনে,
বিনয় করিলা রাজা জিজ্ঞাসিলা তানে।
কৃতার্থ হইলুঁ আজি তোমা দরশনে,
সাধু আগমন ধন্য বোলে সর্ব্বজনে।
মহত্ত্ব জনের গতি সেই স্থানে হয়,
তার কীর্ত্তি পুণ্য, ধর্ম্ম বাড়য় নিশ্চয়।

সাধুর করুণা যাতে হয় অতিশয়,
তাহার কল্যাণ নিত্য নাহিক সংশয়।
সাধুর পদের জল যেবা শিরে ধরে,
সর্ব্ব তীর্থ স্নান ফল পায় সেই নরে।
ভার্য্যা পুত্র জন ধন তোমার গোচর,
কোন বস্তু দিব আজ্ঞা কর মুনিবর।
এমত বিনয় যদি নৃপতি বলিল,
হস্তে পরশিয়া তবে মুনিয়ে কহিল।
তোমার উচিত বাক্য করিলা বিধান,
বিনয় করিলে পায় সকল কল্যাণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাহে যে পুরুষে,
বিনয় করিলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে।
দেখিয়া তোমার ভক্তি তুষ্ট হৈল অতি,
যে কথা জিজ্ঞাসি তাহা কহ নরপতি।
বহুবিধ মত আছে বিষ্ণুর পূজন,
কি কারণে কর নিত্য ধ্বজ আরোপণ।
ধ্বজ আরোপণ বিধি যেমত উচিত,
বিধি অনুসারে কার্য্য করেন বিহিত।
নিত্য আরোপণ করে তোমার রমণী,
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ নৃপমণি।
শুনিয়া মুনির বাক্য বলিলা নৃপতি,
আমরা দুয়ের কথা অদভুত অতি।

পূর্ব্ব জন্মে আছিলাম আমি শূদ্র জাতি,
মালিনী (১) আছিল নাম অতি পাপ মতি।
কুপথে আছিল মতি লোক অপকারী,
উদর ভরিনু দেব দ্রব্য অপহরি।
ব্রাহ্মণের দ্রব্য সব করিনু হরণ,
করিনু অশেষ পাপ বেশ্যার গমন।
এহি মত কত কাল বঞ্চি নিজ দেশে,
ছাড়িল বান্ধব সবে গেনু বনবাসে।
বনে মৃগ মারি নিত্য করিনু ভোজন,
পথ আবরিয়া লোক করিনু নিধন।
একেশ্বর বহু দুঃখে বঞ্চি ঘোর বনে,
নিদাঘে তাপিত জল নাহি সেই স্থানে।
তৃষ্ণায় ব্যাকুল নিত্য ভ্রমিনু কানন,
এক সরোবর তবে দেখিনু তখন।
হংস চক্রবাক আদি পক্ষী সমুদিত,
ভগ্ন এক দেবালয় তার সন্নিহিত।
ফলপুষ্প সমন্বিত অতি মনোরম,
জল পান করি তথা ছাড়িলাম শ্রম।
পদ্মের মৃণাল খাইয়া ক্ষুধা কৈনু নাশ,
ভগ্ন বিষ্ণুগৃহ তাতে করিনু নিবাস।

---

(১) মূলে এই রূপই আছে।

সেই ভগ্ন দেবালয়ে নিবাস করিতে,
তৃণ কাষ্ঠ পরিষ্কার কৈনু ভালমতে।
ভোজন কারণে গৃহ করিনু লেপন,
বহুবিধ মৃগ মারি করিনু ভোজন।
ব্যাধ বৃত্তি করি পশু মারিয়া বিস্তর,
তাহাতে করিনু বাস বিংশতি বৎসর।
তার শেষে আইল এক সাধ্বী সুচরিতা,
বিন্ধ্য দেশে উৎপত্তি চণ্ডাল দুহিতা।
কোকিলিনী নাম অতি জীর্ণ কলেবর,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে হইয়া কাতর।
আপনার নিজ কর্ম্ম করে বিলাপন,
বনেতে ভ্রমিতে তথা হইল মিলন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে দেখিয়া কাতর,
আমার হইল কৃপা শুন মুনিবর।
মাংস জল ফল দিয়া করাইনু ভোজন,
তবে আমি জিজ্ঞাসিল তাহার কথন।
আপনার কথা সব কহিল রমণী,
চণ্ডাল কুলেতে জন্ম নামে কোকিলিনী।
দাম্ভিক পিতার নাম বিন্ধ্যাচল বাসী,
পর দ্রব্য হরিলুম নিত্য রাশি রাশি।
পৈশুন্য করিনু নিত্য নিষ্ঠুর ভাষণ,
আপনার নিজ পতি করিনু নিধন।

যে কারণে বন্ধুগণে আমাকে ছাড়িল,
এহি মত পূর্ব্ব কথা আমাতে কহিল।
ৰঞ্চিলাম দেবালয়ে আমি দুই জন,
স্ত্রী পুরুষ ভাবে মাংস করিয়া ভক্ষণ।
এক দিন মদ্যপান করি বহুতর,
হরিষ হইয়া মাংস খাইয়া বিস্তর।
পরিধান বস্ত্র দণ্ডে করিয়া বন্ধন,
দেবালয়ে নৃত্য করিলাম দুই জন।
অতিশয় মত্ত হৈয়া বহু নৃত্য কৈল,
সেই কালে আমা দুই মরণ হইল।
তবে সেই আমা দুই নিবার কারণ,
ভয়ঙ্কর যম দূত আইল তখন।
সেই কর্ম্মে তুষ্ট হৈয়া দেব হৃষীকেশ,
আপনার দূতে প্রভু করিলা আদেশ।
বিষ্ণু দূতে যম দূতে সম্বাদ বিস্তর,
শুনিলাম আমি তারে শুন মুনিবর।
শঙ্খ চক্রধর শান্ত কমল লোচন,
সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি অঙ্গের শোভন।
এহি মত বিষ্ণু দূত দয়ার সাগর,
কহেন মধুর বাক্য যেন গদাধর।
পাশ হস্ত দীর্ঘ কর্ণ অতি ভয়ঙ্কর,
দেখ রূপ কৃষ্ণ বর্ণ যমের কিঙ্কর।

তার পাছে বিষ্ণুদূতে অতি শান্ত হৈয়া,
উত্তর দিলেক যমদূত সম্বোধিয়া।
শুন শুন যমদূত অতি পাপ মতি,
এহি দুই জন ছাড় অতি শীঘ্রগতি।
বিষ্ণুর বল্লভ অতি হয় যেই জন,
কি কারণে তারে তুমি করহ বন্ধন।
যমদূতে বলে ভাল করিলা আদেশ,
এহি দুই জন অতি পাতকী বিশেষ।
পাপশীল জন নিব যম সন্নিহিত,
এহারে বান্ধিয়া শাস্তি করিতে উচিত।
বেদ অনুসারে কর্ম্ম ধর্ম্মের সঞ্চয়,
না করিলে তার পাপ জানিয় নিশ্চয়।
আজন্ম অবধি তারা ধর্ম্মে বিবর্জ্জিত,
তে কারণে বান্ধি নিব যমের বিদিত।
এত শুনি বিষ্ণুদূতে ক্রোধ করি মনে,
পুনি তাকে বলিলেক গঞ্জন বচনে।
ওহে যমদূত তুমি হও পাপমতি,
বিবেকরহিত জনে দুঃখ পায় অতি।
নরকের অধিকার হও যম দাস,
এথা কেনে পাপ কর্ম্মে কর অভিলাষ।
নিজ কর্ম্ম ভোগ করে অতি পাপিজন,
চন্দ্র তারা সমকাল না হয় খণ্ডন।

পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ হনে নহে পরিত্রাণ,
বার বার পাপ করে বড়ই অজ্ঞান।
নিশ্চয় জানিয় এহি তারা দুই জন,
করিল অসংখ্য পুণ্য ধর্ম্মের কারণ।
পাপ দূর গেল বিষ্ণু সেবন করিয়া,
বিলম্ব না কর যাও তাহারে ছাড়িয়া।
বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করি অতি অদভুত,
সর্ব্বপাপ দূরে গেল শুন যমদূত।
মৃত্যুকালে বিষ্ণু স্মরি হরিপদে যায়,
হরি সেবা যেবা করে বহুফল পায়।
করিয়া অশেষ পাপ মরে যেই জন,
সাধুর দেখিলে যায় বিষ্ণুর ভবন।
যতীয়ে সাধুয় যার দেখে কলেবর,
দিব্যগতি পায় পাপ যায় দূরতর।
বিষ্ণুগৃহে মুহূর্ত্ত থাকিয়া মুক্তি পায়,
হরি সেবা করি জানি কত ফল পায়।
বিষ্ণুগৃহ তারা দুই করিয়া লেপন,
তৃণ কাষ্ঠ দিয়া ঘর করিছে রক্ষণ।
প্রতিদিন বিষ্ণুর গৃহে ত দীপ দিছে,
করিয়া এসব কর্ম্ম পুণ্য উপার্জ্জিছে।
অতএব যমের নাহিক অধিকার,
তারা দুই নিব আমি বিষ্ণুর দুয়ার।

এ বোল বলিয়া পাশ করিয়া ছেদন,
বিমানে করিয়া নিল বিষ্ণুর ভবন।
বিষ্ণুর সমীপে তবে আমি দুই জন,
বঞ্চিলাম কতকাল শুন তপোধন।
শত কোটী সহস্র যুগের পরিমাণ,
বিষ্ণুলোকে থাকি শেষে আইল ব্রহ্মা স্থান।
তথা থাকি কতকাল ইন্দ্রের পুরীত,
করিলাম দিব্য ভোগ দেবের সহিত।
তার শেষে পৃথিবীতে হইলাম রাজা,
অশেষ সম্পদ হৈল করি বিষ্ণু পূজা।
অনায়াসে কর্ম্ম করি পাইলুঁ পুণ্যচয়,
ভক্তি ভাবে পূজা কৈলে না জানি কি হয়।
ভক্তি ভাবে পূজা করি অখিলের পতি,
পাইমু উত্তম স্থান লয় মোর মতি।
অনায়াসে আরাধিলে দেব নারায়ণ,
পায় ত উত্তম ফল অতি পাপিজন।
বিধি অনুরূপে যদি পূজে চক্রপাণি,
পায় ত বাঞ্ছিত ফল শুন মহামুনি।
এহি হেতু করি আমি ধ্বজ আরোপণ,
কহিনু সকল কথা তোমার চরণ।
ইসব শুনিয়া সে যে মুনির প্রধান,
রাজারে প্রশংসা করি গেল নিজ স্থান।

সূতে তবে বোলন্ত শুনহ মুনিগণ,
কামধেনু সম জান হরি আরাধন।
ভক্তি ভাবে হরি পূজা করে যেই জন,
তার ইষ্ট ফলদাতা সেই নারায়ণ।
এহি সব পুণ্য কথা পাপের নাশক,
পড়িয়া শুনিয়া পায় ফল অতিরেক।
ধ্বজ আরোপণ ফল পায় যেই জন,
অন্তকালে দিব্য স্থান দেন নারায়ণ।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
লোক তরাইতে রাজা করিলেন মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
অষ্টাদশ অধ্যায়ের করিল পয়ার।

। ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে অষ্টাদশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

উনবিংশ অধ্যায়।

রোমহর্ষণের পুত্র সূত মহামুনি,
মুনি সম্বোধিয়া তিনি বলিলেক পুনি।
আর এক ব্রত কহি কর অবধান,
হরি পঞ্চক নাম ব্রতের প্রধান।
দ্বিজ আদি চারি জাতি আর নর নারী,
এহি ব্রত করিবারে হয় অধিকারী।
মার্গশীর্ষ মাসে শুক্ল দশমী দিবসে,
দন্ত শুদ্ধি করি স্নান করিবেক শেষে।
দেব পূজা করি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করি,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি হৈব ব্রহ্মচারী।
একাদশী দিনে ব্রতী প্রাতঃস্নান করি,
বেদ বিধি অনুসারে পূজিবেক হরি।
পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া নারায়ণ,
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিব পূজন।
নৈবেদ্য তাম্বূল দিব যেমত শকতি,
পূজা করি এহি মন্ত্রে করিবেক স্তুতি।
নমো জ্ঞানরূপ নিত্য তুমি জ্ঞানময়,
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধিদাতা করিয়ে প্রণয়।

এহি মন্ত্রে নমস্কার করি নারায়ণ,
উপবাস সমর্পিব শেষের বচন।
আজুকা প্রভৃতি পঞ্চরাত্রি নিরাহার,
করিব অভীষ্ট সিদ্ধি করহ আমার।
এহি মন্ত্রে উপবাস করি সমর্পণ,
একাদশী রাত্রিতে করিব জাগরণ।
পূর্ণিমা অবধি এহি মতে প্রতিদিন,
করিব বিষ্ণুর পূজা না করিব হীন।
একাদশী পৌর্ণমাসী নিশি জাগরণ,
স্নান করাইব পঞ্চামৃতে নারায়ণ।
পৌর্ণমাসী দিনে ক্ষীরে করাইব স্নান,
তিল হোম করিবেক আর তিল দান।
প্রতিপদ প্রাতঃকালে নিত্য কর্ম্ম করি
পঞ্চগব্য ঘ্রাণ করি পূজিবেক হরি।
যেমত শক্তিয়ে দ্বিজ করাইব ভোজন,
পারণা করিব তবে সঙ্গে বন্ধুগণ।
এহি বিধি পৌষ আদি একাদশ মাসে,
কার্ত্তিক মাসে ত শেষ করিব বিশেষে।
দ্বাদশ মাসে ত ব্রত বিধান করিয়া,
প্রতিষ্ঠা করিব মার্গশীর্ষ মাস পাইয়া।
একাদশী দিনে ত করিব উপবাস,
দ্বাদশীয়ে পঞ্চগব্য ঘ্রাণ পরকাশ।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজি জনার্দ্দন,
নানা দ্রব্য দিয়া দ্বিজ করিব পূজন।
মধু ঘৃত যুক্ত করি পায়স বিধানে,
গন্ধপুষ্প পূর্ণকুম্ভ দক্ষিণার সনে।
পঞ্চরত্ন যুক্ত কুম্ভ বস্ত্র আচ্ছাদিয়া,
বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরে দিব উৎসর্গিয়া।
সর্ব্বভূত ময় দেব পরম কারণ,
পরমান্ন দানে তুষ্ট হয় ততক্ষণ।
ভক্তি ভাবে এহি ব্রত করে যেই জন,
ব্রহ্মলোক হতে না আইসে কদাচন।
মোক্ষ ইচ্ছা করি ব্রত করে যেই নর,
পাপবনদাবানল এহি ব্রত বর।
করিলে গোকোটী দান যেই ফল হয়,
এক উপবাসে সেই জানিয় নিশ্চয়।
যেবা পড়ে যেবা শুনে এই ত অধ্যায়,
কোটী পাপ নষ্ট হয় দিব্য স্থান পায়।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরেশ্বরে,
পুরাণের অর্থ সব লোকে বুঝিবারে।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণ ছানিয়া,
পয়ার প্রবন্ধ কৈল অনুমতি দিয়া।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে উনবিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

বিংশ অধ্যায়।

সূতে কহিলেন পুনি ঋষি সম্বোধিয়া,
আর এক ব্রত কহি শুন মন দিয়া।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় মোক্ষের কারণ,
সর্ব্বলোক হিত দুষ্ট গ্রহ নিবারণ।
আষাঢ় মাসেত কিবা কিবা শ্রাবণেতে,
কিবা ভাদ্রপদ মাসে কিবা আশ্বিনেতে।
শুক্ল পক্ষে দশমীরে প্রাতঃস্নান করি,
নিত্য দেবার্চ্চন করি হৈব ব্রহ্মচারী।
পঞ্চগব্য ঘ্রাণ করি একাদশী দিনে,
জিতেন্দ্রিয় হৈয়া শুইব বিষ্ণু সন্নিধানে।
দ্বাদশী প্রভাত কালে প্রাতঃস্নান করি,
মহাভক্তি করি তবে পূজিবেক হরি।
স্বস্তি বাচনাদি করি পণ্ডিত সহিত,
সঙ্কল্প করিব তবে যেমত উচিত।
আজুকা অবধি এক মাস নিরাহার,
করিমু পারণা শেষে আজ্ঞায় তোমার।

নমো তপরূপ নমো পূর্ণ কর আশ,
নমোহং অভীষ্টদাতা বিঘ্ন কর নাশ।
এহিরূপে মাস ব্রত করি সমাপন,
দেবালয়ে প্রতিদিন করিব শয়ন।
পঞ্চামৃতে নিত্য বিষ্ণু করাইব স্নান,
নিরন্তর দীপ দিব বিষ্ণু সন্নিধান।
অপামার্গে দন্তকাষ্ঠ করিব ভক্ষণ,
নিত্য কর্ম্ম শেষে পূজিবেক নারায়ণ।
কেশবাদি দ্বাদশ নাম করি উচ্চারণ,
করিব প্রত্যহ পূজা শুন মুনিগণ।
এহিমতে মাসেক যে উপবাস থাকিব,
শেষ দিনে বিধিরূপে পূজন করিব।
যথাশক্তি দ্বিজগণ করাইব ভোজন,
তার শেষে দিব বস্ত্র দক্ষিণা ভূষণ।
মৌন হৈয়া মনেত ভাবিব নারায়ণ
বন্ধুগণ সঙ্গে পাছে করিব ভোজন।
এক মাস করি বাজপেয় ফল প্রায়,
দুই মাসে পুণ্ডরীক পুণ্য ফল হয়।
তিল হোম যজ্ঞ ফল করি তিন মাস,
পরাক যজ্ঞের ফল করি চারি মাস।
পঞ্চমাস এহি ব্রত করে যেই জন,
তিন অগ্নিষ্টোম ফল হয় ত ঘটন।

ছয়বার এহি ব্রত করিয়া নিশ্চয়,
জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ ফল অষ্টগুণ হয়।
সাতবার করি এহি মাস উপবাসে,
অশ্বমেধ অষ্টগুণ ফল পায় শেষে।
অষ্টবার এহি ব্রত করে যেই জন,
দশ অশ্বমেধ ফল হয় ততক্ষণ।
মাস উপবাস ব্রত করি নববার,
দুইশত অশ্বমেধ ফল হয় তার।
দশবার মাস উপবাস যেবা করে,
তিন ব্রহ্মমেদ ফল পায় সেই নরে।
একাদশবার এহি ব্রত করি সার,
বিষ্ণুপদে যায় তার জন্ম নাহি আর।
বারমাস উপবাস করি গঙ্গাস্নান,
ধর্ম্মপথে থাকে যেই পায় মোক্ষ স্থান।
যতীয়ে করিব আর ব্রহ্মচারিগণে,
অবিবাহিতা নারী আর বনবাসিগণে।
বড়ই দুর্ল্লভ ব্রত মোক্ষের কারণ,
যোগীর দুর্ল্লভ অতি দুঃখের সাধন।
কিবা বনবাসী ভিক্ষু কিবা গৃহিজন,
জ্ঞান পাইয়া মুক্ত হয় শুন মুনিগণ।
এক্ষিত অধ্যায় পড়ে শুনে যেই নর,
সর্ব্বপাপ দূর হয় প্রসন্ন ঈশ্বর।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নৃপবরে,
বৃহন্নারদীয় অর্থ লোকে বুঝিবারে ।
পুরাণ দেখিয়া ভাষা যতনে করাইল,
বিংশতি অধ্যায় এহি সমাপ্ত হইল ।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে বিংশতি অধ্যায় ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

একবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস শিষ্য মহামুনি সূত তপোধন,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া বলিল বচন।
আর ব্রত কহি শুন জগতের সার,
দ্বিজ আদি সকলের যাতে অধিকার।
সর্ব্বকাম ফলদাতা পাপ বিনাশন,
একাদশী ব্রত বিষ্ণু প্রীতির কারণ।
শুক্লা কৃষ্ণা একাদশী দিনে যেই জন,
ভোজন করয়ে তার নরকে গমন।
উপবাস ফল বাঞ্ছা যেই সদাশয়,
সেই জনে বর্জ্জিব ভোজন চতুষ্টয়।
দশমী দ্বাদশী দিনে একেক ভোজন,
একাদশী দিনে দুই ভোজন বর্জ্জন।
ব্রহ্ম হত্যা আদি যত মহা পাপবর,
অন্নেতে আশ্রিয়া থাকে হরির বাসর।
একাদশী দিনে যেবা করয় ভোজন,
তাহার নিষ্কৃতি নাই শুন মুনিগণ।
মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিদিত সংসার,
কদাচিত নাহি সেই পাপীর নিস্তার।

সেই দিনে যেই জনে করয়ে ভোজন,
ইচ্ছানিধি পাপ ভোগ করে সেই জন।
ভোজন না করে যেবা হরির বাসর,
অতি মহাপাপী যদি হয় সেই নর।
তথাপিও পায় সে যে পরম মুকতি,
পাপ বিনাশিয়া হয় বিষ্ণুলোকে গতি।
পুণ্য তিথি একাদশী বিষ্ণু প্রীতিকর,
সেবা করিবেক তারে যত সাধু নর।
দশমীতে করিবেক বিষ্ণুরে পূজন,
দিন মধ্যে করিবেক একহি ভোজন।
একাদশী দিনে তবে করিবেক স্নান,
বিষ্ণু পূজা করিবেক যেমত বিধান।
রাত্রিযোগে রহিবেক বিষ্ণুর ভবন,
উপবাস করিবেক বিষ্ণুতে অর্পণ।
নৃত্য গীত করিবেক পুরাণ শুনিয়া,
এহি রূপে সর্ব্ব রাত্রি থাকিব জাগিয়া।
দ্বাদশী দিবসে পুনি করিব পূজন,
স্নান করাইব পঞ্চামৃতে জনার্দ্দন।
দ্বাদশী দিবস পাইয়া যেই পুণ্যবান,
গোবিন্দেরে করায় যে গন্ধ দিয়া স্নান।
বিষ্ণুর সারূপ্য মুক্তি পায় সেই জনে,
এহার অধিক কিবা আছে ত্রিভুবনে।

ভক্তি ভাবে তার শেষে করিব প্রার্থন,
তার শেষে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন।
যে কিছু দক্ষিণা দিয়া বিপ্র সন্তর্পিব,
বন্ধুর সহিত তবে পারণা করিব।
এহি রূপে একাদশী ব্রত যেবা করে,
বিষ্ণুর পরম পদ পায় সেই নরে।
উপবাস ব্রতশীল হয় যেই জন,
না করিব সে জনে এতেক আলাপন।
চণ্ডাল পতিত খল অযাজ্য যাজক,
নাস্তিক বৃষলীপতি গায়ন নিন্দুক।
কুণ্ড দেবলের অন্ন যে করে ভক্ষণ,
বৈদ্যবৃত্তি দ্বিজদ্বেষ করে যেই জন।
পরান্ন ভক্ষণ পরদারে যার মতি,
এতেক বর্জ্জিব ব্রতী অতি শুদ্ধমতি।
শুদ্ধ ভাবে এহি ব্রত করে যেই জন,
অতি দিব্য সিদ্ধি লভে সেই সাধুজন।
গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি ত্রিভুবন,
মায়ের সমান গুরু নহে কোন জন।
বিষ্ণুর সমান দেব কেবা আছে আন,
আর শাস্ত্র নাই বেদ শাস্ত্রের সমান।
শান্তি সম সুখ নাহি কীর্ত্তি সম ধন,
চক্ষু সম তেজ নাহি শুন মুনিগণ।

কীর্ত্তি সম মাতা নাই বিদিত সংসার,
জ্ঞানের সমান লাভ নাহি কিছু আর।
উপবাস সম তপ নাহি ত্রিভুবনে,
এক ইতিহাস কহি শুন মুনিগণে।
ভদ্রশীল গালবের সম্বাদ উত্তম,
যাহারে শুনিলে পুণ্য হয় অনুপম।
পূর্ব্বেত আছিল মুনি গালব ব্রাহ্মণ,
শুদ্ধবুদ্ধি শান্ত চিত্ত সত্যপরায়ণ।
নর্ম্মদা নদীর তীরে তাহার আশ্রম,
নানা বৃক্ষ মৃগ ব্যাঘ্রে শোভিত উত্তম।
সিদ্ধ যক্ষ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব চারণ,
ফলে মূলে মুনি সবে বেষ্টিত কানন।
বসতি করয়ে তাতে তপে অনুপাম,
তান পুত্র জন্মিলেক ভদ্রশীল নাম।
ভাগ্যবন্ত জাতিস্মর বিষ্ণু পরায়ণ,
ধর্ম্ম বিনে আন কর্ম্ম না করে ভাবন।
বিষ্ণুরে প্রণাম করে করিয়া ভকতি,
সকলের হিত বাঞ্ছা করে সাধুমতি।
বাল্য ক্রীড়া কালে সে যে বিষ্ণুর মূরতি,
গড়িয়া করয়ে পূজা অতি সাধুমতি।
ধর্ম্ম কথা কহে দ্বিজ সকলের স্থান;
একাদশী ব্রত করে অতি পুণ্যবান।

তাহান দেখিয়া ধর্ম্ম যত শিশুগণ,
তারা সকলেহ করে বিষ্ণুর পূজন।
পুত্রের চরিত্র দেখি গালব ব্রাহ্মণ,
আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলা ততক্ষণ।
উচিত তোমার হয় ভদ্রশীল নাম,
তোমার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ অনুপাম।
শ্রেষ্ঠ যোগী সকলের তুমি শ্রেষ্ঠতর,
সর্ব্ব প্রাণী হিতকারী বিষ্ণু পূজাপর।
একাদশী ব্রত পর ধর্ম্ম পরায়ণ,
তোমার চরিত্র হেন হৈল কি কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা করি অতিকৌতুহল,
বিবেচিয়া কহ বাপু এতেক সকল।
বাপের বচন শুনি ঈষৎ হাসিয়া,
ভদ্রশীলে কহিলেন প্রণতি করিয়া;
শুন বাপ ভাগ্যবন্ত করি নিবেদন,
পূর্ব্ব জন্মে আমা স্থানে যমের কথন।
সেই সব হয় মোর জ্ঞানের গোচর,
প্রণতি করিয়া কহি আমি জাতিস্মর।
তাহা শুনি গালবের হইল বিস্ময়,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা কহ সদাশয়।
পূর্ব্বকালে তুমি ছিলা কোন্ মহাজন,
তোমা স্থানে যমে কিবা কহিল বচন।

যেই কথা তোমা স্থানে কহিল সমনে,
বিবেচিয়া সে সকল কহ মোর স্থানে।
এতেক শুনিয়া ভদ্রশীল সাধুমতি,
পুনর্ব্বার কহিলেন করিয়া প্রণতি।
পূর্ব্বে ছিল চন্দ্রবংশে জনম আমার,
বর্ষকীর্ত্তি নাম রাজা বিদিত সংসার।
অধ্যয়ন করিলাম দত্তাত্রেয় স্থান,
কেহত না ছিল আর আমার সমান।
পৃথিবী পালন নব সহস্র বৎসর,
করিলাম বহু সুখ ভোগ বহুতর।
আগে করিলাম ধর্ম্ম বিদিত সংসার,
ঐশ্বর্য্যের পরে হৈল অধর্ম্ম অপার।
করিলাম পাষণ্ডের সঙ্গে আলাপন,
তার শেষে হইলাম পাষণ্ড ভুবন।
কুসঙ্গে হইল নষ্ট যত ধর্ম্ম চয়,
দেব পথ ছাড়িলাম হৈয়া তমোময়।
যজ্ঞ সব নষ্ট কৈল অধর্ম্ম কারণ,
অধর্ম্ম করিতে চিত্ত হৈল অনুক্ষণ।
নিরন্তর পাপকর্ম্ম দেখিয়া আমার,
প্রজা সকলেহ পাপ করিল অপার।
তার ষষ্ঠভাগী আমি হৈই যে নিশ্চয়,
পাপকর্ম্ম করিলাম হৈয়া ক্রোধময়।

এক কালে হৈল মোর মৃগয়াতে মতি,
বনে ত গেলাম তবে সৈন্যের সংহতি।
মারিলাম মৃগ ব্যাঘ্র বিবিধ প্রকার,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রম হইল অপার।
তার শেষে গেল আমি স্নান করিবারে,
কেবল একাকী হৈয়া রেবা নদী তীরে।
সেই স্থানে গিয়া তবে করিলাম স্নান,
সৈন্য সবে কেহো নহে জানিল সন্ধান।
রাত্রিযোগে দেখিলাম সাধু কতজন,
নিরাহার একাদশী ব্রত পরায়ণ।
সেই সকলের সঙ্গে আমি নিরাহার,
জাগরণ করিলাম সংসারের সার।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি পীড়িত বিশেষ,
নিধন হইল মোর তার অবশেষ।
ভয়ঙ্কর যমদূত আইল সত্বর,
যন্ত্রণা দিলেক তারা আমারে বিস্তর।
অতি কষ্ট পথে নিল যমের গোচর,
যমেরে দেখিল আমি অতি ভয়ঙ্কর।
তার শেষে চিত্রগুপ্ত করিয়া আহ্বান,
আদেশ করিল তবে যম ধর্ম্মবান।
এহ্যর পাতক সব করিয়া বিচার,
আমা স্থানে কহ শীঘ্র তার তত্ত্বসার।

আজ্ঞা পাইয়া চিত্রগুপ্তে করি বিবেচন,
যম স্থানে কহিলেক এহি বিবরণ।
অত্যন্ত পাপিষ্ঠ এহি নাহিক সংশয়,
কিছু মাত্র পুণ্য আছে শুন মহাশয়।
একাদশী উপবাসে যত পাপ চয়,
সকল হইল নষ্ট এহিত নিশ্চয়।
রেবাতীরে একাদশী দিনে এহি জন,
করিয়াছে উপবাস আর জাগরণ।
এহার যতেক ছিল পাতক অপার,
সকল হইল নষ্ট এহি তত্ত্বসার।
এতেক শুনিয়া তবে যম মহামতি,
দণ্ডবত হৈয়া মোরে করিল প্রণতি।
ভক্তি ভাবে করিলেক আমারে পূজন,
দূত সম্বোধিয়া তবে কহিল কথন।
শুন শুন দূত সব আমার বচন,
হিত বাক্য কহি আমি হৈয়া একমন।
ধর্ম্ম কার্য্য করে যেবা অতি সাধু নর,
হেন জন না আনিয় আমার গোচর।
কৃতজ্ঞ পবিত্র বিষ্ণু ভক্ত যেই জন,
জিতেন্দ্রিয় একাদশী ব্রত পরায়ণ।
অচ্যুত ঈশ্বর হরিহর নারায়ণ,
কৃপা কর হেন বাক্য বলে যেই জন।

জনার্দ্দন নারায়ণ অচ্যুত শঙ্কর,
কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রজাপতি লক্ষ্মীর ঈশ্বর।
যেই জনে হেন বাক্য নিরন্তর বোলে,
কদাচিত না আনিয় আমার গোচরে।
ধর্ম্ম কার্য্য করে যেবা হরিতে অর্পণ,
হরি ভক্তি জনে ভক্তি করে অনুক্ষণ।
যেবা করে আপনাব আশ্রম আচার,
গুরু সেবা করে যেবা সংসাবের সার।
ভাল পাত্রে দান কবে বিষ্ণুতে ভকতি,
কদাচিত নাহি কবে পাষণ্ড সংহতি।
যেই জনে হবি নাম কবয়ে স্মবণ,
পর উপবাস করে অতিথি পূজন।
শিব বিষ্ণু সম বুদ্ধি করে যেই নর,
বিপ্র পাদোদক সেবে কবিয়া সাদব।
হরিকথামৃত পান কবে যেই জন,
তারে যেবা আদর করয়ে অনুক্ষণ।
নারায়ণ স্তুতি করে হরিষ অপাব,
এহি সকলে ত নাহি মোব অধিকার।
দূরে থাকি ত্যাগ কর ধর্ম্মী যেই জন,
যাহারে আনিবা শুন তাহার লক্ষণ।
যেই জনে করে পিতৃ মাতৃরে ভর্ৎসন,
লোকেরে যে করে হিংসা দেবস্ব হবণ।

লোকের নাশন করে দ্বিজ অপকার,
একাদশী ব্রত না করয়ে দুরাচার।
পর অপবাদ কহে পরের নিন্দক,
সাধুজন নিন্দা করে গ্রামের নাশক।
হরি নমস্কার নাহি করে সেই জন,
বিষ্ণু গৃহ যেবা নাহি করয়ে লেপন।
যেবা হয় নারায়ণ ভকতি বিহীন,
শুন শুন আর যেবা পাপে ত প্রবীণ।
এ সকল আন ঝটে আমার গোচর,
ধার্ম্মিক সকল যত দূরে পরিহর।
এসব শুনিল যদি ধর্ম্মের কলাপ,
অবশিষ্ট যে আছিল নষ্ট হৈল পাপ।
তার শেষে হৈল আসি বিষ্ণুরূপ ধর,
সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি হইল সত্বর।
আমারে করিল ধর্ম্মরাজে নমস্কার,
বিস্ময় হইল দূতগণের অপার।
এসব শুনিয়া ভীত হৈল অতিশয়,
যমের বচন সত্য জানিয় নিশ্চয়।
তার শেষে ধর্ম্মরাজে করিয়া সৎকার,
শতে শতে বিমানের করিল সম্ভার।
সম্ভার করিয়া যমে করিল আদেশ,
বিষ্ণুর পরম পদে করহ প্রবেশ।

তবে সেই বিমান করিয়া আরোহণ,
পরম হরিষে গেলুঁ বিষ্ণুর ভবন।
সেই ফলে হৈল মোর ঐশ্বর্য্য অতুল,
কোটী কোটী বিমানের করিল সঙ্কুল।
তবে কোটী সহস্রেক কল্প পরিমাণ,
আমার আছিল বিষ্ণুপুরে অবস্থান।
তার শেষে ইন্দ্রপদ হইল আমার,
আমারে দেবতাগণে কৈল নমস্কার।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য হৈল শুন মহামতি,
যতকাল আছিলেক স্বর্গে ত বসতি।
তার শেষে পৃথিবীতে পরম উত্তম,
অতিশুদ্ধ জ্ঞান হৈল আমার জনম।
সেই সব জানি জাতি স্মরণ কারণ,
এহি হেতু করি বিষ্ণু পূজাতে যতন।
না আছিল পূর্ব্বে মোর একাদশী জ্ঞান
মহিমা জানিলুঁ তার শুনি যম স্থান।
অজ্ঞানে করিয়া একাদশী উপবাস,
এহি রূপে হৈল মোর পুণ্যের প্রকাশ
একাদশী উপবাস বিষ্ণুর পূজন,
জানিয়া করিলে ফল না যায় কথন।
এহি হেতু দিব্য জ্ঞান করিয়া বাঞ্ছন,
করিনু বিষ্ণুর পূজা হৈয়া একমন।

একাদশী ব্রত আমি করিমু বাঞ্ছিত,
নিবেদন করিলাম এহি সমুদিত।
একাদশী ব্রত করে যেই সাধুজন,
সেই জনে বিষ্ণুলোকে করয়ে গমন।
যেবা পড়ে যেবা শুনে প্রসঙ্গ উত্তম,
সেই জনে পায় বিষ্ণুলোক অনুপম।
পুত্রের বচন শুনি হরিষ অপার,
মোর তুল্য ভাগ্যবন্ত কেবা আছে আর।
সফল আমার জন্ম বংশের পাবন,
মোর বংশে জন্মিলেক বিষ্ণু ভক্তজন।
হর্ষযুক্ত হৈয়া তবে ভদ্রশীল স্থান,
পুনি জিজ্ঞাসিল হরি পূজার বিধান।
তার শেষে ভদ্রশীল হৈয়া সাবহিত.
বিধান কহিলা বিষ্ণু পূজার উচিত।
তেজবন্ত তত্বজ্ঞানী সূত তপোধন,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া কহেন কথন।
কহিলাম এহি তুমি সকলের স্থান,
শুনিবারে ইচ্ছা তুমি কর কিবা আন।
কল্যাণমাণিক্য দেব তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয়.নাম পুরাণের সার,
সর্ব্বলোকে বুঝিবারে করিল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে একবিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

আসীৎ পুরা চন্দ্রকুলপ্রধানো ধর্ম্মাবতারো নৃপচক্রবর্ত্তী।
কল্যাণমাণিক্যমহীমহেন্দ্রো যস্যাস্তি কীর্ত্তির্ভুবনেষু সাধ্বী।১।
স এবাসীন্নরপতিশিরোরত্নযুক্তাঙ্ঘ্রি যুগ্মঃ
শাস্তা শেষক্ষিতিপকুলমণির্দ্দেবতুল্যপ্রভাবঃ॥
নীতিজ্ঞানৈর্বহুবিধ গুণৈরপ্রমেয়োঽতিমান্যঃ
শেষে শান্তিং পরমপদকরীং প্রাপ্য মুক্তিং জগাম।
সাধুনাং মাননীয় স্ত্রিপুরনরপতি স্তস্য পুত্রপ্রধানঃ
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিপকুলমণিঃ সাদরং ব্যাদিদেশ॥
ভো ভো মান্যাঃ শৃণুধ্বং পরমপদগতিঃ তেজনানিষ্পরোজে (?)
একাদশ্যাং ব্রতাদ্যৈর্ভুবনপতিপদং শক্তিতঃ পূজয়ধ্বং॥

নৈমিষ কানন বাসী যত মুনিগণ,
সূত সম্বোধিয়া সবে বলিল বচন।
গঙ্গার মহিমা হরি পূজার বিধান,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিলা আপনে সর্ব্বজ্ঞান।
মহিমা কহিলা একাদশীর অপার,
শুনিবার ইচ্ছা করে আশ্রম আচার।
বর্ণাশ্রম বিধি আর প্রায়শ্চিত্ত বিধি,
এ সকল কথা কহ তুমি কৃপানিধি।

এতেক শুনিয়া তবে সূত তপোধন,
ঋষিগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
সনৎকুমারের স্থানে নারদ কথন,
আর যেবা যাজ্ঞবল্ক্য মনুর বচন।
এতেক সকল কহি শুন সাবহিত,
যেই বর্ণে যে আচার করিতে উচিত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি,
এহাতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শুন মহামতি।
চারি বর্ণ মধ্যে দ্বিজ আদি তিন জন,
তাহার কথন কহি শুন মুনিগণ।
মাতৃ হোতে এক জন্ম প্রথমেতে তার,
যজ্ঞসূত্র হোতে জন্ম পুনি হয় তার।
ধর্ম্ম করিবেক সবে যার যে আচার,
আশ্রম আচার হোতে ধর্ম্ম নাহি আর
আশ্রম আচার ছাড়ে যেই মূঢ়নর,
পাষণ্ড তাহারে বোলে যত মুনিবর।
সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃত সেই মূঢ়জন,
পতিত তাহারে বোলে সকল ভুবন।
আশ্রম আচার করে যেই সাধুনর,
সুকৃতি তাহারে বোলে যত মুনিবর।
যুগধর্ম্ম করিবেক আশ্রম উচিত,
স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত যে সব সমীহিত।

কায়মনবাক্যে ধর্ম্ম করিব যতনে,
লোকের নিন্দিত ধর্ম্ম না করিব আনে।
কলিযুগে না করিব যেই ধর্ম্মচয়,
সেই সব ধর্ম্ম কহি শুন মহাশয়।
সন্ন্যাস গ্রহণ আর সমুদ্র গমন,
ক্ষত্রিয়ের কন্যা তবে বিপ্রের গ্রহণ।
বৈশ্যের শূদ্রের কন্যা দ্বিজে পরিণয়,
দেবরের হোতে পুত্র জনন করয়।
যজ্ঞে ত গোবধ শ্রাদ্ধে মাংসের ভক্ষণ,
* * * (১)
বিবাহ হইয়া থাকে ক্ষত নহে যোনি,
এমত কন্যার বিবা' হইবারে পুনি।
আর যেবা বানপ্রস্থ আশ্রম আচার,
নরমেধ অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচার।
বহুকাল ব্রহ্মচর্য্য গোমেধ বর্জ্জন,
আর যেবা হয় ধর্ম্ম মরণ সাধন।
কলিযুগে না করিব এহি ধর্ম্মচয়,
মুনি সবে বর্জ্জিছেন নাহিক সংশয়।
যেই দেশে যার জন্ম সে দেশ আচার,
তাহারে করিব লোকে করিয়া বিচার।

---

(১) এস্থলে এক পংক্তি মূলে নাই।

তাহার বিরুদ্ধ যেবা করে মূঢ়নর,
সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত সেই পাপিবর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জাতি,
তাহার আচার কহি শুন মহামতি।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কহি শুন শ্রদ্ধাবান,
দেব যজ্ঞ করিবেক দ্বিজ স্থানে দান।
শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করিব অশেষ,
অগ্নি পরিগ্রহ কর্ম্ম করিব বিশেষ।
আপনা পরে ত বুদ্ধি করিব তুলন,
সকল লোকের হিত করিব বাঞ্ছন।
শান্ত বাক্য কহিবেক যেমত উচিত,
কারে হিংসা না করিব হৈব সাবহিত।
ঋতুকালে নিজভার্য্যা করিব গমন,
ভক্তিভাবে পূজিবেক দেব নারায়ণ।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এহি কহিল নিশ্চয়,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবে শুন মহাশয়।
যজ্ঞ করিবেক আর বেদের গ্রহণ,
শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করিব চিন্তন।
ধর্ম্ম ক্রমে করিবেক পৃথিবী পালন,
দুষ্টজন পাইয়া শাস্তি করিব তখন।
পালন করিব শিষ্ট জনেরে বিস্তর,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এহি শুন মুনিবর।

বৈশ্যের আচার কহি শুন মুনিগণ,
বাণিজ্য করিব আর পশুর পালন।
কৃষিকর্ম্ম করিবেক বেদ অধ্যয়ন,
দান দিয়া করিবেক ব্রাহ্মণ তোষণ।
ধর্ম্মকার্য্য করিবেক বাণিজ্যের ধনে,
দেবকার্য্য করিবেক পরম যতনে।
শূদ্রের বিধান এবে শুন পুণ্যধাম,
শূদ্রেহ করিব যজ্ঞ পাক যজ্ঞ নাম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এহি তিন জাতি,
করিব তাহার সেবা করিয়া ভকতি।
ঋতুকালে নিজভার্য্যা করিব গমন,
সকল লোকের হিত করিব বাঞ্ছন।
পরিশ্রম না করিব করিব মঙ্গল,
অচিন্তায়ে উৎসাহ করিব নিরন্তর।
সম্ভাষা করিব সবে মধুর বচনে,
তিরস্কার অভিমান না ধরিব মনে।
মুনি সবে কহিছেন সংক্ষেপ কথন,
সেই কথা কহিলাম শুন মুনিগণ।
আশ্রম আচার নিত্য করে যেই জনে,
মুক্তি পদ পায় সে যে শুন মুনিগণে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আপদ সময়,
করিব ক্ষত্রিয়ে বৈশ্য আচার নিশ্চয়

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এহি তিন জাতি,
শূদ্র ধর্ম্ম না করিব শুন মহামতি।
আপদ কালেতে যদি শূদ্র ধর্ম্ম করে,
চণ্ডাল তাহারে বোলে যত মুনিবরে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন দ্বিজ জাতি,
এহার আশ্রম চারি শুন শুদ্ধমতি।
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ গৃহস্থ সন্ন্যাসী,
এ চারি প্রকারে করিবেক ধর্ম্মরাশি।
ভক্তি ভাবে ধর্ম্ম কার্য্য করে যেই নরে,
তাহারে প্রসন্ন হয় দেব দামোদরে।
কামনা বিহীন শান্ত চিত্ত যেই জন,
আশ্রম আচার করে ভাবি নারায়ণ।
মুক্তিপদ পায় সে যে সত্ত্বগুণময়,
পুনি তার জন্ম নহে এমত নিশ্চয়।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
যাহার কীর্ত্তিয়ে ব্যাপিলেক ক্ষিতি।
বৃহন্নারদীয় সব লোক বুঝিবার,
আজ্ঞায় নৃপতি তার করাইল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে দ্বাবিংশোধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আশ্রমাচার।

সৌনকাদি স্থানে সূত কহেন কথন,
আশ্রম আচার কহি শুন মুনিগণ।
আপনা আশ্রম ধর্ম্ম ত্যজিয়া যে নর,
অন্যাশ্রমে ধর্ম্ম করে সেই পাপিবর।
পাষণ্ড তাহারে বোলে যত মুনিগণ,
সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত সেই মূঢ় জন।
গৃহস্থের ধর্ম্ম কহি শুনহ বিশেষ,
গর্ভাধান আদি কর্ম্ম করিব অশেষ।
প্রথম করিব গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন,
বিধান নামের মন্ত্র করি উচ্চারণ।
যখনে পুত্রের জন্ম হয় ত ভূমিত,
স্নান করিবেক বাপে বস্ত্রের সহিত।
বিধি শ্রাদ্ধ করিবেক ব্রাহ্মণ লইয়া,
জাত কর্ম্ম করিবেক সুসজ্জ হইয়া।
স্বর্ণদান করিবেক কিবা ধান্যদান,
তবে পুত্র মুখ দেখিবেক ভাগ্যবান।

ষষ্ঠ মাসে করিবেক নামের প্রচার,
সপ্তমে অষ্টমে যেবা কুলের আচার।
আপনে করিব তবে নামের করণ,
প্রতিনিধি দিয়া না করিব কদাচন।
প্রতিনিধি দিয়া যেবা করে মূঢ় নর,
চণ্ডাল সমান তারে বোলে মুনিবর।
অর্থ হীন অতি গুরু কঠিন অক্ষর,
হেন নাম না রাখিব বুদ্ধিমন্ত নর।
তৃতীয় বৎসরে চূড়া করিব সত্বরে,
পঞ্চম সপ্তমে কিবা নবম বৎসরে।
গর্ভ আদি কর্ম্ম যদি অতিক্রান্ত হয়,
কৃচ্ছ্র পাদ ব্রত তবে করিব নিশ্চয়।
অতিক্রান্ত হয় যদি চূড়ার সময়,
কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ করিবেক নাহিক সংশয়।
যজ্ঞসূত্র দিব তবে অষ্টম বৎসরে,
অতিক্রান্ত হয় ষোল বৎসরের পরে।
ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞসূত্র বর্ষ একাদশে,
অতিক্রান্ত হয় কুড়ি বৎসরের শেষে।
বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে হয় উপনয়,
চব্বিশ বৎসর পরে অতিক্রান্ত হয়।
একিকালে যজ্ঞসূত্র না হয় যাহার,
তার আলাপনে পাপ হয় ত অপার।

যজ্ঞসূত্র কাল যাঁর অতিক্রান্ত হয়,
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ সে যে করিব নিশ্চয়।
চান্দ্রায়ণ করিবেক দ্বাদশ বৎসর,
শান্তপণ দুই তবে করিব সত্বর।
তার শেষে যজ্ঞসূত্র করিব গ্রহণ,
প্রায়শ্চিত্তে সেই পাপ করিব নাশন।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি করে যেই মূঢ় নর,
পতিত তাহারে বোলে যত মুনিবর।
দেয়য়ে তাহারে যজ্ঞসূত্র যেই জন,
ব্রহ্মঘাতী তারে কহে যত মুনিগণ।
মেখলা নির্ণয় কহি শুন মুনিগণ,
কুশার মেখলা স্কন্ধে ধরিব ব্রাহ্মণ।
ধনুর্ব্বাণ স্কন্ধে ধরিবেক ক্ষত্রিগণ,
বৈশ্যের মেখলা কহি শুন মুনিগণ।
বৈশ্যের মেখলা মেষ লোমের নির্ম্মিত,
স্কন্ধদেশে ধরিবেক বিধান উচিত।
চর্ম্মের নিয়ম কহি সূত্রের অন্তর,
হরিণের চর্ম্ম ধরিবেক দ্বিজবর।
কস্তুরার চর্ম্ম হয় ক্ষত্রিয় উচিত,
ছাগ চর্ম্ম ধরিবেক বৈশ্যে সাবহিত।
দণ্ডের নিয়ম কহি শুন মুনিগণে,
পলাসের দণ্ড হস্তে ধরিব ব্রাহ্মণে।

ক্ষত্রিয়ে ধরিব দণ্ড যজ্ঞর ডুম্বুর,
বৈশ্য লইবেক বাঁশ দণ্ড করধর।
দণ্ড পরিমাণ কহি শুন ঋষিগণ,
কেশান্ত অবধি দণ্ড ধরিব ব্রাহ্মণ।
ললাট অবধি দণ্ড ক্ষত্রিয় উচিত,
নাসিকা পর্য্যন্ত দণ্ড বৈশ্যের বিহিত।
বস্ত্রের নিয়ম কহি শুন মুনিগণে,
কষায় মিশ্রিত বস্ত্র ধরিব ব্রাহ্মণে।
ক্ষত্রিয়ে ধরিব বস্ত্র মঞ্জিষ্ঠা শোভিত,
হরিদ্রাক্ত বস্ত্র হয় বৈশ্যের উচিত।
যত কাল সাঙ্গ হয় বেদ অধ্যয়ন,
তত কাল থাকিবেক গুরুর ভবন।
প্রাতঃ স্নান করি তবে কুশ আহরিব,
ভক্তি করি প্রতিদিন গুরুরে সেবিব।
গুরুর শুশ্রূষা করিবেক অনুক্ষণ,
নানা স্থানে ভিক্ষা করি করিব ভোজন।
উপবীত দণ্ড চর্ম্ম যদি ভগ্ন হয়,
জলে ত ফেলিয়া আর ধারণ নিশ্চয়।
ভিক্ষা করিবেক নিত্য ব্রাহ্মণ ভবন,
"তুমি ভিক্ষা দেও" হেন বলিব বচন।
ক্ষত্রিয়ের গৃহে যদি করয়ে যাচন,
"ভিক্ষা তুমি দেও" এহি কহিব কথন।

বৈশ্য গৃহে যদি ভিক্ষা করে সমুচিত,
"ভিক্ষা তুমি দেও" হেন বলিব বিদিত।
অগ্নি কার্য্য করিবেক বিধান যেমন,
প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞ করিব তর্পণ।
অগ্নি কার্য্য ছাড়ে যেবা অতি মূঢ়নর,
পতিত তাহারে বোলে যত মুনিবর।
ব্রহ্মযজ্ঞ না করয়ে যেই মূঢ় জন,
ব্রহ্মঘাতী তারে বোলে যত মুনিগণ।
দেব কার্য্য করিবেক গুরু উপাসনা,
এক স্থানে না করিব ভিক্ষার যাচনা।
শুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোতে মাগিয়া আনিব,
গুরু নিবেদন শেষে ভোজন করিব।
যে যে কর্ম্ম বর্জ্জিবেক ব্রহ্মচারী নরে,
সেই কর্ম্ম সব কহি শুন মুনিবরে।
মধু স্ত্রী লবণ মাংস দন্তের ধাবন,
উচ্ছিষ্ট ভোজন আর দিনেতে শয়ন।
ছত্র উপানহ্ মালা গন্ধানুলেপন,
নৃত্য গীত বাদ্য আর জলেতে ক্রীড়ন।
ক্রোধ তাপ পরীবাদ অসত্য বচন,
পাষণ্ড সংসর্গ আর তাম্বূল ভক্ষণ।
শূদ্রের সংসর্গ আর অঞ্জন ভূষণ,
এহি সব বর্জ্জিবেক ব্রহ্মচারী জন।

জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ আর,
এহি সব দেখিয়া করিব নমস্কার।
শরীরে ত যত থাকে পাপের সঞ্চয়,
ধর্ম্ম কহি যেবা তারে দূরে ত করয়।
হেন জন শ্রেষ্ঠ গুরু কহে মুনিগণে,
নমস্কার করিবেক তাহার চরণে।
আত্ম পরিচয় দিয়া প্রণাম করিব,
ক্ষত্রিয়েরে নমস্কার দ্বিজে না করিব।
যারে যারে নমস্কার না করিব নরে,
সেই সব কহি আমি শুন মুনিবরে।
মর্য্যাদা বিহীন ধূর্ত্ত গ্রামের যাজক,
কৃতঘ্ন নাস্তিক চোর নক্ষত্র পাঠক।
পাষণ্ড পতিত পাপী সংস্কার বিহীন,
অশুচি প্রমাদ শঠ উন্মাদ প্রবীণ।
তৈলাভ্যঙ্গ করি থাকে হেন যেই নর,
সমিধ কুসুম কিবা জলপাত্র ধর।
ভোজন করয়ে কিবা ক্রোধযুক্ত হয়,
বিবাদ করয় কিবা ক্রোধযুক্তময় ?
জল মধ্যে থাকে কিবা করয় শয়ন,
স্নান করে আর যেবা করয় জপন।
পতিঘাতী রজস্বলা গর্ভ বিনাশিনী,
পতিঘ্নী সূতিকা পরপুরুষ গামিনী।

এহি সকলেরে নমস্কার অনুচিত,
এক নমস্কার স্থল শুন সাবহিত।
যজ্ঞশালা সভা আর দেবতা আলয়,
পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ, বেদ পাঠের সময়।
এহাতে প্রণাম যদি প্রত্যহ করয়,
পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য তার সব নষ্ট হয়।
শ্রাদ্ধ দান যজ্ঞ ব্রত তর্পণ পূজন,
এহাতে প্রণাম না করিব কদাচন।
প্রণাম করিলে যেবা না করে প্রণাম,
অপাত্র প্রণাম সেই শূদ্রের উপাম।
তোমা স্থানে কহিলাম প্রণাম বিধান,
বেদ অধ্যয়ন বিধি শুন সাবধান।
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া করি আচমন,
প্রণাম করিব তবে গুরুর চরণ।
গুরু অভিমুখ হৈয়া বসিয়া তখন,
আরম্ভ করিব তবে বেদ অধ্যয়ন।
কহিলাম অধ্যয়ন বিধান উচিত,
অনধ্যায় কাল কহি শুন সাবহিত।
অমাবস্যা প্রতিপদ আর চতুর্দ্দশী,
শ্রাবণ দ্বাদশী আর দোল পৌর্ণমাসী।
ভাদ্রের দ্বিতীয়া কৃষ্ণা অষ্টকা ভরণী,
শ্রোত্রিয় মরণ কা[illegible] দ্বাদশী শনি।

আষাঢ় ফাল্গুনী আর কার্ত্তিকী পূর্ণিমী,
গ্রহণ সময় আর মাঘের সপ্তমী।
আশ্বিনে নবমী শুক্লা পূজ্য আগমন,
শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া অকাল বরিষণ।
মন্বন্তর উল্কাপাত বজ্র নিপাতন,
সে চারি যুগাদ্যা আর সন্ধ্যার গর্জ্জন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল ইচ্ছা করে যেই জন,
এহি সব দিনে না করিব অধ্যয়ন।
বৈশাখে তৃতীয়া শুক্লা ভাদ্রে ত্রয়োদশী,
কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মাঘে পৌর্ণমাসী।
কহিলাম তোমা স্থানে যুগাদ্যা কথন,
মন্বন্তরা কহি শুন হৈয়া এক মন।
কার্ত্তিকে দ্বাদশী শুক্লা আশ্বিনে নবমী,
চৈত্রের তৃতীয়া আর আষাঢ়ে দশমী।
শ্রাবণে অষ্টমী কৃষ্ণা মাঘের সপ্তমী,
ফাল্গুনের অমাবস্যা আষাঢ়ে পূর্ণমী।
ভাদ্রের তৃতীয়া শুক্লা পৌষে একাদশী,
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসী
মন্বন্তরা যুগাদ্যাতে যেবা করে দান,
সে দান অক্ষয় হয় শুন পুণ্যবান।
এহি সব দিনে শ্রাদ্ধ করিব নিশ্চয়,
সে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় নাহিক সংশয়।

শ্রাদ্ধ দিনে আর চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ,
দুইত অয়ন আর সবানুগমন।
জনম মরণাশৌচ সর্পের দংশন,
আর যদি হয় মহীমণ্ডল কম্পন।
এহি সব দিনে না করিব অধ্যয়ন,
এহাতে পাঠের ফল শুন মুনিগণ।
আরোগ্য সম্পদ প্রজ্ঞা আয়ু যশ বল,
বিনাশ করয়ে যমে আপনে সকল।
অস্বাধ্যায়ে অধ্যয়ন করে যেই জন,
ব্রহ্মঘাতী তারে বোলে যত মুনিগণ।
কদাচিত না করিব তাহার সহিত,
আলাপন সম্ভাষণ আদি সমুদিত।
কুণ্ড গোলোকের যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ,
এহাতে সম্মত আছে কোন্ মুনিগণ।
কুণ্ড গোলোকের পুত্রে যজ্ঞসূত্র ধরে,
ই অর্থে সম্মত আছে কোন মুনিবরে।
বিন্দুপাঠে যেবা করে বেদ অধ্যয়ন,
সূত্রশূন্য সে যে তার নরকে গমন।
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য আচার সকল,
বেদ অধ্যয়ন বিনে হয়ত নিষ্ফল।
শব্দ ব্রহ্মরূপ হরি বেদরূপ ধর,
এতেক কারণে বেদ পড়ে যেই নর।

সকল কামনা সিদ্ধি লভে সেই জন,
বিষ্ণুর পরম পদে করয়ে গমন।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
তেইশ অধ্যায় পুনি হইল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ত্রয়োবিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম।

তেজবন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সূত মহামুনি,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া কহিলেন্ত পুনি।
যতকাল সাঙ্গ হয় বেদ অধ্যয়ন,
ততকাল থাকিবেক গুরুর ভবন।
ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ অঙ্গ বেদ সমুদিত,
পড়িয়া গুরুরে দিব দক্ষিণা উচিত।
লইয়া গুরুর আজ্ঞা গিয়া নিজ ঘর,
অগ্নি পরিগ্রহ কর্ম্ম করিব সত্বর।
তবে পুনি সেই নর গৃহস্থ হইয়া,
বিবাহ করিব নারী গুণ বিচারিয়া।
গুণবতী সুলক্ষণা শ্রেষ্ঠ রূপবতী,
সাধু ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ কুলেত উৎপত্তি।
বিচারিয়া মাতৃপক্ষে ছাড়িব পঞ্চমী,
পিতৃপক্ষে ছাড়িবেক তেমত সপ্তমী।
সপ্তমে পঞ্চমে যদি বিবাহ করয়,
গুরুপত্নী গমনের সম পাপ হয়।

কন্যার লক্ষণ কহি শুন মুনিগণ,
যাহাকে বিবাহ না করিবে সাধুজন।
অল্পকেশী অতিকেশী বাক্য করে অতি,
বৃত্তাক্ষী রোগিণী রোগ কুলেত উৎপত্তি
দীর্ঘ দেহী ক্রোধ মূর্ত্তি বিরুদ্ধ কারিণী,
উন্মত্তা হীনাঙ্গী কিবা অধিক অঙ্গিনী।
দীর্ঘজঙ্ঘা স্থূলপদা পুরুষ আকৃতি,
স্থূল দন্ত স্থূল ওষ্ঠ কুৎসিত মূরতি।
অতিধূর্ত্ত বৃথাহাস্য লোমক বদনী,
পরগৃহ রত আর নিষ্ঠুর ভাষিণী।
বহু ভক্ষ নিরন্তর করয় ভ্রমণ,
বিবাদ করয় নিত্য পৈশুণ্য লক্ষণ।
অতি কৃষ্ণ রক্তবর্ণা ঘর্ঘর শব্দিনী,
শ্বাস কাশ পাণ্ডুবর্ণা অনর্থ বাদিনী।
নিদ্রা অনুরক্ত নিত্য ক্রন্দন করয়,
পর অপবাদ নিত্য পরেরে হিংসয়।
অতি খর্ব্ব অতি দীর্ঘ নাশিকা যাহার,
অতীব নারক বৃত্তি কুসিত আকার।
সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত লোম চৌর্য্য দুষ্টমতি,
পতি পুত্রে যেবা হয় নিষ্ঠুর ভারতী।
গুণহীনা যেবা পর পুরুষ গামিনী,
খঞ্জা কুব্জা আরও যে কুৎসিত ভাষিণী।

সাধু সবে এহি সব বিবেচন করি,
পরিগ্রহ না করিব হেন যেই নারী।
ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ আর প্রাজাপত্যরূপ,
অসুর গন্ধর্ব্ব আর রাক্ষস স্বরূপ।
সপ্তম প্রকার এহি পৈশাচ অষ্টম,
ব্রাহ্মণে করিব ব্রাহ্ম বিবাহ উত্তম।
দৈব আর্ষ কেহো বোলে দ্বিজের উচিত
প্রাজাপত্য আদি পঞ্চ না হয় বিহিত।
ব্রাহ্ম বিবাহেতে যদি অসমর্থ হয়,
তবে সে করিব দৈব বিবাহ নিশ্চয়।
এহিরূপ বিবেচন করি সাধু নর,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব না পারিলে করিবেক পর।
ধরিবেক দুই যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণে,
ধৌত বস্ত্র উত্তরীয় ধরিব যতনে।
ধৌত বস্ত্র দুই আর সুবর্ণ কুণ্ডল,
কমণ্ডলু ধরিবেক করি পূর্ণ জল।
বাঁশদণ্ড গন্ধমাল্য উষ্ণীষ ধবল,
ছত্র ধরিবেক আর পাদুকা যুগল।
কেশ নখ বিবর্জ্জিয়া সুন্দর হইব,
নিরন্তর বেদ পাঠ আচার করিব।
পর পাক পর অন্ন করিব বর্জ্জন,
পদ দিয়া না করিব পদ আক্রমণ।

কদাচিত না করিব উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন,
দুই হস্তে না করিব শির কণ্ডূয়ন।
পূজ্য জন দেব বামে করি সাধুজন,
কদাচিত না করিব দূরে ত গমন।
ব্রতে শ্রাদ্ধে দেবার্চ্চনে স্নানে আচমনে,
কেশ বান্ধি দুই বস্ত্র ধরিব যতনে।
না করিব কদাচিত উচ্চ আরোহণ,
নিরর্থক বৈরিভাব করিব বর্জ্জন।
কদাচিত না করিব পরস্ত্রী গমন,
অসূয়া পিশুন না করিব সাধুজন।
মান্যজন চতুষ্পথ অশ্বত্থ দ্বিজাতি,
বামে করি কদাচিত না করিব গতি।
দিনে নিদ্রা না করিব না হৈব মৎসর,
পর পাপ না কহে যে সেই শ্রেষ্ঠ নর।
না করিব নিজ পূর্ণ নামের কীর্ত্তন,
করিবেক আপনার নক্ষত্র গোপন।
না করিব দুষ্টজন সহিতে বসতি,
না করিব অতি ক্রীড়া নৃত্য গীতে মতি।
উচ্ছিষ্ট ভিষক শূদ্র পতিত সকল,
চিতা চিতাকাষ্ঠ মৃতা (১) চণ্ডাল দেবল।

---

(১) মৃত দেহ।

এহি সকলের যদি হয় পরশন,
বস্ত্র সঙ্গে করিবেক স্নান আচরণ।
শরীর খাটের ছায়া প্রদীপের আর,
নিষিদ্ধ যে সব হয় করিব বিচার।
কেশজল বস্ত্রজল কলসস্রবণ,
সূর্পের বাতাস আর শূদ্রান্ন ভোজন।
প্রেতধূম বৃষলীর পতি সম্ভাষণ,
অশাস্ত্র পঠন নখ কেশের ভক্ষণ।
আর যেবা বিবসনে শয়ন করয়,
অশুচি হইয়া যেবা তাম্বূল ভক্ষয়।
এতেক সকল বর্জ্জিবেক সাধু জন,
তোমাকে কহিল এহি শুন মুনিগণ।
গো অশ্বত্থ চতুষ্পথ সভা দেবাগার,
বামে করি না করিব সাধু উপচার।
শিরে দিয়া অবশিষ্ট তৈলে সাধু জন,
কদাচিত না করিব শরীর লেপন।
অশুচি হইয়া না করিব সাধু নর,
গুরুজন সেবা আর পূজা দামোদর।
বাম হস্তে এক হস্তে কেবল বদনে,
জলপান কভু না করিব সাধুজনে।
গুরু আজ্ঞা গুরু ছায়া এহার লঙ্ঘন,
কদাচিত না করিব যেই সাধুজন।

ব্রতী যোগী যতির নিন্দন না করিব,
পরস্পর মর্ম্মের কথন না কহিব।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী পাইয়া সত্বর,
বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিব বিস্তর।
সন্ধ্যাকালে প্রাতঃকালে উত্তম ব্রাহ্মণে,
উপাসনা হোম নিত্য করিব যতনে।
উপাসনা পরিত্যাগ করে যেই নর,
নগ্নপ তাহারে বোলে যত মুনিবর
প্রেতপক্ষ অমাবস্যা বিষুব অয়ন,
যুগাদ্যা অশোকা আর মন্বন্তরাগণ।
পিতৃ মৃত দিন নব ধান্যের সময়,
শ্রোত্রিয়ের আগমন কাল যেবা হয়।
পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ,
এহাতে করিব শ্রাদ্ধ যেই সাধুজন।
কাদ্রোমত (?) উর্দ্ধ পুণ্ড্র ফোটার বিহিত,
শ্রাদ্ধের সময় তাহা না হয় উচিত।
স্মৃতি অবিরুদ্ধ বৃদ্ধজনের আচার,
স্মৃতি উক্ত ধর্ম্মগণ যেবা হয় আর।
এতেক সকল যেবা করে নিরন্তর,
সকল কামনা সিদ্ধি পায় সেই নর।
যেই জন হয় সদাচার পরায়ণ;
তাহারে প্রসন্ন হয় দেব নারায়ণ।

প্রসন্ন হইল যদি দেব দামোদর,
অসাধ্য কি আর তার সংসার ভিতর।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক তরাইতে রাজা করিলেন মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
পাঁচালি করাইল রাজা করিয়া পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে চতুর্বিংশাধ্যায়

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সদাচার।

সৌনকাদি স্থানে সূত কহেন কথন,
গৃহস্থের সদাচার শুন মুনিগণ।
যে ধর্ম্ম করিলে সব পাপ নষ্ট হয়,
সেই সব ধর্ম্ম কহি শুন সদাশয়।
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেত শয্যা হোতে ত উঠিব,
গুরু ইষ্টদেব ধর্ম্ম তথনে চিন্তিব।
কেশবন্ধনের শেষে শৌচের কারণ,
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে করিব গমন।
উত্তরে ত মুখ যজ্ঞসূত্র কর্ণে ধরি,
কাষ্ঠ হস্তে করি ভূমি তৃণে পূর্ণ করি।
মস্তক উপরে বস্ত্র দিয়া সাধু নর,
মূত্র পুরীষের ত্যাগ করিব সত্বর।
সন্ধ্যা দিন ভাগে হৈব উত্তরে বদন,
রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হৈব সাধুজন।
মৌন করি সাধুজন থাকিব তখন,
স্থলের নিয়ম কহি শুন মুনিগণ।

গোষ্ঠ পথ নদী তীর কূপ সন্নিধান,
তড়াগ কান্তার বৃক্ষ ছায়া কৃষি স্থান।
গোব্রাহ্মণ নারী বহ্নি সমীপ উদ্যানে,
কদাচিত বাহ্য না বসিব এহি স্থানে।
জলের মধ্যে ত আর অঙ্গার তুষেত,
কদাচিত বাহ্য না বসিব ইস্থলেত।
এহি সব স্থানে বাহ্য ক্রিয়া না করিব,
বাহ্য অভ্যান্তরে শৌচ বিশেষ করিব।
শৌচাচার হীন যেই পাপিষ্ঠ সকল,
তাহার যতেক কর্ম্ম সকল নিষ্ফল।
বাহ্য অভ্যান্তরে আর শৌচ দুইরূপ,
ভাব শুদ্ধি অভ্যান্তরে শৌচের স্বরূপ।
মৃত্তিকায় জলে মিলি বাহ্য শৌচ হয়,
তাহার বিধান কহি শুন সদাশয়।
শিশ্নে ধরি অন্য স্থানে করিব গমন,
শৌচের মৃত্তিকা তবে করিব গ্রহণ।
শৌচ করিবেক গন্ধলেপ ক্ষয় কর,
মৃত্তিকার স্থানে কহি শুন মুনিবর।
উচ্ছিষ্ট দেশের আর বল্মীক ভূমিত,
গলকৃষ্ট জল মধ্যে ইন্দুর খনিত।
বাপী কূপ তড়াগের মৃত্তিকা না লৈব,
শুদ্ধ শুচি দেশের যে গ্রহণ করিব।

শিশ্নে দিব একবার মৃত্তিকা সত্বর,
তিন বার গুহ্যে দিব যেবা সাধু নর।
দক্ষিণ হস্তেত তবে দিব পঞ্চ বার,
বাম হস্তে দশ বার শাস্ত্র অনুসার।
সাত বার দিব তবে মিলি দুই করে,
তিন তিন বার পদে দিব সাধু নরে।
গৃহস্থের এহি মত শৌচের বিধান,
ব্রহ্মচারী করিবেক দ্বিগুণ প্রমাণ।
বানপ্রস্থে তিন গুণ করিব বিশেষ,
সন্ন্যাসীয়ে চতুর্গুণ করিব অশেষ।
নিজ গ্রামে করিবেক সম্পূর্ণ আচার,
অন্য স্থানে নিয়ম যে নাহিক তাহার।
আপদ কালে ত আর ব্যাধিযুক্ত নর,
শৌচ করিবেক গন্ধলেপ ক্ষয়কর।
স্ত্রী আর শূদ্র অনুপনীত যে সকল,
গন্ধলেপ ক্ষয় হেতু করিব সকল।
বিধবা ব্রতার শৌচ সন্ন্যাসী তুলন,
শৌচ করি করিবেক শেষে আচমন।

আচমন বিধি।

আচমন বিধি কহি শুন মুনিগণ,
পূর্ব্ব মুখ হৈব কিংবা উত্তর বদন।

তিন বার অল্প মাত্র জল ভক্ষিবেক,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ওষ্ঠাধর মার্জ্জিবেক।
দুইবার এহিরূপ করি তার শেষ,
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগ করিব বিশেষ।
নাসিকার পুট দুই স্পর্শন করিব,
অনামা বৃদ্ধায় দুই চক্ষু পরশিব।
তার শেষে দুই কর্ণ করিব স্পর্শন,
সেই বৃদ্ধা অনামায় করিব মিলন।
তবে বৃদ্ধা কনিষ্ঠের সংযোগ করিব,
এহিরূপে নাভি দেশ যত্নে পরশিব।
হস্তের তালুকা বক্ষে করিব মিলন,
প্রতিবার করিবেক হস্ত প্রক্ষালন।
অঙ্গুলির অগ্রে শির স্পর্শন করিব,
হস্ত তলে দুই বাহু মূল পরশিব।
এহিরূপে আচমন করি তার শেষ,
স্নান করি করিবেক তর্পণ বিশেষ।
সন্ধ্যা করিবেক তবে গায়ত্রী জপন,
সূর্য্য অর্ঘ্য দিব তবে শুন মুনিগণ।
প্রাতঃকালে উভা (১) হৈয়া গায়ত্রী জপিব,
যতক্ষণ জপ করে সূর্য্যেরে দেখিব।

(১) দণ্ডায়মান।

বসিয়া জপিব সন্ধ্যাকালে সদাশয়,
যতক্ষণে দৃষ্টি হয় নক্ষত্র উদয়।
মধ্যাহ্নে করিব সন্ধ্যা জপ অর্ঘ্য দান,
ইচ্ছাবৃত্তি উপবেশ নিয়ম বিধান।
প্রাতঃকালে মধ্য দিনে করিবেক স্নান,
হস্তকুশে করিবেক ব্রহ্ম যজ্ঞ দান।
দিনের বিহিত কর্ম্ম হইলে পতিত,
রাত্রি এক প্রহরেত করিতে উচিত।
কূট যুক্তি দিয়া যেই পাপিষ্ঠ পামর,
সন্ধ্যা বাদ করে সেই মহা পাপিবর।
সমর্থ থাকিতে সন্ধ্যা না করে যে জন,
পাষণ্ড তাহারে বোলে যত মুনিগণ।
যেবা করে সন্ধ্যাহীন জন আলাপন,
চন্দ্র তারা কাল তার নরকে গমন।
দেবার্চ্চন বৈশ্বদেব বলিদান শেষ,
আগত অতিথি পূজা করিব বিশেষ।
অন্নজল গৃহ দিয়া করিব পূজন,
নম্র হৈয়া বলিবেক মধুর বচন।
যেই জনে না করয়ে অতিথি সৎকার,
আপনা গৃহেত যায় পুণ্য লৈয়া তার।
ভিন্ন দেশী নাম গোত্র হয় অগোচর,
অতিথি তাহারে বোলে যত মুনিবর।

নিজ গ্রামবাসী যেবা অনাথ স্বজন,
বিষ্ণু তুল্য করিবেক তাহার পূজন।
পিতৃ উদ্দেশিয়া নিত্য অতিথি পূজিব,
যতন করিয়া লোকে এ যজ্ঞ করিব।
পঞ্চ যজ্ঞ না করয় যেই মূঢ় নর,
ব্রহ্মঘাতী তারে বোলে যত মুনিবর।
দেব পিতৃ ভূত নর ব্রহ্ম যজ্ঞ আর,
এহি নাম পঞ্চযজ্ঞ বিদিত সংসার।
পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গে করিব ভোজন,
কদাচিৎ না করিব কুদ্রব্য ভক্ষণ।
পাত্রত্যাগ না করিব ভোজন সময়,
দুই পদ আসনেত রাখিব নিশ্চয়।
ভোজন কালেত যদি মুখে শব্দ হয়,
মদ্যপান পাপ তার হয়ত নিশ্চয়।
ফল মূল কিবা আর মোদক বিশেষ,
অর্দ্ধ খণ্ড ভক্ষিব অর্দ্ধেক অবশেষ।
কেবল লবণ যদি ভক্ষণ করয়,
গোমাংস ভক্ষক তারে মুনিয়ে বলয়।
জলপান আচমন গণ্ডূষ সময়,
শব্দ না করিব যেবা বুদ্ধিমন্ত হয়।
এহি কালে শব্দ করে যেই মূঢ়জন,
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন।

সর্ব্ব উপহার অন্ন করিব ভক্ষণ,
কদাচিৎ না করিব অন্নের নিন্দন।
ভোজন করিয়া তবে করি আচমন,
তার শেষে হৈব শাস্ত্রচিন্তাপরায়ণ।
রাত্রিযোগে যদি বা অতিথি উপস্থিত,
ফলে মূলে অন্নে পূজা করিব উচিত।
গৃহস্থে করিব নিত্য এতেক আচার,
অনাচারে মহাপাপী হয়ত অপার।

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম।

বৃদ্ধকালে সাধুজন সত্ত্বগুণময়,
বানপ্রস্থ আশ্রমেত করিব আশ্রয়।
পুত্র স্থানে করিবেক ভার্য্যারে অর্পণ,
কিবা সঙ্গে করি বনে করিব গমন।
ত্রিসন্ধ্যা করিব স্নান নখ জটাধর,
পঞ্চযজ্ঞ করিবেক পূজি দামোদর।
ব্রহ্মচর্য্য করিবেক ভূমিতে শয়ন,
নিত্য নিত্য ফল মূল করিব ভক্ষণ।
নিরন্তর করিবেক বেদ অধ্যয়ন,
সর্ব্বপ্রাণী দয়াশীল বিষ্ণু পরায়ণ।
গ্রামেত যে ফল পুষ্প সকল বর্জ্জিব,
নিয়মিত অষ্টগ্রাস ভোজন করিব।

বন তৈলে করিবেক শরীর লেপন,
কদাচিৎ না করিব রাত্রিতে ভক্ষণ।
আলস্য সুরত নিদ্রা বর্জ্জিব অপার,
মিথ্যা বাক্য পরীবাদ বর্জ্জিবেক আর।
নিরন্তর হইবেক বিষ্ণু পরায়ণ,
করিবেক মোক্ষ ধর্ম্ম আদি চান্দ্রায়ণ।
শীত বাতাসের দুঃখ সহিব বিস্তর,
আর করিবেক অগ্নি সেবা নিরন্তর।
কহিলাম বানপ্রস্থ আশ্রম আচার,
শুন শুন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কহি আর।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

বৈরাগ্য হইল যদি সকল বিষয়,
সন্ন্যাস আশ্রম তবে করিব আশ্রয়।
নিরন্তর করিবেক বেদের অভ্যাস,
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় ছিন্ন মায়াপাশ।
শম দম গুণবন্ত হইব অপার,
বর্জ্জিবেক কাম ক্রোধ আদি অহঙ্কার।
বিবসন কিবা জীর্ণ কপিন বসন,
কদাচিৎ না করিব কেশেতে ধারণ।
শত্রু মিত্র সমান যে দর্শন করিব,
মানে অপমানে তবে সমান ভাবিব।

এক গ্রামে এক রাত্রি করিব বসতি,
নগরেত তিন রাত্রি শুন মহামতি।
শুদ্ধ দ্বিজ গৃহে ভিক্ষা করিব যাচন,
নানা স্থানে ভিক্ষা করি করিব ভোজন।
দিন মধ্যে তিনবার স্নান আচরিব,
বিষ্ণু পরায়ণ হৈয়া প্রণব জপিব।
একমাত্র স্থলে ভিক্ষা করে যেই জন,
কোটী প্রায়শ্চিত্তে নহে তাহার শোধন।
লোভ হোতে সন্ন্যাস গ্রহণ যেবা করে,
চণ্ডাল সমান তারে বোলে মুনিবরে।
আপনারে ভাবিবেক দেব নারায়ণ,
আনন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ সনাতন।
ব্রহ্মরূপ মায়াহীন মাৎসর্য্য রহিত,
অব্যয় নির্ম্মল শান্ত বিকার বর্জ্জিত।
শ্রেষ্ঠ অতিশ্রেষ্ঠ তেজ জ্ঞান রূপ ধর,
চৈতন্য কারণ গুণহীন দামোদর।
নিরন্তর করিবেক বেদের চিন্তন,
বেদ অধ্যয়ন বিষ্ণুধ্যান পরায়ণ।
এতেক লঙ্ঘিয়া যেবা করয়ে সন্ন্যাস,
সেই পতিতের নাহি পুণ্যের প্রকাশ।
এহিরূপে যেই জন করয়ে আচার,
মুক্তি পদ পায় সে যে জগতের সার।

যেই করে ক্রমে চারি আশ্রম আশ্রয়,
পরম মুকতি সে যে লভয়ে নিশ্চয়।
আশ্রম আচার করে বিষ্ণু পরায়ণ,
বিষ্ণুর পরম পদে করয়ে গমন।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নৃপবরে,
পুরাণের ধর্ম্মাধর্ম্ম লোকে বুঝিবারে।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
আজ্ঞায় নৃপতি তারে করাইল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চবিংশোধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধবিধি।

সৌনকাদি স্থানে সুতে কহিলেন্ত পুনি,
শ্রাদ্ধের বিধান কহি শুন মহামুনি।
যে কথা শুনিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়,
তারে বিবরিয়া কহি শুন মহাশয়।
পিতৃশ্রাদ্ধ পূর্ব্ব দিনে করিব সংযম,
ভূমি শয্যা ব্রহ্মচর্য্য করিব উত্তম।
দিন অন্তে একবার ভোজন করিব,
রাত্রিকালে শ্রাদ্ধযোগ্য দ্বিজ আনিব।
বেদ পাঠ তৈলাভাঙ্গ দন্তের ধাবন,
পরান্ন তাম্বূল বর্জ্জিবেক সেই জন।
শৃঙ্গার কলহ ক্রোধ যজন গমন,
বর্জ্জিবেক শ্রাদ্ধ কর্ত্তা শ্রাদ্ধ ভোক্তা জন।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হৈয়া যেবা করে রতি,
সে যে ব্রহ্মঘাতী তার নরকে বসতি।
নিমন্ত্রণ করিবেক উত্তম ব্রাহ্মণ,
সদাচার দয়াশীল বিষ্ণু পরায়ণ।

ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদ রাগ দ্বেষ হীন,
শান্ত গুণবন্ত গুরুসেবাতে প্রবীণ।
ধর্ম্মশাস্ত্র কহি করে পর উপদেশ,
শুদ্ধ বংশে উতপত্তি কৃতজ্ঞ বিশেষ।
শ্রেষ্ঠ গুণবন্ত বিষ্ণু পূজা পরায়ণ,
এমত ব্রাহ্মণ করিবেক নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ না করিব যেমত ব্রাহ্মণ,
তাহার লক্ষণ কহি শুন মুনিগণ॥
হীন অঙ্গ অধিকাঙ্গ রোগে বা পীড়িত,
লম্পট কুনখী কুষ্ঠী ব্রত বিবর্জ্জিত।
নক্ষত্র পাঠক খল মৃতের দাহক,
কুৎসিত বচনশীল অযাজ্য যাজক।
অশাস্ত্র পাঠকশীল পরান্ন ভক্ষক,
পরিবেত্তা ধূর্ত্ত কুণ্ড পরের নিন্দক।
অযাজ্য যাজক গ্রাম অমান্য গোলক
দম্ভাচারী নিরর্থক মুণ্ডিত মস্তক।
পর নারী পরধনে যার থাকে মতি,
শিব বিষ্ণু সেবা হীন বৃষলীর পতি।
বেদ স্মৃতি মন্ত্র ব্রত বিক্রয় করয়,
কৃতঘ্ন গায়ন যেবা কাব্য কর্ত্তা হয়।
বৈদ্য শাস্ত্র উপজীবী বেদ নিন্দাপর,
দ্বিজ নিন্দা রাজ সেবা করে নিরন্তর।

মত্ত ধূর্ত্ত ক্রুদ্ধ গ্রাম অরণ্য দাহক,
কুটযুক্তি বিশারদ অসত্য কথক।
কামযুক্ত করে যেবা রসের বিক্রয়,
এসব বর্জ্জিব শ্রাদ্ধে নাহিক সংশয়।
কুশ হস্তে করিবেক দ্বিজ নিমন্ত্রণ,
পূর্ব্ব দিনে কিবা আর শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক্ষণ।
নিমন্ত্রিত হৈয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজবর,
প্রণিধান করিবেক শ্রাদ্ধেত বিস্তর।
পূর্ব্ব দিনে এহি কর্ম্ম করিয়া সকল,
প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করিব সত্বর।
শ্রাদ্ধ করিবেক সাধু কুতপ সময়,
কুতপ লক্ষণ কহি শুন সদাশয়।
যে কালে রবির গতি মন্দ মন্দ হয়,
অষ্টম মুহূর্ত্তে সে যে কুতপ নিশ্চয়।
কুতপ কালেত শ্রাদ্ধ অক্ষয় অপার,
অপরাহ্ণ শ্রাদ্ধ কাল বিদিত সংসার।
অপরাহ্ণ কালে ব্রহ্মা কল্পিলা আপনে,
পার্ব্বণ করিব সেই কালে সাধুজনে।
অকালে করিলে হয় রাক্ষসের ভোগ,
পিতৃ সকলের কিছু নহে উপযোগ।
অকালে করয়ে যার শ্রাদ্ধ যেই জন,
সেই দুই জনে করে নরকে গমন।

দুই দিনে শ্রাদ্ধ তিথি হইলে তখন,
অপরাহ্ণ কাল ব্যাপি করিব গ্রহণ।
দুই দিনে তিথি যদি শ্রাদ্ধের সময়,
পূর্ব্ব দিনে করিবেক যদি ক্ষীণ হয়।
বর্দ্ধমান হৈলে তিথি পর দিন লৈব,
ভাবিয়া চিন্তিয়া তিথি গ্রহণ করিব।
পূর্ব্ব দিনে শ্রাদ্ধ কালে মুহূর্ত্ত দ্বিতীয়,
পর দিনে সেই তিথি মধ্যাহ্ন সময়।
শ্রাদ্ধ করিবেক তাতে উত্তর বাসরে,
পূর্ব্ব দিনে শ্রাদ্ধ বোলে জ্ঞান হীন নরে।
নিমন্ত্রিত দ্বিজ যদি হৈল উপস্থিত,
অনুজ্ঞা করিব তবে বিধান বিহিত।
বিশ্বদেব অর্থে লৈব দুই দ্বিজবর,
পিতৃ অর্থে তিন বিপ্র লইব সত্বর।
দেব পিতৃ অর্থে কিবা একেক ব্রাহ্মণ,
নিমন্ত্রিত দ্বিজ পুনি লৈব ততক্ষণ।
অনুজ্ঞা করিয়া তবে করিব মণ্ডল,
চতুষ্কোণ করিবেক ব্রাহ্মণ সকল।
ত্রিকোণ মণ্ডল তবে ক্ষত্রির উচিত,
বর্তুল আকার হয় বৈশ্যের বিহিত।
শূদ্রগণে করিব কেবল অভ্যুক্ষণ,
ব্রাহ্মণে অভাবে পুত্র আদি নিযোজন।

পদ প্রক্ষালন আর করি আচমন,
মণ্ডলে করিব তবে দ্বিজ উপাসন।
তার শেষে পূজিবেক দেব যজ্ঞেশ্বর,
ব্রাহ্মণেত তিল ক্ষেপ করিব সত্বর।
অপহতা মন্ত্রে তিল প্রক্ষেপ করিয়া,
যবে কুশে দেবাসন দিব উৎসর্গিয়া।
ষষ্ঠী অন্ত মন্ত্রে দিব অক্ষয্য আসন,
দ্বিতীয়ান্ত মন্ত্রে করিবেক আরোহণ।
করিবেক চতুর্থ্যন্ত মন্ত্রে অন্ন দান,
সম্বোধন অন্ত মন্ত্রে করিবেক আন।
দুই পাত্র ধরি তবে করিব সেচন,
সন্নোদেবী এহি মন্ত্র করি উচ্চারণ।
যবোসীতি মন্ত্রে যব প্রক্ষেপ করিয়া,
পূজা করিবেক তবে গন্ধ পুষ্প দিয়া।
বিশ্বেদেবা এহি মন্ত্রে করি আবাহন,
অর্ঘ্য দিব যাদিব্যা করিয়া উচ্চারণ।
গন্ধ পুষ্পে দেব পূজা করিয়া বিশেষ,
পিতৃ পূজা করিবেক তার অবশেষ।
তিল কুশে উৎসর্গিয়া দিবেক আসন,
তিন পাত্র করিবেক অর্ঘ্যের কারণ।
সন্নোদেবী মন্ত্রে জল সেচন করিয়া,
তিল দিব তিলোহসীতি মন্ত্র উচ্চারিয়া

আবাহন করিবেক উসন্ত পড়িয়া,
অর্ঘ্যদান করিব যাদিব্যা উচ্চারিয়া।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে,
পিতৃলোক পূজিবেক ভক্তি পুরঃসরে।
ঘৃতযুক্ত অন্ন তবে হস্তেত করিয়া,
আজ্ঞা লৈব অগ্নৌকরণ করিষ্যে বলিয়া।
বিধি অনুসারে অগ্নি করিয়া স্থাপন,
বিধান করিব তবে সে অগ্নৌকরণ।
অগ্নির অভাবে দ্বিজ হস্তেত আহুতি,
কুলাচার ক্রমে দিব যার যেই মতি।
অগ্নি হীন জনে অগ্নি স্থাপন করিয়া,
পার্ব্বণ করিব তবে বিধান জানিয়া।
উপাসন অগ্নি যার না থাকে সন্নিধি,
বেদাঙ্গ করিব শ্রাদ্ধ তার প্রতিনিধি।
উপাসন অগ্নি ভ্রাতৃ যার দূরতর,
সেই জনে লোকে অগ্নি করিব সত্বর।
দক্ষিণে উত্তরে দিব করিয়া হরণ,
শেষে করিবেক বিপ্র পাত্রে বিকিরণ।
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহারে পূজিয়া ব্রাহ্মণ,
তবে অন্ন উৎসর্গ করিব সাধুজন।
আগচ্ছন্তু মহাভাগ করি উচ্চারণ,
ভক্তিভাবে করিবেক দেবের প্রার্থন।

তেজবন্ত পিতৃগণ মনেত ভাবিয়া,
প্রার্থন করিব যেবা এহাতে পড়িয়া।
মূর্ত্তিহীন দিব্য মূর্ত্তি জ্ঞান চক্ষু সার,
এতেক ভাবিয়া করিবেক নমস্কার।
বিষ্ণুতে করিব তবে শ্রাদ্ধ সমর্পণ,
তার শেষে দ্বিজগণে করাব ভোজন।
শ্রাদ্ধের ভোজন কালে যেই মূঢ়জন,
পাত্রত্যাগ করে তার নরকে গমন।
উপস্পর্শ যদি হয় করিতে ভোজন,
অন্নত্যাগ না করিব অতি সাধুজন।
গায়ত্রী জপিব তবে শত অষ্টোত্তর,
এহিরূপে সেই পাপ হয় দূরতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন কালে শ্রাদ্ধকর্ত্তা জন,
নারায়ণ স্মরিবেক শ্রদ্ধা পরায়ণ।
জপিব পুরুষ সূক্ত পুণ্যের কথন,
ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস পুরাণের গণ।
যতকাল শ্রাদ্ধ ভোগ করয় ব্রাহ্মণ,
ততকাল এহিরূপ করিব জপন।
তার শেষে অগ্নিদগ্ধা ভূমিতে ক্ষেপিব,
শেষ অন্ন মধুবাতা জপন করিব।
তার শেষে করিবেক পিণ্ড নির্ব্বাপণ,
অক্ষয্য উদক আর স্বস্তির বাচন।

তার শেষে করিবেক গোত্রাভি বন্দন,
স্বস্তিবাচনের পূর্ব্ব না হয় চালন।
চালনের শেষে করে স্বস্তির বাচন,
তার পিতৃগণে করে উচ্ছিষ্ট ভোজন।
দাতারোন আশীর্ব্বাদ করিব গ্রহণ,
তবে নমস্কার করিবেক সাধুজন।
দক্ষিণা দিবেক গন্ধ তাম্বূল সহিত,
ন্যুব্জপাত্র স্বধাবাচ করিব উচিত।
বাজে বাজে ইতি মন্ত্র করি উচ্চারণ,
পিতৃলোক দেবতা করিব বিসর্জ্জন।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তা হয় যেই জন,
সেই রাত্রি করিবেক মৈথুন বর্জ্জন।
আতুর পথিক যেবা ধন হীন নর,
সে জনে তণ্ডুল শ্রাদ্ধ করিব সত্বর।
যাহার না হয় দ্রব্য দ্বিজ সন্নিধান,
অন্নপাত্র করিবেক সে যে জলে দান।
পিতৃ সূক্তে শক্তি ক্রমে দিবেক আহুতি,
অতি দরিদ্রের বিধি শুন মহামতি।
গোগ্রাস দিবেক সে যে ভকতি করিয়া,
স্নান করি তর্পণ করিব তিল দিয়া।
ক্রন্দন করয়ে কিবা অরণ্যেত গিয়া,
দরিদ্র পাতকী আমি এতেক বলিয়া।

পর দিনে যেই জনে না করে তর্পণ,
সে যে ব্রহ্মঘাতী তার কুলের নাশন।
যেই জনে শ্রাদ্ধ করে করিয়া ভকতি,
ঐশ্বর্য্য তাহার হয় বাঁচয়ে সন্ততি।
যেই জনে পিতৃগণ করয়ে পূজন,
সেই জনে পূজিলেক দেব নারায়ণ।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা সিদ্ধগণ,
শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তা সেই নারায়ণ।
[illegible] অদৃশ্য শক্ত দৃশ্য যেবা হয় (?)
সকল বিষ্ণুর রূপ নাহিক সংশয়।
জগত স্বরূপ হরি জগত আধার,
হরি বিনে নাহি আর সকল সংসার।
হব্য কব্য ভোক্তা হরি জ্ঞান অগোচর,
সংসারের কর্ত্তা সে যে ব্রহ্মরূপ ধর।
শ্রাদ্ধের বিধান এহি কহিলাম সার,
তাহারে করিলে পাপ বিনাশ অপার।
এহি অধ্যায় পড়ে যেবা শ্রাদ্ধের সময়,
সন্ততি বাড়য়ে তার পিতৃ তুষ্ট হয়।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ দেবে মনেত ভাবিয়া,
নারদী পাঁচালী কৈল হরষিত হৈয়া।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ষড়বিংশাধ্যায়ঃ

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভক্তবন্ত তত্বজ্ঞানী সূত মহামুনি,
সৌনকেরে সম্বোধিয়া কহিলেন পুনি।
তিথির নির্ণয় প্রায়শ্চিত্তের বিধান,
বিবেচিয়া কহি তাহা কর অবধান।
তিথির নির্ণয় বিনে যত কর্ম্মচয়,
সকল বিফল হয় শুন মহাশয়।

তিথি নির্ণয়।

অমাবস্যা পৌর্ণমাসী ষষ্ঠী একাদশী,
তৃতীয়া অষ্টমী আর কিবা চতুর্দ্দশী।
পর তিথি যোগে কর্ম্ম হয়েত বিহিত,
পূর্ব্ব তিথি যোগে কর্ম্ম হয় অনুচিত।
পূর্ব্ব দিনে একাদশী ষষ্ঠী বাম হস্ত,
উপবাস না করিব সেবা বুঝি বস্ত।
পূর্ণিমা সপ্তমী অমাবস্যা শ্রাদ্ধ তিথি,
পূর্ব্ব বিদ্ধা করিলে নরকে হয় স্থিতি।

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তৃতীয়া অষ্টমী,
পূর্ব্ব বিদ্ধা করিবেক বিহিত নবমী।
ব্রত কার্য্য শুক্ল পক্ষে প্রশস্ত সময়,
অপরাহ্ণ হোতে শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ সময়।
ব্রত কার্য্যে তিথি যদি পূর্ব্বাহ্ণে না হয়,
লইব মুহূর্ত্ত দুই রবির উদয়।
রাত্রি কালেত ব্রত করে যেই জন,
সন্ধ্যার ব্যাপক তিথি করিব গ্রহণ।
যেই ব্রত হয় তিথি নক্ষত্র মিলনে,
সন্ধ্যার ব্যাপক সে যে লইব যতনে।
নক্ষত্র বিহীন ব্রত করে যেই জন,
অর্দ্ধ রাত্রি ব্যাপি ঋক্ষ করিব গ্রহণ।
দুই দিনে অর্দ্ধ রাত্রে যদি ঋক্ষ হয়,
তিথি যোগে করিবেক নাহিক সংশয়।
অর্দ্ধ রাত্রি তিথি ঋক্ষ যদি দুই দিনে,
ক্ষীণ হৈলে তাহারে করিব পূর্ব্ব দিনে।
বর্দ্ধমান হৈলে তিথি পর দিন হয়,
স্থিতিনে পূর্ব্বেত কিবা পর দিনে নয়।
পূর্ব্ব বিদ্ধা জ্যেষ্ঠা মূলা নক্ষত্র রোহিণী,
ব্রতাদি করিলে হয় সন্তান নাশিনী।
দিনেত করয়ে যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
[illegible] তিথি হৈলে শ্রেষ্ঠ [illegible]।

রাত্রিতে বিহিত যত ধর্ম্ম কর্ম্মচয়,
রাত্রিযুক্ত লৈব তাতে নাহিত সংশয়।
নক্ষত্রের যোগে যেই তিথি পুণ্যোত্তম,
সেই ঋক্ষ যুক্ত তিথি লইব উত্তম।
শ্রবণা দ্বাদশী লৈব উদয় ব্যাপন,
গ্রহণে পুণ্যের কাল গ্রাস যতক্ষণ।
সংক্রান্তির পুণ্য কাল শুনহ বিশেষ,
স্নান দান জপ ফল তাহাতে অশেষ,
জ্যৈষ্ঠ মার্গশীর্ষ ভাদ্র ফাল্গুন সংক্রমণে,
পূর্ব্ব ষোল দণ্ড পুণ্য শুন মুনিগণে।
দশ দণ্ড বৈশাখে কার্ত্তিকে পূর্ব্বাপর,
দক্ষিণ অয়ন পূর্ব্ব ত্রিশ দণ্ড ধর।
আষাঢ় সংক্রান্তি আর আশ্বিন পৌষেতে,
ষোল দণ্ড পুণ্যকাল আরত চৈত্রেতে।
মাঘের সংক্রমে দণ্ড পরেত বিংশতি,
সংক্রান্তির পুণ্যকাল এহিত সম্প্রতি।
গ্রহণে গ্রাসের কালে যদি অস্ত যায়,
সেই দিনে উপবাস করিব নিশ্চয়।
নির্ম্মল মণ্ডল পরে দিব দরশন,
স্নান পূজা করি তবে করিব ভোজন।
সিনীবালী কুহূ ভেদ অমাবস্যাদ্বয়,
চন্দ্রযুক্তা সিনীবালী জানিব নিশ্চয়।

চন্দ্র হীন কুহু সংজ্ঞা শুনহ বিশেষ,
সাগ্নিকে করিব সিনীবালীতে অশেষ।
স্ত্রী শূদ্র অনুপনীত অগ্নিহীন জন,
এসবে করিব তবে কুহুর গ্রহণ।
অপরাহ্নে অমাবস্যা যদি দুই দিনে,
ক্ষীণ হৈল পূর্ব্ব দিনে করিব যতনে।
বর্দ্ধমানে পর দিনে করিব নিশ্চয়,
বিশেষ ব্যবস্থা কহি শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্নের পরে যদি অমাবস্যা হয়,
ভূত বিদ্ধা তার নাম কহিল নিশ্চয়।
সাগ্নিকে করিব তবে তাহার গ্রহণ,
পর দিনে হয় যদি নহে শ্রাদ্ধক্ষণ।
পূর্ব্ব দিনে অমাবস্যা মধ্যাহ্ন সময়,
পর দিনে অপরাহ্ন সেই যদি হয়।
ইচ্ছাদিনে তাতে করিবেক কর্ম্মচয়,
পূর্ব্ব দিনে কিবা পরে নাহিক সংশয়।
প্রতিপদ দিনে যজ্ঞ করিব বিস্তর,
যজ্ঞের বিশেষ কাল শুন মুনিবর।
অমাবস্যা শেষে যদি প্রতিপদ হয়,
যজ্ঞের বিশেষ কাল জানিয় নিশ্চয়।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী এহি দুই তিথি,
মধ্যাহ্ন সময়ে যদি হয় তার স্থিতি।

এহি দুই তিথি যদি দুই দিনে হয়,
পর দিনে শ্রাদ্ধ কাল জানিয় নিশ্চয়।
পূর্ব্ব দিনে যদি নহে সঙ্গত সময়,
তবে পর দিনে শ্রাদ্ধ শুন সদাশয়।
দশমী সংযুক্ত একাদশী সাধুজনে,
উপবাস না করিব বর্জ্জিব যতনে।
অজ্ঞান কারণে হেন যে জনে করয়,
তিন জনমের তার পুণ্য নষ্ট হয়।
অল্পমাত্র একাদশী যদি পর দিনে,
তাতে উপবাস নয়ে করিব যতনে।
পর দিনে কিছুমাত্র থাকয়ে দ্বাদশী,
পারণা করিব তাতে হৈয়া উপবাসী।
পূর্ণ একাদশী ত্যাগ করিয়া যতনে,
পর দিনে উপবাস শুন মুনিগণে।
পারণা কালেত যদি দ্বাদশী না হয়,
গৃহস্থে করিব পূর্ব্বে নাহি ত সংশয়।
পর দিনে উপবাস করিবেক যতি,
তাহার বিশেষ কহি শুন মহামতি।
শুক্লা একাদশী হয় গৃহস্থ উচিত,
শুক্লা কৃষ্ণা যতিয়ে করিব সমুদিত।
ত্রয়োদশী কালে যদি পারণা করয়,
দ্বাদশী দ্বাদশীফল তার নষ্ট হয়।

গ্রহণ সংক্রান্তি আর আদিত্যবাসর,
উপবাস না করিব পুত্রবন্ত নর।
পারণা হ না করিব বৈধৃতি সময়,
শনিবারে একাদশী কৃষ্ণা যদি হয়।
রবিবারে চতুর্দ্দশী অষ্টমী বাসরে,
দিনে ত ভোজন বর্জ্জিবেক সাধুনরে।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী রবি সংক্রমণ,
এহি দিনে না করিব রাত্রিতে ভোজন।
একাদশী রাত্রি দিনে ভোজন বর্জ্জিব,
ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ যে করিব।
সূর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বে দণ্ড চতুষ্টয়,
চন্দ্র গ্রহণের পূর্ব্বকাল দণ্ডত্রয়।
এহিকালে যেই জনে করয়ে ভোজন,
সুরাপান কর্ত্তা তারে বোলে মুনিগণ।
বিহিত তিথিতে করে যত পুণ্যচয়,
অক্ষয় তাহার ফল নাহিক সংশয়।
বেদ বিধি ধর্ম্ম কৈলে তুষ্ট নারায়ণ,
ধর্ম্মবন্তে করে বিষ্ণু লোকে ত গমন।
ধর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা করে যেই নর,
নিশ্চয় জানিয় সে যে বিষ্ণুরূপধর।
ভবের ব্যাধিয়ে তারে না করে পীড়ন,
পরম মুকতি পায় সেই সাধুজন।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নরপতি,
লোক তরাইতে রাজা করিলেক মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
সপ্তবিংশ অধ্যায়ের করিল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে সপ্তবিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমন্ত ব্যাসের শিষ্য সূত তপোধন,
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
চারি বর্ণ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ প্রধান,
তাকে উদ্দেশিয়া করে পুণ্যের বিধান।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি কহি শুন মুনিগণ,
প্রায়শ্চিত্ত বিনে দ্বিজ না হয় শোধন।
শুদ্ধ হৈয়া করে কর্ম্ম ফলের কারণ,
প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হয় শুন মুনিগণ।
প্রায়শ্চিত্ত হীন দ্বিজ করে যেই কর্ম্ম,
সকল বিফল তার হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদ কাম ক্রোধ হীন,
সে জনে করিলে ধর্ম্ম হয় ত প্রবীণ।
নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ,
তথাপি না হয় শুদ্ধ বিনে নারায়ণ।
গঙ্গাজলে সুরাভাণ্ড পবিত্র না হয়,
হরিভক্তিহীনজন নহে শুদ্ধময়।

পঞ্চ মহাপাপ কহি শুন মুনিগণ,
যেই পাপ হোতে হয় নরকে গমন।
ব্রাহ্মণের হিংসা, নানাবিধ সুরাপান,
ব্রাহ্মণের সোণা যেবা করয়ে হরণ।
গুরুপত্নী হরয়ে যে সব পাপী নর,
এহি সব মহাপাপী শুন মুনিবর।
এ সবের সঙ্গী হৈয়া থাকে যেই জন,
পঞ্চ মহাপাপী এহি শুন মুনিগণ।
সঙ্গের বিশেষ কহি শুনহ কাহিনী,
বৎসরেক যদি করে একত্র শয়নী।
একাসনে বৈসে আর ভুঞ্জে একঠাঁই,
এহিমত সঙ্গী পাপী ধর্ম্মে নাহি ঠাঁই।
না জানি ব্রাহ্মণ হিংসা করে যেই নর,
তপস্বীর বেশ ধরি হৈব বনচর।
দ্বিজ অস্থি চিহ্ন ধ্বজ করি দুঃখ ভোগী,
দিনে তিন বার সন্ধ্যা স্নান ধ্যান যোগী
বেদ পাঠ ত্যাগিবেক ব্রহ্মচারী হৈয়া,
দ্বাদশ বৎসর ব্রতী হরি নাম লৈয়া।
তবে শুদ্ধ হৈব পাপী ব্রত সমাপিয়া,
অথবা অযুত ধেনু ব্রাহ্মণেরে দিয়া।
শুদ্ধ হয় মহাপাপী হরি আরাধিয়া,
অগ্নিতে প্রবেশ কিবা বৃক্ষেত চড়িয়া।

এরূপ যাজ্ঞিক ক্ষত্রি মারিলে শোধন,
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সেবা করয়ে হনন।
ছাব্বিশ বৎসর কিবা ব্রত আচরিলে,
বিংশতি সহস্র ধেনু ব্রাহ্মণেরে দিলে।
তবে সে তাহার শুদ্ধি শুন মুনিগণ,
আর পাপ কহি আমি শুন দিয়া মন।
আচার্য্য হিংসিলে তার ব্রত চতুর্গুণ,
করিবেক ধেনু দান বিংশ চারিগুণ।
এহি বিধি প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণের শুদ্ধি,
ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দুই তিন গুণে ঋদ্ধি।
যেই মূঢ়মতি শূদ্রে দ্বিজ হিংসা করে,
আপনার হস্তে রাজা মুষলে বিদারে।
মুষলের ঘাতে রাজা শির খণ্ড করি,
তাহার অর্দ্ধেক যে ব্রাহ্মণী হিংসাকারী।
চতুর্থেক প্রায়শ্চিত্ত কন্যাঘাত যাতে,
এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বিজ শিশু ঘাতে।
ক্ষত্রি হত্যা করি দ্বিজে বৎসরেক ছয়,
কৃচ্ছ্র ব্রত করিবেক তবে পাপ ক্ষয়।
বৈশ্য বধে তিন বর্ষ, শূদ্রে এক জান,
দীক্ষিতের পত্নী ঘাতী ব্রহ্ম হিংসা মান।
স্ত্রী বৃদ্ধ রোগী আর শিশু অবিবেক,
এ সবের প্রায়শ্চিত্ত জানিয় অর্দ্ধেক।

গৌড়ি পৈষ্টি আর মাধ্বী সুরা তিন নাম,
চারিবর্ণে খায় যদি পাপ অনুপাম।
এ চারির নারী সবে না পিব সর্ব্বথা,
মরণান্তে পাপক্ষয় না হয় অন্যথা।
অগ্নিবর্ণ সুরা পিব তাম্র পাত্রে থুইয়া,
মরিলে হইব শুদ্ধ পরলোকে গিয়া।
না জানি যাজন করি সুরা পিয়া নর,
ব্রহ্মঘাত সমতুল্য দ্বাদশ বৎসর।
যদি রোগ নাশ হেতু ঔষধ বিধানে,
যজ্ঞসূত্র পুনি লৈব শুদ্ধ চান্দ্রায়ণে।
সুরাভাণ্ড স্থিত জল পিয়ে যেই নর,
চান্দ্রায়ণ করিবেক দ্বাদশ বৎসর।
এগার প্রকার সুরা কহি নাম শুন,
ব্রাহ্মণের পান যোগ্য নহে কদাচন।
তালের পনস দ্রাক্ষা খর্জ্জুর সম্ভব,
শৈনক মধুক নাম নারিকেল ভব।
অরিষ্ট মৈরেয় গৌড়ী মাধ্বী এহি নাম,
অজ্ঞানতঃ প্রায়শ্চিত্ত তপ্ত কৃচ্ছ্র নাম।
তৃতীয় পাপের শুদ্ধি শুন মুনিগণ,
গোচরে পরোক্ষে হরে পরের কাঞ্চন।
ষোল মাসা এক সুবর্ণের পরিমাণ,
এহারে হরিলে ব্রহ্মবধের সমান।

যজ্ঞ কর্ত্তা ধর্ম্ম ইষ্ট আর গুরুগণ,
শ্রোত্রিয়ের সোণা যদি করয়ে হরণ।
অনুতাপ করি অঙ্গ ঘৃতে লেপ দিয়া,
শুকনা গোময়ে ঢাকি অগ্নিয়ে দহিয়া।
স্তেয় জন্য পাপ হৈতে হইব মোচন,
ব্রাহ্মণের সোণা ক্ষত্রী করিয়া হরণ।
অশ্বমেধ স্বর্ণ তুলা গো সহস্র দানে,
ব্রহ্মস্ব হরিয়া পাছে তাপ করে মনে।
ব্রহ্মস্ব হরিয়া যেবা দেয় পুনর্ব্বার,
বার দিন উপবাসে শান্তপন তার।
শুদ্ধি পায় শান্তপন অন্যথা পীড়িত,
রতন আসন ভূমি নারী ধেনু যুত।
সুবর্ণের সম বর্ণ অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত,
তবে শুদ্ধ হয় পাপী জানিয় নিশ্চিত।
যব রতি মাষা সোণা চুরি করে নর,
গায়ত্রির জপ করে নারায়ণ পর।
করিয়া রজত চুরি ব্রত চান্দ্রায়ণ,
সহস্র রজত নিলে দুই চান্দ্রায়ণ।
সহস্র অধিক রৌপ্য হরিলে পাতক,
ব্রহ্মবধ সম পাপ আত্মার ঘাতক।
কাস পিত্তল আর পাষাণ বিশেষ,
রজতের সম পাপ কহিলুঁ অশেষ।

চতুর্থ পাতক আর বড়ই দুষ্কর,
না জানি বাপের পত্নী লঙ্ঘে যেই নর।
অণ্ডকোষ ছেদ করি মরিব সত্বর,
এহি প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হয় সেই নর।
স্বজাতি উত্তম জাতি নারী সম্ভাষিয়া,
গোময়ে লেপিয়া অঙ্গ মরিব পুড়িয়া।
ক্ষেত্রী আর পিতৃ পত্নী চাহে যেই নর,
ব্রহ্ম আচরিব সে যে নবম বৎসর,
পিতৃ পত্নী বৈশ্য কন্যা হেরে যে পামরে,
ছয় বর্ষ কৃচ্ছ্র ব্রতে তার পাপ হরে।
গুরু ভার্য্যা শূদ্র কন্যা গমন করিয়া,
তিন রাত্রে শুদ্ধ হয় ব্রত আচরিয়া।
পিশী মাসী আদি যত মাতৃ সম নারী,
যে করে গমন সে যে ব্রহ্ম বধ চারী।
অগ্নিয়ে দহিব তনু মনে ত ভাবিয়া,
তবে প্রায়শ্চিত্ত তার শুন মন দিয়া।
চাণ্ডালী পুংশ্চলী আর পুত্রের সুন্দরী,
ভগিনী মিত্রের পত্নী সেবকের নারী।
গমন করিয়া পাপী ব্রহ্ম ঘাতি হয়,
তপস্যা করিব পাপী বৎসরেক ছয়।
সেই চারিবিধ পাপ সংসর্গ সঞ্চার,
সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম তাহার।

প্রায়শ্চিত্তে পাপ নাশ জানিয় নিশ্চয়,
পুরাণেত কহিয়াছে শুন মহাশয়।
মণ্ডুক নকুল কাক বলাক মূষিক,
বিড়াল ছাগল মেষ কুত্তা কুক্কুটিক।
এহি সব জীবি হিংসা করে যেই নর,
অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত তার শুন মুনিবর।
ঘোড়া বধে তিন কৃচ্ছ্র করিবেক নর,
তপ্ত কৃচ্ছ্র করিবেক মারি করিবর।
গুরু বধ করি পাপ করিব পরাক,
জানাসন শয্যা পুষ্প ফল মূল জাক।
ভক্ষ্য ভোজ্য চুরি করি পঞ্চগব্য তাক,
শুষ্ক কাষ্ঠ ঘাস বৃক্ষ গুড় চুরি জাক।
তিন রাত্রি উপবাসে সে যে শুদ্ধ হয়,
চর্ম্ম বস্ত্র চুরির যে এহি সে নির্ণয়।
টিটীভ চকোষা হংস কারণ্ড চাতক,
পেচক সারস শুয়া আর কপোতক।
কুম্ভীর কচ্ছপ চাস আর বলাহক,
বার রাত্রি উপবাস এসব ঘাতক।
বিষ্ঠা মূত্র রেত যেবা করয়ে ভোজন,
প্রাজাপত্য ব্রত করি হইব শোধন।
শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যেবা করয়ে ভোজন,
তার প্রায়শ্চিত্ত হয় তিন চান্দ্রায়ণ।

মহাপাপী রজস্বলা চণ্ডাল সূতিকা,
উচ্ছিষ্ট পতিত আর রজক ঘাতিকা।
এহি সব পরশিয়া ঘৃত পানে স্নানে,
অষ্টাধিক শতবার গায়ত্রী জপনে।
শুদ্ধ হয় দ্বিজ এহি করি প্রায়শ্চিত্ত,
তবে পাপ নষ্ট হয় জানিও নিশ্চিত।
পাপের অর্দ্ধেক পাপ নিন্দা দেব দ্বিজ,
না দেখি সকল শাস্ত্র নিস্তারের বীজ।
মহাপাপী সকলের নিস্তার কারণ,
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত শুন মুনিগণ।
যেবা প্রায়শ্চিত্ত করে ভাবি নারায়ণ,
তার পাপ নাশ হয় শুন মুনিগণ।
রাগ দ্বেষ নাহি যার পাপে অনুতাপ,
দয়াযুক্ত বিষ্ণুভক্ত তার নাহি পাপ।
মহাপাপযুক্ত কিবা সর্ব্ব পাপ যুত,
শীঘ্র পাপমুক্ত হয় হরি ভক্তি রত।
বিশ্ব রূপী নারায়ণ অনাদি নিধন,
নিত্য যেবা স্মরে তার পাপ বিমোচন।
যেবা স্মরে পূজে ধ্যায়ে করে নমস্কার,
সর্ব্ব পাপ নাশ বিষ্ণু করয়ে তাহার।
না দেখিয়া দেখা দেখি যেবা পূজে হরি,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া যায় ভব তরি।

বিষ্ণু নাম একবার স্মরে যেই জন,
দুঃখের সঞ্চয় তার খণ্ডে ততক্ষণ।
স্বর্গ ভোগ মুক্তি আর করি অনুমান,
ভক্তির মহিমা আমি কি কহি বাখান।
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পায় পুণ্য ফলে,
তাহাতে দুর্ল্লভ ভক্তি জান ক্ষিতি তলে।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম বিজলীর প্রায়,
ভক্তিয়ে পূজিয়া হরি মুক্ত পদ পায়।
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয় শুদ্ধ হয় মন,
উত্তম মুকতি পায় পূজি জনার্দ্দন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ চারি,
সিদ্ধির সন্দেহ নাহি যে পূজয়ে হরি।
মহা ভয়ঙ্কর ঘোর সংসার সাগরে,
হরির স্মরণ করে যেই নরবরে।
সর্ব্বথা কৃতার্থ সেই অজ্ঞান মন্দিরে,
পুত্র দারা গৃহ ক্ষেত্র ধন ধান্যে ভরে।
লভিয়া মনুষ্য জন্ম অহঙ্কারে মরে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজিয়া সত্বরে।
পর অপবাদ নিন্দা ত্যজি অনুক্ষণ,
পূজা করে ভক্তিভাবে দেব নারায়ণ।
সকল ব্যাপক ছাড়ি পূজে জনার্দ্দন,
নিকটে না দেখে তারা কভু ত সমন।

এতেক জানিয়া মহাভাগ মুনিগণ,
ভক্তিভাবে পূজা কর দেব নারায়ণ।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ মুক্তি জানিয়া নিশ্চয়,
তাতে নানা বিঘ্ন থাকে শুন মহাশয়।
মহা পাপী নরে যদি ভাবে পূজে হরি,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া যায় ভব তরি।
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্বযজ্ঞ সঙ্গে বেদ জ্ঞান,
হরি পূজা ষোল ভাগ না হয় সমান।
কি করিব বেদ শাস্ত্রে তীর্থের সেবনে,
বিষ্ণু ভক্তি নাহি যার তপ অকারণে।
এতেক কহিয়া সূতে বোলে পুনর্ব্বার,
এমত সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহার।
সনৎকুমারেত পূর্ব্বে নারদে কহিছে,
হরি পূজা সম প্রায়শ্চিত্ত কিবা আছে।
যেই জনে পূজে বিষ্ণু অনন্ত অপার,
চেষ্টায় অসাধ্য প্রভু প্রণবের পার।
বেদান্তের গম্য প্রভু ভব রোগ নাশি,
সেই সে অচ্যুত বিভু বিষ্ণু অবিনাশী।
অনাদি অনন্ত শক্তি জগত আধার,
পরম পুরুষ জ্যোতিঃ স্বরূপ যাহার।
সেই ত অচ্যুত দেব পূজে যেই নর,
পবিত্র পরম পদ পাওয়ে সত্বর।

কল্যাণমাণিক্য দেব ধর্ম্ম অবতার,
পৃথিবী ব্যাপিত হৈল মহিমা যাহার।
ধর্ম্মবন্ত তাহান যে তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
করিলেন পদবন্ধ লোকে বুঝিবার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে অষ্টাবিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

তবে পুনি সৌনকাদি যত ঋষিগণ,
সূত স্থানে বলিলেক মধুর বচন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কহিলা বিবরণ,
অখনে শুনিতে শ্রদ্ধা যমের কথন।
দুর্গম যমের দ্বার সংসারের দুঃখ,
এহি সব দ্বারে গিয়া কোন মতে সুখ।
কহিতে সমর্থ তুমি সূত তপোধন,
বিবেচিয়া কহত ই সব বিবরণ।
এতেক শুনিয়া তবে সূত পুণ্যবন্ত,
কহিতে লাগিল পুনি সে সব বৃত্তান্ত।
শুন কহি মুনিসব যম দ্বার কথা,
পুণ্যাত্মায়ে পায় সুখ পাপী পায় ব্যথা।
যম দ্বারে যায় যেই পথের বিস্তার,
প্রহরের গণনায় ছয়াশী হাজার।
দানশীল যেই নর সুখে চলি যায়,
শুন ধর্ম্মহীন জনে যেই দুঃখ পায়।

প্রেতরূপ বস্ত্রহীন শুষ্ক মুখ গলা,
সুস্বরে কান্দিয়া পাপী সেই পথে গেলা।
বিকট যমের দূতে নানা অস্ত্র লৈয়া,
হানে কাটে পাপী সব বড় ক্রুদ্ধ হৈয়া।
দূরে ত পালায় পাপী না যায় সরিয়া,
বেড়িয়া যমের দূতে লৈয়া যায় মারিয়া।
ভয়যুক্ত হৈয়া তবে যায় পাপাধম,
শুখনা পথেত অগ্নি তাপিত কর্দ্দম।
অতিলু তপ্ত বায়ুক্ত তীক্ষ্ণ শীলাচয়,
অঙ্গারের রাশি পায় শিলা বৃষ্টি ভয়।
জল বৃষ্টি অস্ত্র বৃষ্টি লোণা তপ্তজল,
অতিশয় গর্ত্ত মধ্যে যায় করে তল।
কোন খানে পায় পাপী বৃক্ষ কণ্টাকিত,
অন্ধকার পায় বড় কণ্টকে বেষ্টিত।
বৃক্ষ অগ্রে আরোহণ গুহাতে প্রবেশ,
কোন খানে পাপীর যে কণ্টক অশেষ।
শিহুলায়ে (?) পূর্ণ পথ পায় কোন খানে,
সারি ২ সাল খুতি রাখিছে বিধানে।
কোন খানে শুনে পাপী গজের গর্জ্জন,
কোন খানে দেখে পাপী জলের ধারণ।
এহিরূপে নানাবিধ ক্লেশে পাপী যায়,
ডাকিয়া কান্দিছে পাপী মলযুক্ত গায়।

কত পাপী লৈয়া যায় দড়িয়ে বান্ধিয়া,
কত পাপী লৈয়া যায় অঙ্কুশে টানিয়া,
নানা অস্ত্রে যুক্ত হৈয়া যমের কিঙ্কর,
পিছে থাকি লৈয়া যায় সেই পাপী নর।
নাকেত বান্ধিয়া দড়ি লৈয়া যায় কত,
হস্তে কর্ণে গলে বান্ধি টানে অবিরত।
পায়ের অঙ্গুলী বান্ধি টানে পাপী নর,
সকল শরীর বান্ধি কোন পাপীবর।
শিরেত লোহার ভার শিলা ভার আর,
কত পাপী নাকে বান্ধে লোহা দুই ভার।
দুই কানে লোহা ভার বহি পাপী যায়,
সাপুটী বান্ধিয়া পাপী মারি লৈয়া যায়।
নিরুচ্ছ্বাস করি কত লোচনে বেষ্টিত,
ছায়া জলহীন পথে যায় সুদুঃখিত।
কুকর্ম্ম করিছে যত চিন্তে মনে মন,
গলা ওষ্ঠ তালু কণ্ঠে সুখান বদন।
এহিরূপে চলি যায় যত পাপী নর,
শুন মুনিগণ যেন যায় পুণ্যবর।
ধর্ম্ম ইষ্ট দানশীল সুবুদ্ধি শরীর,
অতিশয় সুখে যায় যমের মন্দির।
অন্ন দানবন্ত যায় আত্মা ভাগ করি,
জলদানী সুখে যায় দুগ্ধ পান করি।

দধি দুগ্ধ দাতা যায় করি ক্ষীর পান,
ঘৃত মধু দাতা যায় করি মধু পান।
শাক দাতা যায় তবে পায়স ভুঞ্জিয়া,
দীপ দাতা নর যায় দিক প্রকাশিয়া।
বস্ত্র দাতা নর যায় দিব্য বস্ত্র পরি,
সামগ্রী দাতা যায় দেব রূপ ধরি।
গো দান করয়ে সদা যেই নরবর,
সর্ব্ব সুখে চলি যায় যমের নগর।
ভূমিদান গৃহদান করয়ে সদায়,
অপ্সরা সহিতে রথে যায় যমালয়।
দোলা ঘোড়া রথ দান করে যেই নর,
ভোগ যুক্ত রথে যায় শমন নগর।
বৃষ দান করি নর রথে চড়ি যায়,
ফল পুষ্প দিয়া নর বড় সুখ পায়।
অপ্সরা সহিতে রথে বহু সুখী হৈয়া,
এহি মতে যায় সব স্বর্গেত চলিয়া।
তাম্বুলের দাতা যায় হৈয়া নরবর,
তুষ্ট হৈয়া যায় সে যে শমন নগর।
মাতা পিতা সেবা যেই করে নরোত্তম,
তুষ্ট হৈয়া দেবতারে পূজে অনুপম।
যতি ব্রহ্মচারী আর ব্রাহ্মণ সেবন,
অতিশয় সুখে যায় যমের ভবন।

সর্ব্ব ভূতে দয়া যুক্ত হয় যেই নর,
দেব লোকে পূজে তারে যায় যম ঘর।
বিদ্যা দান করে যেবা ব্রাহ্মণ প্রধান,
আপনে ব্রহ্মায়ে তারে করেন সম্মান।
পুরাণ পাঠক যেই হয় দ্বিজবর,
ঋষি সবে স্তুতি করে যায় যম ঘর।
এইরূপে ধর্ম্মশীল যে পুণ্য শরীর,
সুখে চলি যায় সে যে যমের মন্দির।
অতিশয় দুঃখ পথে যায় পাপী নর,
সাধুকে পূজয়ে যমে হৈয়া মিত্রবর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী,
সাধু সম্বোধিয়া যমে বোলে স্তুতি করি।
অতিশয় সাধু তোরা নরকের ভয়,
পুণ্য কর্ম্ম কৈলে তোরা যাতে সুখ হয়।
মনুষ্যেতে জন্ম হৈয়া পুণ্য হীন জন,
সেই বড় মহাপাপী আত্মঘাতিগণ।
অনিত্য মনুষ্য দেহ পাইয়া যেই জন,
নিত্য বস্তু ধর্ম্মে যেবা না করিল মন।
সে যে বড় অচেতন যাইব নরক,
শরীরে বিশ্বাস করি আত্মার ঘাতক।
সকল শরীরি মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান,
তাহাতে অধিক জ্ঞান মনুষ্য প্রধান।

মনুষ্যের মধ্যে জান ব্রাহ্মণ প্রধান,
তাহোতে অধিক জান যে জন বিদ্বান।
তাহোতে অধিক সে যে যেবা ব্রহ্ম জানে,
তাহাকে পূজন করে হরিয়ে আপনে।
সবের অধিক সে যে মমতায় হীন,
তাহোতে অধিক যেবা ধ্যানেত প্রবীণ।
এতেক জানিয়া সাধু করে ধর্ম্মচয়,
সর্ব্বত্রে পূজিত সে যে জানিয় নিশ্চয়।
নানা ভোগ কর তোরা যাও মোর স্থানে,
অল্প পাপ করিয়াছ ভুঞ্জিবা অথনে।
এহি রূপে সাধু জন করিয়া আদর,
ধর্ম্মরাজে লৈয়া গেল আপনার ঘর।
তার পাছে পাপিগণ আপনে হাকিয়া,
নানাবিধ দণ্ড করে তর্জ্জন করিয়া।
অঞ্জন পর্ব্বত যেন শরীর হইয়া,
প্রলয়ের মেঘে যেন বোলয়ে গর্জ্জিয়া।
পাপী সবে দেখে সে যে কালান্তক যম,
বিস্তার যোজন তিন বিজুলীর সম।
রক্ত চক্ষু দীর্ঘ নাসা দশন বিষাণ,
মৃত্যু জর চিত্রগুপ্ত সহিতে তাহান।
গর্জ্জন্ত সকল দূত হৈয়া যম বল,
আপনার পাপে পাপী কম্পিত সকল।

তবে চিত্রগুপ্ত কহে পাপী সম্বোধিয়া,
যমের সাক্ষাতে কহে পাপীরে গর্জ্জিয়া।
পাপরূপী তুমি সব হও দুরাচার,
সংসারে করিলা পাপ করি অহঙ্কার।
কাম ক্রোধ আদি দোষ গর্ব্ব ধরি মনে,
তুমি সবে মহাপাপ কৈলা কি কারণে।
করিয়াছ পাপ তোরা হরষিত হৈয়া,
তেমত যাতনা ভোগ কর প্রবেশিয়া।
ভৃত্য মিত্র পত্নী লাগি করিয়াছ পাপ,
সে সব ছাড়িয়া কেন পাও অনুতাপ।
পুত্র আদি পরিজন পুষিয়াছ তোরা,
তুমি সবে পাপ ভুঞ্জ কোথা গেল তারা।
তুমি সবে করিয়াছ পাপ অতিশয়,
সেই ত পাপের ফলে নরক নিশ্চয়।
ধর্ম্মরাজে অন্যায় যে না করে সর্ব্বথা,
আপনার কর্ম্মভোগ না হয় অন্যথা।
মূর্খ বা দরিদ্র আর পণ্ডিত প্রধান,
যমের সাক্ষাতে পুনি সকল সমান।
চিত্রগুপ্ত বাক্য শুনি যত পাপী নরে,
আপনার কর্ম্ম চিন্তি উত্তর না করে।
দণ্ডধারী দূত যত যম আজ্ঞাকারী,
নানা নরকেত পাপী ক্ষেপে ধরি ধরি।

দুষ্কর পাপের ফল ভুঞ্জে পাপী নর,
তার শেষে ক্ষীতি তলে হইব স্থাবর।
সূতের এ সব বাণী শুনি ঋষিগণ,
সূত সম্বোধিয়া পুনি বলিল বচন।
ভাগ্যবন্ত জন তুমি ব্যাসের দোষর,
সন্দেহ হইছে চিত্তে ছেদহ সত্বর।
নানাবিধ ধর্ম্ম আর পাপ বহুতর,
বিবিধ প্রকার ভোগ বহুল বৎসর।
ব্রহ্মার দিনের অন্তে তিন লোক নাশ,
দুই পরার্দ্ধের অন্তে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
গ্রাম দান পুণ্য নাশ নহে বহু কালে,
কল্প কোটি কোটি ভোগ করয়ে বিশালে।
প্রলয় কালেত এক রহে জনার্দ্দন,
সে কালেত শুভাশুভ ভোগ করে মন।
এহিত সন্দেহ ছেদ কর তপোধন,
তোমার প্রসাদে সূত শুনিয়ে শ্রবণ।
সূত বলে বড় গুহ্য শুন ঋষিগণ,
যেই জিজ্ঞাসিলা কহি শুন বিবরণ।
সর্ব্ব প্রাণী সংহারিয়া ছিলা নারায়ণ,
অক্ষয় পরম ব্রহ্ম পরম কারণ।
বিশুদ্ধ নির্গুণ নিত্য মায়া বিবর্জ্জিত,
যদ্যপি নির্গুণ হয় গুণ সমুদিত।

ব্রহ্মা হৈয়াসৃষ্টি করে বিষ্ণুরূপে পালে,
রুদ্ররূপে সংহার করয়ে অন্তকালে।
প্রলয়ের অন্তে হরি ব্রহ্মরূপ ধরে,
চরাচর রূপ বিশ্ব সব সৃষ্টি করে।
স্থাবরাদি যথা তথা ব্যবস্থা সম্বরে,
পূর্ব্ব সৃষ্টি ক্রমে ব্রহ্মা সর্ব্ব সৃষ্টি করে।
এতেক পাপের আর পুণ্যের প্রকার,
ভোগ বিনে নাশ নাহি জানিয় তাহার।
না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম ভোগ কভু নহে ক্ষীণ,
কল্প কোটি কোটি পিছে সেই ফলাধীন।
অবশ্য ভুঞ্জিব কর্ম্ম শুভাশুভ ফল,
বেদেত নিশ্চয় এহি জানিয় সকল।
সেই দেব সর্ব্বভূতে আত্মা জগন্ময়,
সেই কর্ম্ম ফল ভুঞ্জে জানিয় নিশ্চয়।
যেই দেব বিশ্বম্ভর গুণ ভেদ ধারী,
সৃষ্টি স্থিতি করে প্রভু সর্ব্ব ভুঞ্জে হরি।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নরপতি,
লোক তরাইতে রাজা করিলেন মতি
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ভাষা পদবন্ধ করি রচিল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে উনত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূতে বোলে মুনিগণ কহি শুন বিবরণ
যেই রূপে পাপ পুণ্য ভোগ।
কর্ম্মপাশে বন্দি হৈয়া পুণ্য ভোগ স্বর্গে গিয়া
তার শেষ হইব পতন।
পাপ পুণ্য ফল ভার দুঃখে রহে আপনার
তার পাছে দুঃখ যোনি পায়।
ক্ষীণ কর্ম্ম অবশেষে নর যোনি পায় পাছে
মৃত্যু আদি সর্ব্ব ভয় পায়।
বৃক্ষ গুল্ম লতাবলী গিরি তৃণ রূপ ধরি
ভবেত স্থাবর নাম ধরে।
তবে বীজ চ্যুত হৈয়া তাতে জল সেক পাইয়া
পৃথিবীতে সে বীজ অঙ্কুরে।
তার শেষে পত্র হৈয়া যে কিছু প্রবৃদ্ধি পাইয়া
কাল পাইয়া ফুলে পূর্ণ হয়।
ফুল হতে ফল যার ফলে বীজ সঞ্চার
সেই পুনি বৃক্ষবর হয়।

ফল হীন হয় কত ভুমিতে শুকায় কত
তাহাতে উৎপন্ন তৃণ কালে।
ধান্য যব মুগ মাষ ওষধির পরকাশ
পাকিলে শুকায়ে রবি জালে।
বনস্পতি ছোট গাছ ওষধির জন্ম বাছ
মহা বৃক্ষ হয় তরু কালে।
বৎসরেত একবার ফল ধরে নানাকার
ভাগ্যে নানা প্রাণী ভোগ করে।
বৃক্ষ শরীরের নাশ কহি শুন পরকাশ
বায়ুয়ে ভাঙ্গয়ে বহুকালে।
কিবা ছেদ্দ করে নরে অগ্নিয়ে দহয়ে তারে
নানা দুঃখে বৃক্ষ সব মরে।
তার পাছে হয়ে পোক নিরন্তর পায় শোক
ক্ষণ মধ্যে জীবন মরণ।
শীত বাত রৌদ্র পাইয়া ক্ষুধায় আকুল হৈয়া
মল মূত্র মধ্যে পাপিগণ।
তবে পশু যোনি পাইয়া নানা দুঃখে দুঃখী হৈয়া
বনে চরে মাতৃ জ্ঞান হীন।
কোন জন্মে মাংস খায় কেহো ফল মূল পায়
কোন জন্মে দুঃখী অনুদিন
তার পাছে ডিম্ব জন্ম কিবা সর্প বিহঙ্গম
কেহ বায়ু ভুঞ্জে কেহ ফল।

পর পীড়া পরায়ণ নানা দুঃখ হুতাশন
তার পাছে গ্রাম পশুবর।
নিজ জাতি যোগ্য সার বহে নিরন্তর ভার
হালে বন্ধনেত দুঃখ পায়।
এহি রূপে নানা যোনি পাপ ভোগ করে পুনি
পুণ্য বশে মনুষ্যে জন্ময়।
কেহ পুণ্য ভোগ শেষ ক্রমে জন্মি ভূমি দেশ
দুঃখ ভুঞ্জে হৈয়া হীন জাতি।
চামার চণ্ডাল হয়ে ধোপা কুম্ভকার হয়ে
কামার সোণার আর তাঁতি।
দরজি বানিয়া আর ব্যাধ আর জটাধার
পর অন্ন ভুঞ্জে কর্ম্ম ফলে।
পরের প্রেসক হৈয়া তার আজ্ঞা শিরে লৈয়া
নানা দুঃখ ভুঞ্জে মহীতলে।
বড়ই দুঃখিত কেহ হীনাঙ্গী অধিক দেহ
জলে বাতে শীতে পীড়া পায়।
নানাবিধ দুঃখ ভার বিবিধ যাতনা আর
কর্ম্ম দোষে তাহাকে ভোগয়।
মনুষ্যের জন্ম কথা কহি শুন হয় যথা
যেই রূপে জন্ম লভে নরে।
নর নারী উপযোগ যেই কালে সম্ভোগ
বীর্য্য ত্যাগ করে যেই কালে।

বীর্য্য আশু গামী হৈয়া নারী পেটে প্রবেশিয়া
রহে জীব জরায়ু ভিতর।
শুক্রে রক্তে একত্তর পেটে ভ্রমে নিরন্তর
পঞ্চ দিনে হয়ত কলন।
অর্দ্ধ মাস হয় যবে কলন স্বরূপ তবে
মাসেকে বিম্বত প্রায় হয়।
তার শেষে বায়ু বশে চেতনায় দুঃখ বাসে
জননীর উদরে ভ্রময়।
দুই মাস পূর্ণ যবে হস্ত পদ হয় তবে
নর নারী চিহ্ন তার শেষে।
চারি মাস যবে হয় তবে সিন্ধি ভেদ হয়
সকল শরীর অবশেষে।
পঞ্চ মাস অবসানে নখ সব চিহ্ন মানে
সপ্তমেত লোম বিভূষিত।
অষ্ট মাস পূর্ণ যবে শরীর চৈতন্য তবে
নাভি সূত্রে শরীর বেষ্টিত।
বিষ্ঠা মূত্রে লিপ্ত অঙ্গ রক্ত অস্থি কৃমি সঙ্গ
দুঃখে বাস করয়ে উদরে।
মায়ে ভুঞ্জে কটু তিক্ত তাহাতে পায়ন্ত ভীত
আপনাকে দহে চিন্তা করে।
স্মরে পূর্ব্ব জন্ম কথা নরকের যত ব্যথা
তাহাতে অধিক হেন মানে।

বিষ্ঠা মূত্রে লিপ্তমান মনে করি অনুমান
বিলাপ করয়ে মনে মনে।
পূর্ব্ব জন্মে পাপ করি পুষিয়াছি ভৃত্য নারী
ধন ধান্যে বহু মত্ত হৈয়া।
পুত্র মিত্র পত্নী আর অতি স্নেহে পুষিবার
পর ধন আনিছি হরিয়া।
কাম ভাবে অন্ধ হৈয়া পরনারী হরি লৈয়া
বহু পাপ করিয়াছি সুখে।
সেই পাপে তাপি হৈয়া পাপ ভোগ করিয়া
স্থাবর হইল বহু দুঃখে।
তবে নানা যোনি পাইয়া পাপ কর্ম্মফল খাইয়া
জরায়ু বেষ্টিত অগ্নি দহে।
পুত্র পত্নী মিত্রগণ করিয়াছি পোষণ
সে দুঃখ শরীরে কত সহে।
অতি বড় বড় দুঃখ দেহ ধরি নাহি সুখ
শরীর লভিলে দুঃখ পায়।
পাপ কৈলে দেহ হয় দেহ হৈলে দুঃখ ভয়
তাতে জ্ঞানী পাপ না করয়।
ভৃত্য পুত্র পত্নী লাগি হইয়াছি পাপ ভাগী
এত পাপ শরীরে না সহে।
দেখিয়া পরের সুখ মনেত পাইছি দুঃখ
তে কারণে গর্ভ অগ্নি দহে।

কায়মন বাক্যে মোর পর পীড়া নিরন্তর
সেই পাপে দহয়ে অনলে।
এহিরূপে বারে বার বিলাপিয়া সেইকাল
আপনাকে আশ্বাসে আপনে।
গর্ভ হোতে মুক্ত হৈয়া সাধুগণ সঙ্গে লৈয়া
শুদ্ধ মন করিমু নিশ্চয়।
সমস্ত জগত রূপ নিরঞ্জন স্বরূপ
ভক্তি করি রাখিমু হৃদয়।
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তিন লোক ভাবন
তাঙ্কে পূজি যাইমু তরিয়া।
সংসার সাগর পার অতি দুঃখ মহাভার
বিষ্ণু ভজি যাইমু সুখী হৈয়া।
এহি মত চিন্তে যবে প্রসব কালেত তবে
ব্রহ্ম নাম বায়ুয়ে পরশে।
মায়ে বড় দুঃখ পায় কর্ম্মপাশে মূর্চ্ছা যায়
নিষ্ক্রামণ না হয় বহু ক্লেশে।
সকল যাতনা ভোগ এক কালে পায় শোক
পূর্ব্ব ক্লেশে হয় অচেতন।
বাহ্য বায়ু লাগে যবে সর্ব্ব জ্ঞান হরে তবে
পূর্ব্ব দুঃখ না হয় স্মরণ।
এহি মত বাল্য ভাবে নানাবিধ অনুতাপে
আপনার বিষ্ঠা মূত্র খায়।

নানা মত পীড়াযুক্ত বলিবারে নহে শক্ত
ক্ষুধা পিপাসায় দুঃখ পায়।
ক্রন্দন করয়ে যবে গর্ভ বেদনায় তবে
জননী ঔষধ যোগ করে।
আর যত নারীগণ শুনি শিশু ক্রন্দন
স্তন দেও শীঘ্র করি বলে।
পরের অধীন হৈয়া নানাবিধ ভোগ পাইয়া
ডাঁশ মশা মারিতে না পারে।
মায়ে বাপে মারে যবে ওঝায়ে মারয়ে তবে
বাল্যভাবে ধূলা পঙ্কে ফিরে।
বিরোধেত সদা রত অশুচি ব্যাপার কত
নানাবিধ দুঃখ অনুভবে।
তরুণ হইয়া শেষে ধন লোভে দেশে দেশে
ভ্রমে পাপ করিবার তরে।
মায়ায় মোহিত হৈয়া কাম ক্রোধ লোভ পাইয়া
পর হিংসা হিত হেন মানে।
পর ধন পর নারী হরে পাপী দুরাচারী
পত্নী পুত্র পালিতে কারণে।
নানাবিধ চিন্তা করে বৃথা অহঙ্কারে মরে
পুত্রাদির দুঃখে দুঃখী হয়।
সর্ব্বক্ষণ চিত্তে দুঃখ কোন্ ক্ষেণে নাই সুখ
কহি শুন যে চিন্তা করয়।

গৃহস্থের কর্ম্ম যত না করিনু অবিরত
কেমতে কুটুম্ব মোর জীব।
ঘরে মোর নাহি ধন দেবেনাদে (?) বরিষণ
ঘোড়া গরু পলাইয়া যাইব।
বালাপত্য ভার্য্যা মোর ধনহীন জন্ম মোর
অবিচারে কৃষি নষ্ট হৈল।
ভাঙ্গিল সকল ঘর বন্ধু হৈল দূরতর
রাজস্ব দিবারে না পারিল।
শত্রুগণে বাহে মোরে কি মতে জিনিমু তারে
অসমর্থ হৈনু বহুতর।
অতিথিরে দিতে নাই অতি বড় চিন্তা পাই
এহিরূপে চিন্তয়ে বিস্তর।
এমত চিন্তিয়া মনে আত্ম নিন্দে অনুক্ষণে
দেবতাকে নিন্দে বারেবার।
তার পাছে বৃদ্ধ হয় শুক্ল কেশ দন্ত ক্ষয়
এবে পুনি নাহিক নিস্তার।
চক্ষুয়ে না দেখে ভবে জরায়ে পীড়িত যবে
কর্ণেহ যে কিছু নাহি শুনে।
করিয়াছে মহাপাপ স্ত্রী পুত্রে দেওয়ে তাপ
ধন হরি লয় অন্য জনে।
তবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ মরি আমি কোন ক্ষণ
ধন আমি কোথায় রাখিব।

আমি না থাকিলে ধন হরি নিব অন্য জন
পুত্র মোর কোনমতে জীব।
পরে যদি ধন পায় পুত্র জীব কি উপায়
এ বলিয়া নিশ্বাস এড়ে ঘন।
পুত্র কলত্রের লাগি হৈয়া থাকে পাপভাগী
তাহা কিছু না থাকে স্মরণ।
এমত চিন্তয়ে যবে মৃত্যুয়ে গ্রসয়ে তবে
ব্যাধিয়ে পীড়িত কলেবর।
ক্ষণে শোতে ক্ষণে উঠে দিনে দিনে বল টুটে
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় বহুতর।
তৃষ্ণায় পীড়িত যত তারে বা কহিব কত
এক বিন্দু জল দেও বোলে।
অধিক কাতর হৈয়া জল মাগে শুখাইয়া
অবিকলে পড়ে ভূমি তলে।
জল দেও কেহ বোলে কেহ ধরি লয় কোলে
জল না দেয় কুপথ্য বলিয়া।
এহিরূপে থাকে পড়ি বন্ধুবর্গে যায় ছাড়ি
জ্ঞানহীন নিঃশব্দ হইয়া।
তবে দুঃখী হৈয়া মন নিশ্বাসিয়া ঘনঘন
ঘোর ঘোর করি ছাড়ে প্রাণ।
তবে যমদূতগণে পাশে বান্ধি ততক্ষণে
লৈয়া যায় যমের সদন।

যেরূপে নেওয়য়ে তথা পূর্ব্বে কহিয়াছি কথা
নানা ক্লেশে পীড়িত পামর।
মল শুদ্ধ করিবারে সোণা রূপা বারে বারে
অগ্নিতে শোধয়ে যেন নর।
তেন মতে পাপী নর দণ্ড করে নিরন্তর
পরিত্রাহি করি ডাক পাড়ে।
এমত যন্ত্রণা জানি যেই জন হয় জ্ঞানী
তাতে জ্ঞান অভ্যাসন করে।
অভ্যাসিলে জ্ঞানযোগ অজ্ঞান তিমির ঘোর
নষ্ট হৈয়া জ্ঞানে মুক্ত পায়।
জ্ঞান শূন্য যেই জন সেই মূর্খ অচেতন
সে যে পশু জানিয় নিশ্চয়।
তাতে ভব তরিবার ব্রহ্মজ্ঞান সদাচার
অভ্যাস করিব সাধুজন।
মনুষ্য জনম পাইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম না সাধিয়া
হরিভক্তি ছাড়ে অচেতন।
শুন সর্ব্ব ঋষিগণ বিচিত্র যে সে কথন
বিষ্ণু ত্যজি যন্ত্রণা ভুঞ্জয়।
শ্রীকৃষ্ণ জগত পিতা সর্ব্ব কর্ম্ম ফল দাতা
সে থাকিতে নরকে পচয়।
জ্ঞানহীন যেই নর বৃথা তার কলেবর
অবিবেকী সেই পাপিজন।

নিত্য বস্তু নারায়ণ তেজি পাপে করে মন
সেই বড় ক্লেশভাগিগণ।
মিলিয়াছে রক্তে মাংসে দেহ পাইয়াছে অভিলাষে
তাতে বিষ্ণু লাভ যে পাতকী।
পায় অতিশয় দুঃখ সংসারেত বড় মূর্খ
সেই নর বড় অবিবেকী।
হরি ধ্যানে রত হৈয়া চণ্ডালের দেহ পাইয়া
মহাসুখী সংসারেত সে।
শুন কহি মুনিগণ পাপ নাহি কদাচন
হরিরে ভজন করে যে।
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম দেবে করে আরাধন
জ্ঞানী সবে পাইয়া ধর্ম্ম করে।
ব্রহ্মজ্ঞান পুণ্য পাইয়া নারায়ণ আরাধিয়া
মুক্তিপদ লভয়ে সত্বরে।
যা হোতে সংসার হয় চৈতন্য আনন্দময়
সেই হরি মুক্তির কারণ।
গুণহীন পরানন্দ প্রকাশিত গুণানন্দ
সাধুজনে করয়ে পূজন।
ত্রিপুর কুলের রাজ প্রকাশিত কীর্তি যার
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য।
ধর্ম্মের সন্তান হয় সেই পুনি ধর্ম্মময়
তান কীর্ত্তি কহিতে অশক্য।

বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের অনুপাম
তাহাকে শুনিয়া ভাষা কৈল।
সেই পুরাণের সার সর্ব্বলোকে বুঝিবার
পদবন্ধে পাঁচালী রচিল।
বৃহন্নারদীয় কথা পদবন্ধে কৈল গাথা
এহি জানি তিরিশ অধ্যায়।
ভক্তি করি যেই নরে পড়ে শুনে নিরন্তরে
তার আশা হরিয়ে পূরায়।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

একত্রিংশ অধ্যায়।

পুনি সূত সম্বোধিয়া বোলে ঋষিগণ,
যে জিজ্ঞাসা করিল কহিলা বিবরণ।
সংসার বন্ধন মুক্ত হয় কোন্ মতে,
সেই কথা কহ শুনি সূত জগন্নাথে।
সংসার বন্ধন ছেদ কোন্ মতে হয়,
তাহার উপায় কহ সূত মহাশয়।
অতিশয় পাপ কর্ম্ম করি সব প্রাণী,
কোন্ মতে ভোগ করে কহ মহামুনি।
কর্ম্ম দেহ পায় দেহি বহু কর্ম্ম ফলে,
কাম লোভ বাড়ে তবে লোভ ক্রোধ বলে
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয় শুন মুনিগণ,
বুদ্ধি নাশ হয় শেষে পাপের কারণ।
তাতে দেহ পাপমূল কর্ম্ম সমাকুল,
তাহার হইব কোন মতে মুক্তি স্থল।
এতেক শুনিয়া তবে সূত মহামুনি,
সাধু সাধু প্রশংসা করিল পুনি পুনি।

সত্ত্ববুদ্ধি তুমি সব হরি পরায়ণ,
সে সব বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন।

স্থতে বোলে মুনিগণ　　　　কহি শুন বিবরণ
যেন মতে পাপীর নিস্তার।
যাতে সংসারের দুঃখ　　　　নাশ হেতু সমুৎসুক
হরি কথা শুন বারেবার।
ব্রহ্মা যার আজ্ঞাবশে　　　　সৃষ্টি করে নানা রসে
বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
সংহারয়ে রুদ্রে অন্তে　　　　কালরূপী অদভুতে
সংসারের এহি সে লক্ষণ।
তাতে জ্ঞান মুক্তি দাতা　　　　ব্যাপিয়াছে যথাতথা
সেই হরি পরম কারণ।
সংসারেত ভিন্ন নয়　　　　জগত চৈতন্যময়
ধ্যানপর সেই নারায়ণ।
অবিকার শুদ্ধ মন　　　　প্রকাশক নিরঞ্জন
মহাসুখ জ্ঞানের কারণ।
ব্রহ্মা আদি দেব যার　　　　নানাবিধ অবতার
সেই হরি মুক্তির সাধন।
যেই প্রাণী পূজে তারে　　　　জিত প্রাণ জিতাহারে
সেই দেখে নয়ন গোচর।
ত্রিভুবন পূজ্য হরি　　　　সাধিলে শমন তরী
জগতের পিতা গদাধর।

নির্গুণ হইয়া প্রভু গুণে অবতার,
পৃথিবীতে পাপী লোক করিতে নিস্তার।
আকাশ অবধি পূর্ণ যেই নারায়ণ,
বেদ শাস্ত্রে বোলে তারে মুক্তির কারণ।
সর্ব্ব কর্ম্ম অধিকারী থাকে হৃদি স্থান,
ভুবন ব্যাপক হরি আপনে প্রধান।
কল্পান্তে সংহারী সব জলেত শয়ন,
তাকে বলি মুক্তি দাতা দেব নারায়ণ।
ধর্ম্মজ্ঞানী বেদান্তিকে যাকে যজ্ঞে ভজে,
কর্ম্ম ফল দাতা বিষ্ণু মুক্তি হেতু পূজে।
ভকত বৎসল হরি পিতৃরূপ ধরি,
হব্য কব্য ভুঞ্জে প্রভু মুক্তি দাতা হরি।
ভক্তি ভাবে পূজে যেবা করে নমস্কার,
তাকে মুক্তি দেন প্রভু বিদিত সংসার।
দয়ার সাগর হরি সুখ মোক্ষদাতা,
ভক্তিযুক্ত হৈয়া নরে পূজিব সর্ব্বথা।
একহি পুরুষ সে যে জগত আধার,
জরা মৃত্যু নাহি যার মুক্তির প্রচার।
যার পাদপদ্ম নরে ভক্তিয়ে পূজিয়া,
রথে চড়ি স্বর্গে যায় দেব তুল্য হৈয়া।
উত্তম পুরুষ হরি আনন্দ অক্ষয়,
ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন সর্ব্ব তত্ত্বময়।

অক্ষর নির্গুণ নিত্য দম্ভ বিবর্জ্জিত,
পরং বিষ্ণু জ্ঞানময় জ্ঞান মোক্ষবিত।
এহিরূপে স্তব করে যেই যোগবান,
উপাসনা করি যোগী পাওন্ত নির্ব্বাণ।
সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জ্জিত যেই মহাজন,
কামনা বর্জ্জিত যোগী লভে নারায়ণ।
তবে ঋষিগণে বোলে সূত তপোধন,
কোন কর্ম্মে যোগ সিদ্ধি করে মুনিগণ।
তাহার উপায় কহ সূত মহামতি,
তোমার প্রসাদে শুনি সে সব ভারতী।
সূতে বলে মুনিগণ শুনহ বচন,
তত্ত্ববিৎ লোকে পূর্ব্বে কহিছে কথন।
জ্ঞান লভে মুক্তি পদ শুন মহামতি,
সকল জ্ঞানের মধ্যে মহা জ্ঞান ভক্তি।
সৎকর্ম্ম জন্মায় ভক্তি, ভক্তি জ্ঞান মূল,
ভক্তির মহিমা পুনি জানিয় অতুল।
জন্মে জন্মে যেবা করে তীর্থ যজ্ঞ দান,
তার ফলে হরি ভক্তি জানিয় প্রমাণ।
অক্ষয় পরম ধর্ম্ম ভক্তি কৈলে পায়,
অধিক ভক্তিয়ে পাপ দূরতরে যায়।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হৈলে বুদ্ধি সুনির্ম্মল,
সেই বুদ্ধি জ্ঞান হেন বোলয়ে সকল।

জ্ঞানে মোক্ষ পায় জ্ঞান যোগে জ্ঞান পায়,
কহি শুন যোগ শব্দ যোগের উপায়।

ক্রিয়া যোগ।

সর্ব্ব জ্ঞান ভেদ হোতে যোগ দুই মত,
ক্রিয়া যোগ বিনে নরে জ্ঞান নহে শত।
তাতে ক্রিয়া যোগে রত হরির পূজন,
শাস্ত্রের প্রমাণ বিষ্ণু পূজার লক্ষণ।
শাস্ত্রের সম্মত কহি শুন একমনে,
প্রতিমা ব্রাহ্মণ ভূমি বিচিত্র বসনে।
জল অগ্নি সূর্য্য আর বরুণ পবন,
তোমাতে কহিল এহি শাস্ত্র বিবরণ।
পর পীড়া করে যেবা কর্ম্মে বাক্যে মনে,
তাহার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
হিংসা ছাড়ি সত্য কহে ক্রোধে না দেয় মন,
ব্রহ্মচর্য্য করে আর সামগ্রী তেজন।
পরিপূর্ণরূপ বিষ্ণু ভক্তিয়ে পূজয়,
হিংসা ছাড়ি দয়াবন্ত যেই জন হয়।
দুই মত যোগ সম যে করে পালন,
চরাচর বিষ্ণুরূপ দেখে যেই জন।
এমত নিশ্চয় পুনি জানে যেই জনে,
দুই বিধ যোগ সে যে সাধিল যতনে।

সর্ব্বভূতে দেখে যেবা সমান আপন,
দেবদেব চক্রপাণী সেই সে ভাবন।
ক্রোধ আদি যুক্তে যেবা ধ্যান পূজা করে,
ধর্ম্ম পতি বিষ্ণু তুষ্ট না হয় তাহারে।
কামেত মোহিত চিত্ত ধ্যান পূজা করে,
মহাপাপী দম্ভাচারী সবে বলে তারে।
তপ পূজা ধ্যানে রত পরহিংসা করে,
তার সেই ফল কভু নাদেয় গদাধরে।
তেকারণে সর্ব্ব রূপী বিষ্ণু নারায়ণ,
সমেত করিব পূজা মুক্তির কারণ।
পরহিত করে যেবা কর্ম্মে বাক্যে মনে,
ক্রিয়া যোগ বলি তারে শুন মুনিগণে।
অন্তর্য্যামী হরি সর্ব্ব জগত কারণ,
সর্ব্বত্র ব্যাপক হরি এক নারায়ণ।
ক্রিয়া যোগে স্তব করি নারায়ণ তোষে,
পুরাণ শ্রবণ আর ব্রত উপবাসে।
ক্রিয়া যোগে নানা পুষ্প দিয়া পূজা করে,
তুষ্ট হৈয়া মহাবিষ্ণু প্রসন্ন তাহারে।
এহিরূপে হরি ভক্তি ক্রিয়া যোগে যার,
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ নাশ হয় তার।
শুদ্ধ মতি যেই জন জ্ঞান বাঞ্ছা করে,
জ্ঞান হোতে মুক্তি পায় বলিল তোমারে।

জ্ঞান যোগ।

চরাচর লোক যত নিত্য বা অনিত্য,
ভাল মতে বিচারিব শাস্ত্রে দিয়া চিত্ত।
যতেক পদার্থ দেখে অনিত্য সকল,
হরিরে জানিব নিত্য যেবা সাধু নর।
অনিত্য ছাড়িয়া সাধু নিত্যেত আশ্রিব,
ইহ লোকে পর লোকে ভোগ সে করিব।
বৈরাগ্য নাহিক যার অনিত্য সংসারে,
মুক্তি পদ নাহি তার জন্ম বারে বারে।
শম আদি গুণে মুক্ত জ্ঞানাভ্যাস করে,
জ্ঞানাভ্যাস না করে সমাধি হীন নরে।
রাগ হিংসা নাহি যার সমাধি করয়,
হরি ধ্যানে রত যেই সংসার অক্ষয়।
সর্ব্বভূতে দয়া যার কাম ক্রোধ হীন,
হরি ধ্যানে রত যেবা মুক্তি রাজ চিহ্ন।
বৈরাগ্য শাস্তিক আর মুক্তির লক্ষণ,
চিত্তশুদ্ধি জন্য তার এ চারি সাধন।
সকল ব্যাপক ভাব প্রাণী হিত চায়,
সত্য সত্য রূপ বিশ্ব স্থিতি বিষ্ণু পায়।
জ্ঞানে জানিবেক বিষ্ণু যোগে জ্ঞান হয়,
যোগের উপায় কহি শুন মহাশয়।

যোগের উপায়।

মোক্ষের কারণ যোগ যেবা ধ্যান করে,
শুদ্ধমতি সেই জন জানিয় সংসারে।
পরম অপর আর আত্মা দুই মত,
দুই ব্রহ্ম জানিবেক স্মৃতির সম্মত।
দুইর অভেদ জ্ঞান যোগ বলি তাকে,
পঞ্চভূতময় দেহ হৃদি সাক্ষী থাকে।
অপর বলিয়ে তাকে শরীর ব্যাপক,
শরীর বলিয়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রের পালক।
অব্যক্ত পরম শুদ্ধ পরিপূর্ণ হৈয়া,
শরীরে থাকয়ে প্রভু সকল ব্যাপিয়া।
জীবাত্মা পরম আত্মা অভেদ দেখয়,
পাশচ্ছেদ বলি তাকে জীবে মোক্ষ পায়।
এক শুদ্ধাক্ষর নিত্য পরমাত্মা সার,
লোকে রবি জ্ঞান ভেদে দেখে নানাকার।
আত্মেই পরম ব্রহ্ম এক সনাতন,
বেদান্ত নির্ণয় এহি জানিয় ব্রাহ্মণ।
কর্ম্ম কার্য্য নাহি তান রূপ বর্ণ ভাব,
না খায় না করে কিছু নির্গুণ স্বভাব।
সর্ব্বভূতে আদি কর্ত্তা অতি তেজোময়,
অন্ত ভেদ নাহি কিছু মুক্তির আলয়।

শব্দ ব্রহ্মময় যেই মহাবাক্য জ্ঞান,
তাহ্নে বিচারিলে যোগ সাধে মহাজ্ঞান।
জ্ঞানহীন জনে তাহ্নে দেখে নানাকার,
পরম জ্ঞানীয়ে দেখে জগত আকার।
এক দেব পরমানন্দ নির্গুণ প্রকারে,
জ্ঞান ভেদে সেই প্রভু বহুরূপ ধরে।
মায়ায়ে মোহিত লোক দেখে নানাকার,
যোগী জ্ঞানী সবে দেখে একই প্রকার।
সত্যরূপে কিবা মায়া মিথ্যারূপ ধরে,
সত্য মিথ্যা হেন মায়া বলিতে না পারে।
অবাচনী নামে মায়া বুদ্ধি করে ভেদ,
মায়ারে অজ্ঞান করি বোলে শাস্ত্র বেদ।
তাতে মায়া জিনিলে অজ্ঞান চ্ছেদ করে,
পরব্রহ্ম সনাতন জ্ঞান শব্দে ধরে।
পরমাত্মা দীপ্তি করে জ্ঞানীর হৃদয়,
যোগের ব্যাপারে যোগী অজ্ঞান নাশয়।
অষ্ট অঙ্গ বিধি যোগ সাধে যোগী জনে,
সেই অষ্ট-অঙ্গ নাম শুন মুনিগণে।
যম নিয়মন আর আসনের ভেদ,
প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান করি চ্ছেদ।
ধারণা সমাধি এহি যোগ অঙ্গ নাম,
এহারে সংক্ষেপে বলি বিধানের কাম।

হিংসাহীন সত্যবাদী চুরি বিবর্জ্জিত,
অসূয়া না করে ক্রোধসামগ্রী বর্জ্জিত।
ব্রহ্মচর্য্য আদি করি সপ্তবিধ কাম,
অর্থ কহি শুন তার সপ্তবিধ নাম।
সকল প্রাণীর চিন্তা না করয় মনে,
অহিংসা করয় যোগ সিদ্ধির কারণে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে যেবা সত্য কথা কয়,
তারে বলি মুনি শ্রেষ্ঠ জানিয় নিশ্চয়।
দেখে বা না দেখে পর দ্রব্যের হরণ,
চুরি করিবারে কভু নাহি করে মন।
সর্ব্ব মৈথুন ত্যাগে ব্রহ্মচারী হয়,
তাহারে বলিয়ে জ্ঞানী জানিয় নিশ্চয়।
ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া পাপে করে মন,
সেই ত অজ্ঞানী মূঢ় শুন মুনিগণ।
সর্ব্ব সঙ্গ তেজি যেবা মৈথুনেত রত,
চণ্ডাল সমান সে যে লোকের নিন্দিত।
যোগী হৈয়া ভোগে রত বিধবা ভুঞ্জয়,
তাকে সম্ভাষিলে ব্রহ্মবধ সুনিশ্চয়।
সর্ব্ব সঙ্গ তেজি যদি পুনি সঙ্গ লয়,
তার সঙ্গ কৈলে প্রাণী মহাপাপী হয়।
না লয় পরের দ্রব্য বিপত্তির কালে,
সে মহাপুরুষ পুনি বেদে শাস্ত্রে বোলে।

পরিগ্রহহীন যেবা বিষ্ণুরে ভজয়,
সে যে জ্ঞানবন্ত জন জানিয় নিশ্চয়।
পরেরে নিষ্ঠুর বলে আত্ম ভাল চায়,
মহাক্রোধী সেই জন সকলে বোলয়।
পর ধন দেখি যেবা তাপ পায় মনে,
অসূয়া বোলয়ে তারে যত মুনিগণে।
সংক্ষেপে কহিলুঁ এহি শুন মুনিবর,
নিয়মের ভেদ কহি শুন তার পর।
তপস্যা সন্তোষ আর শৌচ হরি পূজা,
সত্য উপাসনা যুক্ত স্বাধ্যায় বিরজা।
চান্দ্রায়ণ আদি ব্রতে শরীর শোধন,
তপ হেন বলি তাকে যোগের সাধন।
প্রণব উপনিষদ দ্বাদশ অক্ষর,
মহাবাক্য আদি আর মন্ত্র অষ্টাক্ষর।
স্বাধ্যায় বলিয়ে তাকে যোগের সাধন,
স্বাধ্যায় তেজিলে পুনি যোগ অকারণ।
যোগ বিনে স্বাধ্যায়ে পাপ নাশ হয়,
স্বাধ্যায়ের স্তবে তুষ্ট দেব দয়াময়।
মন্ত্র জপ তিন মত শুন বিবরণ,
বাচনিক উপাংশু মানস জপন।
তাহার লক্ষণ কহি শুন মুনিগণ,
তিন মত জপের কহিয়ে বিবরণ।

সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় বাচনিক জপে,
দুই রূপে ফল হয় জানিয় স্বরূপে।
আপনার কর্ণে শুনে উপাংশু জপন,
বাচনিক হোতে হয় সে জপ উত্তম।
বুদ্ধিয়ে অক্ষরে অর্থ জপে ভাবে মনে,
মানস বোলয়ে তাহে এবেদপুরাণে।
সকল জপের শ্রেষ্ঠ বাচনিক জপ,
দেবতা প্রসন্ন হয় অতি মহাতপ।
স্বাধ্যায় সম্পূর্ণ তাতে মনোরথ পায়,
দেবতা প্রসন্ন হৈলে লাভ অতিশয়।
সন্তোষী পুরুষ সে যে হীনে দুঃখ পায়,
ভোগ পাইয়া কামী নরে অন্য ভোগ চায়।
এহার অধিক লাভ হয় কোন মতে,
শরীর শুকায় কাম তেজিলে যাহাতে।
শৌচের বিধান এবে শুন মুনিগণ,
বাহিরে অন্তরে ভেদি শৌচের লক্ষণ।
মৃত্তিকায়ে জলে বাহ্য শুদ্ধ হয় নর,
ভাবে শুদ্ধ সাধুজনে করয়ে অন্তর।
ভাবে শুদ্ধ হীন হইয়া যেবা কর্ম্ম করে,
ফল সিদ্ধি নহে সে যে ভস্মে হোম করে।
শুদ্ধি হীন যেই জন না হয় নির্ম্মল,
যত কর্ম্ম করে সে যে সকল বিফল।

তাহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যজি সুখ পায়,
ভাবহীন জনে কর্ম্ম করি দুঃখ পায়।
মৃত্তিকা সহস্র ভার কোটী কুম্ভজল,
তথাপিহ সে জন চণ্ডাল সমসর।
অন্তরের শুদ্ধি হীনে দেব পূজা করে,
সেই দেবে ক্রোধ হৈয়া মারয়ে তাহারে।
মন শুদ্ধ নহে যেবা করে শৌচাচার,
মদিরার ভাণ্ড যেন ভূষে অলঙ্কার।
শুদ্ধিহীন জনে যদি তীর্থে চলি যায়,
সুরা ভাণ্ড যেন সে যে পবিত্র না হয়।
বাক্যে ধর্ম্ম কহে যেবা পাপ ইচ্ছে মনে,
পাপীর অধিক পাপী সে জন জীবনে।
অতিশুদ্ধ মন হৈয়া বড় ধর্ম্ম করে,
পরলোকে অতি সুখ জানিয় তাহারে।
কর্ম্মে বাক্যে মনে যেবা স্মরে নারায়ণ,
হরি ভক্তি করে যেবা হরি পরায়ণ।
সে জন পরম জ্ঞানী শুন মুনিগণ,
যম নিয়মের কথা সংক্ষেপ কথন।
মোক্ষ হস্তগত জান শুদ্ধ মন যার,
ত্রিভুবনে অসাধ্য কিছুত নাহি তার।
আসন লক্ষণ কহি শুন মুনিগণ,
যে রূপে করিব লোকে যোগ অভ্যাসন।

অনেক প্রকার জান আসনের নাম,
আসন বান্ধিয়া যোগী করে প্রাণায়াম।
পদ্মক স্বস্তিক পীঠ সৌবর্ণ কুঞ্জর,
কৌর্ম্ম বজ্রাসন আর হরিণ শূকর।
আনিক সর্ব্বতোভদ্র ক্রৌঞ্চ মানিকর,
বার্ষভ আগম আর বৈয়াঘ্র চন্দ্রর।
দণ্ডর্বাক্ষ শৈল খড়্গ মুদ্গর মান্দর,
হস্তী কর্ণ স্থানু কাষ্ঠ ত্রিপথ ভৌমর।
সকল প্রধান জান বীরাসন নাম,
গুরু ভক্তি পরে যোগী করে প্রাণায়াম।
কাম ক্রোধ তেজিবেক হৈব বিমৎসর,
পূর্ব্ব মুখে বৈসে কিবা পশ্চিম উত্তর।
অভ্যাসে বেচিব প্রাণ যথা নাহি নর,
প্রাণায়াম বায়ু আছে শরীর ভিতর।
শব্দহীন হৈয়া যোগী রাখিব অন্তর,
প্রাণায়াম নাম তার জান দুইবর।
প্রাণায়াম নাম আছে এহি দুই মত,
অগর্ভ সগর্ভ ভেদে বলিয়ে সম্মত।
প্রাণায়াম দুই মধ্যে সগর্ভ প্রধান,
জপ ধ্যানহীন যেই অগর্ভ সমান।
পূরক কুম্ভক আর রেচক শূন্যক,
চারি নাম প্রাণায়াম করিব শোষক।

জন্তর দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা নামক,
আদিত্য দেবতা তার পিতৃর কারক।
ইড়া নামে নাড়ী বামে দেবের কারণ,
চন্দ্র আদি দেবতাতে বোলে মুনিগণ।
এহি দুই নাড়ী মধ্যে সুস্মুন্নার গতি,
দেবতা ব্রাহ্মণ তাতে নাড়ী সূক্ষ্ম অতি।
বামভাগে রচিবেক দক্ষিণে পূরণ,
রেচক পুরক নাম এহি সে কারণ।
আপনার দেহ পুরি বায়ুক রাখিব,
পূর্ণ কুম্ভ থাকে যেন তেমত করিব।
অন্তরে বাহিরে বায়ু হৈয়া একাকার,
প্রাণায়াম নাম জান শূন্যক তাহার।
অল্পে অল্পে রেচিবেক প্রাণে করি ভর,
না হৈলে শরীরে রোগ জন্মে ভয়ঙ্কর।
পাপহীন হৈয়া যোগী ক্রমে বায়ু ধরে,
শরীর নাশয়ে তার ক্রম হীন হৈলে।
সর্ব্ব পাপ তেজি যোগী ব্রহ্মলোকে যায়,
বিশেষ ইন্দ্রিয় শক্ত জ্ঞান সম পায়।
প্রত্যাহার বলি তাকে যোগের লক্ষণ,
সর্ব্বেন্দ্রিয় তেজি যদি ধ্যানে হয় মন।
পাইব পরম স্থান গতাগতি নাই,
ইন্দ্রিয় বসয়ে তাতে ধ্যানে রত হই।

মূঢ় আত্মা যার তার ধ্যান সিদ্ধি নয়,
যত কিছু দেখে শুনে আপনাতে লয়।
প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়গণ ধরে না বোলয়,
সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়া যোগী হৃদয়ে স্থাপয়।
সকল ব্যাপক হরি আপনাতে চাহে,
সর্ব্বলোক হেতু বিষ্ণু বিশ্বরূপী ধ্যায়ে।
অচল করিয়া মন হরি ধ্যান করে,
যতেক পাতক থাকে সব যায় দূরে।
জ্ঞানামৃত সেবা করি নরে মুক্তি পায়,
ধ্যান হোতে জ্ঞান পরাপর ভেদ যায়।
সুষুপ্তি সময় সুখ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হীন,
নির্ব্বাণ প্রদীপ যেন সমাধির চিহ্ন।
সকল উপাধি তেজি আনন্দ শরীর,
পরিপূর্ণ স্থির রূপ চিহ্ন সমাধির।
সমাধি সময়ে যোগী না শুনে না চায়,
পরশ না লয় আর গন্ধ নাহি পায়।
বলিতে না হয় শক্ত আনন্দের প্রায়,
নির্ম্মল যে শুদ্ধ আত্মা সত্য জ্ঞান পায়।
সকল উপাধি হীন যোগীর অচল,
অদ্যাপি নির্গুণ দেব গুণে চলাচল।
পূর্ণচন্দ্র দীপ্তি করে অজ্ঞানের নাশে,
পরম জ্যোতিয়ে প্রভু ব্রহ্মরূপে ভাসে।

সংসার ব্যাপিয়া এক জ্যোতি নিরঞ্জন,
সর্ব্বপ্রাণী হৃদি বৈশে দেব নারায়ণ।
সূক্ষ্ম হোতে সূক্ষ্ম প্রভু সংসার মোহন,
অখিলের আত্মারূপ বিশ্বের কারণ।
জ্ঞানী সবে দেখে প্রভু পবিত্র উত্তম,
অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের সপ্তম।
পুরাণ পুরুষ শব্দ ব্রহ্ম নাম ধরে,
পঞ্চভূত ময় দেহ ধরয়ে নির্ভরে।
পুরাণ পুরুষ দেব জীব রূপ পায়,
বিশুদ্ধ অজর নিত্য পূর্ণ শূন্য গায়।
আনন্দ নির্ম্মল শান্ত প্রভু নারায়ণ,
নানাবিধ রূপ তান ভরি ত্রিভুবন।
পরম জ্যোতির রূপ বলি যাকে গাহে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয়ে।
সত্য জ্ঞানময় প্রভু কারণ নিশ্চয়,
যাহার অযুত অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু হয়।
যোগীয়ে হৃদয়ে দেখে সেই সনাতন,
অবিকার শুদ্ধ রূপ পরম কারণ।
আর জ্ঞান কহি শুন মহাঋষিগণ,
সংসার তাপেত সে যে সুধা বরিষণ।
নারায়ণ ব্রহ্ম রূপ প্রণবেত স্থান,
অকার উকার আর মকার প্রধান।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জান এহি রূপ,
অর্দ্ধমাত্রা উর্দ্ধ দেশে পরম স্বরূপ।
তিন দেব তাহাতে হইয়া সমুচ্চয়,
পরম স্বরূপ ব্রহ্ম জানিয় নিশ্চয়।
অর্থ শব্দ ব্রহ্ম রূপ প্রণবেত বৈসে,
শব্দ ব্রহ্ম বাচক সশুদ্ধ ? অর্থ শেষে।
প্রণব জপিয়া দ্বিজে ব্রহ্ম লোক পায়,
প্রণব জপিতে দ্বিজে আপনাতে ধ্যায়।
কোটী সূর্য্য সম তেজ নির্ম্মল যাঁহাতে,
শিলা শালগ্রাম কিবা, কিবা প্রতিমাতে,
ঈশ্বর থাকয়ে নিত্য কহিল তোমাতে।
বিষ্ণুর উত্তম রূপ কহিল সম্প্রতি,
যাঁহাকে জানিয়া যোগিগণে পায় মুক্তি।
সমাহিত হৈয়া যেবা পঠয়ে শুনয়,
সর্ব্বপাপ তেজি হরি সারূপ্য ভুঞ্জয়।
কল্যাণমাণিক্য দেব তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
কৌতুকে করিল ভাষা লোকে বুঝিবার। (১)

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে একত্রিংশাধ্যায়।

---

(১) ইহার পর মূলে আছে,—যোগের লক্ষণ শুনি কহিলা অশেষ

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

এতেক শুনিয়া তবে যত ঋষিগণে,
সূত সম্বোধিয়া পুনি বলিলা বচনে।
যোগের লক্ষণ মুনি কহিলা অশেষ,
এখনে জিজ্ঞাসি যেই কহ সবিশেষ।
যোগ সিদ্ধি ভক্তের কহিয়াছ আগে,
যাকে তুষ্ট দেবদেব ভক্তি মহাভাগে।
যেই রূপে তুষ্ট হয় দেব জনার্দ্দন,
তাহা বিবেচিয়া কহ সূত তপোধন।
সূতে বলে পূর্ব্বকালে সনৎকুমার,
নারদেত জিজ্ঞাসিল এহিরূপ সার।
নারদে কহিল যেই শুন মুনিগণ,
কর্ণপথ ভরি কর অমৃত ভোজন।
শ্রীকৃষ্ণ পরম দেব আনন্দ শরীর,
নানা যজ্ঞে ভজ সে যে মুক্তির প্রবীর।
শত্রুয়ে না বাধে যেবা বিষ্ণুর অধীন,
রাক্ষসে না বাধে তারে গ্রহ পীড়া হীন।

দেব নারায়ণে থাকে দৃঢ় ভক্তি যার,
সকল কল্যাণ হয় ভক্তি সিদ্ধি তার।
মনুষ্যের দুই পদ সফল জনম,
বিষ্ণুর আলয় প্রতি করয়ে গমন।
ভাগ্যে বলি লয়ে হস্ত পূজা পরায়ণ,
ভাগ্যবন্ত দুই নেত্র দেখে জনার্দ্দন।
পুণ্যবতী জিজ্ঞাসেন নারায়ণ বোলে,
বেদে শাস্ত্রে কহিয়াছে শুন মুনি বরে।
তিন বার সত্য কহি উর্দ্ধবাহু হৈয়া,
সূতে বোলে মুনিগণ শুন মন দিয়া।
বেদের অধিক, শাস্ত্রে নহে কদাচন,
কেশবের পর নাই এ তিন ভুবন।
সত্য বলি সবে বলি হিত বারবার,
অসার সংসার জান বিষ্ণু পূজা সার।
অতি বড় দৃঢ় পাশ অজ্ঞান সংসারে,
তাহারে ছেদিতে হরি ভক্তি সে কুঠারে।
ভক্তিয়ে ছেদিয়া ভব অতি সুখী হও,
বিষ্ণুতে অর্পিয়া মন বাক্যে নাম লও।
হরি কথা শুনে যেই উত্তম শ্রবণ,
সেই কর্ণ সর্ব্বলোকে করয়ে বন্দন।
আনন্দ অক্ষয় শুদ্ধ দেব নারায়ণ,
ভক্তি করি তাঙ্কে পূজে শুন মুনিগণ।

হরি স্থান হরি রূপ হরির নিলয়,
তাহাকে দেখিতে পাপী জন শক্ত নয়।
হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসার সাধনে,
আপনা গোচর প্রভু জান মুনিগণে।
আনন্দ নির্গুণ প্রভু উপাধিয়ে হীন,
পরম স্বরূপ ব্রহ্ম মুক্তি রাজ চিহ্ন।
স্বপ্নের সমান জান সব চরাচর,
ভোকে গ্রাসে বিষ্ণু নাম লয় নিরন্তর।
তাকে তুষ্ট হয় জান দেব জনার্দ্দন,
স্বরূপ কথন এহি শুন মুনিগণ।
যেই নারী পতিব্রতা পতি পূজাপর,
তাকে তুষ্ট জগন্নাথ দেব চক্রধর।
অসূয়া নাহিক যার অহঙ্কার হীন,
পূজাপর যেই সে যে কেশব অধীন।
শুন ঋষিগণ এহি হরির পূজন,
অনুক্ষণ পূজা কর দেব নারায়ণ।
অহঙ্কার না করিয় সম্পত্তি চঞ্চল,
ব্যাধিয়ে শরীর যুক্ত জীবন সচল।
যত দিন জীয়ে প্রাণী এহিত ভুবনে,
অর্দ্ধেক নিদ্রায় যায় কতক ভোজনে।
বাল বৃদ্ধ ভাবে কত যায় অকারণ,
কহিলাম এহি শুন আয়ুর লক্ষণ।

বিষয়ের ভোগে আয়ু হয় অবশেষ,
কোন কালে আচরিবা ধর্ম্মের বিশেষ।
বাল্যে বৃদ্ধে শক্ত নহে হরিরে পূজিতে,
হরির পূজন কাল হয় যৌবনেতে।
অহঙ্কার তেজি তোরা পূজ নারায়ণ,
সংসার গর্ত্তের মধ্যে না কর গমন।
শরীর অনিত্য জান আপদ বিস্তর,
মলে মূত্রে পূর্ণ হৈয়া থাকে কলেবর।
কি লাগি স্বাশেত ? জানি পাপে নাহি ডর,
নানা দুঃখে যুক্ত এহি অসার সংসার।
বিশ্বাস না কর চিত্তে আবশ্যক নাশ,
শুন শুন মুনিগণ সংসার বিনাশ।
শরীর নিকটে মৃত্যু জানিয় নিশ্চয়,
তাহাকে জানিয়া সাধু হরিকে পূজয়।
কাম ক্রোধ লোভ তেজ ত্যজ মহাভয়,
নিরন্তর পূজ কৃষ্ণ সেই সে আশ্রয়।
কোটী সহস্রেক জন্ম স্থাবরাদি হৈয়া,
বড়ই ভাগ্যের ফলে নর জন্ম পাইয়া।
তাতে যদি হরি ভক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়,
জানিয় সে পূর্ব্ব জন্ম তপস্যা ফলয়।
মনুষ্য দুর্ল্লভ হৈয়া হরি পূজা হীন,
অতি মূর্খ অচেতন সে যে বড় দীন।

দুর্ল্লভ মনুষ্য পাইয়া পূজা নাহি করে,
অবিবেকী মূর্খ সে যে জানিয় সংসারে।
আরাধিলে জগন্নাথ দেন বাঞ্ছা ফল,
কেবল পূজয়ে তানে হইতে বিমল।
বিষ্ণু ভক্ত যুক্ত যদি চণ্ডাল পামর,
দ্বিজের অধিক সে যে সংসারেত বড়।
বিষ্ণু ভক্তি হীন যদি দ্বিজবর হয়,
অধম চণ্ডাল সে যে জানিয় নিশ্চয়।
এতেক কাম ক্রোধ তেজি হরি পূজ নিত্য,
তেঞি তুষ্ট হৈলে হয় জগত বিদিত।
যেমত হস্তীর পদে সর্ব্ব পদ লয়,
চরাচর রূপ বিশ্ব বিষ্ণুত নিলয়।
আকাশে ব্যাপিছে যেন সকল সংসার,
তেমত ব্যাপক হরি মহিমা অপার।
জনম মরণ লোকে অবশ্য ঘটয়,
তাহাকে নাশিতে সাধু হরি সেবা লয়।
হরি ধ্যায়ে স্মরে পূজে সাধু যেই জন,
অজ্ঞান নাশক প্রভু দেব জনার্দ্দন।
যার নাম উচ্চারণে মহাপাপ নাশ,
যাঁকে পূজা করি নরে বৈকুণ্ঠেত বাস।
বড়ই আশ্চর্য্য হোতে আশ্চর্য্য অপার,
হরি নাম থুইয়া লোক জন্মে বারে বার।

পুনি পুনি বলি সত্য শুন তপোধন,
যমদূতে ধরে যার ধর্ম্মে নহে মন।
ব্যাধিয়ে ব্যাধিত নহে দেখে শুনে ভাল,
তবেত পূজহ বিষ্ণু মুক্তি পরকাল।
মাতৃগর্ভ হোতে বাহিরাইল যেই কালে,
মৃত্যুয়ে স্পর্শিল দেহ ধর্ম্ম তাতে ভালে।
অতি কষ্ট মহাকষ্ট শুন মুনিগণ,
বিনাশ জানিয়া দেহ পূজ জনার্দ্দন।
সত্য সত্য বলি আমি বাহুক তুলিয়া,
চক্রপাণি পূজা কর শুদ্ধ ভাব হৈয়া।
অতি দৃঢ় করি বলি শুনহ নিশ্চিত,
সর্ব্বভাবে পূজ বিষ্ণু হিংসা বিবর্জ্জিত।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ক্রোধে দুঃখ পায়,
ক্রোধে পাপ বাড়ে তবে সংসারে জন্মায়।
পাপের কারণে কাম কামে জন্ম হয়,
যশ নাশ করে কাম সাধুয়ে ত্যজয়।
সকল দুঃখের হেতু মাৎসর্য্য নিশ্চিত,
নরকের হেতু জানি ছাড়য়ে পণ্ডিত।
বন্ধ মোক্ষ হেতু জানি মনয়ে কহয়,
আমাতে অর্পিয়া মন সাধু সুখী হয়।
এহিত কারণে আমি বলি বারেবার,
জগন্নাথ পূজা কর তেজ অহঙ্কার।

না পূজিয়া জগন্নাথ জগত ঈশ্বর,
সংসার সাগরে মগ্ন হয় সেই নর।
সত্য সত্য বলি আমি শুন মুনিগণ,
অচ্যুতেরে পূজা করি স্মর অনুক্ষণ।
নারায়ণ জগন্নাথ স্মর জনার্দ্দন,
শুনিয়া সকল পাপ হৈবে অদর্শন।
নারায়ণ জগন্নাথ দেব জনার্দ্দন,
বাসুদেব হৃষীকেশ করহ স্মরণ।
অদ্যাপিহ ব্রহ্মা আদি দেব সুরাসুরে,
ভক্তির কারণ কেহ বলিতে না পারে।
অতি সুখে জনার্দ্দন জ্ঞানে জ্ঞানী জনে,
হৃদয়ে আছয়ে বিষ্ণু না জানে দুর্জ্জনে।
শুন ঋষিগণ আমি পুনি পুনি বলি,
শ্রদ্ধাবন্ত যেই জন তাকে তুষ্ট হরি।
বহু পুত্র বহু ধন বান্ধব অপার,
প্রতি জন্মে পায় সে যে বিষ্ণু ভক্তি যার।
পাপ মূল শরীর সদায় পাপ করে,
তাহাকে জানিয়া পূজা করহ হরিরে।
পুত্র মিত্র কলত্র যে সম্পদ অপার,
হরি পূজা কৈলে পায় সন্দেহ নাহি তার।
ইহলোকে পরলোকে যেবা ইচ্ছে সুখ,
সতত পূজুক হরি না ভাবিয়া দুঃখ।

করিতে পরের নিন্দা সুখ হয় যারে,
কদাপি বিষ্ণুতে ভক্তি নাহিক তাহার।
দেবদেব গোবিন্দেত ভক্তিহীন যার,
তাহার জনম ধিক বলি বারেবার।
সৎপাত্রে ত না দেয় দান ধনের ধিক্কার,
শরীর বিফল হরি ভক্তিহীন যার।
সৎপাত্রে না দিয়া যেবা ধন রক্ষা করে,
পাপের লক্ষণ সেহি শুন মুনিবরে।
সর্পে যেন ধন রাখে ভোগ বিবর্জ্জিত,
বিজুলী সমান লক্ষ্মী জানিয় নিশ্চিত।
যেই স্থানে না করয় হরি আরাধন,
তাতে নানাবিধ ভয় শুন মুনিগণ।
হরি ভক্তি যেই স্থানে অসুর নিন্দিত,
তাতে জান বিপ্রগণ হরি ভক্তি নিত্য।
সর্ব্বত্র ব্যাপক হরি ভক্তি সে দুর্ল্লভ,
হরি ভক্তি জানে যেবা তাহার সুলভ।
কাম আদি দোষ ছাড়ি তুষিব কেশব,
তবেত তাহার হৈব সকল বৈভব।
সৎপাত্রে ত দান দিয়া হরিরে তুষিব,
সংসারের তাপ তার হরিয়ে হরিব।
যার নাম স্মরণেতে দিব্য মুক্তি পায়,
হরি নাম কলিযুগে পরম উপায়।

জগত বিখ্যাত রাজা কল্যাণমাণিক্য,
তাঁহান যতেক কীর্ত্তি কহিতে অশক্য।
তাঁহান যে প্রধান তনয় পুণ্যবন্ত,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য ভাগ্যবন্ত।
দয়াবন্ত ধর্ম্মশীল লোক হিতকারী,
দুরন্ত কলির ভাব মনেতে বিচারি।
মন্দ বুদ্ধি অল্প ধন জীবন চঞ্চল,
কেমত প্রজার জন্ম হইব সফল।
এতেক প্রজারে রাজা কৈল উপদেশ,
হরি নাম কলিযুগে জানিয় সন্দেশ।
হরি নাম লৈতে লোক না কর অলস,
হরি নাম স্মরি সবে যম কর বশ।
নামের মহিমা শুনি নারদের বাণী,
পুণ্য উপাখ্যান এহি কি আর কাহিনী।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ভাষা পদবন্দে রাজা করিল প্রচার।
বত্রিশ অধ্যায় যদি হৈল সমাধান,
মুনি সবে পুনি জিজ্ঞাসিলা সূত স্থান।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে দ্বাত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস শিষ্য মহামুনি সূত তপোধন,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া কহন্ত কথন।
পুনর্ব্বার কহি আমি বিষ্ণুর মহিমা,
জ্ঞান অনুসারে কহি নাহি জানি সীমা।
যেবা পড়ে যেবা শুনে এ পুণ্য কথন,
তার পাপরাশি নষ্ট হয় ততক্ষণ।
জিতেন্দ্রিয় শান্ত চিত্ত অহঙ্কারহীন,
লোভ মোহ ছাড়ি যেবা যোগে ত প্রবীণ।
হেন জনে জ্ঞান যোগে করয়ে পূজন,
যোগময় জ্ঞানরূপ দেব নারায়ণ।
তীর্থ স্নান যজ্ঞ করি করে ব্রত দান,
হেন জনে কর্ম্ম যোগে পূজে ভগবান।
ঐশ্বর্য্য মদেত মত্ত অহঙ্কৃত বর,
জ্ঞানহীন কাম ক্রোধ লোভ মোহ পর।
চিরকাল হৈব যার নরকে বসতি,
সেই জনে নাহি জানে জগতের পতি।

হরিপদ্ম সেবা করে করে হরি ধ্যান,
লোক হিতকারী হৈলে দেবের সমান।
কর্ম্মে বাক্যে মনে যেবা ভাবে নারায়ণ,
ভক্তিভাবে পূজা করে সেই সাধু জন।
বিষ্ণুর পরম পদ পায় সেই জনে,
ইতিহাস কথা কহি শুন মুনিগণে।
যেবা পড়ে যেবা শুনে এহি ইতিহাস,
তার হয় অশ্বমেধ ফলের প্রকাশ।
পূর্ব্বকালে আছিলেক এক দ্বিজবর,
দেবমালী নাম তার ভুবন ভিতর।
বৈবশ্বত মন্বন্তরে সে বিপ্র আছিল,
মহা গুণবন্ত বিপ্র হরি পূজা কৈল।
অশেষ জানয়ে বেদ বেদাঙ্গের সার,
ভক্তিভাবে বিষ্ণু পূজা করয়ে অপার।
সর্ব্বপ্রাণী হিতকারী সেই দ্বিজবর,
ভক্তিভাবে বিষ্ণু পূজা করে নিরন্তর।
এক কালে সেই দ্বিজে বাণিজ্য করিয়া,
ধন উপার্জ্জিতে মন করিল ভাবিয়া।
নানা দ্রব্য বিক্রয় যে রসের বিক্রয়,
হেন মতে বহু ধন করিল সঞ্চয়।
তপস্যাবিক্রয় ব্রতবিক্রয় বিশেষ,
পরের কারণে তীর্থ করিল অশেষ।

এহি রূপে উপার্জ্জন করিলেক ধন,
পুত্র মিত্র ভৃত্য আদি ভার্য্যার কারণ।
দুই পুত্র হৈল তার সর্ব্ব গুণধাম,
করিলা সুমালী আর গন্ধমালী নাম।
দিব্য ভক্ষ্য দিব্য বস্ত্র দিয়া অনুক্ষণ,
অতি স্নেহে দুই পুত্র করিলা পালন।
তবে দেবমালী আসি আপনার ধন,
কত আছে জানিবারে করিল গণন।
লক্ষ কোটি সহস্রেক কোটী পরিমাণ,
গণিয়া সন্তুষ্ট হৈল অতি ধনবান।
হেন কালে মনে তবে করিল চিন্তন,
অকার্য্য করিয়া আমি করিয়াছি ধন।
অজাতির প্রতিগ্রহ করিছি সংসার,
অপণ্য বিক্রয় আমি করিছি অপার।
তথাপিহ তৃষ্ণা হোতে শান্ত নহে মন,
মেরু তুল্য সুবর্ণের করিয়া বাঞ্ছন।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য চিন্তা ধনের কারণ,
কদাচিত ধন তৃষ্ণা নহে নিবারণ।
চক্ষু কর্ণ জীর্ণ হৈল জীর্ণ হৈল কেশ,
দন্ত জীর্ণ হৈল দেখ আয়ু হৈল শেষ।
ইন্দ্রিয় অবশ হৈল বল হৈল নাশ,
তথাপি ধনের তৃষ্ণা আছয়ে প্রকাশ।

শান্ত চিত্ত বিদ্যাবন্ত অতি বুদ্ধিমান,
এমত জনেহ যদি হয় আশাবান।
সেই জন অতি মূঢ় নাহিক সংশয়,
অজয় শত্রুর তুল্য আশা সে নিশ্চয়।
চির সুখ বাঞ্ছা করে যেই সাধু নর,
সেই জনে আশা ত্যাগ করিব সত্বর।
ঐশ্বর্য্য সম্মান তেজ যশ বিদ্যা বল,
আশায় বিনষ্ট করে এতেক সকল।
আশা অভিভূত যেবা অতি তমোময়,
তা হোতে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ এমত নিশ্চয়।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য এহি আশার কারণ,
অপমান দুঃখ না জানয়ে কোন্ জন।
অতি কষ্টে করিয়াছি ধন উপার্জ্জন,
শরীর দুর্ব্বল হৈল জরার কারণ।
এতেক ভাবিয়া দেবমালী দ্বিজবর,
সুজ্ঞান লভিয়া হৈল ধর্ম্মেত তৎপর।
তার পাছে চারি ভাগ করিলেক ধন,
সকল করিল অংশ যতেক অর্জ্জন।
দুই ভাগ রাখিলেক ধর্ম্মের অন্তর;
দুইভাগ দিল দুই পুত্রেরে সত্বর।
তবে পাপ নাশ হেতু অনেক চিন্তিল,
করিতে বহুল ধর্ম্ম আরম্ভ করিল।

তড়াগ আরাম কূপ দিল স্থানে স্থান,
গঙ্গাতীরে করিলেক অন্ন জল দান।
দেব ছত্র দেবালয় করিল অশেষ,
এহি রূপে ধন ব্যয় করিল বিশেষ।
তার শেষে বনে গেল তপ করিবার,
আশ্রম দেখিল এক সুরম্য অপার।
ফলিত পুষ্পিত বৃক্ষে শোভিছে কানন,
তাহাতে দেখিল এক মহাতপোধন।
মুনি শিষ্য সবে করে বেদ অধ্যয়ন,
অগ্নি পরিচর্য্যা করে গুরু শুশ্রূষণ।
এহি রূপে শিষ্যপরিবৃত তপোধন,
পরম সমাধি রূপে আছন্ত কানন।
তেজবন্ত ব্রহ্মজ্ঞানী রাগদ্বেষহীন,
সর্ব্বগুণময় মুনি সমাধিপ্রবীণ।
নিরন্তর ব্রহ্ম গাহে ধ্যানপরায়ণ,
কেবল করন্ত শুষ্ক পত্রের ভক্ষণ।
ত্রিভুবন বিদিত জানন্তি হেন নাম,
দয়ার সাগর মুনি সর্ব্ব গুণ ধাম।
মুনিরে দেখিয়া বিপ্রে ভক্তি যুক্ত হৈয়া,
প্রণাম করিল তবে ভূমিতে পড়িয়া।
মুনিহ করিল তারে অতিথি সৎকার,
সকলেত বিষ্ণু বুদ্ধি করিয়া অপার।

মুনি দিল ফল মূল গ্রহণ করিয়া,
দেবমালী কহে তবে মুনি সম্বোধিয়া।
জোর হস্তে নমস্কার করিয়া বিস্তর,
নিবেদন করিলেক করিয়া আদর।
কৃতার্থ হইলুঁ মুই তোমা দরশনে,
সকল পাতক নাশ হৈল এহিক্ষণে।
জ্ঞান দানে কর তুমি আমারে উদ্ধার,
তোমার সমান জ্ঞানী কেবা আছে আর।
এতেক শুনিয়া মুনি দয়ার সাগর,
দেবমালী সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
শুন শুন দ্বিজবর আমার বচন,
জ্ঞান শুন সংসারের বিচ্ছেদ কারণ।
ভক্তিভাবে পূজা কর দেব নারায়ণ,
নিরন্তর কর তুমি বিষ্ণুর স্মরণ।
পর অপবাদ পর পৈশুন্য অপার,
তাহাকে ছাড়িয়া কর পর উপকার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মূর্খ সমাগম,
কদাচিত না করিয় শুন দ্বিজোত্তম।
মমতা মাৎসর্য্য পর নিন্দা দম্ভাচার,
অসূয়া নিষ্ঠুর বাক্য ছাড় অহঙ্কার।
আপনার তুল্য দেখ সকল যে প্রাণী,
সকল প্রাণীরে দয়া করহ আপনি।

অতিথির পূজা কর সাধুর সেবন,
কদাচিত না কহিয় অসত্য বচন।
অনাচার করে যেবা অতি মূঢ় জন,
শক্তি অনুসারে তারে কর নিবারণ।
পুষ্প পত্র ফল দূর্ব্বা দিয়া সমুচিত,
নারায়ণ পূজা কর কামনা রহিত।
দেব ঋষি পিতৃগণ করহ তর্পণ,
অগ্নি পরিচর্য্যা কর হৈয়া এক মন।
দেবতার গৃহ কর মার্জ্জন লেপন,
প্রতি দিন কর শাস্ত্র বেদান্ত পড়ন।
জীর্ণ দেবালয় কর যতনে নবীন,
বিষ্ণু গৃহে দীপ দান কর প্রতি দিন।
নারায়ণ পূজা কর ফল পুষ্প দিয়া,
প্রদক্ষিণ নমস্কার করহ স্তবিয়া।
এহি রূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইব তোমার,
জ্ঞান হোতে পাপ নাশ হইব অপার।
হেন মতে দেবমালী পাইয়া জ্ঞান লেশ,
বিবেচনা করিলেক মনেত বিশেষ।
কেবা আমি নাহি জানি কি রূপে জনম,
আমার স্বরূপ কিবা উত্তম অধম।
অনেক হইলে আমি কিবা একজন,
এহি রূপে মনেত করিল বিবেচন।

এমত সমস্ত তবে মনেতে ভাবিয়া,
পুনর্ব্বার কহিলেক মুনি প্রণমিয়া।
শুন মহামুনি মুই করি নিবেদন,
সন্দেহ হয়েছে মোর চিত্তেত এখন।
মোর চিত্তে ভ্রম এহি মুই কোন্ জন,
কিবা মোর কর্ম্ম মোর কি রূপে জনম।
যদি আজ্ঞা থাকে মুনি কহ এ সকল,
দয়ার সাগর তুমি ভকত বৎসল।
এতেক শুনিয়া তবে ঋষি তপোধন,
দেবমালী সম্বোধিয়া বলিল বচন।
শুন শুন ভাগ্যবন্ত আমার উত্তর,
মনেত ভাবিছ ভাল তুমি সাধুবর।
সত্য কহিয়াছ চিত্ত ভ্রান্ত অতিশয়,
ভ্রম হেতু বিদ্যা নহে শুন মহাশয়।
সাধুভাব হইবেক কি রূপে তাহার,
সর্ব্ব দোষ থাকে যার থাকে অহঙ্কার।
কদাচিত অহঙ্কার না হয় আত্মার,
শুন শুন কহি আমি যেবা তত্ত্বসার।
তুমি যে কহিছ কথা তুমি কোন্ জন,
কি রূপে করিব আমি তার বিবেচন।
জাতি আদি বিকল্প যাহার নাই নাম,
কি রূপে কহিব আমি সে যে অনুপম।

গুণ পরিমাণ নাই, নাই যার রূপ,
কি রূপে কহিব আমি তাহার স্বরূপ।
তেজোময় পরিপূর্ণ অপার অব্যয়,
তান কর্ম্ম কহিবারে কার শক্তি হয়।
ক্রিয়াহীন সুপ্রকাশ অনাদিনিধন,
কি রূপে কহিব আমি তাহার জনম।
কেবল জ্ঞানের গম্য ব্রহ্ম সনাতন,
আনন্দ স্বরূপ নিত্য সেই নিরঞ্জন।
সকলেত পরিপূর্ণ অজর অমর,
ব্রহ্ম বিনে আর নাই সংসার ভিতর।
তত্ত্বজ্ঞানী সবের নাহিক আত্মপর,
আপনাতে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
এত শুনি দেবমালী হরিষ অপার,
আপনাতে দেখিলেক ব্রহ্মরূপ সার।
উপাধি বর্জ্জিত আমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন,
এমত ভাবিয়া শান্ত হৈল ততক্ষণ।
তবে দ্বিজে করিলেক গুরু নমস্কার,
প্রণতি করিয়া ভক্তি করিল অপার।
ধ্যানমগ্ন হৈয়া বিপ্র করিল গমন,
বারাণসী ক্ষেত্রেত গেলেন্ত ততক্ষণ।
বারাণসী ক্ষেত্রে গিয়া সেই সাধুমতি,
ব্রহ্ম ভাবি পাইলেক পরম মুকতি।

যেবা পড়ে যেবা শুনে এহিত অধ্যায়,
কর্ম্ম পাশ বিনাশিয়া মুক্তি পদ পায়।
কল্যাণমাণিক্যদেবতনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ভাষা পদবন্দ করি রচিল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

তেজবন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সূত মহামুনি,
সৌনকাদি সম্বোধিয়া বলিলেক পুনি।
শুন মুনিগণ আমি কহি সে কথন,
যজ্ঞমালী সুমালীর কথা বিবরণ।
দেবমালী ব্রাহ্মণের এ দুই তনয়,
তার উপাখ্যান কহি শুন মহাশয়।
দুইর মধ্যেত জ্যেষ্ঠ সুমালী সুমতি,
পিতৃধন বিভাগ করিল শীঘ্রগতি।
সমান করিয়া ধন দুই ভাগে কৈলা,
এক ভাগ ধন তবে কনিষ্ঠেরে দিলা।
সুমালী পাইয়া ধন অসাধু ব্যসন,
অসৎপথে ধন নষ্ট কৈল অনুক্ষণ।
গীত বাদ্য করিয়া করিল মদ্যপান,
নিরন্তর যায় সে যে বেশ্যা সন্নিধান।
এহিরূপে ধন নষ্ট হইল অপার,
তবে করিলেক পর দ্রব্য অপহার।

সেই ধন আনিয়া সে মূঢ় ব্রাহ্মণ,
নিরন্তর করিলেক পরস্ত্রী গমন।
সুমালীর দুষ্ট শীল দেখিয়া সত্বর,
যজ্ঞমালী ভাই তারে বলিল বিস্তর।
এরূপ করসি কেনে পাতক সকল,
আমার কুলেত পাপী তুমি সে কেবল।
হেন মতে নিবারণ করিলা অশেষ,
শুনিয়া সুমালী ক্রোধ হইল বিশেষ।
খড়্গা হস্তে করি তবে অতি ক্রোধ হৈয়া,
ভাইয়েরে কাটিতে চাহে কেশেতে ধরিয়া।
তা দেখিয়া হাহাকার উঠিল নগরে,
বন্ধুবর্গে সুমালীরে বান্ধিল সত্বরে।
তবে যজ্ঞমালী বিপ্র দুঃখ ভাবি মনে,
বিমোহিত হৈল ভ্রাতৃ স্নেহের কারণে।
বন্ধু সকলের স্থানে করিয়া প্রার্থন,
করিলেক সুমালীর বন্ধন মোচন।
দুই ভাগ করি তবে আপনার ধন,
অর্দ্ধেক দিলেক সুমালীরে ততক্ষণ।
সুমালী পাইয়া ধন দুষ্ট বুদ্ধিমান,
চণ্ডাল মূর্খের স্থানে করিলেক দান।
দুর্জ্জনের ধন হয় অসাধুর ভোগ,
যেন নিম্ব ফল কাকে করয়ে সম্ভোগ।

ধনে অহঙ্কার তার হৈল অতিশয়,
যেন সর্প দুগ্ধ পানে বিষ বৃদ্ধি হয়।
চণ্ডাল সদৃশ হৈল সে যে মূঢ়তর,
মদ্য মাংস গোমাংস ভক্ষয়ে নিরন্তর।
প্রতিদিন চণ্ডালিনী করয়ে গমন,
পরিত্যাগ কৈল তারে যত বন্ধুগণ।
অধিকারী জনে তারে বিস্তর মারিল,
তার শেষে সুমালী বনেত প্রবেশিল।
যজ্ঞমালী শুদ্ধ বুদ্ধি ধর্ম্ম পরায়ণ,
দান ধর্ম্ম সাধু সঙ্গ করে অনুক্ষণ।
তড়াগ আরাম যত বাপীর নির্ম্মাণ,
তার পরিষ্কার সেই কৈল পুণ্যবান।
অন্ন জল আদি দান ব্রাহ্মণেরে দিল,
দান করি যজ্ঞমালী ধন শেষ কৈল।
সাধুর ঐশ্বর্য্য সাধু ভোগের কারণ,
কল্প বৃক্ষ ফল ভোগ করে দেবগণ।
ধর্ম্মরূপ যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ,
বিষ্ণু গৃহ পরিচর্য্যা করে অনুক্ষণ।
দুই ভাই বৃদ্ধ ভাব হৈল কত কালে,
দুইর নিধন তবে হৈল এক কালে।
আপনে গোবিন্দ যজ্ঞমালীর কারণ,
পাঠাইল উত্তম বিমান ততক্ষণ।

বিমানেত যজ্ঞমালী আরোহণ করি,
অতি সুখে হর্ষ হৈয়া যায় বিষ্ণুপুরী।
পথে পথে দেবগণে পূজিল বিস্তর,
বহু স্তুতি করিলেক যত মুনিবর।
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব্ব গাহে গীত,
তুলসী মালায় অঙ্গ করিছে ভূষিত।
হেন কালে যমদূতে সুমালী বান্ধিয়া,
যমপুরী উদ্দেশিয়া যায়ন্ত চলিয়া।
যজ্ঞমালী যাইতেছে তাহাকে দেখিল,
আপনার ভাই হেন মনেত ভাবিল।
যমদূতগণে তারে করয়ে তাড়ন,
যজ্ঞমালী দেখিলেক আপনার জন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে যে হইছে পীড়িত,
বন্ধ করিয়াছে পাশে অতি বিপরীত।
বিবস্ত্র শরীর তার করয়ে ক্রন্দন,
আপনার কর্ম্ম ভাবি করে বিলাপন।
তা দেখিয়া যজ্ঞমালী দয়া উপজিল,
জোড়হস্তে বিষ্ণুদূত স্থানে জিজ্ঞাসিল
শুন বিষ্ণুদূত মুই করি নিবেদন,
যমদূতগণে কারে করয়ে তাড়ন।
এতেক শুনিয়া তবে বিষ্ণুদূতগণ,
যজ্ঞমালী সম্বোধিয়া বলিল বচন।

সুমালী এহার নাম অনুজ তোমার,
পাপের কারণে পীড়া পায়ন্ত অপার।
এতেক শুনিয়া যজ্ঞমালী দুঃখমতি,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা এহার কি গতি।
পাপ হোতে কোন রূপ এহার মোচন,
আমা স্থানে কহ বন্ধু তাহার কথন।
সপ্ত পদ করে যদি একত্রে গমন,
বন্ধু হেন তারে বোলে যত মুনিগণ।
তুমি সব বন্ধু মোর জানিয় নিশ্চয়,
এহার উপায় শীঘ্র কহ সদাশয়।
এতেক শুনিয়া দূতে দয়া উপজিল,
ঈষত হাসিয়া তবে কহিতে লাগিল।
শুন শুন যজ্ঞমালী বিষ্ণুপরায়ণ,
এহার উপায় কথা কহি তোমা স্থান।
পূর্ব্ব জন্মে তপ তুমি করিছ বিস্তর,
সেই কথা কহি আমি শুন দ্বিজবর।
পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলা তুমি নামে বিশ্বাম্বর,
বহু পাপ কর্ম্মি ছিলা শুন দ্বিজবর।
মাতৃ পিতৃ বন্ধু তোমা চরিত্র দেখিয়া,
পরিত্যাগ কৈল তোমা মনেতে ভাবিয়া।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া করিলা গমন,
ভাগ্যবশে উত্তরিলা বিষ্ণুর ভবন।

বৃষ্টি হোতে সেই গৃহ আছিল কর্দ্দম,
থাকিবার পরিষ্কার করিল উত্তম।
গৃহ পরিষ্কার করি করিলা লেপন,
সেই রাত্রি ছিলা তুমি বিষ্ণুর ভবন।
প্রভাত সময়ে তোমা ভুজঙ্গে দংশিল,
তোমার নিধন তবে সেই স্থানে হৈল।
সেই পুণ্যে বিপ্র বংশে তোমার জনম,
তাহাতে হইল বিষ্ণু ভকতি উত্তম।
কোটী শত কল্প বিষ্ণু লোকে ত বসতি,
সেই স্থানে জ্ঞান লভি পাইবা মুকতি।
ভাই উদ্ধারিতে যদি করহ বাঞ্ছন,
তাহার উপায় কহি শুন মহাজন।
বিষ্ণুগৃহ লেপনের কিছুমাত্র ফল,
দিয়া পরিত্রাণ কর নিজ সহোদর।
এতেক শুনিয়া যজ্ঞমালী পুণ্যবান,
ভাইর কারণে কিছু পুণ্য দিল দান।
এহি পুণ্য হোতে হৈল সুমালী উদ্ধার,
জন্মার্জ্জিত পাপ যত নাশ হৈল তার।
সুমালীর পাপ যদি অবসান হৈল,
তারে এড়ি যমদূত সব পলাইল।
হেন কালে দিব্য রথ আইল আচম্বিত,
আরোহণ করিলেক হৈয়া হরষিত।

সন্তুষ্ট হইল দুই ব্রাহ্মণ নন্দন,
দুই ভাই পরস্পর কৈল আলিঙ্গন।
দেবগণে দুই জন করিল প্রণতি,
মুনি সকলেহ তবে করিলেক স্তুতি।
গন্ধর্ব্বে করিল তবে অতি দিব্য গান,
এহি রূপে চলি গেল বিষ্ণু সন্নিধান।
বিষ্ণুলোকে গিয়া হৈল বিষ্ণু রূপধর,
বিবিধ প্রকারে ভোগ করিল বিস্তর।
তার শেষে যজ্ঞমালী অতি দিব্য জ্ঞান,
পাইয়া হইল মুক্তি হরি সন্নিধান।
কোটী কোটী শত কল্প দেব পরিমাণে,
সুমালী করিল বাস বিষ্ণুর ভবনে।
তার শেষে হইলেক উত্তম ব্রাহ্মণ,
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ধর্ম্ম পরায়ণ।
অতুল ঐশ্বর্য্য হৈল ভোগের কারণ,
নানামন্ত্রে পূজিলেক দেব নারায়ণ।
ব্রত দান আদি ধর্ম্ম করিলা বিস্তর,
হরিনাম উচ্চারণ করে নিরন্তর।
বারাণসী ক্ষেত্রে তবে করিলা গমন,
তথা বিশ্বেশ্বর সেবা কৈল অনুক্ষণ।
গঙ্গাস্নান করিয়া পূজিলা বিশ্বেশ্বর,
শিব বিষ্ণু পূজা তথা কৈল নিরন্তর।

বারাণসী প্রাপ্তি তার হইল কত কালে
পাইল পরম মুক্তি সে যে অন্তকালে।
বিষ্ণুগৃহ লেপনের মহিমা কথন,
সূতে বোলে কহিলাম শুন মুনিগণ।
তাহা জানি বিষ্ণু পূজা করহ যতনে,
নরকে গমন নাহি শুন মুনিগণে।
কোন্থ রূপে যদি হরি পূজে একবার,
কদাচিত ভব বন্ধ না হয় তাহার।
হরিভক্ত জনেরে যে করয়ে পূজন,
তাহারে প্রসন্ন ব্রহ্মা হয় নারায়ণ।
হরিভক্ত সঙ্গ করে যেই সাধুজন,
তাহার পাতক নষ্ট হয় ততক্ষণ।
হরি পূজে হরি নাম লয় নিরন্তর,
হেন জন যদি হয় মহা পাপিবর।
তথাপিহ পায় সে যে পরম মুকতি,
অল্প বাক্য কহিলাম এহিত সম্প্রতি
গোবিন্দমাণিক্য রাজা ধর্ম্মের শরীর,
ভাষা পদবন্ধ কৈল বৃহন্নারদীর।
সর্ব্বলোকে বুঝিবারে পুরাণের সার,
চৌত্রিশ অধ্যায় এহি হইল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে চতুস্ত্রিংশোধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস শিষ্য মহামুনি স্থত তপোধন,
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলিল বচন।
বিষ্ণুর মহিমা পুনি শুনি মুনিগণ,
বিস্তারিয়া কহি আমি সে সব কথন।
সংসার পাশেত বদ্ধ যেই জন হয়,
হরির স্মরণ মাত্র তাহার উপায়।
না করিছে একবার হরি নমস্কার,
মহাপাপী সেই জন বিদিত সংসার।
কদাচিত না করিব তার আলাপন,
সত্য কথা কহি আমি শুন মুনিগণ।
হরি পূজা বিরহিত যেই ঘর হয়,
শ্মশান সদৃশ সেই জানিহ নিশ্চয়।
গো, ব্রাহ্মণ হিংসা করে হরি পূজাহীন,
যে না মানে বেদ সে যে রাক্ষস প্রবীণ।
দ্বিজ হিংসা করে যেই পাপিষ্ঠ সকল,
তাহার গোবিন্দ পূজা নিশ্চয় বিফল।

পরের নাশের হেতু পূজা যে করয়,
সেই পূজা হোতে আপনার নাশ হয়
হরি পূজা কালে যেই করয়ে পাতক,
নিশ্চয় জানিয় সে যে বিষ্ণুর হিংসক
সর্ব্বলোক হিতকারী শান্ত দয়াময়,
বিষ্ণুর স্বরূপ সে যে জানিয় নিশ্চয়।
কোটী জন্মে করি থাকে যেই পাপগণ
হরি পূজা হোতে নষ্ট হয় ততক্ষণ।
যেই সাধু জনে নিত্য বিষ্ণুকে পূজয়
পাতকের মন তার কদাপি না হয়।
বিষ্ণু ভক্তিহীন যেবা অতি তমোময়,
চণ্ডাল সদৃশ সে যে জানিয় নিশ্চয়।
চণ্ডাল বা যদি হয় বিষ্ণু ভক্তিপর,
নিশ্চয় জানিয় সে যে অতি শ্রেষ্ঠতর।
অজ্ঞান তিমির অন্ধ হয় যেই জন,
তার দুঃখ বিনাশক হরি আরাধন।
ভক্তি মুক্তি লভে সে যে হরি আরাধনে,
নিস্তার করেন তারে দেব নারায়ণে।
পুত্র ভাবে পূজা কিবা অজ্ঞানের ভাবে,
তাহাকে না লজ্যে ভব সাগরের তাপে।
অক্ষয় উত্তম পদ লভে সেই নর,
আপনে দেয়স্ত তারে দেব দামোদর।

বিষ্ণু পাদোদক বিন্দু ধরে যেই জন,
সর্ব্ব তীর্থ স্নান সে যে করিল তখন।
তাহারে সন্তুষ্ট হয় দেব জগন্নাথ,
পাদোদকে করে সবে পাতক নিপাত।
অকালে না হয় মৃত্যু শুন মুনিগণ,
পাদোদকে সব ব্যাধি হয় বিনাশন।
তেজোময় পূর্ণব্রহ্ম দেব দামোদর,
ভক্তিভাবে তান পূজা করে যেই নর।
নিশ্চয় তাহার হয় পরম মুকতি,
আপনে কয়েন হরি জগতের পতি।
সর্ব্ব জ্ঞানী সূত মুনি যতন করিয়া,
কহিতে লাগিল মুনিগণ সম্বোধিয়া।
এক ইতিহাস কহি শুন মুনিগণ,
শুনিলে কৌতুক বড় জন্মিব এখন।
পূর্ব্বে সত্যযুগে এক আছিল পামর,
কণিক নামে ব্যাধ এক মহা পাপিবর।
পরদার পর দ্রব্য করয়ে হরণ,
পর পীড়া জন্তু পীড়া করে অনুক্ষণ।
কোটী কোটী গো, ব্রাহ্মণ ঘাতন করিল,
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর সে মূঢ়ে হরিল।
হেন মতে মহাপাপ করিল অপার,
কোটী বৎসরেহ নারি তাকে কহিবার।

লোক মুখে শুনিলেক সেই পাপিবর,
সৌবীর রাজার আছে উত্তম নগর।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিব্য নারীয়ে বেষ্টিত,
নির্ম্মল সলিলে সরোবর বিভূষিত।
অতি দিব্য স্থল দেব পুরীর সমান,
সেই স্থলে গেল তবে দুষ্টবুদ্ধিমান।
তথাতে দেখিল এক বিষ্ণুর আলয়,
সুবর্ণ কলস তাতে অতি শোভাময়।
এতেক দেখিয়া তার চিত্তে ইর্ষ হৈল,
সোণা চুরী করিবারে মনেত ভাবিল।
এতেক ভাবিয়া গেল তার সন্নিহিত,
গৃহেত দেখিল এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
তত্ত্ব জ্ঞানী শান্ত বিষ্ণু পরিচর্য্যাপর,
উতঙ্ক তাহার নাম তপস্যা সাগর।
গৃহেত একাকী সে যে কামনা বিহীন,
দয়াশীল তেজবন্ত ধ্যানেত প্রবীণ।
তাহাকে দেখিয়া ব্যাধ চিন্তিল অপার,
তার হেতু না পারিমু চুরি করিবার।
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ মন স্থির কৈল,
উতঙ্কেরে মারিবারে উদ্যম করিল।
এক পদ দিল তার বক্ষের উপর,
এক হস্তে কেশে তার ধরিল সত্বর।

আর হাতে খড়্গ লৈল মারিতে কারণ,
তা দেখি উতঙ্ক দ্বিজে কহিল কথন।
শুন শুন সাধু তুমি আমার বচন,
বিনা অপরাধে কেন মার অকারণ।
অপরাধ যদি বা করয়ে দুষ্ট নরে,
কদাচিত শাস্তি তারে সাধুয়ে না করে।
অত্যন্ত পাপিষ্ঠ কিবা মহা দুষ্টগণ,
নিরর্থক তারে হিংসা না করে সুজন।
দুষ্ট মুর্খজন যদি হয় গুণবান,
তারে হিংসা না করয়ে সাধু শান্তিমান।
করয়ে অত্যন্ত পীড়া যেই দুষ্ট মতি,
তারে হিংসা না করে যে হয় সাধুমতি।
উত্তম পুরুষ তারে বলে মুনিবরে,
তাহারে সন্তুষ্ট হরি দেব দামোদরে।
বিনাশ কালেহ সাধু না করে হিংসন,
তাহার উপমা কহি শুন মুনিগণ।
চন্দন তরুর ছেদ করয়ে কুঠারে,
সেই কুঠারেত গন্ধ সুগন্ধি যে করে।
বিবিধ মহিমা অতি আশ্চর্য্য কথন,
নিরর্থক হয় কেনে অত্যন্ত পীড়ন।
সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জ্জিত হয় যেই নর,
তারেহ করয়ে পীড়া পাপিষ্ঠ পামর।

আশ্চর্য্য দেখিনু হেন খলের চরিত্র,
নিরর্থক পীড়া করে অতি বিপরীত।
সাধুরে করয়ে পীড়া পূজে অসাধুরে,
খলের প্রকৃত এহি কহিল তোমারে।
তৃণ খায় বনে থাকে হরিণ শূকর,
তাহারে করয়ে হিংসা ব্যাধ ঘোরতর।
জল মাত্র ভক্ষ করি জলে থাকে মীন,
তাহারে করয়ে হিংসা কৈবর্ত্ত প্রবীণ।
থাকয়ে সন্তোষ চিত্তে অতি সাধু জন,
করয়ে তাহারে হিংসা খলে অকারণ।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহামায়ার প্রকৃতি,
করয়ে সকল মোহ অসাধুর মতি।
পুত্র মিত্র ভার্য্যার লাগিয়া বহুতর,
মায়ায় সকল মোহ করে নিরন্তর।
পর দ্রব্য অপহার নিরন্তর করে,
ভার্য্যা পুত্র পোষণ করয়ে মূঢ় নরে।
অন্তকালে সেই ভার্য্যা ছাড়িয়া সত্বর,
আপনে গমন করে যমের গোচর।
মাতা পিতা পুত্র ভার্য্যা বান্ধব আমার,
এহিরূপে বৃথা করে মমতা অপার।
যতকাল উপার্জ্জন করিবারে পারে,
তত কাল পুত্র, ভার্য্যা স্বামী হেন বোে

ইহলোকে পরলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সার,
সুখ দুঃখ হেতু দুই জানিহ সংসার।
বিবিধ প্রকার করি উপার্জ্জিত ধনে,
পুত্র ভার্য্যা বন্ধুগণ পোষে সাধু জনে।
হোম করি ঘৃত অন্ন ভোজন করয়,
সেহ ত মরণ কালে সঙ্গে নাহি যায়।
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ না যায় সহিত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম যায় পুনি জানিহ নিশ্চিত।
পাপিষ্ঠের অভিলাষ বাড়ে নিরন্তর,
সুজনের অভিলাষ হয় দূরতর।
জ্ঞানহীন জনে ধন উপার্জ্জন লাগি,
বৃথা লোক পীড়া করে হয় পাপভাগী।
কোটী গ্রন্থে যেই কথা কহিছে সকল,
এক বাক্যে কহি তারে হৈয়া অবিকল।
যেখানি না হৈব, পুনি না হয় নিশ্চয়,
যেখানি হইব, হয় নাহিক সংশয়।
এহিরূপ বুদ্ধিমন্ত হয় যেই জন,
কদাপি না করে সে সে পরের পীড়ন।
স্থাবর জঙ্গম সব দৈবের অধীন,
দৈব বিনে মৃত্যু না জানিহ কোহ্নু দিন।
যে অর্থ হইব হেন থাকয়ে নিশ্চয়,
যথা তথা থাকিলেহ সেই অর্থ হয়।

তাহা না জানিয়া লোকে করয়ে প্রয়াস,
এহিত আশ্চর্য্য মহামায়ার প্রকাশ।
পাপ কর্ম্ম করি ধন অর্জ্জন করিয়া,
পুত্র পত্নী পোষ করে বহু যত্ন হৈয়া।
সে সকলে সুখ ভোগ করে নিরন্তর,
আপনে পাতক ভোগ করে ঘোরতর।
উতঙ্কে কহিল যদি এতেক সকল,
কণিক ব্যাধের মনে হইল বিকল।
হস্ত হোতে খড়্গ তবে ফেলাইয়া দূর,
উতঙ্কেরে করিলেক স্তবন বহুল।
মোর গুরু হও তুমি শুন দ্বিজবর,
অপরাধ ক্ষমা কর দয়ার সাগর।
মুই পাপী করিয়াছি পাপ অতিশয়,
তোমা দরশনে নষ্ট হৈল পাপচয়।
কোন্ জন্মে কিবা গতি হইব আমার,
কাহার স্মরণ লৈমু কিরূপে নিস্তার।
পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছি পাপ বহুতর,
সেই পাপে হইয়াছি ব্যাধ কলেবর।
ই জন্মেহ পাপ আমি করিছি অপার,
না করিলুঁ কদাচিত তার প্রতিকার।
আমার মরণ হৈব অতি শীঘ্রগতি,
সত্বরে উপায় কহ তুমি মহামতি।

পাপী করি স্থজিলেক বিধাতা আমারে,
পৃথিবীর ভার আমি বিদিত সংসারে।
এহি সব পাপ ভোগ করিয়া অপার,
কত জন্মে হইবেক আমার নিস্তার।
এতেক কহিয়া সেই ব্যাধ মহাশয়,
আপন নিন্দায় হৈল সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
মনেত চিন্তিতে সেই বিষ্ণুর ভবনে,
কণিক ব্যাধের মৃত্যু হৈল ততক্ষণে।
এসব দেখিয়া তবে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ,
বিষ্ণু পাদোদক দিয়া করিল সেচন।
বিষ্ণু পাদোদকে সর্ব্ব পাপ নষ্ট কৈল,
ততক্ষণে দিব্য এক শরীর লভিল।
হর্ষযুক্ত হৈয়া তবে সেই মহাজন,
উতঙ্কেরে বলিলেক বিনয় বচন।
আমার পরম গুরু তুমি সে নিশ্চয়,
তোমার প্রসাদে নষ্ট হৈল পাপচয়।
তোমা উপদেশে তাপ হইল আমার,
সেই তাপে নষ্ট হৈল পাতক অপার।
বিষ্ণু পাদোদক তুমি করিলা সেচন,
বিষ্ণুপদে করাইলা আমার গমন।
অতি শ্রেষ্ঠ গুরু তুমি কৈলা উপদেশ,
কৃতার্থ করিলা তুমি আমারে বিশেষ।

এ বলি প্রণাম কৈল ভক্তি অতিশয়,
অপরাধ ক্ষমা কর শুন দয়াময়।
মুনি স্থানে এহিরূপ কহিতে বিস্তর,
স্বর্গ হৈতে এক রথ আইল সত্বর।
তিন প্রদক্ষিণ তবে মুনিরে করিল,
নমস্কার করি তবে রথ আরোহিল।
হেন মতে উতঙ্কেরে স্তবিয়া বিস্তর,
পুষ্প বৃষ্টি করিলেক তাহার উপর।
সেই ত বিমানে ব্যাধ করি আরোহণ,
অতি সুখে বিষ্ণুলোকে করিল গমন।
তা দেখিয়া উতঙ্কের হইল বিস্ময়,
বিষ্ণুরে করিল স্তুতি ভক্তি অতিশয়।
স্তুতিয়ে প্রসন্ন হৈয়া দেব ভগবান,
উতঙ্কেরে করিলা বাঞ্ছিত বর দান।
লভিয়া অভীষ্ট বর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ,
বিষ্ণুর পরম পদে করিল গমন।
নৃপতি কল্যাণদেব তনয় প্রধান,
গোবিন্দমাণিক্য দেব মহা পুণ্যবান।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
করিল পাঁচালী তবে লোকে বুঝিবার
পঁয়ত্রিশ অধ্যায় যদি হৈল সমাধান,
তার শেষ কথা কহি কর অবধান।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নৈমিষ কাননবাসী যত মুনিগণে,
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলা সূত স্থানে।
উতঙ্ক কাহার নাম কেমন ব্রাহ্মণ,
কিরূপে প্রসন্ন তারে হৈল নারায়ণ।
এতেক শুনিয়া তবে সূত মুনিবর,
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
শুন মুনিগণ জিজ্ঞাসিলা যে কথন,
বিস্তারিয়া কহি সে সকল বিবরণ।
হরি ধ্যানপরায়ণ উতঙ্ক ব্রাহ্মণ,
সাক্ষাতে দেখিয়া হরি করিল স্তবন।
প্রণমহুঁ নারায়ণ অনাদি নিধন,
আদি দেব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী তেজোময়,
সংসার স্বরূপ হরি জগত আশ্রয়।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় যাহার স্মরণে,
যার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা জন্মিলা আপনে।

যার ক্রোধ হোতে হৈল শিবের জনম,
তাঙ্কে নমস্কার করি হইয়া সংযম।
অতি মহা বীর্য্যবন্ত জগত কারণ,
লক্ষ্মীপতি তেজোময় কমল লোচন।
পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু বেদান্ত গোচর,
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা জ্ঞান রূপ ধর।
অচ্যুত অনন্ত হরি গুণ জাতিহীন,
দয়ার সাগর প্রভু জ্ঞানে ত প্রবীণ।
স্মরণ লইলে দুঃখ কর নিবারণ,
প্রসন্ন হইয়া বর দেও নারায়ণ।
মায়াহীন দেব তুমি জ্ঞান অগোচর,
সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম তুমি অতি মহত্তর।
পরম নির্ম্মল তোমা দেখে যোগিগণে,
তুমি বিনে কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ নাহি ব্যাপিছ সংসার,
একই সুবর্ণে যেন ভিন্ন অলঙ্কার।
যাহার মায়ায় লোক হৈয়া অচেতন,
প্রসিদ্ধ আত্মার নাহি পায় দরশন।
সেই মায়া পরিত্যাগ হৈলে ততক্ষণ,
সকলে ত পরিপূর্ণ দেখে নারায়ণ।
নিরঞ্জন নিরাকার অজর অমর,
গুণহীন গুণময় তেজ রূপ ধর।

জগত প্রকাশ হেতু জগত কারণ,
চৈতন্তের হেতু চিত্তরূপ সনাতন।
বাসুদেব নিরাধার জগত আধার,
ভক্তিভাবে তাঙ্কে আমি করি নমস্কার।
চিত্ত মধ্যে ভাবে যারে মহাযোগিগণ,
তাঙ্কে নমস্কার করি যোগের কারণ।
নাদ বিন্দু কণা বীজ যাহার স্বরূপ,
তাঙ্কে নমস্কার করি প্রণবের রূপ।
জগতের সাক্ষী প্রভু বাক্য অগোচর,
প্রণমহুঁ নারায়ণ তীক্ষ্ণ চক্রধর।
মন বুদ্ধি আদি করি ইন্দ্রিয় সকল,
সত্ব রজ তম আর যার তেজবল।
অবিদ্যা স্বরূপ বিষ্ণু বিদ্যা অনুপম,
জগত ব্যাপক হরি পুরুষ উত্তম।
সংসারের ধাতা প্রভু অনাদি নিধন,
বরদ বরণ্য বর প্রভু সনাতন।
পুরাণ পুরুষ হরি দেব জনার্দ্দন,
তাহানে প্রণাম করি হৈয়া একমন।
যার পাদপদ্মে হৈল গঙ্গার জনম,
যার পদ ধূলি হোতে সিদ্ধি অনুপাম।
যার নামে দুষ্ট কর্ম্ম নিবারণ হয়,
ভক্তিভাবে সেই দেব করিয়ে প্রণয়।

অশান্ত পরম শান্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর,
সর্ব্বত্রে ত পরিপূর্ণ দেব গদাধর।
সূক্ষ্ম হোতে অতি সূক্ষ্ম তেজ প্রকাশিত,
হৃদয় কমলাবাসু করন্ত যে নিত্য।
কর্ম্ম যোগে জানে যেবা কর্ম্ম পরায়ণ,
সেই সে ভজিতে পারে দেব নারায়ণ।
জ্ঞান যোগে যোগিগণে ভাবয়ে যাহারে,
যেই দেব সকলের পূজিত সংসারে।
পূজ্য অতি পূজ্য শান্ত যেই নারায়ণ,
তাহ্নে নমস্কার করি হৈয়া একমন।
পাণ্ডিতেহ নাহি জানে তাহান মহিমা,
সকল ব্যাপক হরি কিবা তান সীমা।
অনন্ত অব্যয় প্রভু দেবের প্রধান,
হৃদিতে করিব তানে জীব হেন জ্ঞান।
অবিদ্যা বিরহ কালে পরমাত্মা নাম,
সর্ব্বরূপ সর্ব্ব হেতু এক অনুপাম।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা অজয় অমর,
সর্ব্বজ্ঞান দেবময় দেব চক্রধর।
বাক্য মন অগোচর অনন্ত শকতি,
তাহানে ভজিয়ে আমি করিয়া প্রণতি।
ইন্দ্র অগ্নি যম বায়ু সহস্র কিরণ,
অসুর (?) বরুণ চন্দ্র আদি দেবগণ।

এহিরূপে করে যেই সংসার পালন,
তাহ্নে নমস্কার করি হৈয়া একমন।
সহস্র মস্তক আর সহস্র চরণ,
সহস্রেক ভুজ আর সহস্র লোচন।
জ্ঞানরূপ পরিপূর্ণ উগ্র বীর্য্যধর,
আত্মাময় মানময় মন অগোচর।
গুণহীন গুণময় গুণের নিধান,
কামহীন কামময় কামদাতা জ্ঞান।
কলা কাষ্ঠা আদি কাল বিভাগ করিয়া,
পূজন করয়ে যেবা এক মন হৈয়া।
দরিদ্র ঐশ্বর্য্যবন্ত যেই দয়াময়,
তাহানে প্রণাম করি ভক্তি অতিশয়।
নিরঞ্জন নিরাকার আত্মারূপধর,
কি রূপে স্তবিব আমি পাপিষ্ঠ পামর।
হীন জ্ঞানী আছে কেবা আমা সমতুল,
সংসার সাগরে মগ্ন মায়াতে আকুল।
লজ্জাহীন দয়াহীন অতি পাপিবর,
আমারে উদ্ধার কর দেব দামোদর।
মায়াপাশে বন্ধ মুই আচার বিহীম,
অপকীর্ত্তি খলযুক্ত পাতকী প্রবীণ।
দয়ার সাগর তুমি কর পরিত্রাণ,
স্মরণ লইমু মুই দেও ভাল জ্ঞান।

এতেক স্তবিল যদি উতঙ্ক ব্রাহ্মণ,
স্তুতি শুনি তুষ্ট হৈলা দেব নারায়ণ।
জগত ঈশ্বর হরি প্রসন্ন হইলা,
উতঙ্ক সমুখে আসি দরশন দিলা
অতসী কুসুম বর্ণ পঙ্কজ লোচন,
কোমল তুলসী দলে ভূষিত চরণ।
কিরীটী কুণ্ডল হার কেয়ূর শোভিত,
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি যজ্ঞ উপবিত।
নাসিকাতে দিব্য মুক্তা তেজ প্রকাশিত
পীতাম্বর বনমালা গলেত শোভিত।
কিঙ্কিণী নূপুর ধ্বজ গরুড় বাহন,
দেখিয়া মোহিত হৈল উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবত হৈয়া বিপ্র পড়িল ভূমিত,
হর্ষজলে হরিপদ হইল ভূষিত।
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব নারায়ণ,
হেন বাক্য বার বার বলিলা ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া এহেন বাক্য দেব চক্রধর,
দুই হাতে ধরিয়া তুলিল দ্বিজবর।
আলিঙ্গন করিলেন দেব নারায়ণ,
বর মাগ বলিলেক প্রসন্ন বদন।
বিষ্ণুর বচন শুনি উতঙ্ক ব্রাহ্মণ,
প্রণাম করিয়া পুনি বলিল বচন।

তুমি প্রভু নারায়ণ পরম কারণ,
অন্তবরে কার্য্য নাহি তোমার গোচর।
জন্মে জন্মে ভক্তি হৌক তোমার চরণে,
এহি বর দেও মোরে প্রভু নারায়ণে।
কীট পক্ষী মৃগ সর্প রাক্ষস অধম,
যে যোনিতে হয় প্রভু আমার জনম।
তথাপি অচল ভক্তি তোমার চরণে,
হউক কেবল মোর শুন নারায়ণে।
এতেক শুনিয়া তবে দেব গদাধর,
এবমস্তু বলিয়া দ্বিজেরে দিলা বর।
নিজ হস্তে গোবিন্দে দ্বিজেরে পরশিল,
যোগীর দুর্লভ জ্ঞান তৎক্ষণে দিল।
জ্ঞান পাইয়া উতঙ্ক যে হরিষ অপার,
বিষ্ণুরে স্তবন পুনি কৈল বার বার।
উতঙ্কের শিরে হস্ত দিয়া ভগবান,
পুনর্ব্বার কহিলেন উতঙ্কের স্থান।
কর্ম্মযোগে কর তুমি আমা আরাধন,
অন্তে দিব্য স্থানে তুমি করিবা গমন।
তোমার স্তবন এহি পড়ে যেই জনে,
ভক্তি মুক্তি লাভ সে যে পায় তৎক্ষণে।
এতেক বলিয়া হরি অন্তর্ধান হৈল,
নারায়ণস্থান তবে উতঙ্কে পাইল।

মুনিগণ স্থানে সূত কহেন কথন,
এহা জানি ভক্তি ভাবে পূজ জনার্দ্দন।
হরিরে পূজয়ে যেবা করয়ে স্মরণ,
মুক্তি দেন আত্মারে আপনি নারায়ণ।
ভক্তি মুক্তি ফল বাঞ্ছা করে যেই নরে,
হরি পূজা হরি সেবা যেই জনে করে।
যেবা পড়ে যেবা শুনে এহিত অধ্যায়,
পাপ বিনাশিয়া সে যে মুক্তি পদ পায়।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি,
লোক তরাইতে রাজা করিলেক মতি।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ছত্রিশ অধ্যায় এহি করিল পয়ার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সৌনকাদি সম্বোধিয়া সূত তপোধন,
হরির মহিমা পুনি কহে বিবরণ।
সনৎকুমার স্থানে নারদ কথন,
বিষ্ণুর মহিমা পুনি শুন মুনিগণ।
যেবা পড়ে যেবা শুনে হরির মহিমা,
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় নাহি তার সীমা।
হরি ভক্তি করে নিত্য যেই সাধুজন,
তার পুণ্য নাহি পারি করিতে গণন।
তার সঙ্গ হোতে লভে পরম মুকতি,
ভক্তি ভাবে করি আমি তাহারে প্রণতি।
হরি ভক্তি করে যেবা হরি আরাধন,
দুষ্ট জন যদি হয় সেহ সাধুজন।
তাহারে প্রণাম করি করিয়া যতন,
সংসার সাগরে নৌকা হরির ভজন।
হরি দরশন করে যেবা হরি স্মরে,
সে যে অতি সাধু যেবা হরি ধ্যান করে।

সংসার সাগর হোতে সেহি ত সকল,
উদ্ধার করেন হরি ভকত বৎসল।
খাইতে শুইতে কিবা গমন করিতে,
হরির স্মরণ পুনি করিব তাহাতে।
এমত করয়ে যেবা হরির স্মরণ,
তারে নমস্কার করি শুন মুনিগণ।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য হরিভক্তির মহিমা,
হরি বিনে আর কেহো নাহি জানে সীমা।
হরিতে পরম ভক্তি করে যেই নরে,
যোগীর দুর্ল্লভ ভক্তি সে যে হস্তে ধরে।
সূতে বোলে ইতিহাস শুন মুনিগণ,
হরির মহিমা এক করি বিবরণ।
পূর্ব্বেত আছিল রাজা যজ্ঞধ্বজ নাম,
চন্দ্রবংশে উতপত্তি সর্ব্ব গুণধাম।
নারায়ণপরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধিমান,
ভক্তি ভাবে বিষ্ণু গৃহে করে দীপ দান।
বিষ্ণু গৃহ সংমার্জ্জন করে নিরন্তর,
সর্ব্ব প্রাণিহিতকারী সে যে নৃপবর।
এক কালে রেবা তীরে গিয়া ভাগ্যবান
বিষ্ণুর বিচিত্র গৃহ করিল নির্ম্মাণ।
সেই স্থানে বিষ্ণু গৃহ কৈল সংমার্জ্জন,
দীপ দান করিলেক হৈয়া এক মন।

হরিভক্ত জন শ্রেষ্ঠ হরি পরায়ণ,
দীপ দানে তুষ্ট হৈল দেব নারায়ণ।
বীতি হোত্র নামে ছিল তান পুরোহিত,
হরি নাম জপি ধর্ম্ম করে সমুদিত।
রাজার চরিত্র দেখি হইল বিস্ময়,
রাজা স্থানে জিজ্ঞাসিলা শুন মহাশয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞানী তুমি বিষ্ণুপরায়ণ,
বিষ্ণু ভক্ত নাই কেহো তোমার তুলন।
বিষ্ণু গৃহ সংমার্জ্জন করে দীপ দান,
তাহার বিশেষ ফল কহ আমা স্থান।
প্রদীপেত তৈল দেও দশীর বর্দ্ধন,
এহি সব কর্ম্ম কর করিয়া যতন।
বিষ্ণু প্রীতি হেতু কর্ম্ম আছয়ে বিশেষ,
তথাপিহ এহি কর্ম্ম করহ অশেষ।
শুনিবারে ইচ্ছা করি ই কথার ফল,
বিবেচিয়া কহ রাজা পরম বৎসল।
পুরোহিত বাক্য শুনি সে যে নরপতি,
যোড় হস্ত করি কহে করিয়া প্রণতি।
যে জিজ্ঞাসা কৈলা তুমি শুন দ্বিজবর,
এহি কর্ম্ম ফল কহি আমি জাতিস্মর।
পূর্ব্বেত রৈবত নাম এক দ্বিজবর,
সত্যযুগে আছিলেক পাপিষ্ঠ পামর।

অযাজ্য-যাজক খল গ্রামের যাজক,
রসের বিক্রয়কারী নিষ্ঠুর ভাষক।
তান দুষ্ট কর্ম্ম তবে দেখিয়া বিস্তর,
বন্ধুগণে ত্যাগ তানে করিল সত্বর।
ব্যাধিযুক্ত অতি শীর্ণ দরিদ্র দুঃখিত,
ধন হেতু পর্য্যটন করে পৃথিবীত।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানী ধন উপার্জ্জন মনে,
নর্ম্মদার তীরে সে যে গেল ততক্ষণে।
শ্বাস কাসে মগ্ন হৈয়া অতি শীর্ণ হৈলা,
নর্ম্মদার তীরে সে যে প্রাণত্যাগ কৈলা
তান এক ভার্য্যা ছিল নামে বন্ধুমতী,
অতি দুষ্টা হৈলা সে যে অব্যাহত গতি
তাহান গর্ভে ত জন্ম হইল আমার,
চণ্ডাল পামর পাপী পাপে ত প্রচার।
পরদার পরধন করিছি হরণ,
নিরন্তর করিয়াছি পরের পীড়ন।
গো ব্রাহ্মণ মারিয়াছি পশু পক্ষী আন,
সোণা চুরি করিয়াছি সুমেরু সমান।
মদ্যপান পরনিন্দা করিছি বিস্তর,
আমার সমান পাপী না আছিল নর।
একদিন পরনারী রতি করিবার,
রাত্রিযোগে গেল আমি বিষ্ণুর আগার

পূজাহীন সেই গৃহে করিতে শয়ন,
বস্ত্র দিয়া কৈল আমি তাহারে মার্জ্জন।
যত ধূলা দূর আমি কৈল গৃহ হোতে,
তত জন্ম পাপ দূর হৈল সমুদিতে।
প্রদীপ দিলাম তাঁতে সুরত কারণ,
তাহাতে অশেষ পাপ হৈল বিনাশন।
গৃহের রক্ষক তবে আইল ততক্ষণ,
পাপকর্ম্ম দেখি তারা হৈল ক্রোধ মন।
আমা দুই জন ধরি মারিল বিস্তর,
ব্যথায় পীড়িত হৈল শরীর জর্জ্জর।
সেই পীড়া হোতে হৈল দুইর নিধন,
দিব্য এক বিমান আইল ততক্ষণ।
বিমানে ত আরোহিল তনু ত্যাগ করি,
বিষ্ণুলোক পাইল আমি বিষ্ণুরূপ ধরি।
ব্রহ্মকল্প শত শত বৈকুণ্ঠে বসতি,
অতি সুখ করিলাম শুন মহামতি।
তার শেষে তত দিন ব্রহ্মার সহিত,
ব্রহ্মলোকে করিলাম ভোগ সমুদিত।
তত কাল স্বর্গে তবে করিয়া বসতি,
পৃথিবীতে তবে চন্দ্রবংশে ত উৎপত্তি।
সেই পুণ্যে হৈয়া আছে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ,
সর্ব্ব রাজ্য অধিকার কণ্টক বিহীন।

সেই কালে করিয়াছি যেই পুণ্যচয়,
তার ফল কহিলাম শুন মহাশয়।
ভক্তিভাবে যেবা করে কর্ম্ম এ সকল,
কহিবারে নাহি পারি তার যত ফল।
তে কারণে বিষ্ণুগৃহ লেপন কারণ,
বিষ্ণুগৃহে দীপ দিতে করিয়ে যতন।
যেই জনে ইচ্ছা করে পরম মুকতি,
ভক্তিভাবে পূজিবেক জগতের পতি।
অজ্ঞাত করিয়া হেন হইল আমার,
জ্ঞানে যত পুণ্য হয় কি কহিমু আর।
নৃপতির বাক্য শুনি সেই পুরোহিত,
বিষ্ণু পূজা করে নিত্য বিধান উচিত।
মুনিগণ স্থানে সূতে কহেন কথন,
ভক্তিভাবে পূজা কর দেব নারায়ণ।
জ্ঞানে পূজা করে কিবা অজ্ঞানে করয়,
সর্ব্বত্রে সমান তুষ্ট দেব দয়াময়।
ভকত বৎসল হরি জগতের পতি,
তানে যেবা পূজা করে সে পায় মুকতি
ধন জন শরীর যে অনিত্য নিশ্চয়,
মরণ সময় কাল নাহিক নির্ণয়।
বান্ধব অনিত্য হয় মরণ নিশ্চয়,
তাহা জানি কর নিত্য ধর্ম্মের সঞ্চয়।

নারায়ণ পূজা কর হৈয়া এক মন,
বৃথা গর্ব্ব না করিয় মত্তা কারণ।
কোটী কোটী জনমের পুণ্যে অনুপম,
হরিতে ভকতি হয় সাধুর উত্তম।
সুলভ গঙ্গার স্নান অতিথি পূজন,
সুলভ সকল যজ্ঞ আদি ধর্ম্মগণ।
দুর্লভ হরিতে ভক্তি তুলসী সেবন,
সাধু সঙ্গ সর্ব্ব প্রাণী দয়াযুক্ত মন।
লভিছ মনুষ্য জন্ম অতি বড় পুণ্যে,
পাপে অনুরক্ত হৈয়া নষ্ট হও কেনে।
তরিবারে চাহ যদি দুস্তর সাগর,
ভক্তিভাবে হরি পূজা কর নিরন্তর।
বিলম্ব উচিত নহে পূজ ভগবান,
যাবত না যাও যমপুরী সন্নিধান।
মুক্তি যদি ইচ্ছা কর শুন মুনিগণ,
নারায়ণ পূজা কর হৈয়া এক মন।
ভক্তিভাবে হরি পূজা যেই জন করে,
কৃতার্থ হইল সেই জানিব সংসারে।
তার তুল্য পূজা যোগ্য কেবা আছে আর,
তারে নমস্কার আমি করি বারবার।
বিষ্ণু ভক্ত জন সেবা ভোজন করায়,
একবিংশ কুল সঙ্গে মুক্তি পদ পায়।

বিষ্ণু ভক্ত জন স্থানে যেবা করে দান,
তাহারে প্রসন্ন হয় দৈব ভগবান।
বিষ্ণু পূজকের সেবা যে জনে করয়,
একবিংশ কুল সঙ্গে সেই মুক্ত হয়।
কামনা বিহীনে যেবা পূজে হরিহর,
জগত পবিত্র তবে কৈল সেই নর।
যেই স্থানে থাকে বিষ্ণু পূজক সকল,
সকল দেবতা তথা লক্ষ্মী গদাধর।
পূজিত তুলসী থাকে যাহার ভবনে,
সকল কামনা সিদ্ধি লভে সেই জনে।
শালগ্রাম শিলারূপী জগতের পতি,
যাহার গৃহে ত থাকে তাহান বসতি।
কদাচিৎ অনিষ্ট নাহিক তার ঘরে,
এহি কথা সত্য আমি কহিল তোমারে।
শালগ্রাম শিলা বিষ্ণু থাকে যেই স্থান,
তথা তপোবন, তথা তীর্থের সমান।
তাহাতে সন্দেহ নাহি করে বুদ্ধিমান,
গোবিন্দের যেই স্থানে থাকে অধিষ্ঠান।
শালগ্রাম শিলা আর তুলসী কানন,
যেই স্থানে নাহি সেই শ্মশান তুলন।
ধর্ম্ম শাস্ত্র ন্যায় বেদ মীমাংসা পুরাণ,
এহি সব শাস্ত্র রূপী হরি ভগবান।

ভকতি করিয়া অতি যেই সাধু নরে,
গোবিন্দের চারিবার প্রদক্ষিণ করে।
পরম মুকতি লভে সেই সাধুজন,
আর ইতিহাস কহি শুন মুনিগণ।
নারদে কহিল সনৎকুমারের স্থানে,
পাপনাশ হয় যার পঠনে স্মরণে।
পূর্ব্বে বৈবশ্বত মন্বন্তর অনুপাম,
ইন্দ্র সঙ্গে বৃহস্পতি সম্বাদ উত্তম।
এক দিন সভা মধ্যে দেবের ঈশ্বর,
বৃহস্পতি সম্বোধিয়া বলিল উত্তর।
ব্রহ্মার কল্পের অন্তে স্বর্গ কিবা রূপ,
ইন্দ্র বা কি রূপ দেব কেমন স্বরূপ।
তারা সবে কিবা কর্ম্ম করিল চিন্তন,
বিবেচিয়া কহ তুমি জান সে কথন।
ইন্দ্র বাক্য শুনিয়া কহিল বৃহস্পতি,
আমি তাহা নাহি জানি শুন সুরপতি।
পূর্ব্বকালে যেবা কর্ম্ম করিছে অশেষ,
কহিতে না পারি আমি তাহার বিশেষ।
ছয় মনু ব্রহ্মার দিবসে হয় অন্ত,
তারে কহিবারে নারি শুন মতিমন্ত।
সুধর্ম্ম নামেতে আছে এক জ্ঞানী জন,
তাহার গোচরে আছে সে সব কথন।

এত শুনি দেবরাজে লৈয়া দেবগণ,
বৃহস্পতি সঙ্গে করি করিল গমন।
সুধর্ম্মের স্থানে যদি গেলা পুরন্দর,
সুধর্ম্মে করিল তানে সৎকার বিস্তর।
তথাতে বসিয়া ইন্দ্র দেবতা সহিত,
সুধর্ম্মেত জিজ্ঞাসিল মনের বাঞ্ছিত।
তোমার দেখিল এহি ঐশ্বর্য্য অপার,
কীর্ত্তি যশ তেজ তুমি অধিক আমার॥
তীর্থ স্নানে কিবা তপে কিবা যজ্ঞ দানে
এরূপ হইয়া আছ কহ আমা স্থানে।
ব্রহ্মার কল্পের অন্তে বৃত্তান্ত অশেষ,
সকল জানহ তুমি কহত বিশেষ।
কিরূপ আছিল ইন্দ্র আদি দেবগণ,
বিবেচিয়া আমা স্থানে কহ তপোধন।
ইন্দ্র বাক্য শুনিয়া সুধর্ম্ম মহামতি,
কহিতে লাগিল পূর্ব্বে আছিলেক যতি।
শুন দেবরাজ আমি কহি সে কথন,
যেরূপ আছিল পূর্ব্বে ইন্দ্র দেবগণ।
চারি যুগ সহস্রেত ব্রহ্মার বাসর,
সেই দিনে হয় তবে চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ ইন্দ্র তাতে বহু বিধি দেবগণ,
বিবেচিয়া কহি শুন তাহার কথন।

মন্বন্তর নাম শুন দেব পুরন্দর,
যে যে মন্বন্তরে যে ছিল নরবর।
প্রথমেত স্বায়ম্ভুব নামে মন্বন্তর,
স্বারোচিস মন্বন্তরে শুন পুরন্দর।
উত্তম তামস আর নামেত রৈবত,
চক্ষুরাখ্য নাম আর মনু বৈবস্বত।
সূর্য্য সাবর্ণিক মনু হয়েত অষ্টম,
দক্ষ সাবর্ণিক মনু তাহার নবম।
ব্রহ্ম সাবর্ণিক মনু দশম তাহার,
ধর্ম্ম সাবর্ণিক তবে বিদিত সংসার।
রুদ্র সাবর্ণিক মনু তাহার অন্তর,
রোচমান মনু তবে শুন পুরন্দর।
ভোত্য নাম চতুর্দ্দশ মন্বন্তর শেষ,
কহিলাম এহি চৌদ্দ মনু উপদেশ।
তাহাতে যে রূপ ইন্দ্র আদি দেবগণ,
তার নাম কহি আমি শুন দিয়া মন।
স্বায়ম্ভু বৈজাম (?) হেন নাম দেবতার
ইন্দ্রের আছিল নাম শচীপতি সার।
স্বারোচিস বিবরণ শুন মহাজন,
পারাবত সন্তবিত নামে দেবগণ।
বিপশ্চিত্ত নামে ছিল দেবতার পতি,
তৃতীয় মন্বন্তর কথা শুন মহামতি।

ইন্দ্রের আছিল তথা শান্তি হেন নাম,
দেবতার নাম কহি শুন অনুপাম।
স্বধা নাম সত্যশীল আর প্রতর্দ্দন,
এহি নাম আছিলেক তাতে দেবগণ।
শিব নাম চতুর্থেত দেবতার রাজ,
ঋভু হরি সত্য স্বধি দেবতা সমাজ।
পঞ্চমে আছিল ইন্দ্র ঋভু নাম ধর,
অমিতাভ নাম দেব সেই মন্বন্তর।
ষষ্ঠেত আছিল ইন্দ্র মনোজব নাম,
সূর্য্যাদি দেবতাগণ তাতে অনুপাম।
বৈবস্বতে ইন্দ্র ছিলা নাম পুরন্দর,
দেবতা আছিল বসুমিত্র নাম ধর।
অষ্টমেত স্বতপাদি নামে দেবগণ,
বলি, ইন্দ্র, হৈল বিষ্ণু পূজার কারণ
নবমে পরান্ব নাম দেবতা অশেষ,
অদ্ভুত নামে ইন্দ্র আছিল বিশেষ।
দশমেত শান্তি নামে দেবের ঈশ্বর,
সবামুন নাম দেব সেই মন্বন্তর।
একাদশে বিহঙ্গম নামে দেবগণ,
বৃষ নামে আছিলেক দেবের রাজন।
দ্বাদশেত দেব ছিল হরিত যে নাম,
ঋভু নামে ইন্দ্র ছিল অতি অনুপাম।

ত্রয়োদশে সুত্রামাদি দেবতা সমাজ,
দিবস্পতি নামে ছিল দেবতার রাজ।
চতুর্দ্দশে ইন্দ্র ছিলা শুচি নাম ধর,
চাক্ষুষাদি নামে দেব সেই মন্বন্তর।
ব্রহ্মার এক দিনে এতেক সকল,
নিজ অধিকার ভোগ করে অবিকল।
আর কথা কহি আমি শুন সুরপতি,
কত ব্রহ্মা সংখ্যা তার শুন মহামতি।
এহি আমি বিষ্ণু লোকে বসতি করিতে,
যত ব্রহ্মা হইয়াছে সম্প্রতি অতীতে।
সর্ব্ব সংখ্যা কহিবারে না ধরি শকতি,
স্বর্গবাস কাল কহি শুন মহামতি।
চারি মন্বন্তর ভোগ করিছি বিশেষ,
কোটী শত যুগ আছে তার অবশেষ।
তার শেষে কর্ম্ম ভূমি হইব জনম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এহি শুন অনুপম।
আমার পূর্ব্বের কথা শুন সুরপতি,
তোমার সাক্ষাতে কহিয়ে সম্প্রতি।
পূর্ব্বে আছিলাম আমি গৃধ্র পক্ষী জাতি,
পৃথিবীতে আছিলেক আমার বসতি।
অপকৃষ্ট মাংস ভক্ষ্য ছিল অনুক্ষণ,
অভক্ষ্য আছিল নিত্য আমার ভোজন।

একদিন গেল আমি ভক্ষণ করিতে,
পড়িলাম গিয়ে কিছু গৃহের চালেতে।
আমা দেখি ব্যাধ এক সত্বরে আইল,
এক অস্ত্র এড়ি তবে আমারে মারিল।
চাল হোতে মৃত্তিকাতে পড়িল যখন,
কুকুরে আসিয়া আমা বধিল জীবন।
কিছুমাত্র প্রাণ আছে মোর কলেবর,
নীয়ে মুখেত করি চলিল সত্বর।
হেনকালে আর এক শুন আইল ধাইয়
সই শুন ধাইলেক আমারে লইয়া।
গৃহ চতুর্দ্দিগে তবে ভ্রমণ করিল,
সেইত ভ্রমণ হোতে প্রদক্ষিণ হৈল।
সেই প্রদক্ষিণে তুষ্ট হৈল দামোদর,
আমারে দিলেন মোক্ষ দেব গদাধর।
সেই পুণ্যে আমার হইল দিব্য গতি,
কুক্কুরেহ লভিলেক পরম মুকতি।
প্রদক্ষিণ রূপে আমি করিয়া ভ্রমণ,
এই রূপ হইয়াছি শুন দিয়া মন।
যেই জনে ভক্তি করি পূজে নারায়ণ,
তারে পূজা করে ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
এত শুনি দেবরাজে অতি তুষ্ট হৈল,
ভক্তি ভাবে নিরন্তর হরিরে পূজিল।

অদ্যাপিও বাঞ্ছা করে যত দেবগণ,
ভারতে জন্মিয়া পূজিবারে জনার্দ্দন।
হরিরে স্মরণ যেবা সতত করয়,
সংসারের বন্ধ হোতে সে যে মুক্ত হয়।
যেই জনে সাধু সঙ্গে করয়ে বসতি,
সে জনে নিশ্চয় পায় পরম মুকতি।
বিষ্ণু পূজা করে যেবা কামনা রহিত,
পরম মুকতি সে যে লভে সুনিশ্চিত।
হরি পুজা করে যেবা হরি ধ্যান করে,
হরির স্মরণ যেবা করে সাধু নরে।
তাহার অশেষ পাপ সব নষ্ট হয়,
পুনর্ব্বার জন্ম তার নাহিত নিশ্চয়।
যেই জনে হরি পদ সেবে নিরন্তর,
হরি ধ্যান করে মনে যেই সাধু নর।
তার সঙ্গে আলাপন আর সম্ভাষণ,
সেই ত দুর্ল্লভ কর্ম্ম শুন মুনিগণ।
তার সঙ্গ হোতে সব পাপ নষ্ট হয়,
হরি সে পরম পদ জানিয় নিশ্চয়।
যে সকল স্থানে থাকে হরিভক্ত জন,
নীচে যেন জল থাকে শুন মুনিগণ।
বন্ধু হরি পূজা হরি হরি পদ গতি,
চৈতন্য কারণ হরি জগতের পতি।

স্বর্গ মোক্ষফল দাতা হরি নারায়ণ,
পূজা কর যদি থাকে মুক্তির বাঞ্ছন।
হরি পূজা করে যেবা কামনা রহিত,
হরিয়ে পূরয় তার মনের বাঞ্ছিত।
যেবা পড়ে যেবা শুনে এহিত অধ্যায়,
সেই জনে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায়।
অল্প বাক্যে বহু বাক্য তোমা সব স্থানে,
হরি পূজা ফল এহি কহিল যতনে।
কল্যাণমাণিক্য দেব তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ভাষা পদবন্দে রাজা করিল প্রচার।

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে সপ্তত্রিংশাধ্যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

তবেত নৈমিষবাসী যত মুনিগণে,
ভক্তিভাবে পুনি জিজ্ঞাসিলা স্থত স্থানে।
তত্ত্বজ্ঞানী স্থত তুমি কহিলা অশেষ,
এখনে শুনিতে ইচ্ছা যুগের বিশেষ।
যুগের লক্ষণ আর যুগ অবস্থান,
সত্য আদি চারি যুগ যতেক প্রমাণ।
এত শুনি স্থত মুনি বড় তুষ্ট হৈল,
সাধু সাধু বলি তবে প্রশংসা করিল।
লোক উপকার হেতু কৈলা সম্বিধান,
যুগ ধর্ম্ম কহি আমি কর অবধান।
যেই মতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি যেই মতে ক্ষয়,
তাহার লক্ষণ কহি শুন সদাশয়।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে কলি অনুপাম,
কহিলাম এহি শুন চারি যুগ নাম।
দ্বাদশ হাজার যুগ দেবতার মানে,
যুগ অনুসারে সন্ধ্যা শুন মুনিগণে।

প্রথমে ত সত্যযুগ অতি অনুপাম,
তার শেষে হয় জান ত্রেতাযুগ নাম।
তার অবশেষে যুগ হয় ত দ্বাপর,
শেষে কলিযুগ জান অতি ভয়ঙ্কর।
যুগ ব্যবহার এবে শুন মুনিগণ,
প্রথমে কহিব সত্যযুগ বিবরণ।
দেবতা দানব আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
রাক্ষস পিশাচ যক্ষ আর নাগবর।
দেবের সমান ছিল যত প্রাণিগণ,
অতি হৃষ্ট পুষ্ট সব ধর্ম্মপরায়ণ।
ক্রয় আব বিক্রয় যে বেদের বিভাগ,
সত্যযুগে না আছিল শুন মহাভাগ।
দ্বিজ আদি চারি জাতি আচারে তৎপর,
সর্ব্বদা ধ্যানেতে রত নারায়ণ পর।
কাম আদি ত্যজি সব সাধু সমসর,
আশ্রম আচার করে নহে নষ্টতর।
সদা সত্য বাক্য কহে ধর্ম্মপরায়ণ,
বেদ পাঠ রত সব শাস্ত্র বিচক্ষণ।
চারি জাতি যার যেই আশ্রম আচার,
কহিলাম এহি সত্য যুগ ব্যবহার।
সত্যযুগে শুক্ল বর্ণ হয়েন নারায়ণ,
সাবধানে শুন ত্রেতা যুগ বিবরণ।

তিন পাদ ধর্ম্ম তাতে শুন মুনিগণ,
রক্ত বর্ণ হরি তাতে করে আরাধন।
সত্য ধর্ম্ম যজ্ঞ করে যজ্ঞ কর্ম্মবিত,
অল্প দুঃখ মাত্র তাতে কহিল নিশ্চিত।
দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম শুন মুনিগণ,
দুই পাদ ধর্ম্ম তাতে কহি বিবরণ।
পীত বর্ণ নারায়ণ জানিয় তাহাতে,
পরিচর্য্যা আরাধন করে জগন্নাথে।
মধ্যে মধ্যে কত সত্য, কত সত্য হীন,
দ্বিজ আদি চারি বর্ণ রাগেত বিহীন।
কেহ স্বর্গরত কেহ ভোগ পরায়ণ,
যজ্ঞ কর্ম্ম রত ছিল কত বিপ্রগণ।
কেহ ধর্ম্মবন্ত কেহ পাপযুক্ত মতি,
অধর্ম্মেত অভিলাষী কত বিপ্রজাতি।
ধর্ম্মযুক্ত প্রজা কেহ অধর্ম্মেত মন,
অল্প আয়ু হয় কেহ পাপের কারণ।
কলি ব্যবহার কহি শুন মুনিগণ,
এক পাদ ধর্ম্ম তাতে হরি কৃষ্ণ বর্ণ।
তম গুণময় কলি ধর্ম্ম এক পাও,
যোগ অনুসারে হরি কৃষ্ণ বর্ণ গাও।
তাতে যেবা ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করে,
তাহাতে দেখিয়া সব লোক নিন্দা করে।

ব্রত আর আচার যে যজ্ঞ ধ্যান নাশ,
নানাবিধ উপদ্রব অধর্ম্ম প্রকাশ।
পিশুনেতে রত লোক দম্ভাচার পর,
প্রজা সব অল্প আয়ু হইব মৎসর।
এ বলিয়া সূত মুনি নিঃশব্দে রহিল,
পুনরপি ঋষিগণে জিজ্ঞাসা করিল।
যুগ ধর্ম্ম কৈলা মুনি সংক্ষেপ প্রকার,
কলির বৃত্তান্ত কহ করিয়া বিস্তার।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি,
তাহার আচার হৈব কার কোন রীতি।
এত যদি মুনি সবে কহিল বচন,
সূতে বোলে কহি আমি শুন মুনিগণ।
সনৎকুমার স্থানে নারদ কথন,
বিস্তারিয়া কহি আমি সেই বিবরণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হৈব হরি কৃষ্ণ রূপ,
তাতে কলি ঘোরতর পাপের স্বরূপ।
দ্বিজ আদি চারি বর্ণ হৈব ধর্ম্ম হীন,
ঘোর কলিযুগে দ্বিজ হৈব বেদহীন।
পরে জানিবার অর্থে ধর্ম্ম আচরিব,
অহঙ্কার দম্ভ হিংসা অনুরক্ত হৈব।
আপনে পণ্ডিত মানি নির্ব্বিবেক পর,
আপনাকে ধর্ম্ম হেন বলিব বিস্তর।

সর্ব্ব লোক লুব্ধ হৈব অহঙ্কার মতি,
অল্প আয়ু হৈব লোক কলির প্রকৃতি।
অল্প আয়ু হৈব লোক দ্বিজ বিদ্যাহীন,
বিদ্যাশূন্য হৈয়া হৈব অধর্ম্ম প্রবীণ।
ব্যতিক্রমে মরিবেক পাপে রত হৈয়া,
চারিবর্ণ এক হৈব আচার লঙ্ঘিয়া।
কাম ক্রোধ বাড়িবেক হৈব অহঙ্কার,
পরস্পর শত্রুতা করিব নানাকার।
দ্বিজ সব হইবেক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত,
শূদ্র তুল্য হইবেক তপস্যা রহিত।
দয়া ধর্ম্ম হীন তবে হৈব সর্ব্বজন,
উত্তম হইব নীচ, নীচ যে উত্তম।
নৃপতি সকল হৈব লোভযুক্ত মন,
ধন হেতু করিবেক প্রজার পীড়ন।
ঘোর কলিযুগে হৈব অধর্ম্ম প্রচার,
সেই জন রাজা হৈব হস্তী ঘোড়া যার।
শূদ্রের কিঙ্কর হৈয়া যত দ্বিজগণ,
শূদ্রের কিঙ্কর হৈয়া পুষিব জীবন।
বাপেরে হিংসিবে পুত্রে শিষ্যে গুরুজন,
স্বামীরে হিংসিব নারী পাপের কারণ।
লোক সবে দুষ্ট মনে কুকর্ম্ম করিব,
পর অন্নে দ্বিজগণ অতি লুব্ধ হৈব।

ছাগ মেষ দুহিবেক গোধন লক্ষণ,
ভয়ঙ্কর কলিযুগে করিব এমন।
কোদালে খনিয়া ভূমি কৃষি যে করিব,
কলির প্রচারে কৃষি অল্প যে ফলিব।
সুন্দর পুরুষ ইচ্ছা করিবেক নারী,
স্বামীরে করিব পীড়া ধর্ম্ম বিঘ্ন করি।
কলিযুগে পাপ নরে করিব বিস্তর,
বন্ধুজন ধন দেখি হইব তস্কর।
ব্রত হীন হৈব দ্বিজ বেদের নিন্দক,
যজ্ঞ হোম ত্যজি বিপ্র হইব ভণ্ডক।
পরে জানিবার তরে শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ক্রিয়া,
করিবেক দ্বিজগণে দম্ভ আচরিয়া।
অপাত্রে ত নানা দান করিবেক নরে,
দুগ্ধের নিমিত্তে ধেনু রাখিব আদরে।
স্নান শৌচ আদি ক্রিয়া তেজিব ব্রাহ্মণ,
কুবুদ্ধি কুযুক্তি রত হৈব দ্বিজগণ।
অকালে করিব কর্ম্ম বেদ নিন্দা করি,
ধর্ম্মের নিন্দক হৈয়া পূজিবেক হরি।
কদাচিত না করিব বিষ্ণু ভক্তি মন,
দেখিয়া দৈবতা পূজা করিব নিন্দন।
ধন হেতু রাজ ভৃত্যে ব্রাহ্মণে তাড়িব,
ঘোর কলিযুগে জান এমত হইব।

কলির সংযোগে কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ হৈব,
যজ্ঞ বিক্রয় যে ব্রাহ্মণে করিব।
নানা জাতির দান লৈব বিপ্রগণ,
কলির সংযোগে হৈব এমত লক্ষণ।
যুগান্তে হরির নাম কেহ না স্মরিব,
বিধবার গর্ভে তবে অপত্য জন্মিব।
শূদ্রান্ন ভোজন রত হৈব দ্বিজগণ,
ব্রাহ্মণী বিধবা রত হৈব সর্ব্বক্ষণ।
পাষণ্ডি হইব লোক নানা মায়া ছলে,
আশ্রম আচার নিন্দা করিবেক হেলে।
না করিব দ্বিজ সেবা হৈব ধর্ম্ম হীন,
শূদ্র জাতি ধরিবেক সন্ন্যাসীর চিহ্ন।
ধূলিয়ে ধূসর অঙ্গ শিরে জটাভার,
পরিব কষায় বস্ত্র দুরন্ত আচার।
কটু হিংসাযুক্ত শূদ্র হইব অধম,
অধম করিয়া শিক্ষা করিব নিয়ম।
অতিশয় দুষ্টবুদ্ধি হৈয়া শূদ্রগণ,
ধর্ম্মপথ ছাড়ি হৈব তপস্বী লক্ষণ।
খতি খাইয়া জীব লোকে হৈব পাপময়, (১)

(১) মূলে একটী পংক্তি নাই।

বেশ ধরি ব্রাহ্মণের শূদ্র গুরু হৈব,
তিন বর্ণে মহাগুরু তাহাকে মানিব।
বেদ পাঠ ত্যজি বিপ্র গীত বাদ্যে রত,
কলিযুগে সর্ব্ব লোক সুবাক্য গত।
অল্প ধন হৈবে লোক হৈব অহঙ্কারী,
দানে ভার পরদ্রব্য আনিবেক হরি।
প্রতিগ্রহ নিত্য করিবেক দ্বিজগণ,
আপনারে বড় মানিবেক সর্ব্বক্ষণ।
করিব পরের নিন্দা পিশুন বিশেষ,
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা করিব অশেষ।
অশুদ্ধ করিব বাক্য বন্ধুরে নিন্দিব,
ষোড়শ বৎসর দীর্ঘজীবী লোক জীব
ষোল বৎসরের ঊর্দ্ধ জীবন দুষ্কর,
সাত আষ্ট বৎসরে নারী হৈব গর্ভধর
খাইতে পরের ঘরে হৃষ্ট হৈব নর,
আনন্দিত হৈব দ্বিজ পিতৃ নিন্দাপর।
মুখে বলিবেক ধর্ম্ম চিত্ত পাপ আশ,
হরিয়া পরের ধন করিবেক বাস।
আপনার দোষ ঢাকি পরের দূষিব,
মনেত রাখিব মায়া কপট করিব।
ধর্ম্মবন্ত জনেরে করিব তিরস্কার,
ধর্ম্ম কার্য্য নিন্দা সব করিব অপার।

কলিযুগে নৃপাত হইব ম্লেচ্ছ জাতি,
শূদ্র সেবা ব্রাহ্মণে করিব প্রতি নিতি।
দ্বিজ আদি চারি বর্ণ কামাতুর হৈয়া,
যারে যেবা পায় রতি করিব ধরিয়া।
শিশু গুরু পিতা পুত্র ভেদ না থাকিব,
স্বামী ছাড়ি নারী সব জারে রত হৈব।
ব্রাহ্মণ সকলে ধর্ম্ম পথ আচ্ছাদিয়া,
বাণিজ্য করিব সবে পাপে রত হৈয়া।
অনাবৃষ্টি দুঃখে কেহ অকালে মরিব,
ক্ষুধাতুর হৈয়া কেহ জীবন ত্যজিব।
শাক ফল মূল খাইয়া জীব নরগণ,
অনাবৃষ্টি ভয়ে লোক গগনে নয়ন।
অল্প ভাগ্য বহু পুত্র হইব প্রজার,
নারীগণ দোষী হৈব নানা দুঃখ ভার।
পর গৃহে যাইব সদা স্বামী বাক্য হীন,
নানা দোষ দুষ্ট হৈয়া হৈবেক প্রবীণ।
স্বামীরে নিষ্ঠুর বাণী সেবা না করিব,
কলিযুগে নারী সব চঞ্চল হইব।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া করিব অকার্য্য,
কলিতে সকল লোক হইব অনার্য্য।
আপনার কার্য্য সাধিবেক মিত্র হৈয়া,
শির কণ্ডু করিবে দুই হাত দিয়া।

যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব হৈবে ধর্ম্ম হীন,
[illegible] ছাড়ি হৈবে পাপের অধীন।
অধর্ম্ম বাড়িলে হয় অকালে মরণ,
স্ত্রী লোকো নষ্ট হৈবে অধর্ম্ম কারণ।

কলির প্রকৃতি।

কলির প্রকৃতি এহি শুন মুনিগণ,
তাহে কলি হরি ভক্ত না করে পীড়ন।
সত্যযুগে তপ শ্রেষ্ঠ, ত্রেতাযুগে ধ্যান,
দ্বাপরেত জ্ঞান যোগ, কলিযুগে দান।
দশ বর্ষে ধর্ম্ম করি সত্যে যেই ফল,
ত্রেতাযুগে বৎসরেকে হয় সেই ফল।
সেই ফল দ্বাপরেত মাস মধ্যে পায়,
সেই পুণ্য কলিযুগে এক দিনে হয়।
এতেকে কলিরে ধন্য বোলে মুনিবর,
অল্প দুঃখ মহা ফল যাতে পায় নর।
যেই ফল তিন যুগে ধ্যানে যজ্ঞে জ্ঞানে,
কলিযুগে সেই ফল হরির কীর্ত্তনে।

কলির পীড়া নিবারণোপায়।

কলিযুগে করে যেবা হরির পূজন,
রাত্রি দিনে করে যেবা হরির শরণ।

নারায়ণ মন্ত্র যেবা উচ্চারণ করে,
কলিয়ে না করে পীড়া নিশ্চয় তাঁহারে।
ঘোর কলিযুগে যেবা হরি নাম লয়,
কদাচিত তাহার কলিয়ে নাই ভয়।
শিব পূজা শিব নাম যে করে গ্রহণ,
কলিযুগে হয় সে যে শিবের তুলন।
জগত আধার হরি পরমাত্মা রূপ,
সকল ব্যাপক হরি অনিত্য স্বরূপ।
তাহান শরণ লৈয়া যেবা করে ধ্যান,
কলিয়ে পীড়িত নহে সে যে ভাগ্যবান।
একবার হরি পূজা করে যেই নর,
ভাগ্যবন্ত সে যে তার কলি দূরতর।
অসংখ্য বহুল যদি হয় কর্ম্মচয়,
হরির শরণে সব পূর্ণ ফল হয়।
কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্নাথ,
এহি নাম উচ্চারণে কলি হয় পীত।
ঈশ্বর শঙ্কর নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন,
এহি উচ্চারণে কলি না করে পীড়ন।
মহাদেব বিরূপাক্ষ শিব গদাধর,
অচ্যুত অব্যয় জগন্নাথ পীতাম্বর।
এহি সব নাম যেবা শরণ করয়,
কৃতার্থ জানিয় সে যে নাহিক সংশয়।

সংসার সুলভ জান ভার্য্যা পুত্র ধন,
দুর্লভ বিষ্ণুতে ভক্তি জানিয় কথন
নারদের স্থানে পূর্ব্বে সনৎকুমার,
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা কলির প্রচার
সত্য কহিয়াছ মুনি দয়ার সাগর,
শুনিবারে ইচ্ছা করি পুনিহ বিস্তর।
পাষণ্ড নিন্দক পাপী পাপেত প্রবীণ,
কর্ম্ম শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত মন শুদ্ধি হীন।
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করি এতেক সকল,
আপনে কহিছ সেই সমস্ত বিফল।
যাতনা কহিছ তারা সবের বিশেষ,
কলিযুগে হইবেক পাষণ্ড অশেষ।
কি রূপে হইব এহি সবের নিস্তার,
বিবেচিয়া কহ ইচ্ছা করি শুনিবার।
এ সব শুনিয়া যেন নারদ মুনিবর,
সাধু সাধু বলি তাকে বলিল উত্তর।
লোক উপকার হেতু গুহ্য অতিশয়,
এহার উপায় কহি শুন মহাশয়।
দৈবাধীন এহি সব জঙ্গম স্থাবর,
সকলের কর্ত্তা জান দেব দামোদর।
শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করে যেই জন,
সেই কর্ম্ম করিবেক বিষ্ণুতে অর্পণ।

হরির শরণ কর্ম্ম অর্পণ যে করে,
হীন কর্ম্মে পূর্ণ ফল পায় সেই নরে।
ঘোর কলিযুগে জান হরি মাত্র গতি,
এতেকে করিব সবে হরিতে ভকতি।
কলিযুগে হরি ভক্তি বিঘ্ন বিনাশন,
ভক্তি হীনে নষ্ট হয় পাপের বন্ধন।
শিব বিষ্ণু পরায়ণ যে সাধু সকল,
সত্য সত্য হয় তার কর্ম্মে পূর্ণ ফল।
হরি পূজা করে যেবা সেই ভাগ্যবান,
দেব সবে করে তারে বড়ই বাখান।
সকল লোকের হিত কহিয়ে কথন,
হরি পূজা করে কলি না করে পীড়ন।
হরি নাম হরি নাম হরি নাম সার,
কলিযুগে হরি বিনা কেবা আছে আর।
ব্যাস শিষ্য মহামুনি সূত তপোধন,
শৌনকাদি সম্বোধিয়া কহিল কথন।
নারদের বাক্য শুনি সনৎকুমার,
তত্ত্বজ্ঞানী শান্তি সে যে লভিল অপার।
যে করে হরির পূজা ভক্তি অনুপম,
মুক্তিপদ লাভ পুনি না হয় জনম।
ভক্তি ভাবে কলিযুগে হরির শরণ,
যে জনে করয়ে মুক্তি লভে সেই জন

যেই জন শিব বিষ্ণু পূজন করয়,
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েত নিশ্চয়।
হরি উচ্চারণ যেবা করে একবার,
সে জন কৃতার্থ তারে প্রণাম আমার।
সনৎকুমার স্থানে নারদ কথন,
কহিলাম সে সকল শুন মুনিগণ।
যাহারে শুনিলে দুঃখ পাপ হয় নাশ,
সর্ব্ব জ্ঞান ফল দাতা পুণ্যের প্রকাশ।

পুরাণ পাঠের ফল।

এহার পাঠের ফল শুন মুনিগণ,
সংক্ষেপে কহি যে আমি তাহার কথন
এক শ্লোক কিবা অর্দ্ধ পড়ে যেই জন,
কদাচিত নহে তার পাতক বন্ধন।
এহার অধ্যায় এক পড়িলে সকল,
সেই জনে পায় জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ ফল।
এহি কর্ম্ম করে যেবা বিষ্ণুতে অর্পণ,
সকল কামনা সিদ্ধি পায় সেই জন।
ভক্তি ভাবে পড়ে যেবা করয়ে শ্রবণ,
তার পুণ্য ফল কহি শুন মুনিগণ।
শতেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে নাশিয়া,
মুক্তি পদ পায় কুল সহস্র মিলিয়া।

প্রতিদিন করে যেবা গোবিন্দ সেবন,
বৃথা তার যজ্ঞ দান তপ তীর্থগণ।
বৃহন্নারদীয় থাকে গৃহেতে যাহার,
দুঃস্বপ্ন নাশন পুণ্য আরোগ্য তাহার।
ভূত বেতালক আদি যত গ্রহগণ,
কদাচিত না করয়ে তাহারে পীড়ন।
নিত্য তার সম্পদ হয়ত বর্দ্ধন,
নিতি নিতি পুণ্য বাড়ে সর্ব্বত্রে কল্যাণ।
চৌর ব্যাধিগণে তারে না করে পীড়ন,
সত্য সত্য কহি আমি শুন মুনিগণ।
ব্রাহ্মণেরে কৈলে কোটী সহস্র গো দান,
এহার অধ্যায় পাঠ হয়েত সমান।
গঙ্গাস্নান শত আর জ্যোতিষ্টোম ফল,
অধ্যায় দশের পাঠ লভেত সকল।
এহি শাস্ত্র পঠে যেবা হৈয়া বিষ্ণুপর,
তার পুণ্য ফল কহি শুনহ বিস্তর।
শতেক জন্মের পাপ সে যে বিনাশিয়া,
মুক্তি লভে শতকুল সঙ্গেত করিয়া।
প্রভাতেত কুড়ি শ্লোক পড়ে যেই জন,
তার পুণ্য ফল কহি শুন মুনিগণ।
প্রতিদিন হয় তার গঙ্গাস্নান ফল,
জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ ফল লভেত নির্ম্মল

দুষ্টজন সন্নিহিত তাকে না পড়িব,
নীচ আসনেত বসি তাহাকে শুনিব।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় পুরাণ শ্রবণে,
ইহলোকে পরলোকে সুখের কারণে।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এহি পুরাণ শুনিয়া,
পরম মুকতি লভে শুন মন দিয়া।
মহারাজা কল্যাণমাণিক্য মহীপাল,
ত্রিপুর কুলেত সে যে ধর্ম্ম অবতার।
সৎকীর্ত্তিয়ে রাজার ব্যাপিছে দিগম্বর,
দানে কল্পতরু রাজা বিষ্ণু সমোসর।
মহাধর্ম্মশীল তান তনয় প্রধান,
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান।
পরম ধার্ম্মিক রাজা দানে কল্পতরু,
বিষ্ণুতে ভকতি তান অতিশয় গুরু।
পুরাণের অর্থ লোকে না বুঝে কারণ,
তাহার নিমিত্ত রাজা চিন্তিলেক মন।
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার,
ভাষা পদবন্দে রাজা করিল প্রচার।
পাঁচালী প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল,
সর্ব্বলোকে লেখাইতে তাকে আজ্ঞা দিল
এহিত পাঁচালী পুথি পড়ে যেই জনে,
পুরাণের ফল সে যে পায় ততক্ষণে।

এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান,
জনে জনে লিখাইল পুথি একখান।
শ্রীযুত দেবার্হ সে যে অতি বিচক্ষণ,
তাহান পাঁচালী এহি শুন সর্ব্বজন।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে,
আটত্রিংশ অধ্যায় এহি হৈল সমাধানে

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে অষ্টত্রিংশাধ্যায়।

সমাপ্ত।